বাংলাপিডিএফ. নেট
শুভম
দ্বিতীয় খণ্ড
ওয়েস্টার্ন
দূরের পাহাড়
গোলাম মাওলা নঈম
সেবা
প্রকাশনী
শুভম

বাংলাপিডিএফ. নেট

ওয়েস্টার্ন

দূরের পাহাড়

দ্বিতীয় খণ্ড

গোলাম মাওলা নঈম

তীব্র শীত আর তুষারপাতের মধ্যে পাহাড়ে আটকা পড়েছে উইল ক্যালকিন। পর্যাপ্ত খাবার নেই, গরম কাপড় নেই, নেই যথেষ্ট জ্বালানিও...শীতে অনভিজ্ঞ নাতচিরা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের জন্য, কিন্তু কিছুই করার নেই। না চাইলেও এদের দায়িত্ব নিতে হলো উইলকে। সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে আছে নাকাপা, শীত বা তুষার আটকাতে পারবে না তাকে, জানে উইল।

নাতচিরা গ্রামে ফিরে যেতে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু যাবে কীভাবে? নৃশংস কনেজেরো, উতে আর টেনসারা ছাড়াও রয়েছে নাকাপার দলবল। যে-কোন মূল্যে ইশাকোমিকে কব্জা করতে চায় নাকাপা। উটকো ঝামেলা হয়ে দেখা দিল স্পেনিশরা, না চাইলেও তাদের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব আর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ল উইলরা...

শুরু হলো টিকে থাকার মরণপণ লড়াই। সাধারণ যোদ্ধাদের নিয়ে রুখে দাঁড়াল উইল। পণ করেছে, মরবে তবু কাউকে ছাড় দেবে না!

এটা পশ্চিমের সেই সময়ের গল্প, যখন হাজার মাইলের মধ্যেও একজন বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী জুটত না; সাদা, স্পেনিশ, ইন্ডিয়ান কিংবা এমনকী বুনো পশু...সবার পরিচয়–শত্রু। করণীয়ও একটাই–হয় মারো, নয়তো মরো!

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শুভম

ওয়েস্টার্ন

দূরের পাহাড়

দ্বিতীয় খণ্ড

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8253-2
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স. ৮৫০
E-mail.sebaprok@citechco.net
Web Site. www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭৮১৯০২০৩

DOORER PAHAD
Part-II
Western Novel
By Golam Mawla Naeem

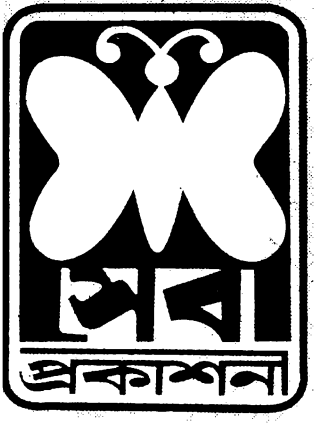

বিয়াল্লিশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

ব্যতিক্রমী একজন মানুষ...
কাজী মায়মুর হোসেন-কে,
যাঁর উৎসাহ না পেলে ক্যালকিন সিরিজ
কখনোই সার্থকতার মুখ দেখত না।

ওয়েস্টার্ন

দূরের পাহাড়

দ্বিতীয় খন্ড

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

Suvom

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসূরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা। **আবু মাহুদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

লোকটার ঔদ্ধত্য দেখে বিস্ময় বোধ করছে উইল। স্থির দৃষ্টিতে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল, কিছুই বলতে পারল না। 'কাল এখান থেকে চলে যাবে তুমি,' শেষে গম্ভীর স্বরে বলল ও। 'খাবার বা বিশ্রাম দুটোই পেয়েছ। পথ চলতে এখন আর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।'

'হ্যাঁ, যাব।'

'ভোর হলেই চলে যাবে, এবং একা যাবে।'

ঝকঝকে সুদৃশ্য দাঁত দেখিয়ে হাসল সে। 'যদি না যাই?'

'মাটির উপর লাশ বেশিক্ষণ থাকে না। তুষারে ঢাকা পড়ার আগেই খেয়ে সাবাড় করে ফেলবে কয়োটের দল।'

হাসি ম্লান হয়নি লোকটার, কিন্তু চোখের তারায় সামান্য অস্বস্তি ফুটল। সতর্ক চাহনিতে উইলকে মাপল সে। তারপর ধীরে ধীরে পিয়োটাহ্‌র দিকে সরে গেল তার দৃষ্টি।

'উঁহুঁ, ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না তোমার। আমি নিজেই খুন করব তোমাকে। ইশাকোমি আমাদের দলের সদস্য, আর দলের নেতা হিসাবে প্রয়োজনে ওকে রক্ষা করব আমি।'

'তুমি না বললে ও তোমার মেয়েমানুষ নয়?'

'ঠিকই, তারপরও ওর নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার।'

ইশাকোমি কখন গুহায় ঢুকেছে, ওরা কেউই জানে না। কতক্ষণ ধরে গুহামুখে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, তাও জানে না উইল। চোখের কোণ দিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল ইশাকোমিকে। টানটান ভঙ্গি, সামান্য

জড়তা বা অস্বস্তিও নেই। বাইরে থেকে ছুটে আসা হালকা বাতাসে মৃদু কেঁপে উঠল ওর স্কার্ট।

'ধন্যবাদ তোমাকে,' উইলের উদ্দেশে বলল ইশাকোমি। 'তবে আমাকে রক্ষা করতে হবে না তোমার। নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে।' স্পেনিয়ার্ডের দিকে সরে গেল মেয়েটির দৃষ্টি।

ইশাকোমির কণ্ঠ শুনে ঝট্ করে গুহামুখের দিকে ফিরল আগন্তুক। স্থির দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। এই প্রথম ইশাকোমির ধাত সম্পর্কে কিছুটা উপলব্ধি করল লোকটা। বুঝল কী ধরনের মেয়েমানুষের মুখোমুখি হয়েছে। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে বা কথা বলছে, দুনিয়ার কোন রাণীই বোধহয় ইশাকোমির মত এতটা নির্লিপ্ততার সঙ্গে নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে পারত না।

'আমার নাম মিগুয়েল,' বলল সে। 'নামটা মনে রাখলেই উপকার হবে তোমার।'

'কিচ!' নিতান্ত তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল ইশাকোমি।

শব্দের অর্থ না জানলেও সুরটা ঠিকই ধরতে সক্ষম হলো মিগুয়েল, পলকে লাল টকটকে হয়ে গেল মুখ।

মিগুয়েলকে বাতিল করে দিয়ে উইলের দিকে ফিরল ইশাকোমি। 'তোমার সময় হবে? জরুরি আলাপ ছিল।'

'নিশ্চই।'

ঘুরেই চলে গেল ইশাকোমি। সেদিকে তাকিয়ে থাকল মিগুয়েল, রাগে জ্বলছে চোখজোড়া। ' "কিচ" মানে কী?' জানতে চাইল সে।

'নাতচি ভাষায় গোবরের প্রতিশব্দ,' উৎফুল্ল স্বরে বলল উইল। 'এক্ষেত্রে বোধহয় মতামত প্রকাশ করেছে ও, আমার ধারণা।'

আবারও টকটকে লাল হয়ে গেল লোকটার মুখ। 'হারামজাদী...'

'বেকুব! আস্ত বেকুব তুমি!' হঠাৎ বলে উঠল পিয়োটাহ্। 'অবলা মনে কোরো না ওকে। অনেক পুরুষের চেয়ে সমর্থ ও, সাহসও আছে। ওর ঔষধ শক্তিশালী। ওর তুলনায় তুমি কিচ্ছু না!'

খিস্তি আওড়াল মিগুয়েল। ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে, এত রেগে

গেছে যে টলে উঠল শরীর। সতর্ক চোখে তাকে দেখছে উইল, খেয়াল করল বাম বা ডান-কোন্ পাশ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত মিগুয়েল। কিছু বলতে গেল সে, কিন্তু বাধা দিল উইল।

'তুমি আমাদের অতিথি। যাওয়ার সময় তোমাকে কিছু মাংস দেব। দক্ষিণে তোমাদের বসতি। আগে কী ছিলে, কী আছ বা কী হতে চাও, আমি জানি না, জানতেও চাই না বা গ্রাহ্যও করি না। ভদ্রলোকের মত আচরণ করছ না তুমি। এখানকার কারও বিরুদ্ধে উঁচু গলায় একটা কথা বলেছ তো রাতেই খেদিয়ে দেব তোমাকে।'

কোমরে চলে গেছে মিগুয়েলের হাত। ওয়েস্টব্যান্ডে লুকানো একটা পিস্তল আছে, জানে উইল, এক ঝলকের জন্য দেখেছিল।

'তোমাকে খুন করতে চাই না আমি, কিন্তু পিস্তলটা যদি বের করো, তা হলে নাচার হয়ে কাজটা করতে হবে।'

এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে ভেবে আগেই পিস্তল দুটো কোমরে ঝুলিয়েছে উইল, বাফেলো কোটের নীচে ঢাকা পড়েছে বলে ওগুলো দেখতে পাচ্ছে না মিগুয়েল। ড্র করার জন্য হাত নিশপিশ করছে তার। উইলও তৈরি।

'মনে হচ্ছে পিস্তলের চেয়েও সরেস কিছু আছে তোমার কাছে?'

সন্তুষ্টির হাসি ফুটল উইলের মুখে। 'থাকতেও পারে। তোমারটার চেয়ে সরেস কোন পিস্তল বা ওরকম কিছু।'

আচমকা বসে পড়ল মিগুয়েল। 'বেশ!' বাতিলের ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়ল। 'যা বলেছি ভুলে যাও! আসলে মেজাজ ঠিক ছিল না। জানতামও না ও কী ধরনের মেয়ে।' উইলের দিকে ফিরল সে। 'আসলেই কি ইন্ডিয়ান ও?'

'হ্যাঁ। তোমার মতই, আমিও ওর মত কোন ইন্ডিয়ান দেখিনি। পিজারোর নাম শুনেছ? হয়তো পেরুতে এরকম কারও দেখা পেয়েছিল পিজারো।'

'ও তা হলে ইনকা? কিন্তু এখানে এল কী করে?'

'একটা যোগাযোগ থাকতেও পারে। জানি না আমি। আপাতত আমাদের সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু আসলে মেয়েটা ওর দলের প্রধান।'

'দল এল কোত্থেকে?'

এ-পর্যন্ত ওদের মাত্র চারজনকে দেখেছে মিগুয়েল, চমকটা সেজন্যই। 'দশজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা রয়েছে ওর দলে,' স্মিত হেসে বলল উইল। 'কয়েকজন মহিলাও আছে। নিরাপত্তার দরকার হলে আমার সাহায্য পাবে বটে, কিন্তু আদৌ দরকার হবে না ওর। ওই দশজনের পাল্লায় পড়লে, চোখের পলকে তোমার চাঁদির চামড়া খুলে নেবে ওরা, তারপর খোজা বানিয়ে দেবে।'

'খোজা বানিয়ে দেবে?' আবারও রক্তিম হলো মিগুয়েলের মুখ, শেষে কিছুটা ফ্যাকাসে হলো। 'এসব কী ধরনের কথাবার্তা?'

'নিজেকে খুব বড় মনে করত, এমন অনেকেই খোজা হয়ে গেছে,' ফের হাসল উইল। 'এটা এমন এক জায়গা যেখানে কারোই বাড়তি কোন গুরুত্ব নেই, অন্য সবার মত তুমিও ওদের কাছে গুরুত্বহীন। স্রেফ একটা চাঁদির চামড়ার উৎস। বিপদে পড়ার আগেই এখানকার বা ওদের নিয়মকানুন জেনে নাও, তা হলে তোমার চাঁদি আর জিনিস, দুটোই রক্ষা পাবে।'

বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, ঘূর্ণি তুলেছে জমে থাকা তুষারের উপরের স্তরে। আগুনে কাঠ যোগ করে নিজের বিছানার কাছে চলে গেল উইল। এদিকে আগুনের কাছে বসে একদৃষ্টিতে শিখার দিকে তাকিয়ে থাকল মিগুয়েল, ভাবছে কী যেন।

উইলের ধারণা যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং সাহসী সে। পরিকল্পনা কেঁচে যাওয়ায় পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করছে বোধহয়। নিজস্ব লোকজনের কাছে খালি হাতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই তার, এটা পরিষ্কার; আবার এও ঠিক অন্যদের অনুভূতির প্রতি রীতিমত তাচ্ছিল্য বোধ করে। কিন্তু কোনক্রমেই বোকা বলা যাবে না মিগুয়েলকে। বিপজ্জনক মানুষ সে। ছোট্ট এই গুহায়, ওরা মাত্র তিনজন। এটা তার জন্য একটা সুযোগ হতে পারে।

ডিয়েগোর ধাওয়া খেয়ে মরিয়া হয়ে এখানে এসেছিল মিগুয়েল, ভেবেছে ঘোড়া সংগ্রহ করতে পারবে ওদের কাছ থেকে। কিন্তু এখন খালি পায়ে, তুষারের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সান্তা ফেয় যেতে হবে তার।

এখান থেকে সান্তা ফের দূরত্ব সঠিক জানে না উইল, হয়তো কয়েকদিন লাগবে। ওর সন্দেহ যাওয়ার ব্যাপারে আগের মত আর ততটা আগ্রহী নয় সে।

সে-রাতে ঠিকমত ঘুমাতে পারল না উইল। মিগুয়েল সামান্য নড়েছে কি চোখ মেলে তাকাল। পিয়োটাহ্‌ও একইরকম তটস্থ হয়ে আছে। কিন্তু এত উদ্বেগের প্রয়োজন ছিল না।

ভোরে উইলদের দেওয়া খাবারের প্যাকটা কাঁধের উপর চাপাল মিগুয়েল, একটা ধন্যবাদও দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। গুহা থেকে বেরিয়ে যে-পথে এসেছিল, সেই পথ ধরে এগিয়ে চলল।

মিগুয়েল ওদের দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে যাওয়ার পর পিছু নিল পিয়োটাহ্‌, দেখতে চায় আসলেই চলে গেল কি-না।

বিকালে ইশাকোমির গুহায় ঢুকল উইল।

দু'জন মহিলা মোকাসিন তৈরি করছে, অন্য একজন রোব তৈরির জন্য দুটো ফার সেলাই করছে, চতুর্থজন রান্নায় ব্যস্ত।

দেয়ালের কাছাকাছি বসল ওরা। গুহায় কোন পুরুষ নেই। 'শিকার করতে বেরিয়েছে ওরা,' নাতচি পুরুষদের অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করল ইশাকোমি। 'শীত অনেকদিন থাকবে। এদিকে আমরা মানুষ অনেক।'

'এ জায়গাটা কিন্তু মন্দ নয়,' বলল উইল। 'তোমার লোকজনকে এখানে নিয়ে আসবে নাকি?'

মিনিট কয়েক চুপ করে থাকল মেয়েটি। 'বুঝতে পারছি না। নদীর তীরে বহুদিন ধরে আছি আমরা। ওখানকার আবহাওয়া উষ্ণ। ফসল ফলানো সহজ। এখানে এলে নতুন নতুন জিনিস শিখতে হবে। ফসলের মরশুম বা পদ্ধতি হবে পুরোপুরি ভিন্ন। আমার মনে হয় না নদী বা উষ্ণ অঞ্চল ছেড়ে এখানে আসবে কেউ, বরং ভবিষ্যতে হয়তো সময় বদলে যাবে—এই আশায় থেকে যাবে ওরা।'

'তুমি নিশ্চই এ-জায়গার কথা বলবে ওদের?'

'চেনাজানা পরিবেশ কেউই ছাড়তে চায় না। পূর্বপুরুষরা শুয়ে আছে ওখানে, যারা বিপদ থেকে রক্ষা করে ওদের। ইতিহাস বা

স্মৃতি যাই বলো, সবকিছু তো ওখানেই।'

'আর তুমি?'

'নাতচিদের জায়গাই তো আমার জায়গা। ওদের সঙ্গে থাকা উচিত আমার। ওদের নেতৃত্ব দিতে হবে, বিপদে পরামর্শ দিতে হবে।'

'কিন্তু এরমধ্যে গ্রেট সান যদি মারা গিয়ে থাকে?'

'সময়মত আমি যদি ফিরতে না পারি, তা হলে অন্য কেউ ওর জায়গা নেবে।'

কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল, কেউই কিছু বলছে না।

'জায়গাটা ভারী সুন্দর, বসন্ত এলে…'

'খুব অল্প বয়সে একবার পাহাড়ে গিয়েছিলাম আমি,' উইলকে থামিয়ে দিল ইশাকোমি। 'আমার সঙ্গে বাবা-মা আর নিকঅনা ছাড়াও অন্যরা ছিল। ব্যবসা করতে গিয়েছিলাম আমরা। চারপাশে বনে ঘেরা এক উপত্যকায় গেলাম, ঠিক মাঝখানে বড়সড় ঝর্না। আর ছিল বিশাল একটা স্টকেড*…'

'ওটা আমাদের বাড়ি।'

উইলের দিকে তাকাল ইশাকোমি। 'আমি জানতাম না…'

'সাগর পর্যন্ত শত মাইলের মধ্যে আর কোন সাদা মানুষ নেই। চেরোকি, ক্রিক, নাতচি…কাছাকাছি সব ইন্ডিয়ানের সঙ্গে ব্যবসা করতাম আমরা।'

'নদী ধরে অনেকদিন হাঁটলাম আমরা। প্রথম যখন পাহাড় চোখে পড়ল, দেখে বিশ্বাসই হচ্ছিল না। নিকঅনা পাহাড়ের কথা বলেছিল, কিন্তু…'

'ওগুলোর বেশ কয়েকটা অনেক উঁচু।'

'ওহ্, পাহাড় দেখতে এত ভাল লাগছিল! কী যে আনন্দ হচ্ছিল আমার! শুধু নিকঅনাই আমার আনন্দ বুঝতে পেরেছিল। সম্ভবত এজন্যই আমাকে এ-জায়গার কথা বলেছে ও।'

---

* স্টকেড পশুদের চারণক্ষেত্রে সুরক্ষিত খুঁটির বেড়া

'কিন্তু কোন মেয়ের পক্ষে পাহাড়ে বাস করা সহজ নয়।'

'আমি একজন সান।'

আগুন নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। গুহার দেয়ালে শিখার প্রতিবিম্ব উদ্বাহু নৃত্য জুড়ে দিয়েছে, পিয়োটাহ্‌র দেখানো সেই গুহার কথা মনে পড়ল উইলের।

'নিকঅনা যে কী চিন্তা করে, কেউই আঁচ করতে পারে না। ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখলে ওকে বলতাম আমি, ওগুলোর ব্যাখ্যা দিত সে।' পাশ ফিরে উইলের দিকে তাকাল ইশাকোমি। 'তুমি স্বপ্ন দেখো?'

'মাঝে মধ্যে।'

'আগে যারা মারা গেছে, স্বপ্নে তাদের দেখি আমরা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের ইঙ্গিত দেয় তারা। আমার বাবা-মাও এখন অতীতের বাসিন্দা।' হঠাৎ উইলের দিকে ফিরল ইশাকোমি 'আচ্ছা, শীত চলে গেলে কী করবে তুমি?'

'পাহাড়ে যাব। আমি দেখতে চাই কী আছে ওখানে।'

'একবার একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম, শুধু নিকঅনাকে বলেছি। একটা ছেলেকে দেখলাম পাহাড়ে হাঁটছে। এত নিঃসঙ্গ মনে হলো ওকে!'

'কী করল ছেলেটা? কোথায় গেল?'

শ্রাগ করল ইশাকোমি। 'পাহাড়ে হেঁটে বেড়াল শুধু, আর কিছুই করল না। উঁহুঁ, মনে পড়েছে! একটা ভালুকের সঙ্গে দেখা হলো ওর।'

'ভালুকের সঙ্গে?'

'বিশাল এক ভালুক। ভয়ে আধমরা অবস্থা তখন আমার, কিন্তু ছেলেটা নির্ভয়ে কী যেন বলল ভালুকটাকে, আর ভালুকটাও দিব্যি পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে বসে পড়ল ওর কথা শোনার জন্য। ওটার মুখের একপাশে সাদা দাগ ছিল, সম্ভবত পুরানো কোন জখমের। চার পায়ে বসে মনোযোগ দিয়ে ছেলেটার কথা শুনল ভালুকটা, তারপর চলে গেল।'

একেবারে নীরব গুহার ভিতরটা। মহিলারা একমনে কাজ করে যাচ্ছে। ফার সেলাই শেষ করে বাকস্কিনের জ্যাকেট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে একজন, চামড়া নরম করার জন্য হাড়ের মজ্জা ঘষছে, তারপর বেলে পাথর ঘষবে। দ্রুত, দক্ষ হাতে কাজ করছে মহিলা; মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার কাজ দেখছে উইল। কালো একজোড়া মোকাসিন মহিলার পরনে।

'ও আসলে নাতচি নয়, পঙ্কা,' উইলের প্রশ্নে জানাল ইশাকোমি। 'আমাদের একজনকে বিয়ে করেছে। বাবার সঙ্গে পুব থেকে ফিরছিল, পথে দেখা হয়ে যায় ওর স্বামীর সঙ্গে।'

'পঙ্কাদের কথা শুনেছি।'

'ভালমানুষ ওরা।' উত্তর দিক দেখাল ইশাকোমি। 'অনেক দূরে ওদের গ্রাম।'

শূটিং ক্রীকে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে শুধু ব্যবসাই করতেন না ব্রায়ান ক্যালকিন, রেডস্কিনদের কাছ থেকে সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতেন। জেরেমি উইলকক্স সহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে, ওদের জীবনযাত্রা বা প্রতিবেশীদের সম্পর্কে জানতে চাইতেন। ওদের কাছ থেকে পঙ্কা গোত্রের কথা শুনেছেন, জেনেছেন পঙ্কাদের পরবর্তী বংশধর হচ্ছে ওমাহা, ওটেয়ি এবং ওসেজরা।

'তুমি কি বাড়ি ফিরে যাবে?' হঠাৎ জানেত চাইল ইশাকোমি।

'মনে হয় না। স্বপ্ন আমারও আছে। তবে আমার স্বপ্ন কিন্তু ঘুমের মধ্যে নয়, বরং জেগে জেগে দেখি, যখন কোন পাহাড়ের কিনারে থাকি বা ঠিক ঘুমানোর আগে দেখি। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি আমি–যা হতে চাই, যা করতে চাই।'

'যা হতে চাও মানে?'

'শুধু করলেই তো হয় না, মানুষকে কিছু একটা হতেও হয়। বিচক্ষণ, সমর্থ, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী হতে চাই আমি। এটা,' আঙুল কপালে ঠেকিয়ে দেখাল উইল। 'এখনও ফাঁকা রয়ে গেছে। জন্মের সময় যা ছিল, সেটা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু এভাবে নয়, আমি

ওটাকে আরও কর্মক্ষম করতে চাই।'

'অদ্ভুত তো! আমার কাছে অবশ্য ভালই লাগছে শুনতে।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হলো না, বসে থাকল দু'জন। তারপর উঠে দাঁড়াল উইল, বেরিয়ে এল গুহার বাইরে।

রাত নেমেছে। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জমে থাকা তুষারের মাঠ দেখাচ্ছে মড়ার মত ফ্যাকাসে। আকাশে হাজারো তারার মেলা। চারপাশে নজর চালাল উইল ক্যালকিন, আনমনে মাথা নাড়ল। এ-জায়গাটা কি পুরো শীত কাটানোর জন্য যথেষ্ট? আশ্রয় বটে, তবে আশ্রয়ই, এর বেশি কিছু নয়। একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকা উচিত। বাড়ি না হলেও বাড়ির মত।

গুহায় পিয়োটাহ্‌কে পেল উইল। 'চলে গেছে ও। দক্ষিণে। খুব দ্রুত হাঁটছিল।'

'ভাবছি আদৌ ও পৌঁছতে পারবে কি-না।'

'পারবে। ব্যাটা কঠিন চীজ।' মুখ তুলে উইলের দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু ইশাকোমির জন্য ফিরে আসবে ও। সঙ্গে অনেক লোক থাকবে। দেখো।'

'জমিতে ঘাস দেখা যাওয়ার আগেই চলে যাবে ইশাকোমি,' শ্রাগ করে বলল উইল।

পিয়োটাহ্ এমনভাবে উইলের দিকে তাকাল যেন কোন বাচ্চাকে দেখছে। 'তাই ভাবছ? তুমি হয়তো আসলেই বোকা।'

বিরক্ত হলো উইল। 'ইশাকোমি ওর গোত্রের সান। নাতচিদের দরকার হবে ওকে। আর ও-ও ফিরে যেতে ইচ্ছুক। নাতচিদের স্বার্থেই ফিরে যাবে।'

গায়ের উপর কম্বল চাপিয়ে শুয়ে পড়ল পিয়োটাহ্, আর একটা কথাও বলল না।

সারারাত ধরে তুষার পড়ল, মাটির উপর আরও ভারী স্তর তৈরি হচ্ছে। সমস্ত ট্র্যাক মুছে গেল।

মাত্র একটা অ্যান্টিলোপ নিয়ে শিকার থেকে ফিরে এসেছে নাতচিরা। মাংসের যোগান কমে গেছে, এদিকে বরফ বা তুষারের

মধ্যে শিকার করতে অভ্যস্ত নয় নাতচিরা। স্পষ্ট হতাশা আর আশঙ্কা ওদের চোখে। পরিবেশ এবং আবহাওয়া, দুটোই ওদের বিরুদ্ধে। উষ্ণ অঞ্চলের সামান্য সুবিধাও নেই এখানে। নদীর পানি জমে বরফ হয়ে গেছে, বনে জমেছে কয়েক ফুট পুরু তুষার। গোঁপন আশ্রয়ে চলে গেছে পশুরা, শীত যাওয়া পর্যন্ত ওখানে কাটিয়ে দেবে।

ঠাণ্ডার প্রবেশ ঠেকাতে এবং ভিতরের উত্তাপ যাতে বাইরে না যায়, সেজন্য মোষের একটা চামড়া গুহামুখে ঝুলিয়ে দিয়েছে ওরা।

সারারাত জ্বলবে এমনভাবে আগুন জ্বালাল উইল, তারপর কম্বলে শরীর মুড়ে শুয়ে পড়ল। ভবিষ্যতের কথা ভাবছে। নেতা হিসাবে যে-কোন সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব ওর।

তুষার গভীর হলেও বেশিরভাগ জায়গায় আলগা। স্নো-শু তৈরি করতে হবে। পাশ ফিরে আগুনের দিকে তাকাল উইল। বাইরে হা-পিত্যেশ করছে হিমেল বাতাস, নড়ে উঠল মোষের চামড়ার পর্দা, হিমেল বাতাসের সঙ্গে একরাশ তুষার ঢুকে পড়ল গুহায়।

দেয়ালে নাচানাচি করছে আগুনের শিখা থেকে তৈরি ছায়ারা। রহস্যময় ওই গুহার ছায়ারা ওর সঙ্গে চলে আসেনি তো? নাকি সত্যি ওগুলোকে ছেড়ে আসতে পেরেছে? যদি সত্যি এসে থাকে, কোনভাবে হয়তো শিকার খুঁজে পেতে সাহায্য করবে ওকে। উইলের প্রত্যাশা ছায়াগুলো বন্ধুত্বপূর্ণ হবে। গুহার মৃতদের প্রতি যতটা সম্ভব সম্মান প্রদর্শন করেছে ও, কাউকে বিরক্ত করেনি।

রাতে যদি কোন শত্রু আসে? তুষার এত নরম যে পদশব্দ ঢেকে যেতে পারে, অনায়াসে হেঁটে চলে আসতে পারবে। জেগে থাকলে যা হয়, নানান ভাবনা জুড়ে বসে মনে; তাই হচ্ছে এখন।

কাল শিকারে বেরোনো ছাড়া উপায় নেই। যেভাবে হোক, মাংস যোগাড় করতে হবে। এখনও ঘাটতি পড়েনি, কিন্তু শীতের বেশিরভাগ দিন সামনে পড়ে আছে; কিছুদিন পরে শিকার একেবারে মিলবে না। খালি পেটে থাকতে না চাইলে কিছু মাংস এখন থেকে জমিয়ে রাখতে হবে।

লোমশ বিশাল একটা প্রাণীর কথা বলেছিল পিয়োটাহ্।

আসলেই কি ওরকম কিছু আছে? পাসনুতা। লোমশ হাতি বলা যায় ওটাকে। অন্ধকারে স্মিত হাসল উইল। ওরকম কিছু যদি সত্যি থেকে থাকে, এ-মুহূর্তে মাংসের চাহিদা মেটাতে ঠিক একটা পাসনুতাই দরকার ওদের। একটার মাংসে দিব্যি পুরো শীত চলে যাবে।

কিন্তু পাসনুতার কথা কীভাবে জানল পিয়োটাহ্?

আগুনে কাঠ পোড়ার পটপট শব্দ হচ্ছে। বাইরের বাতাসে দোল খাচ্ছে মোষের চামড়া। চোখ বুজে এল উইলের, পাসনুতার ভাবনা ফেলে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু স্বপ্নে প্রাণীটার দেখা পেয়ে গেল। তুষারের উপর মুখোমুখি হয়েছে ওরা। প্রকাণ্ড লোমশ প্রাণী, মোষের চেয়ে তিনগুণ বড়, বিশাল দুটো গজদন্ত। জ্বলন্ত জোড়া চোখ। প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে ওটা, ধারাল গজদন্তের আঘাতে পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে ওর। আর মাত্র কয়েক গজ…

আচমকা জেগে গেল উইল। ঘামে জবজব করছে সারা শরীর, মৃদু মৃদু কাঁপছে। আগুনটা কয়লায় পরিণত হয়েছে। শুয়ে থেকে দানবাকৃতির প্রাণীটার কথা ভাবল ও, জ্বলন্ত চোখে দুনিয়ার প্রতিহিংসা ঠিকরে পড়ছিল, রাগে ফোঁসফোঁস করতে করতে ওর দিকে ছুটে আসছিল ওটা।

আগুনে কাঠ যোগ করল ও, তারপর পিছিয়ে এসে শুয়ে পড়ল। এখনও একটু একটু কাঁপছে শরীর। একটা মোষ বা কয়েকটা হরিণ হলেই চলবে; এর বেশি দরকার হবে না, কারণ ওকে ফিরে আসতে হবে…

চমকে চোখ মেলে তাকাল উইল। কোথায় ফিরে আসবে? কেন ফিরতে হবে ওকে?

মাংস দরকার ওদের। এবার শিকারে গেলে সফল না হলেই নয়। পাশ ফিরে শুলো ও, গায়ের উপর জুতমত চাপিয়ে দিল কম্বলটা। বেশি কিছু চাওয়ার নেই ওর…একটা মোষ বা কয়েকটা হরিণ…

স্বপ্নে আবারও দেখা দিতে পারে ভয়ঙ্কর পাসনুতা, এই আশঙ্কা

নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও বাস্তবে তা হলো না। সকাল হলো একসময়। তবে আজকের সকালটা অন্য যে-কোন দিনের চেয়ে ঠাণ্ডা। বরফ শীতল ঠাণ্ডা পড়ছে।

দুই

হাত বাড়িয়ে আগুনে কয়েক টুকরো কাঠ যোগ করল উইল। শুয়ে থেকে অপেক্ষায় থাকল, আগুনের উত্তাপে উষ্ণ হয়ে উঠবে গুহা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ছে। বাইরে নিশ্চই এরচেয়েও বেশি ঠাণ্ডা। অসীম সতর্ক না থাকলে এই পরিবেশে কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

এমন ঠাণ্ডা আরও কত দিন পড়বে, ধারণা নেই উইলের, অনুমানও করতে পারছে না। কিন্তু যত শীতই পড়ুক, মাংস দরকার ওদের। চলে যাওয়ার সময় মিগুয়েলকে কিছুটা দিয়েছিল, আর সতেরোজন লোকের খাওয়া কম নয়। শিগ্‌গিরই খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঠাণ্ডা আবহাওয়া সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে পিয়োটাহ্‌র, তবে এখান থেকে অনেক উত্তরে কিক্কাপুদের এলাকা–অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে; তাই এখানে তেমন কাজে আসবে না পিয়োটাহ্‌র অভিজ্ঞতা। আর ঠাণ্ডা সম্পর্কে উইলের যা অভিজ্ঞতা, সেটা ওর বাল্যজীবনের, এক পাহাড়ে কয়েকটা দিন কাটিয়েছিল; প্রয়োজনের তুলনায় এই অভিজ্ঞতা নেহাত সামান্য।

এই ঠাণ্ডার মধ্যে কোন্ পশুই বেরোবে না। শীতনিদ্রায় চলে যাবে ভালুক, গুহায় বা আশ্রয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে হরিণ ও অ্যান্টিলোপ। শিকার খুঁজে পেতে হলে যে-কোন একটার উপর

হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে! শুধু তা হলে যদি পাওয়া যায়। তবে তুষার ভারী হওয়ায় একটা সুবিধা পাবে উইল।

ক'দিন আগে ঝর্নার কিনারা থেকে উইলোর কয়েকটা লম্বা ডাল কেটে নিয়ে এসেছিল ও। আগুনের কাছে রেখেছে। একটা তুলে নিয়ে সযত্নে বাঁকা করে ফেলল। বৃত্তাকার কাঠামো তৈরি হওয়ার পর বেঁধে ফেলল। র-হাইডের কয়েক টুকরো বৃত্তের সঙ্গে আড়াআড়ি বাঁধতে ভালুকের থাবার মত কার্যকরী স্নো-শু তৈরি হয়ে গেল। পরে সময় পেলে জিনিসটা আরও ভাল করে তৈরি করতে পারবে।

গুহার মুখে ওগুলোকে আটকে রাখল উইল। ধনুক তুলে নিয়ে রওনা দিল ও, সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে, এমন পথ বেছে নিল যাতে এগোতে সুবিধা হয়।

প্রতি পদক্ষেপে সতর্ক থাকতে হচ্ছে। আহত হলে এমন ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। পাথর বা পড়ে থাকা গাছের ডাল পিছলা হওয়ার কথা, ওগুলো এড়িয়ে যাওয়াই মঙ্গল। শিকার খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ, জানে উইল। কয়েক মাইল দূরে, উপত্যকার ওপাশে ছোট্ট বনভূমি রয়েছে। এ-পর্যন্ত ওখানে শিকার করেনি ওরা। ভাগ্য ভাল হলে হয়তো কোন পশু পেয়ে যাবে, ওকে দেখে পালিয়ে যাওয়ার আগেই ওটাকে শিকার করতে সক্ষম হবে।

শান্ত নীরব প্রকৃতি। পায়ের নীচে চাপা পড়ে ক্ষীণ মচমচ শব্দ করছে আলগা তুষার। খুবই সতর্কতার সঙ্গে, সময় নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছে উইল, জানে ঘেমে গেলে মৃত্যু অবধারিত। হাঁটা বা দৌড়ানোর পর ঘামের ফোঁটা বরফে পরিণত হয়, শরীরের তাপমাত্রা শুষে নেয়।

মাইল খানেক এগোনোর পর বিশাল তিনটা পন্ডেরোসা পাইনের ছায়ায় থামল ও, খুঁটিয়ে দেখল সামনের জমি আর উপত্যকার মুখে খোলা জায়গাটুকু।

মিনিট কয়েক পর যাত্রা শুরু করল। বনভূমির কিনারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারপাশে প্রতিটি জায়গা খুঁটিয়ে দেখল, হরিণ বিশ্রাম

নিতে পারে এমন স্থানের খোঁজ করছে। আবহাওয়া ভাল থাকলে সাধারণত চারপাশে খোলা জায়গা রেখে গাছের নীচে বিশ্রাম নেয় ওরা, কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন এখন–হিমেল বাতাসের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবে, এমন আশ্রয়ের খোঁজ করবে ওরা।

বৈরী আবহাওয়ায় সঙ্গী থাকার উপকারিতাও রয়েছে। ফ্রস্টবাইটের প্রথম লক্ষণ ফুটে ওঠে নাকে বা হনুর হাড়ের কাছাকাছি, ছোট্ট সাদা স্পট তৈরি হয়; আয়না না থাকলে ওটা কখনোই ধরা পড়ে না কারও চোখে। সঙ্গী থাকলে একে অন্যের মুখে ফ্রস্টবাইটের লক্ষণ দেখতে পাবে, তাই দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা সম্ভব। এখন যেহেতু একা ও, নিজের দিকে নিজেরই লক্ষ রাখতে হবে।

ঠাণ্ডায় থলথলে হয়ে গেছে হাতের চামড়া, ভ্রূক্ষেপ না করে সারা মুখে হাত বুলাল উইল। মুখ আড়ষ্ট খসখসে হয়ে গেছে। পা টিপে টিপে বনের একটু ভিতরে ঢুকল ও।

বেশ কয়েকবারই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাল, অনুমান করল হরিণের সম্ভাব্য আশ্রয় কোন্‌টা হতে পারে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হলো না। ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। তুষারের উপর পাখির ট্র্যাক রয়েছে, এক জায়গায় অস্পষ্ট কিছু ছাপের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে, বেজি, মার্টেন* বা মাংসাশী কোন প্রাণীর শিকারে পরিণত হয়েছে পাখিটা।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো। সন্ধ্যার আগে গুহায় ফিরতে হলে এখনই ফিরতি পথ ধরা উচিত, বুঝতে পারছে উইল, কিন্তু নাচার ও।

বৃত্তাকার পথে এক গুচ্ছ অ্যাসপেনের চারপাশে চক্কর কাটল উইল। তুষার অঞ্চলে কোন কোন প্রাণী অ্যাসপেনের কাছাকাছি আশ্রয় নিতে পছন্দ করে। গাছে একটা পাতাও নেই, দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে পাহাড়ের উপর জমাট বাঁধা মেঘ। বাতাসে মৃদু

মার্টেন (Marten) নকুল জাতীয় ছোট্ট জন্তু

খসখস শব্দ করছে নগ্ন ডালগুলো, অ্যাসপেন আর স্ক্রাব ওকের ফোকর দিয়ে সামনে এগোল উইল।

হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল এল্কটা। আসলে শুয়ে ছিল গাছের গোড়ায়, গায়ের উপর তুষার জমেছে। খাড়া হতে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল তুষারকণা। শিং বাগিয়ে মাথা নিচু করল ওটা, তারপর লড়াইয়ের ইচ্ছে বাদ দিয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে কেটে পড়তে মনস্থ করল।

এদিকে তীর-ধনুক বের করে ফেলেছে উইল। নিশানা করার সময় নেই, আন্দাজের উপর ছুঁড়ে দিল তীর। ঘাড়ে বিদ্ধ হলো ওটা, কানের পিছনে, ছেঁদা করে ফেলল গভীর পর্যন্ত। দৌড়ের মধ্যে থমকে দাঁড়াল এল্কটা, থরথর করে কেঁপে উঠল বারকয়েক, তারপর দুড়ুম করে পড়ল তুষারের উপর। ছুটে ওটার পাশে চলে এল উইল, হাতে ছুরি চলে এসেছে।

মরিয়া চেষ্টায় উঠে দাঁড়াল এল্কটা, পাল্টা হামলা করে বসল। বিপদ দেখে ঝটিতি একপাশে সরে গেল উইল, শেষ মুহূর্তে এড়িয়ে গেল শিং দুটো। পাশ দিয়ে যাচ্ছে এল্কটা, ক্ষিপ্র বেগে হাত বাড়িয়ে একটা শিং ধরে ফেলল উইল, অন্য হাতে ছুরি চালাল। তীব্র বেগে কাঁধ বাঁকা করে ফেলল এল্কটা, আরেকটু হলে শিং দিয়ে ছেঁদা করে ফেলেছিল উইলের উরু; কিন্তু ছুরির দ্বিতীয় আঘাত ওটার সমস্ত শক্তি নিংড়ে নিয়েছে। দড়াম করে ওর পায়ের উপর পড়ল ওটা। কী ঘটছে বুঝতে পেরে লাফিয়ে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল উইল, নিজেও জানে না কীভাবে পা জড়িয়ে গেল—সম্ভবত আহত ডান পায়ের কারণে, দড়াম করে মাটিতে পড়ল ও।

মুহূর্ত কয়েক একই ভঙ্গিতে পড়ে থাকল। ধীরে ধীরে নিজেকে ধাতস্থ করে, ছুরি আর ধনুক তুলে নিল; শেষে এল্কের চামড়া ছাড়াতে শুরু করল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মাংস জমাট বেঁধে যাবে, তার আগেই মাংসের সেরা অংশ কেটে নেওয়ার ইচ্ছে ওর।

কাজ যখন শেষ হলো, ততক্ষণে অন্ধকার নেমে গেছে। এল্কের চামড়ায় সব মাংস ভরে পায়ে স্নো-শু পরল, যেটা এল্কের চামড়া

ছাড়ানোর আগে খুলে নিয়েছিল। এবার ফিরতি পথ ধরল। বন থেকে বেরিয়ে উপত্যকার দিকে তাকাল উইল, মনে মনে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। কোথায় উপত্যকা? অন্ধকারে গাছপালা আর পাহাড়শ্রেণী মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে, গাঢ় একটা রেখার মত দেখাচ্ছে শুধু, পার্থক্য করার কোন উপায় নেই।

বন ধরে টানা হেঁটেছে উইল, শিকার খুঁজতে ব্যস্ত ছিল, খেয়ালই করেনি কতটা পশ্চিমে চলে এসেছে। সামনে তুষারে ঢাকা বিস্তৃত জমি, সীমানা দেখা যাচ্ছে না; পিছনে পাহাড় আর বনের জমকাল অবয়ব। মাঠের ঠিক ওপাশে ওদের গুহা, অন্তত তাই মনে করছে উইল, কিন্তু কাঁধে ভারী বোঝা নিয়ে এতটা পথ অতিক্রম করতে পারবে কি-না সন্দেহ। ভারে দেবে যেতে পারে আলগা তুষারের স্তর। হিমশীতল ঠাণ্ডা বাতাস। লক্ষ্য থেকে যদি কয়েক গজও বিচ্যুত হয়, সারারাত ধরে হয়তো গুহা খুঁজে বেড়াতে হবে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মৃত্যু হতে পারে ওর। কতটা ঠাণ্ডা সঠিক বলা মুশকিল, তবে হিমাঙ্কের নীচে তো হবেই।

কাঁচা মাংসের ওজন, তায় রয়েছে এল্কের চামড়ার ভার, অজান্তে নুয়ে পড়েছে উইলের দেহ। ধীর পায়ে কিছুটা কোণাকুণি পুবে এগোল ও। এক পা-এক পা করে এগোচ্ছে, আলগা তুষারে পা পড়ার ব্যাপারে শঙ্কিত।

বাতাসে ঢেউ উঠল তুষারের মাঠে। বেশ কিছুক্ষণ বইল, তারপর বন্ধ হওয়ার কয়েক মিনিট পর আবার শুরু হলো। গুহা থেকে কেউ না বেরোলে আলো চোখে পড়বে না, জানে উইল, তাই আন্দাজের উপর বিশাল মাঠ পেরিয়ে গুহায় পৌঁছতে হবে ওকে।

মাঠ পেরোতে অন্তত এক ঘণ্টা লাগবে। ভারী বোঝা না থাকলে অনেক কম সময় লাগত। কিন্তু কিছু করার নেই। উড়ন্ত তুষারকণা আঘাত করছে নাকে-মুখে, যেন সুঁই ফোটাচ্ছে। থেমে ধনুকটা তুষারের জমিতে গাঁথল ও, তারপর চার হাত-পা ডলতে শুরু করল, রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক করবে।

সামনে গাঢ় একটা কাঠামো চোখে পড়ল। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল

উইল, নড়ছে ওটা—নেকড়ে!

একটা আছে যখন, আরও থাকতে বাধ্য।

সন্দেহ নেই মাংস আর তাজা রক্তের গন্ধ পেয়েছে ওরা। ইন্ডিয়ান ছাড়া অন্য মানুষ সম্পর্কে এদের ধারণা নেই তেমন, উইলের গায়ের গন্ধ অচেনা মনে হবে ওদের কাছে। মাংসের লোভে ওকে আক্রমণ করে বসাও বিচিত্র নয়। কিন্তু ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে এগোল উইল, সরাসরি নেকড়েটার দিকে।

চট করে দু'পা পাশে সরে গেল ওটা, ইতস্তত করল, তারপর বিশ-ত্রিশ ফুট দূরে সরে গেল। মাংসের ভারী বোঝার কারণে প্রায় টলমল পায়ে এগোচ্ছে উইল।

বনের কিনারে এসে বাতাস শুঁকল ও, গুহার কাছাকাছি থাকলে ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়ার কথা।

উঁহুঁ, বাতাস পরিষ্কার। কোন গন্ধই নেই।

রাতটা এখানে কাটিয়ে দেবে নাকি? সেক্ষেত্রে সারারাত জ্বালাতন করবে নেকড়েরা। আগুন জ্বালিয়ে ঠেকিয়ে রাখবে ওদের?

ফিরে না গেলে পিয়োটাহ্ বা অন্য কেউ ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। এমন তীব্র ঠাণ্ডা সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ নাতচিরা, বেরোলে হারিয়ে যেতে পারে ওদের যে-কেউ। সুতরাং ওর খোঁজে কেউ বেরোলে পিয়োটাহ্ই বেরোবে।

ধীরে ধীরে খানিক পাশ ফিরে পিছনে তাকাল উইল, দেখল পঞ্চাশ ফুট দূরে শুয়ে আছে একটা নেকড়ে। ধনুক নেড়ে ওটাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কাজ হলো না। ভয়ের চেয়ে মাংসের লোভই বেশি আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে ওটার কাছে। কয়েক ফুট পিছিয়ে গিয়েও থেমে পড়ল নেকড়েটা।

গাছের নীচ দিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। একে ওখানকার তুষার আলগা, তায় কোন মূল বা ডালে আটকে যেতে পারে ওর স্নো-শু।

কোথায় আছে ও এখন? গুহাগুলো হয়তো কয়েক গজ দূরে, কিন্তু কোন ধারণাই নেই ওর। কিংবা জানেও না কোন্ দিকে যেতে হবে। ফের নেকড়েটাকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করল ও।

নেকড়ে, না অন্য কিছু?

এবার জড়ো হয়েছে দুটো। সতর্ক নজর রাখছে ওর উপর। এরা বুঝে গেছে কোথাও একটা ঘাপলা রয়েছে।

ঝর্না!

ঝর্নাটা খুঁজে পেলে তীর ধরে গুহায় পৌঁছে যেতে পারবে। ওটা কাছাকাছি কোথাও হওয়ার কথা। মাংসের বোঝার ভার এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে স্থানান্তর করল উইল, তিনজনের বোঝা একা বইছে। একে মাংস দরকার, তায় রেখে গেলে নেকড়ের দলকে উপহার দেওয়া হবে শুধু। সবচেয়ে বড় কথা আবারও যে এমন বড়সড় কোন প্রাণী শিকার করতে সক্ষম হবে, এমন কী নিশ্চয়তা আছে? বনের কিনারা ধরে এগিয়ে চলল ও, উপযুক্ত ফোকর খুঁজছে যাতে খোলা জায়গায় বেরিয়ে যেতে পারে।

নাছোড়াবান্দার মত পিছু লেগে আছে নেকড়ে দুটো। কয়েকবার চিৎকার করে ওগুলোকে ভড়কে দিতে চেয়েছে উইল, আশা করেছে গুহাটা কাছাকাছি হলে ওর কণ্ঠ শুনতে পাবে পিয়োটাহ্ বা নাতচিরা।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। নেকড়ে দুটো প্রায় অগ্রাহ্য করছে ওর চিৎকার। রক্তের গন্ধ পাচ্ছে ওগুলো, গন্ধটা আসছে উইলের কাছ থেকে। তীব্র ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে শিকারে এসেছে, তারমানে শুধু ক্ষুধার্তই নয়, রীতিমত অনাহারে আছে ওরা।

ভারী বোঝার কারণে ঘাড় নাড়তে কষ্ট হচ্ছে উইলের, কিন্তু উপায় নেই–চারপাশে নজর রাখতেই হচ্ছে। বলা যায় না কখন কোন্ দিক থেকে আক্রমণ করে বসে নেকড়ে দুটো।

ধনুক দিয়ে কাজ হবে না। পিস্তল হলে ভাল হবে, কিন্তু এমন আবছা অন্ধকারে বুলেট অপচয় করতে চাইছে না উইল। হয়তো নাচার হয়ে ব্যবহার করতে হবে। কোটের কিনারা সরিয়ে দিয়ে হাতড়ে ডান পাশের পিস্তলের বাঁট চেপে ধরল ও। হাত আড়ষ্ট হয়ে আছে, আগে জড়তা কাটানো দরকার, নইলে ট্রিগার টানতে পারবে না।

সতর্কতার সঙ্গে বনের কিনারা ধরে এগিয়ে চলেছে ও। একটা

নেকড়ে বেশ কাছে চলে এসেছে। ভড়কে দিতে হঠাৎ ওটার দিকে এগিয়ে গেল উইল, সঙ্গে সঙ্গে পিছনে ছুট দিল ওটা।

বনের কিনারে কিছু একটা নড়াচড়া করছে! আরেকটা নেকড়ে। হঠাৎ করুণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল একটা, সুর মেলাল অন্যগুলো। তবে কোনটাই উইলের কাছাকাছি নয়। এগিয়ে চলল ও, পাশে ছড়িয়ে পড়া ডাল বা শাখার ব্যাপারে সচেতন, মনে মনে ভাবছে···

সামনে খোলা জায়গা চোখে পড়ল। বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা। বাতাসে ধনুক চালাল উইল, নেকড়ের দলকে ভড়কে দিয়ে খোলা পথের দিকে এগোল।

বরফ! পায়ের নীচে বরফ। তারমানে ঝর্নার উপর দিয়ে হাঁটছে এখন। গুহাটা কাছাকাছি হওয়ার কথা, যেহেতু গুহার একেবারে কোল ঘেঁষে চলে গেছে ঝর্নাটা। ঝর্না পেরিয়ে ওপাশে চলে গেল উইল, উঁচু তীর টপকে এল। চারপাশে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল জায়গাটা পরিচিত কি-না।

গুহার দিক থেকে খোলা একটা পথ ঝর্নার তীরে চলে এসেছে। ঘুরে সেদিকে এগোবে উইল, আচমকা পিছন থেকে প্রচণ্ড আঘাত করল কেউ। তুষারের উপর মুখ থুবড়ে পড়ল ও, হাত থেকে ছুটে গেল ধনুকটা।

পিছন থেকে মাংসের বোঝার উপর লাফিয়ে পড়েছে একটা নেকড়ে, ধাক্কায় বোঝা সহ ভূপতিত হয়েছে উইল। ঝটিতি ছুরি তুলে নিল ও, আড়ষ্ট হাতে চট করে পিস্তল ব্যবহার করতে পারবে, না।

অন্য নেকড়েগুলোও হয়তো হামলা করত ওর উপর, কিন্তু মাংসের দখল নিয়ে ব্যস্ত ওরা—এল্কের চামড়া থেকে মাংস বের করার চেষ্টা করছে। শক্ত মুঠিতে ছুরির বাঁট চেপে ধরল উইল। সবচেয়ে কাছের নেকড়ের পাঁজর বরাবর ছুরি চালাল। বিস্ময়সূচক গোঙানি বের হলো ওটার মুখ দিয়ে। ধারে-কাছে কোথাও চিৎকার করে উঠল কেউ, ছুটন্ত পদশব্দ কানে এল উইলের। ফের ছুরি চালাল ও, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, এবং পরপরই কব্জিতে নেকড়ের কামড় অনুভব

করল।

ঝট করে হাঁটু গেড়ে উঠে বসল ও। নেকড়ের দল উধাও হয়ে গেছে, চারপাশে কয়েকজন মানুষের আবছা কাঠামো চোখে পড়ল।

কেউ ওর বাহু চেপে ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। মাংসের বোঝা কাঁধে নিয়ে কাজটা কঠিন, কিন্তু সক্ষম হলো ও। বুকের সঙ্গে র-হাইড দিয়ে বাঁধা গেরো খুলে বোঝাটা খুলে নিল কেউ। অন্য একজন পড়ে থাকা ধনুকটা তুলে নিয়ে ধরিয়ে দিল ওর হাতে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গুহার দিকে এগোল উইল। ওকে ঘিরে রেখেছে নাতচিরা।

মাংসের বোঝা গুহার মেঝেয় নামিয়ে রাখল পিয়োটাহ্। 'নেকড়ের চিৎকার শুনে বেরিয়ে গেলাম। সন্দেহ হয়েছিল তুমি হয়তো বিপদে পড়েছ।'

ক্লান্ত, ঠাণ্ডায় পর্যুদস্ত দেহে আগুনের ধারে গিয়ে বসল উইল। ইশাকোমি রয়েছে ওখানে, বিস্ফারিত চোখে দেখছে ওকে।

'মাংস দরকার ছিল আমাদের,' শুধু এই বলল উইল।

কেউ কিছু বলল না। থলে খুলে সবাইকে মাংস দেওয়া হলো।

'তোমার জন্য ভয় পাচ্ছিলাম আমরা,' বলল ইশাকোমি। 'দেরি হওয়ায় চিন্তা হচ্ছিল খুব।'

'খুব ঠাণ্ডা। বাইরে বরফের মত ঠাণ্ডা।'

কয়েকদিনের মাংস যোগাড় হয়েছে। আবার বড়সড় প্রাণী শিকার করতে পারবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। শীতের দীর্ঘ সময় পড়ে আছে সামনে। সঙ্গে ইন্ডিয়ানরা থাকলে এল্কের পুরো মাংসই আনতে পারত, বোঝা অতিরিক্ত হবে বলে আনতে পারেনি উইল।

'কালো মোকাসিন পরা, পঙ্কা মেয়েটার কাছে শুনেছি ওর লোকেরা নাকি পাহাড়ের পশ্চিমে শিকার করে। পাহাড় পেরিয়ে ঝর্নার তীরের শৃঙ্গ পর্যন্ত চলে যায় প্রতি বছর।'

দীর্ঘক্ষণ উইলের দিকে তাকিয়ে থাকল ইশাকোমি, তারপর গুহা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বেকুবের মত তাকিয়ে থাকল উইল। মহিলাদের কখনও বুঝতে পারবে বলে মনে হয় না, আনমনে ভাবল ও।

ইশাকোমি গেল না কেন? নিরীহ বলে সুনাম আছে পঙ্কাদের, প্রায় সবার প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে ওরা। ওদের সাহায্য নিয়ে পাহাড় পেরিয়ে যেতে পারত ইশাকোমি। গুটিকয়েক নাতচি ব্রেভদের চেয়ে পুরো পঙ্কা গোত্রের নিরাপত্তা পেলে হয়তো কোন বিপদ ছাড়াই গ্রেট রীভার পর্যন্ত চলে যেতে পারত।

প্ল্যানটা ভালই মনে হচ্ছে উইলের কাছে, তবে···

বিধ্বস্ত দেহে শুয়ে পড়ল ও। ঠাণ্ডার কারণে পায়ে ব্যথা বোধ হচ্ছে, তেমন গুরুত্ব দিল না, অতিরিক্ত নড়াচড়া বা ধকলের কারণে এমনিতেও হয় এটা।

শরীর ক্লান্ত হলেও, সহজে ঘুম এল না। শূটিং ক্রীকে চলে গেল মনটা। কত পার্থক্য এখানকার সঙ্গে! যোজন দূরত্ব এই গুহার সঙ্গে! স্বজনরা কি মাঝে মধ্যে মনে করে ওকে? কিংবা একসঙ্গে কাটানো স্মৃতি কি দোলা দেয় ওদের?

ইংল্যান্ড আসলে দেখতে কেমন?

পা নেড়ে আরামদায়ক একটা অবস্থান খুঁজে নিল ও। ছোট্ট করে আগুন জ্বলছে। ঘুমিয়ে পড়েছে পিয়োটাহ্।

ইশাকোমি হঠাৎ এভাবে চলে গেল কেন? ভুলে যাওয়া বিপদের কথা মনে করিয়ে দেওয়ায়? নাকি নিজের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে, যেহেতু শীত না কাটলে এখান থেকে কোথাও যেতে পারছে না?

তন্দ্রালু চোখে উঠে বসল উইল, আগুনে কয়েকটা কাঠ যোগ করল। আরেকটু হলে আজ দফা রফা হয়ে গিয়েছিল। নাতচিরা সাহায্য না করলেও হয়তো নিজের চেষ্টায় রক্ষা পেতে পারত, কিন্তু পরিবেশ বা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ওর বিরুদ্ধে ছিল।

ও মরে গেলে কার কী যাবে-আসবে? খবরটা হয়তো জানতেই পারবে না ওর পরিবারের কেউ। মনটা অস্থির হয়ে গেল উইলের, কম্বলের নীচে নড়েচড়ে শুলো। এত ক্লান্ত, তবু ঘুম আসছে না কেন?

শেষপর্যন্ত ঘুমাল বটে, কিন্তু ঘুমটা সুখের হলো না। প্রকাণ্ড

পাসনুতা তেড়ে আসছে ওর দিকে···একই দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে গেল। এবারও ঘেমে একাকার হয়ে গেছে শরীর। আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে অনেকক্ষণ জেগে থাকল ও।

স্বপ্নটা এত পরিষ্কার! রীতিমত বাস্তব মনে হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ছুটে আসে জন্তুটা, মাটি কাঁপতে থাকে থরথর করে। আতঙ্কে জমে যায় ওর পা দুটো, নড়তে চাইলেও নড়তে পারে না, যেন বরফ হয়ে গেছে। সমস্যাটা কী? কেন নড়তে পারে না ও?

অথচ জীবনে কখনও দুঃস্বপ্ন দেখেনি ও। এটাই বা কেন বারবার দেখছে?

সকালে ঘুম ভাঙল ওর। পূর্ণ দৃষ্টি মেলে গুহার ছাদের দিকে তাকাল। দ্বৈব ক্ষমতা পেয়ে গেছে ও, স্বপ্নটা কি নিকট ভবিষ্যতের আভাস? ওটাই কি ওর জীবনের শেষ মুহূর্ত? তলোয়ারের মত ভয়ঙ্কর দাঁতের আঘাতে মাটিতে পড়ে যাবে ও, তারপর থামের মত পা দিয়ে পিষে ওর মৃত্যু নিশ্চিত করবে প্রাণীটা?

সবচেয়ে বড় কথা, কেন পালানোর চেষ্টা করে না ও?

উঠে বসল উইল, কাপড় পরে আগুনে দুটো কাঠি যোগ করল।

তিন

কয়েকদিন পর একটা হরিণ শিকার করল পিয়োটাহ্। পেতে রাখা ফাঁদে চারটা খরগোশ ধরা পড়েছে। কিন্তু খাবারের সমস্যা যা ছিল, তাই রয়ে গেছে। শীতের অর্ধেকটা পেরিয়েছে মাত্র। সামনে হয়তো অনাহারে কাটাতে হবে। বুনো প্রকৃতিতে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা সহজ ব্যাপার নয়। ক্রমাগত শিকার করায় এলাকা ছেড়ে সরে

গেছে বুনো প্রাণীরা। প্রতিদিন আগের দিনের চেয়ে আরও দূরে যেতে হচ্ছে। সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু হচ্ছে ঠাণ্ডা। তুষার পড়ছে না, কিন্তু তীব্র শীত। গাছের মূল, গুল্ম বা মাটির নীচের ফল সংগ্রহ করা আরও কঠিন ও ঝামেলার কাজ। পরিস্থিতি ভাল থাকলেও সারাদিন ধরে একজনের জন্য গুল্ম সংগ্রহ করা যায় না। তবে পেকান বা হেযলনাট হলে আলাদা কথা, কিন্তু এর কোনটাই ধারে-কাছে নেই। সবকিছু তুষার বা বরফের নীচে চাপা পড়ে গেছে।

পর্যাপ্ত স্নো-শু তৈরি করায় সবাই পরছে এখন। রাতে আগুনের পাশে বসে ট্রেইলে ব্যবহার করা যাবে এমন একজোড়া বিশেষ স্নো-শু নিজের জন্য তৈরি করল উইল। সাধারণ স্নো-শুর চেয়ে বেশ বড় ওটা, দীর্ঘ পথ হাঁটতে সুবিধা হবে।

ফাঁদ পেতে কয়েকটা টারমিগ্যান ধরেছে পিয়োটাহ্, পরদিন একটা হরিণ শিকার করতে সক্ষম হলো উইল।

আগুনের পাশে এসে বসল ইশাকোমি। দীর্ঘ যাত্রার জন্য তখন মোকাসিন আর লেগিং তৈরি করছে উইল।

'কী করছ?'

'অনেক দূরে যাব। কয়েকদিনের মধ্যে মাংস ফুরিয়ে যাবে। এখনই যোগাড় না করলে না খেয়ে থাকতে হবে আমাদের।'

'আমার লোকজন শিখছে, কিন্তু এলাকাটা বা এখানকার রীতিনীতি ওদের কাছে নতুন।'

পশ্চিমে ইশারা করল উইল। 'ওদিকে একটা উপত্যকা আছে। মোষ থাকতে পারে।'

'একা যাবে? তোমার সাহায্য দরকার। মাংস পেলে বয়ে নিয়ে আসতে হবে। আমি যাব তোমার সঙ্গে।'

'তুমি?'

'অসুবিধা কী? আমি কি দুর্বল নাকি?'

'কঠিন হবে যাত্রাটা, খুব কঠিন। তা ছাড়া যেতেও হবে অনেক দূর। আমি এমনকী ট্রেইলটাও চিনি না।'

'খুঁজে বের করব আমরা।'

'স্নো-শু লাগবে তোমার!' একটু ঘুরিয়ে প্রতিবাদ করল উইল।

'তৈরি করে রেখেছি আমি। তোমার মতই দেখতে। আমি কিন্তু যাচ্ছি।'

সঙ্গী হিসাবে আর যেই হোক, কোন মেয়েকে চায় না উইল। পথে যে হাজারটা বিপদ হতে পারে, সেজন্য কারও জ্যোতিষ হওয়ার দরকার পড়ে না। তুষার ছাড়া কোন পাস খুঁজে পাওয়া এমনিতে কঠিন, আর তুষার থাকা অবস্থায়, যখন সমস্ত গাছপালা বা পাথর ঢাকা থাকে, কাজটা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে, জানে উইল, এও জানে যে ক্ষণিকের অসতর্ক একটা পদক্ষেপ মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। সঙ্গী থাকলে তার দিকেও সতর্ক নজর রাখতে হয়, এটা বাড়তি ঝামেলা। তাই বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশি। একা হলে শুধু নিজের ব্যাপারে লক্ষ রাখলে চলে, দুঃসাহসী হয়ে এমন ঝুঁকি নিতে পারবে যেটা সঙ্গে কেউ থাকলে নিতে পারবে না।

'উঁহুঁ, মেয়েদের কাজ নয় এটা,' দৃঢ় স্বরে বলল উইল। 'তুমি বরং এখানেই থাকো। কনেজেরোরা যদি এসে পড়ে?'

'ওরা এখানে এসে যেন আমাকে খুঁজে পায়, তাই চাও তুমি?'

'তুমি নাতচিদের সান। বিপদের সময় তোমাকে দরকার হবে ওদের।'

'পিয়োটাহ্ আছে। তা ছাড়া, আমার লোকেরা জানে কী করতে হবে।'

মানুষ হিসাবে নিঃসঙ্গ উইল, কিন্তু একা কাজ করতেই পছন্দ করে ও। পিয়োটাহ্ হলে এক কথা ছিল। বেশিরভাগ সময় পাশাপাশি হাঁটে ওরা, কথা বলার বা আলোচনা করার তেমন কোন প্রয়োজনই পড়ে না। দু'জনেই জানে কী বা কখন করতে হবে। পিয়োটাহ্র উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেয় না উইল, উল্টোটাও হয় না কখনও। কিন্তু একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে···

উঠে দাঁড়াল ইশাকোমি। 'তা হলে পাকা কথা হয়ে গেল। কাল ভোরে, তাই না?'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল উইল, কিন্তু দৃষ্টি তুলে দেখল দ্রুত বেরিয়ে গেছে মেয়েটি। নিচু স্বরে খিস্তি আওড়াল ও। পিছনে চাপা স্বরের হাসি শুনতে পেয়ে ফিরে তাকাল। সবক'টা দাঁত কেলিয়ে হাসছিল পিয়োটাহ্, কিন্তু উইল তাকানো মাত্র অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

সে-রাতে স্বপ্ন দেখল না ও। নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম হলো। ভোরে ঘুম থেকে জেগে গুহার মুখে চলে এল। মনে মনে ভাবছে ইশাকোমি যদি দেরি করে, একটুও অপেক্ষা করবে না, নিজের পথে চলে যাবে। এত দ্রুত এগোবে যে ওকে ধরতে পারবে না···

কিন্তু দেরি করেনি ইশাকোমি, বরং ওর আগেই তৈরি হয়ে অপেক্ষায় আছে। পিঠে ছোট্ট প্যাক চাপিয়েছে, পায়ে স্নো-শু। উইলকে দেখামাত্র, একটা কথাও না বলে পশ্চিমে এগোতে শুরু করল।

প্রতিবাদ করে লাভ হবে না, কোন যুক্তিই ঠেকাতে পারবে না মেয়েটাকে। বাধ্য হয়ে অনুসরণ করল উইল। পশ্চিমে আকাশছোঁয়া শৃঙ্গের সারি, এমন প্রতিকূল পরিবেশে পাহাড় পেরোনোর চিন্তা হঠকারি হবে। ছোট্ট নদী ধরে দক্ষিণে এগোল ওরা। পশ্চিমে বিশাল এক উপত্যকা আছে বটে, কিন্তু জমে থাকা তুষার আর বরফ সেটাকে ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে গেছে।

কিছুদূর আসার পর আগে আগে এগোল উইল, ট্রেইল খুঁজে নিতে হচ্ছে এগোনোর সময়। ঠিক পাশে রয়েছে ইশাকোমি। ভারী তুষার জমে আছে পাহাড়ী ঢালে। একদিক দিয়ে লাভ হয়েছে, অন্য সময় হলে যেসব বাধা টপকাতে হত, বেশিরভাগই তুষারের নীচে ঢাকা পড়েছে এখন।

সেদিন প্রায় আট মাইলের মত এগোল ওরা, বুড়ো একটা স্প্রুসের নীচে ক্যাম্প করল। গাছটা বিশাল, ভারী শাখাপ্রশাখা নুয়ে পড়েছে তুষারের ভারে; চারপাশে ছাতার মত ছাদ তৈরি করেছে। একেবারে গুঁড়ির কাছে তুষার নেই বললেই চলে। বাতাসও ঠেকিয়ে রেখেছে। ছোট্ট করে আগুন জ্বালাল ওরা, স্প্রুসের পাতা দিয়ে

বিছানা তৈরি করল, তারপর আগুনটাকে মাঝখানে রেখে শুয়ে পড়ল যার যার বিছানায়।

উইলকে পিস্তল পরখ করতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল ইশাকোমি। 'এগুলো কী?'

'আগুনে অস্ত্র,' ব্যাখ্যা করল উইল। 'বজ্রের অস্ত্র। নেহাত ঠেকায় না পড়লে ব্যবহার করি না।'

'দারুণ তো!'

ঠিকই বলেছে ইশাকোমি। ইতালির ওই দক্ষ কারিগর অসাধারণ জিনিস তৈরি করেছে। শুধু ভয়ঙ্কর বা কার্যকরীই নয়, সৌন্দর্যের দিক দিয়েও অপূর্ব পিস্তল দুটো। হাতে তৈরি, অথচ গঠনটা নিখুঁত। তবে শিকারের জন্য ধনুকের উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত উইল।

আগুন ছোট হলেও গাছের ডালপালা ঠাণ্ডা ঠেকিয়ে রাখায় মোটামুটি উষ্ণ মনে হচ্ছে ক্যাম্প। সর্বোচ্চ উত্তাপের আশায় আগুনের একেবারে কাছ ঘেঁষে শুয়েছে ওরা। এল্কের জার্কি চিবাল দু'জনেই।

'কাল পৌঁছব ওখানে?' জানতে চাইল ইশাকোমি।

'হ্যাঁ। চেষ্টা করব যাতে শিকারের কাজ কালই সেরে ফেলতে পারি। অনেক মাংস দরকার আমাদের।'

'ইংল্যান্ডে মাংসের জন্য শিকার করা লাগে না?'

'না। শখের বশে শিকার করে লোকজন।'

'কিন্তু শখ করে যেটা শিকার করে, সেটা নিশ্চই খায়?'

'তা তো অবশ্যই। কেউ কেউ গরীবের মধ্যে মাংস বিলিয়ে দেয়। গরীব লোক হচ্ছে তারা, যাদের পর্যাপ্ত খাবার নেই।'

শান্ত রাত। দূরে চাঁদের উদ্দেশে নিজের নিঃসঙ্গতার অভিযোগ জানাল নিঃসঙ্গ একটা নেকড়ে। কাল পাহাড়ী ঢাল ধরে নামবে ওরা। সম্ভবত কোন সাদা মানুষ পা রাখেনি ওখানে, বড়জোর গুটিকয়েক ইন্ডিয়ানের এই সৌভাগ্য হয়েছে। মিসিসিপি ছাড়ার পর থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে উইল; সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করছে মানুষ। অধিবাসীরা সবাই ইন্ডিয়ান, বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত

হয়ে জায়গায় জায়গায় বসবাস করছে।

ইশাকোমি ঘুমিয়ে পড়ার পরও অনেকক্ষণ জেগে থাকল ও। ভাবছে। আর যাই হোক, এ-মুহূর্তে কোন মেয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়ানোর ইচ্ছে নেই ওর। ভবিষ্যতের জন্য মুলতবি থাকল ব্যাপারটা। এখন কেবল শিকারের চিন্তা, চাহিদামত মাংস সংগ্রহ করতে পারলে গুহায় ফিরে যাবে। বসন্ত এলে নাতচি গ্রামে ফিরে যাবে ইশাকোমি, আর উইল চলে যাবে নিজের পথে।

মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী। শুধু ইন্ডিয়ান নয়, সম্ভবত ইনকা রক্তও বইছে ওর শরীরে। ইন্ডিয়ান কেন, এত সুন্দরী সাদা কোন মেয়েও দেখেনি উইল। কিন্তু এসব ওর বিবেচ্য বিষয় নয়। যে পাহাড়ের বুকে আজও কোন মানুষের পা পড়েনি, সেখানে যাওয়ার নেশা ওর রক্তে, প্রথম সৌভাগ্যবান মানুষ হিসাবে পান করতে চায় অচেনা ক্রীকের পানি, সুউচ্চ পাহাড়ী চাতালে দাঁড়িয়ে দেখতে চায় মাইলের পর মাইল পড়ে থাকা জমি, ছোট্ট ছবির মত ধরা দেবে ওর চামড়ার চোখে। সৌভাগ্যের বিষয়, ইশাকোমিরও একই মনোভাব। নিজস্ব কিছু স্বপ্ন আর ইচ্ছে রয়েছে ওদের। আরেকটা মিল রয়েছে: স্বজনদের প্রতি দায়বদ্ধ দু'জনেই।

ভোরে ঘুম ভাঙল উইলের। আগুন নেড়েচেড়ে উস্কে দিল। ইশাকোমির অপেক্ষায় না থেকে নিজেই খাবার তৈরি করল। ইশাকোমি ওঠার পর খাওয়ার পালা চুকিয়ে ফেলল। আগুনে উষ্ণ হয়ে উঠেছে ছোট্ট ক্যাম্প, তবে এতটা উষ্ণ নয় যে আশপাশের তুষার গলে যাবে।

দক্ষিণ-পুবে বিস্তীর্ণ উপত্যকা, মাঝে মধ্যে তৃণভূমি আর গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা বনভূমি জন্মেছে। তৃণভূমিতে তুষারের হালকা স্তর, প্রতিটি গাছের শাখাপ্রশাখায় তুষার জমে নুয়ে পড়েছে।

হিমেল বাতাস বইছে। ধীর গতিতে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। তুষারের কারণে চলার শব্দ হচ্ছে না বললেই চলে। কথা বলছে না কেউ। চোখ আর কান দুটোই সতর্ক, আশপাশে কোন প্রাণী থাকলে আগেই ওটার অবস্থান টের পেতে চাইছে।

শুরুতে হরিণের প্রচুর ট্র্যাক চোখে পড়ল, পাহাড়ের দিকে চলে গেছে চার-পাঁচটা হরিণ। একেবারে তাজা ট্র্যাক, খুব বেশি হলে সকালের।

বিস্তীর্ণ উপত্যকার পিছনে আকাশছোঁয়া পাহাড়। কয়েকটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে সামনের জমি দেখল ওরা। অনেক দূরে, এক সারিতে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে মোষের দল—একটার পিছনে আরেকটা। পাহাড়ের কিনারে এসে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল ওগুলো, খুর দিয়ে তুষার সরিয়ে ঘাসের খোঁজ করছে। কাছাকাছি কয়েকটা হরিণ রয়েছে।

'দাঁড়াও,' মৃদু স্বরে বলল উইল, ঠাণ্ডা নিস্পন্দ বাতাস ওদের কণ্ঠ অনেক দূরে বয়ে নিয়ে যেতে পারে বলে জোরে কথা বলছে না। 'মোষ শিকার করব আমরা!'

উপত্যকায় নেমে এল ওরা। অদ্ভুত ব্যাপার, উপত্যকায় ততটা ঠাণ্ডা নেই। গাছের আড়াল ধরে এগিয়ে চলল দু'জন, মোষের দলের প্রায় একশো গজ দূরে পৌঁছে থামল। বলদগুলোর পিছনে, অগভীর একটা দ্রুতে চরছে কয়েকটা মাদী।

আশপাশের পাহাড় আর গাছের প্রতিটা আড়াল জরিপ করল উইল, কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। কোথাও কোন ধোঁয়া নেই। যদ্দূর মনে হচ্ছে ওরা একাই রয়েছে এখানে।

আবার এগোল ওরা। সবচেয়ে কাছের মোষটার চল্লিশ গজ দূরে এসে থামল উইল, সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখান থেকে চেষ্টা চালাবে।

মাদীটার বয়স কম হলেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট। মুহূর্ত খানেক অপেক্ষা করল উইল, তারপর তীর ছুঁড়ল। এক কদম আগে বাড়ল ওটা, থমকে দাঁড়াল, বিহ্বল হয়ে পড়েছে। জায়গামত বিঁধেছে তীর, ফের এগোতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। অন্য একটা মোষ পিছনের পায়ের খুর দিয়ে খোঁচা মারল মাদীটার চোয়ালে, বুঝতে চাইছে কী ঘটেছে। শেষে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। কিন্তু মুহূর্ত কয়েক পর ঘাস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবক'টা। দ্রুত এগিয়ে গেল উইল আর ইশাকোমি, চামড়া ছাড়ানোর কাজ শুরু করল।

উপত্যকা ধরে এগিয়ে গেছে অন্য মোষগুলো। পাহাড়ের কিনারে চলে এসেছে নেকড়েরা, খেয়াল করল উইল, রক্তের গন্ধ টেনে এনেছে ওদের। মাঝে মধ্যে দু'একপা এগিয়ে আসছে, দাঁড়িয়ে থেকে সতর্ক নজর রাখছে ওদের উপর। শুভ্র তুষারের পটভূমির বিপরীতে জমকাল ও অশুভ দেখাচ্ছে ওগুলোকে।

ঠাণ্ডা লাগছে বেশ। লাগাতার হাত চালাচ্ছে ওরা, তবে মাঝে মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখে নিচ্ছে। ইন্ডিয়ানদের কোন চিহ্ন চোখে পড়েনি।

বসন্ত বা গ্রীষ্মে নিশ্চই অপূর্ব হয়ে ওঠে উপত্যকাটা। একটু দক্ষিণে ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ঝর্না, পশ্চিমের উঁচু পাহাড় থেকে তৈরি হয়ে পুবে বয়ে গেছে। সম্ভবত এটাই গুহার কাছে চলে গেছে, তবে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই।

সান হোক আর যাই হোক, ইশাকোমি একজন ইন্ডিয়ান। দ্রুত, দক্ষ হাতে কাজ করছে, এক মুহূর্তও নষ্ট করছে না, অথচ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান্যও নড়ছে না।

মোষের শরীর থেকে কাটা মাংসের স্তূপের দিকে তাকাল উইল। 'অনেক হয়েছে, এত মাংস আমাদের পক্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না,' বলল ও। 'অনেক দূর যেতে হবে।'

থেমে ঘাসের খোঁজ শুরু করেছে মোষের দল, ওদের কাছ থেকে দু'শো গজ দূরে। মোষগুলোর সামনে ঘন ঝোপঝাড় আর গাছ রয়েছে। ড্র ধরে এগিয়ে গেলে হয়তো ঝোপের কাছে পৌঁছে যেতে পারবে, ভাবল উইল, আরেকটাকে শিকার করতে পারবে।

ধনুক তুলে নিয়ে ইশাকোমির দিকে ফিরল ও। 'মাংসের কাছে থাকবে?'

'হ্যাঁ। সতর্ক থেকো।'

নেকড়েগুলোর দিকে এগোল ও, ওকে দেখে সরে পড়ল সবক'টা। পশুগুলোকে পাশ কাটিয়ে নিচু জমিতে নেমে এল উইল। জায়গাটা একেবারে নীরব। সন্তর্পণে এগিয়ে চলল ও, ঝোপঝাড়ের কাছে এসে আরও সতর্ক হয়ে গেল, সচেতন যাতে সামান্য শব্দও না

হয়। তুষারের নীচে চাপা পড়া শুকনো ঘাস খুঁজে পেয়েছে মোষের দল, বুড়ো একটা বলদ ছাড়া সবক'টা পেটের চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত—পাহারার দায়িত্বে আছে বুড়োটা। বাতাসের উল্টোদিকে আছে বলে উইলের গায়ের গন্ধ পায়নি ওটা। তবে তারপরও অস্বস্তিতে ভুগছে, রক্তের গন্ধে? নাকি উইলের চোখে পড়েনি, এমন কোন কিছুর উপস্থিতিতে?

ফের চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল উইল, খুঁটিয়ে দেখল সবকিছু; ঝুঁকি নিতে নারাজ। আশপাশে যদি কোন শত্রু থেকে থাকে, আগেই তার অবস্থান জানতে চাইছে, দেখতে চাইছে। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না।

ওর কাছাকাছি রয়েছে কয়েকটা মোষ, দুটো একেবারে ত্রিশ-চল্লিশ গজের মধ্যে। ঝোপঝাড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে এগোল উইল, চেষ্টা করছে যাতে সামান্য শব্দও না হয়। দুটো গাছের মাঝখানে একটা ফাঁক দেখে সেদিক দিয়ে এগোল। যথেষ্ট কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এখন।

বয়স্ক মোষের মনোযোগ অন্য দিকে, উইলের বামে কিছু একটার দিকে। মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ওটা, নাক কুঁচকে বাতাসে গন্ধ শুঁকল।

পাশ ফিরে তাকাল উইল, ধীরে ধীরে। অর্ধবৃত্তের আকারে ঘুরে গেল দৃষ্টি, হঠাৎ থমকে গেল।

বনের কিনারা ধরে এগিয়ে আসছে কয়েকজন লোক, তবে স্পষ্ট দেখা সম্ভব হলো না। গাছের পটভূমিতে স্পষ্ট ঠাহর করা যাচ্ছে না, তা ছাড়া আড়াল ব্যবহার করছে সবাই। তিন···চার···পাঁচজন। ইন্ডিয়ান নাকি সাদা মানুষ, নিশ্চিত নয় উইল; কিন্তু মানুষ যে এ-ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত। এ-সময়ে এদিকে আসার কথা নয় স্পেনিশদের। আরেকটা মোষ শিকার করা দরকার, বোধহয় সম্ভব হবে না এখন, কারণ এদের উপস্থিতি টের পেলে পালিয়ে যাবে মোষের দল।

ঘুরে ইশাকোমির দিকে তাকাল ও। মাথা নিচু করে কাজ করছে

মেয়েটা, মাংস প্যাক করছে। অন্তত একশো গজ দূরে আছে, তবে ঘন গাছপালার কারণে ওকে দেখতে পাবে না লোকগুলো আপাতত। একই কারণে উইলও তাদের চোখের আড়ালে রয়েছে। ধনুক আর হাত নাড়ল উইল, আশা করছে ওর নড়াচড়া ইশাকোমির চোখের কোণে ধরা পড়বে।

আচমকা চোখ তুলে তাকাল মেয়েটি, ঝট করে ফিরল উইলের দিকে। ধনুক দিয়ে ইশারা করতে মাংসের প্যাক তুলে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল ইশাকোমি।

'পাঁচজন যোদ্ধা,' বলল ও। 'উপত্যকার ওদিক থেকে আসছে। আড়ালে থাকলে হয়তো আমাদের দেখতে পাবে না ওরা।'

'কিন্তু ওখানে ট্র্যাক ফেলে এসেছি আমরা। ওগুলো ওদের চোখে পড়বে।'

বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল উইল, এমন একটা জায়গা বেছে নিল যাতে নিজেরা আড়ালে থেকে চোখ রাখতে পারে লোকগুলোর উপর।

'চিন্তা কোরো না, শিগ্‌গিরই সাহায্য চলে আসবে।'

'সাহায্য?'

'হ্যাঁ, আমার লোকেরা আসবে। ছয়জনের মাংস নিতে আসার কথা। ওদের নির্দেশ দিয়ে এসেছি।'

বুদ্ধি আছে মেয়েটার! একটা কাজের কাজ করেছে। কিন্তু সময়মত পৌঁছতে পারবে নাতচিরা, নাকি ধরা পড়ে যাবে? বিপদের আশঙ্কা করবে না ওরা, হয়তো নিজের অজান্তে অ্যাম্বুশে পড়বে। সেটা ঘটতে দেওয়া যাবে না। উপত্যকা ধরে তাকাল উইল, কিছুই চোখে পড়ল না। এখনও যদি আসে, সময়মত পৌঁছতে পারবে না নাতচিরা।

অচেনা যোদ্ধারা হয়তো চলে যেতে পারে, কিন্তু যদি শিকার করতে এসে থাকে–অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সেজন্যই এসেছে–মোষের দিকে মনোযোগ থাকবে ওদের।

মিনিট কয়েক অপেক্ষা করল উইল। উঁহুঁ, ফিরে যাওয়ার নাম

নেই, বরং ক্রমে এগিয়ে আসছে পাঁচজন। ইন্ডিয়ান। উইলের অনুমান এরা কনেজেরো।

'মাথা নিচু করে পড়ে থাকো,' ইশাকোমিকে নির্দেশ দিল ও। 'যা করার আমিই করব।'

'লড়াই করতে জানি আমি।'

'ভাল কথা। কিন্তু আমি চাই না লড়াই করতে গিয়ে তুমি আহত হও।'

'ওরা সংখ্যায় পাঁচজন।'

'কিছুক্ষণের মধ্যে সংখ্যাটা কমে যাবে।'

গাছের আড়ালে অপেক্ষায় থাকল ওরা, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে পাঁচ ইন্ডিয়ানকে–এক সারিতে, একজনের পিছনে আরেকজন এগিয়ে আসছে।

ছটফট করছে বুড়ো মোষটা। নাক সিটকাল ওটা, খুর দিয়ে আঘাত করল তুষারে, তারপর সরে পড়তে শুরু করল। ঘাসের প্রতি মনোযোগ হারিয়েছে অন্যগুলো, বুড়োটার মত ওগুলোও সরে পড়ছে। চারপাশে দৃষ্টি চালাল উইল। উঁহুঁ, নাতচিদের পাত্তাও নেই।

একটা নেকড়েও নেই। পালিয়েছে সবক'টা।

চার

'উঁহুঁ, কাছে আসতে দেওয়া উচিত হবে না ওদের,' মৃদু স্বরে বলল উইল। 'চুপ করে বসে থাকো। আমি দেখছি কী করা যায়।'

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় দাঁড়াল ও, অপেক্ষায় থাকল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওকে দেখতে পেল কনেজেরোরা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কনেজেরোদের ভাবনা আঁচ করতে অসুবিধা হলো না। এমন নির্জন জায়গায় কে ও? একা, নাকি সঙ্গে আরও কেউ আছে? সঙ্গী না থাকলে কি এভাবে পাঁচজনের মুখোমুখি হওয়ার দুঃসাহস করে? এটা কোন ফাঁদ নয়তো?

ধনুক তৈরি উইলের হাতে, তীরও লাগানো, তবে নিশানা মাটির দিকে। পা টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে ও, ভয়ডর বলতে কিছু নেই মুখে। ব্যাপারটা উইলের নিজের জন্যও বিস্ময়কর, কারণ এমনিতে নিতান্ত নিরীহ গোছের মানুষ ও, কিন্তু প্রয়োজনে-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কিংবা কোণঠাসা হলে-ফুঁসে উঠে প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে। এখন তৈরি ও-শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন কিন্তু ভয়ঙ্কর। ওর ভঙ্গি বা অভিব্যক্তিতে চ্যালেঞ্জ।

চেঁচিয়ে কী যেন বলল একজন। বুঝতে পারল না উইল, উত্তর দেওয়ার গরজও অনুভব করছে না। কনেজেরোরা যে পালিয়ে বা ফিরে যাবে না, নিশ্চিত ও। এরা জাত যোদ্ধা, লড়াকু মানুষ, পালিয়ে যেতে অনভ্যস্ত।

এগোতে শুরু করল পাঁচজন। হাত নেড়ে তাদের নিষেধ করল উইল। ফের থেমে গেল ওরা। সমানে অন্যদের সঙ্গে তর্ক করছে একজন। হঠাৎ খেপে গিয়ে উইলের দিকে ছুটে এল লোকটা। দীর্ঘ ধনুকের কারণে অন্তত ত্রিশ গজ বাড়তি রেঞ্জের সুবিধা পাচ্ছে উইল। লোকটাকে চার কদম আসতে দিল ও, আবারও হাত নেড়ে সতর্ক করল। কিন্তু এগিয়ে আসছে হিংস্র কনেজেরো।

ধনুক তুলে তীরটা ছুঁড়ল উইল।

যেখানে নিশানা করেছিল, ঠিক সেখানেই বিঁধল তীরটা-লোকটার উরুতে। ইচ্ছে করেই তাকে খুন করেনি উইল, কনেজেরোদের দুর্ভোগে ফেলে দেওয়ার ইচ্ছে। মৃত সঙ্গীকে ফেলে যেতে দ্বিধা করবে না ওরা, কিন্তু কেউ আহত হলে ঠিকই গ্রাম পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবে তাকে।

টলমল পায়ে এক পা এগোল ব্রেভ, হুমড়ি খেয়ে পড়ল তুষারের উপর। পড়ে যাওয়ার পরও উৎসাহে ভাটা পড়েনি তার, তীর-ধনুক তুলে নিয়েছে। অপেক্ষা করল উইল। ছুটে আহতের পাশে চলে এল অন্যরা, সমানে চেঁচাচ্ছে উইলের উদ্দেশে।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল উইল, ধনুকে আরেক তীর লাগিয়ে অপেক্ষায় আছে। তুষারের বিপরীতে গাঢ় দেখাচ্ছে কনেজেরোদের, টার্গেট হিসাবে আদর্শ। চিৎকার করতে করতে ছুটে এল একজন। উইল ধনুক তুলতে থমকে দাঁড়াল সে, তারপর দ্রুত পায়ে পিছিয়ে গেল। আহত সঙ্গীর তীর তুলে নিয়ে দেখল। উইলের প্রতিটা তীরই কালো, গতি বাড়ানোর জন্য কালো পালক লাগিয়েছে। এরকম তীর কখনও দেখেনি কনেজেরোরা, কিংবা উইলও ওদের কাছে অপরিচিত। দূরে থাকায় বুঝতে পারছে না যে আসলে সাদা মানুষ ও; ওর পোশাক দেখেও কিছু অনুমান করার উপায় নেই।

এখানে পড়ে থাকলে মারা যাবে আহত লোকটা, তাকে ফেলে চলে যাওয়ার ইচ্ছে নেই কনেজেরোদের; এদিকে পাল্টা আক্রমণ করলে খুন হয়ে যেতে পারে কেউ। সাহসী হলেও বোকা নয় এরা। উইলের পরিচয় জানে না বলেও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

এ-পর্যন্ত কথা বলেনি উইল, তাই ওর ভাষা শুনে পরিচয় সম্পর্কে কোন ধারণাও করতে পারছে না কনেজেরোরা।

আহত সঙ্গীকে তুলে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল তারা। ঘুরে দাঁড়িয়ে বর্শা তুলে হুমকি দিল একজন। ভ্রূক্ষেপ করল না উইল। সন্দেহ নেই ফিরে আসবে ওরা।

কনেজেরোরা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতে মরা মোষের কাছে চলে গেল ও। ইশাকোমিও চলে এসেছে। দু'জনে মিলে মাংস ভরল প্যাকে। চারজনের বোঝা একাই নিতে হবে উইলের। এখানে বসে থাকা যাবে না, রাতের জন্য একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে।

'খুব সাহসী তুমি,' মৃদু স্বরে বলল ইশাকোমি।

'ধরতে পারলে আমাদের অত্যাচার করত ওরা। কাছাকাছি এসে

পুড়লে দু'একজন হয়তো পিছন থেকে হামলা করত, তাই দূরে থাকতে ওদেরকে থামানো ছাড়া উপায় ছিল না।'

জানে ইশাকোমি, তবে নিজেকে বোঝানোর জন্যই ব্যাখ্যাটা দিয়েছে উইল। নিজের পদক্ষেপের ব্যাখ্যা সব মানুষেরই থাকা উচিত। ওর ভাবনা সঠিক ছিল বলেই মনে করে উইল। হিংস্র ও নিষ্ঠুর জাতি বলে বদনাম রয়েছে কনেজেরোদের, কিন্তু অচেনা লোকদের এভাবেই আক্রমণ করে বহু ইন্ডিয়ান।

পড়ে থাকা গাছের পাশে ছোট্ট একটা গুহায় সব মাংস মজুদ করল ওরা। আগুন জ্বেলে সামান্য মাংস খেয়ে খিদে মেটাল। সন্ধ্যার খানিক আগে বড় একটা হরিণ শিকার করেছে উইল। মাংসের পরিমাণ বাড়ল তাতে।

ক্যাম্পটা ছোট এক গিরিখাতের মুখে, এখান থেকে সহজে পাহাড়ে বা বনে যাওয়া যাবে; অগভীর একটা গুহা, কিন্তু বাতাস আটকে রাখছে ভালভাবেই। ধারে-কাছে পড়ে থাকা শুকনো ডাল সংগ্রহ করল উইল। রাত নামল একসময়, মেঘের পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিল তারার দল। গুহাটা উষ্ণ হয়ে উঠেছে আগুনের কারণে।

'ওরা ফিরে আসবে,' বলল উইল।

নড করল ইশাকোমি। 'সঙ্গে আরও লোক থাকবে।'

'তোমার লোকেরা আসবে কখন?'

'আজ রাতে···কিংবা কাল।'

'তুমি ক্যাম্পে থাকলেই ভাল হত। আজ বিপদ হতে পারত তোমার।'

স্মিত হাসল ইশাকোমি। 'তোমার পিছনে নড়াচড়া করেছি আমি। ওদের ভাবতে বাধ্য করেছি যে তুমি একা নও।'

আচ্ছা, এজন্যই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কনেজেরোরা! ভাবল উইল, বোঝার চেষ্টা করছিল পরিস্থিতি। ওরা জানত যে উইলের সঙ্গে আরও লোক আছে, কিন্তু ক'জন সেটা জানত না। তা হলে, ওর কারণে নয়, সবিস্ময়ে ভাবল উইল, বরং ইশাকোমির উপস্থিত

বুদ্ধিতে ভড়কে গিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে দুর্ধর্ষ কনেজেরোরা।

ওরা যে ফিরে আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন ইন্ডিয়ানই সহজে পরাজয় মেনে নেয় না। ওদের একজন আহত হয়েছে। আরও হিংস্র ও মরিয়া হয়ে উঠবে কনেজেরোরা।

গুহার বাইরে চলে এল উইল, কান পাতল। দূরে চেঁচাল একটা নেকড়ে, উত্তর দিল আরেকটা। রাতের স্বাভাবিক শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।

সামান্য ধোঁয়া তৈরি হচ্ছে আগুন থেকে, তবে সামান্য হলেও বাতাসের উল্টোদিক থেকে কেউ এলে গন্ধ পেয়ে যাবে। এদিকে আগুন ছাড়া চলবেও না। জেনে-শুনে ঝুঁকি নিয়েছে উইল, ধরে নিয়েছে আজ রাতে আর আসছে না কনেজেরোরা, প্রতিশোধ নিতে ফিরে আসার আগে উপযুক্ত ঔষধ তৈরি করবে তারা।

গুহাটা ছোট বলে উষ্ণ হয়ে উঠেছে। একেবারে পিছন দিকে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে আছে ইশাকোমি। অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটা! এই অল্প আলোতেও, ভাবল উইল, উঁহুঁ, যে-কোন আলোতেই সুন্দরী দেখাবে ওকে।

ঝট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ও, উঠে গিয়ে এমন জায়গায় বসল যেখান থেকে ইশাকোমিকে চোখে পড়বে না। চিকোরির কফি তৈরিতে মনোযোগ দিল।

'রাতের ইংল্যান্ড দেখতে কেমন?' হঠাৎ জানতে চাইল ইশাকোমি।

এ-পর্যন্ত যথেষ্ট আলাপ করেছে ওরা, সম্ভবত সেজন্যই ইংরেজির দ্রুত উন্নতি করেছে ইশাকোমি। আগে যেসব ফরাসি বা চেরোকি শব্দ উচ্চারণ করত, ওগুলো বাদ দিয়েছে; তবে কখনও কখনও ইন্ডিয়ান ভাষায় কথা বলছে, যেটাকে মনে মনে অনুবাদ করে নিচ্ছে উইল।

'রাতে যার যার বাড়িতে থাকে লোকজন। গল্প করে, বই পড়ে, কখনও কখনও তাস খেলে কাটিয়ে দেয়। বাড়ির বাইরে, হোটেলে যদি রাত কাটায়, সেখানেও হয়তো বই পড়ে বা গল্প করে, তবে

প্রচুর পান করে তখন। এসব অবশ্য শোনা কথা, নিজের চোখে দেখিনি আমি।'

'বই পড়া কি খুব ভাল কাজ?'

'বাড়িতে আমরা সবাই বই পড়তাম। আমার ধারণা অন্যদের চেয়ে আমিই বেশি পড়তাম। প্রায় সব বিষয়ের বই ছিল। বাবা-মা দু'জনেই বই পড়তেন বলে ছোটবেলা থেকে ওই পরিবেশে বড় হয়েছি আমরা। বই না পড়লে গ্রীক, রোমান বা অন্যান্য সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতাম না, হয়তো শুধু ধ্বংসাবশেষের কথা জানতাম। মজার ব্যাপার কী, জানো? ইংল্যান্ডের মানুষ একসময় বিশ্বাস করত রোমান সভ্যতা তৈরি হয়েছিল প্রকাণ্ডদেহী দৈত্যদের হাতে, কিন্তু রোমান ইতিহাস ইংরেজিতে ভাষান্তর হওয়ার পর সবার ভুল ধারণা ভেঙে যায়।'

'আমি যদি পড়তে পারতাম!'

'কীভাবে পড়তে হয়, শিখিয়ে দেব তোমাকে।' বলেই মনে মনে নিজের উদ্দেশে খিস্তি করল উইল। এমন বোকামি করে কেউ? তৃণভূমিতে সবুজ ঘাস দেখা দিলে এখান থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছে ওর। মোষের নির্জন ট্রেইল ধরে চলে যাবে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীতে, নিঃসঙ্গ উপত্যকায় রাত কাটিয়ে দেবে। অথচ তা নয়, ইশাকোমিকে পড়া শিখানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে! এমন বেকুব হবে আর কেউ?

মেয়েটা হয়তো ভুলে যাবে কথাটা। বসন্ত আসতে এখনও অনেক বাকি। আসলেই কি তাই? দিনক্ষণের হিসাব গুলিয়ে ফেলেছে উইল। এটা স্রেফ অনুমান। যাই হোক, এখন থেকে জিভটাকে আরও সামলে রাখতে হবে, মনে মনে ভাবল ও।

সভ্যতা থেকে বহু দূরে, ছোট্ট এক গুহায় আগুনের ধারে বসে নিজেকে নিয়ে ভাবল উইল, ভাবল পরবর্তী অনুসারীদের সম্পর্কে। এই চেয়েছিল ও–পশ্চিমে আসবে, দেখবে, জানবে, বুঝবে, আবিষ্কার করবে। কিন্তু অতি পুরানো অদ্ভুত অনুভূতিটা এখনও রয়ে গেছে, কেবলই মনে হচ্ছে আসলে ও-ই প্রথম নয়, আগেও এখানে এসেছে লোকজন। এখন যেখানে আছে, সেখানে আগেও পা

রেখেছে অন্য কেউ; যেখানে থাকছে, সেখানে আগেও রাত কাটিয়েছে কেউ। ভূতপ্রেতে বিশ্বাস নেই ওর, বরং মনে করে কবরে ঢোকার পর কোন মড়াই জীবিত হতে পারে না। উইল বিশ্বাস করে: জীবন-মৃত্যুর বিষয়ে অনেক রহস্য আজও মানুষের অজানা। ভার্জিনিয়ার এক লোকের কথা জানে ও। লোকটা দাবি করত মৃতদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম সে। কিন্তু উইলের জানামতে মৃতদের কাছ থেকে পাওয়া একমাত্র খবর হচ্ছে: তারা আসলে বিদেহী আত্মার ছেড়ে যাওয়া লাশ বৈ অন্য কিছু নয়।

অদ্ভুত, অস্বস্তিকর অনুভূতিটা যায়নি, বরং ক্রমশ আরও জোরাল হচ্ছে। অনুভূতিটাকে কী বলা উচিত বুঝতে পারছে না উইল। দৈব অনুভূতি, নাকি অন্য কিছু? সাধারণ দৈব অনুভূতির চেয়ে ভিন্নতর এটা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে ইশাকোমি। 'কী ভাবছ তুমি?'

শ্রাগ করল ও। 'আমার ধারণা লোকজন আমাদের আগেই এসেছে এখানে। এসব ট্রেইলে হেঁটেছে, গুহায় রাত কাটিয়েছে। ইন্ডিয়ানদের কথা বলছি না।'

'তোমার লোকজন?'

'ঠিক তা নয়। অন্যরা, অন্য কোন জায়গা থেকে এসেছিল। পশ্চিমে আসা প্রথম মানুষ হওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার, কিন্তু প্রথম হতে পারিনি।'

'তাতে কি কিছু আসে-যায়?'

'মনে হয় না। তবে কারা এসেছিল, কীভাবে এসেছিল কিংবা কোন চিহ্ন রেখে গেছে কি-না, জানতে পারলে ভাল লাগত আমার।'

'তুমি দেখছি অল্পতে সন্তুষ্ট নও। কে, কেন, কীভাবে...অনেক প্রশ্ন করছ।'

'এবং কখন।'

'অদ্ভুত মানুষ তুমি! ধরো, জানতে পারলে প্রশ্নগুলোর উত্তর, তখন কী করবে?'

'হয়তো একটা বই লিখে ফেলব। কিংবা কোন ভ্রমণকাহিনী।

জ্ঞান একা ভোগ করার জিনিস নয়, বরং সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করা উচিত। তোমার কী মনে হয়?'

'এত দামী জিনিস, কেন অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করবে? তোমার জিনিস তুমি নিজের কাজে লাগাবে। অন্যরা এই জ্ঞান পেলে তোমাকে হারিয়ে দিতে পারে; জেনেও কেন ভাগাভাগি করবে?'

ক্যালকিন পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কথা মনে পড়ল উইলের। সাকিম তার সমস্ত জ্ঞান ওকে শেখানোর চেষ্টা করেছিল। ব্রায়ান ক্যালকিনের বন্ধু জেরেমি উইলকক্স বা কেইন ও'হারাও কখনও নিজের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে দ্বিধা বোধ করেনি। এমন কারও কথা মনে পড়ল না যে নিজস্ব জ্ঞান নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। উইল কার সঙ্গে ভাগাভাগি করবে?

দারুণ ঠাণ্ডা পড়ছে। হিমশীতল বাতাস। বেশ কয়েকবারই ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙে গেল উইলের, প্রতিবার আগুনে কাঠ যোগ করল।

খুব ভোরে যাত্রার জন্য তৈরি হলো ও। নাতচিরা যদি মাংস নিতে আসে, মাংসের ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হবে, নাতচিদের অন্য কাজে লাগানো যাবে না। ভাঙা কয়েকটা ডাল নিয়ে গুহায় ঢুকল উইল, নিজের অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিল। ইশাকোমি জেগে গেছে, ওকে দেখে উঠতে যেতে নিষেধ করল উইল। 'চাইলে বিশ্রাম নিতে পারো। আমি দেখছি আরেকটা শিকার করা যায় কি-না।'

গুহা থেকে বেরিয়ে দ্রুত পা চালাল ও। অবারিত তুষারের বুকে ওদের গতকালের ছাপ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। হাঁটতে হাঁটতে ঘটনাগুলো স্মরণ করল উইল। ঝোপের পিছনে নড়াচড়া করে বিরাট উপকার করেছে ইশাকোমি, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে বাঁচিয়েছে ওকে। দৃশ্যত, ওকে টোপ মনে করেছিল ইন্ডিয়ানরা, সেজন্যই পিছিয়ে গেছে; উইলের ভয়ে নয়, বরং ঝোপঝাড়ের পিছনে আরও শত্রু থাকার সম্ভাবনাই নিরুৎসাহিত করেছিল কনেজেরোদের।

আরও পশ্চিমে সরে গেছে মোষের দল, ক্যানিয়নের মুখে যে-

ঝর্নাটা রয়েছে, তার কাছে চলে গেছে। দ্রুত পা চালাল উইল, নিচু এলাকা ধরে এগোচ্ছে। গন্তব্যে পৌঁছে, থেমে টার্গেট বাছাই করল।

পিছন ফিরতে তুষারের জমিতে ছোট্ট একটা ফোঁটা চোখে পড়ল। পিছু পিছু আসছে ইশাকোমি। বিরক্ত হবে নাকি খুশি হবে, বুঝতে পারল না উইল; তবে একটু পর ভিতরে ভিতরে বিরক্তি অনুভব করল।

দুটো মোষ শিকার করতে পাঁচটা তীর খরচ করল ও। চারটা তীর উদ্ধার করেছে, একটা মোষ মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সময় ভেঙে যায় অন্যটা। প্রথম মোষের চামড়া ছাড়ানো যখন শেষ, তখন ওখানে পৌঁছল ইশাকোমি। এসেই দ্বিতীয় মোষের চামড়া ছাড়াতে শুরু করল মেয়েটি। ইন্ডিয়ান মেয়েরা বরাবরই এ-কাজটা করে, উইলের অনুমান, ইশাকোমির দক্ষতা প্রায় ওরই মত; কিংবা বেশিও হতে পারে। গোত্রের সান হিসাবে অন্য মেয়েদের তুলনায় ভারী কাজ করতে হয় না ইশাকোমিকে, কিন্তু তারপরও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চামড়া ছাড়াতে সক্ষম। মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল উইল, কিন্তু একমনে কাজ করে চলেছে ইশাকোমি, অন্য কোনদিকে নজর নেই।

মাঝ-সকালে মাংস প্যাক করার কাজ শেষ হয়ে গেল। ইতোমধ্যে ওদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে মোষের দল। তুষারের সমুদ্রে ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। বহন করা যাবে না, এতটা মাংস সংগ্রহ করেছে ওরা; এখানে বা আশপাশে কোন গুহায়ও রাখা যাবে না, নেকড়েদের উপহার দেওয়া হবে শুধু। মাংসের গন্ধে চলে আসবে নেকড়ের দল, মাটিতে পুঁতে রাখলেও ঠিক খুঁড়ে বের করে ফেলবে। এমনকী ওরা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়ার আগেই মাংসের দখল নিয়ে নেবে।

হঠাৎ নিচু স্বরে কথা বলল ইশাকোমি। আঙুল তুলে নির্দেশ করল।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল উইল। উপরের উপত্যকা ধরে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে কয়েকজন লোক। সম্ভবত নাতচি, কিন্তু কোন

ঝুঁকি নিতে নারাজ উইল। বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা, কয়েকটা গাছের আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পর ওদের কাছে পৌঁছল লোকগুলো। চারজন যোদ্ধা আর দু'জন মহিলা। মিনিট কয়েকের মধ্যে সমস্ত মাংস কাঁধে চাপিয়ে রওনা দিল তারা, আগে আগে এগোল উইল আর ইশাকোমি। রাতটা যে-গুহায় কাটিয়েছে, ওখানে এসে আগেরদিনের মাংস সংগ্রহ করল।

ফিরতি পথে যখন রওনা দিল ওরা, নীচের উপত্যকা তখন নির্জন, প্রাণীশূন্য। কিন্তু কয়েকবারই পিছন ফিরে তাকাল উইল, প্রার্থনা করল তুষার পড়ে যেন ঢাকা পড়ে যায় সমস্ত ট্র্যাক। নাতচিদের শিকারের গল্প বলছে ইশাকোমি, কনেজেরোদের সঙ্গে লড়াইয়ের ঘটনায় বিশেষ জোর দিল ও।

পায়ের নীচে চাপা পড়ে মচমচ শব্দ করছে তুষার। মাঝে মধ্যে থামছে ওরা, সতর্ক যাতে শরীরে ঘাম তৈরি না হয়। প্রতিবারই পিছনের উপত্যকা খুঁটিয়ে দেখেছে উইল, কাউকে চোখে পড়েনি। কনেজেরোরা যদি ফিরে আসে, ওরা কোথায় গেল সেটা কি আঁচ করতে পারবে?

ছোট্ট একটা ঝর্না পেরোনোর সময় দুর্ঘটনাটা ঘটল। আলগা বরফের চাঙড় ভেঙে গেল ইশাকোমির ওজনের ভারে, ধপ করে পড়ে গেল ও, মুহূর্তে হাঁটু পর্যন্ত উধাও হয়ে গেল বরফশীতল পানিতে। অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল ইশাকোমি। তুলনামূলক উষ্ণ পানি যখন শীতে বরফে পরিণত হয়, প্রায়ই সেটা তেমন পুরু হয় না। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

ঝটপট কাজ সারতে হবে। চট করে ইশাকোমির কাছে চলে গেল উইল, কোমর চেপে ধরে ইশাকোমিকে তুলে এনে পুরু তুষারের উপর শুইয়ে দিল, তারপর মোকাসিনের উপর তুষারকণা ঘষতে শুরু করল। আচরণটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে ইশাকোমির কাছে, ব্যথাও পাচ্ছে, ছাড়া পাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করতে ধমক দিল উইল। 'চুপচাপ শুয়ে থাকো! এছাড়া উপায় নেই।'

চুপ হয়ে গেল ইশাকোমি, ঠোঁট কামড়ে ধরে ব্যথা সহ্য করছে। আরও শুকনো তুষারকণা তুলে নিয়ে মেয়েটির পায়ে ঘষল উইল। 'তুষার পানি শুষে নেবে,' ব্যাখ্যা করল ও। 'কিন্তু বেশি সময় পাওয়া যায় না, সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু না করলে শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়।'

কিছুক্ষণ পর আবার যাত্রা করল ওরা। একেবারে চুপ হয়ে গেছে ইশাকোমি, তবে মাইল খানেক আসার পর নিজ থেকে বলল, 'শীত বা বরফ সম্পর্কে এখনও তেমন কিছুই জানি না আমরা। অনেক কিছু শিখতে হবে আমাদের।'

'আমিও অনেক কিছু জানি না, অনেক কিছু শেখার আছে আমার। ঠাণ্ডা পানি তোমার চামড়া শুষে নেওয়ার আগেই শুকনো তুষার পানিটা শুষে নেয়। আমার বাবার কাছে শিখেছি এটা। অনেক উত্তরে নিউ ফাউন্ড ল্যান্ডে এই পদ্ধতি শিখেছিলেন তিনি।'

ক্রমশ উঁচুতে উঠছে ওরা। ঢালু জমি। জমি না বলে বলা উচিত তুষারে ঢাকা জমি। পুবে মোড় নিতে পরিচিত উপত্যকায় ঢুকল ওরা। ফিরে আসতে পেরে ভালই লাগছে, কিন্তু উইল জানে খুব খুশি হওয়ার কিছু নেই। যে-মাংস এনেছে, তাতে পুরো শীতের চাহিদা মিটবে না। ইতোমধ্যে অনেকটা খাওয়া হয়ে গেছে, মাংস নিতে আসা নাতচিরা ক্ষুধার্ত ছিল। বাস্তবে, ফিরতি পথে দু'বেলা আহারে মাংসের বড় একটা অংশ খরচ হয়ে গেছে।

প্রস্তুতি থাকলে হয়তো পুরো শীত কাটিয়ে দেওয়ার মত যথেষ্ট মাংস যোগাড় করতে পারত। তবে নাতচিরা এতে অভ্যস্ত, কারণ বসন্ত আসা পর্যন্ত বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান শীতের শেষের সময়টা প্রায় অনাহারে কাটিয়ে দেয়। কারও ঘরেই পর্যাপ্ত কর্ন বা মাংসের যোগান থাকে না।

কাঠের যোগানও কমে গেছে। তাই বনে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করল উইল। ক্রমাগত কয়েকদিন ধরে শুধু এই কাজে ব্যস্ত থাকল। টিকে থাকার সংগ্রাম আসলে নিরন্তর একটা ব্যাপার, আগুনের পাশে বসে গল্প করার সুযোগ খুব কমই হয়।

নাতচিরা শিকার করার জন্য নিয়মিত পাহাড়ে যাচ্ছে। শীত ওদের কাছে নতুন, কিন্তু দ্রুত সবকিছু শিখে নিচ্ছে। একটু বিস্ময়কর হলেও, প্রায়ই হরিণ, টারমিগ্যান বা খরগোশ নিয়ে ফিরে আসছে। এমন প্রচণ্ড শীতে অত উঁচুতে মোষেরা যায় না কখনও, বরং ভালুক থাকতে পারে, কারণ শীতনিদ্রার স্থান হিসাবে পাহাড়ী গুহাই পছন্দ ভালুকের।

হঠাৎ এক রাতে ঘুম ভেঙে গেল উইলের। পূর্ণ দৃষ্টি মেলে গুহার ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, কান খাড়া, স্থির শুয়ে আছে। পানি পড়ার টপটপ শব্দ কি আসলেই শুনেছে? সহসা অনুভব করল আগুনটা নিষ্প্রভ হয়ে গেলেও শরীর অস্বাভাবিক গরম ওর।

বিছানা ছেড়ে গুহামুখে চলে এল উইল। বাইরে, জায়গায় জায়গায় তুষার গলে গিয়ে বিবর্ণ জমি উন্মোচিত হয়েছে। দুপুরের মধ্যে সমস্ত তুষার বা বরফ উধাও হয়ে যাবে। উষ্ণ, হালকা বাতাসের শব্দ কানে এসেছে ওর। দুঃসহ কষ্টকর শীত শেষ!

আবহাওয়া এখন পরিষ্কার। কনেজেরোরা যদি হামলা করে, তা হলে এটাই মোক্ষম সময়।

হয়তো কালই আক্রমণ করবে ওরা।

পাঁচ

আগুনের পাশে বসে আছে পিয়োটাহ্। 'গরম বাতাস চলে যাবে,' বলল সে। 'বেশিক্ষণ থাকবে না। আবার তুষার পড়বে। দেখে নিয়ো।'

হয়তো। এ-অঞ্চলের জলবায়ু সম্পর্কে কিছুই জানা নেই

উইলের, তাই পিয়োটাহ্‌র সঙ্গে তর্কে যাওয়ার সুযোগ নেই। তবে উত্তরের এলাকায় বড় হয়েছে বলে ওখানকার আবহাওয়া বা জলবায়ু সম্পর্কে জানে। সময়টাকে বসন্তের শুরু মনে হচ্ছে ওর কাছে।

'বসন্ত না ছাই!' উইলের ধারণা শুনে মন্তব্য করল সে। 'দু'একদিনের মধ্যে আবহাওয়া বদলে যাবে। অনেক তুষার পড়বে।' আগুন নেড়েচেড়ে উস্কে দিল সে, ঝলসানোর জন্য রাখা মাংসের টুকরো উল্টে দিল। 'এ-সুযোগে চলে যেতে পারব আমরা। বড় পাহাড় পেরিয়ে যাব।'

'এদেরকে ছেড়ে যাব? আমরা না থাকলে কীভাবে চলবে ওদের?'

শ্রাগ করল পিয়োটাহ্।

নাতচিরা দ্রুত শিখছে, সম্ভবত ওদেরকে ছাড়াই দিব্যি চলে যাবে তাদের। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিয়োটাহ্‌র যুক্তি মেনে নিল উইল। 'কিন্তু কনেজেরোরা যে-কোন সময়ে হামলা করতে পারে। এ-অবস্থায় কি যাওয়া উচিত হবে আমাদের?'

এবারও কিছু না বলে শ্রাগ করল কিকাপু।

অ্যাকো মেয়েটাকে জ্বালানি কাঠ আনতে বাইরে যেতে দেখল উইল। পিয়োটাহ্‌র মেয়েমানুষ। দু'জনের সম্পর্কটা আসলে কেমন? ইন্ডিয়ান পুরুষরা দীর্ঘ সময়ের জন্য শিকারে যায়। এদের কেউ ফিরে আসে, কেউ ফিরে আসে না। তাদের মেয়েমানুষ অন্য কাউকে বেছে নেয়, কিংবা একাই থাকে; তবে খাবারের সমস্যা হয় না ওদের। সফল শিকারীদের কাছ থেকে মাংস পায় ওরা। নাতচিদের ক্ষেত্রে কি এই প্রথা প্রচলিত? উইল সহসা উপলব্ধি করল নাতচিদের এসব রীতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞাত ও।

গুহার দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে আহত পা-টা ছড়িয়ে দিল ও। ঠাণ্ডা বেশি পড়লে ব্যথা হয়, তবে এমনিতে পার্থক্যটা তেমন অনুভব করে না। শুধু সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে। ব্যস। দৌড়াতেও সমস্যা হয় না।

গুহার বাইরে ইশাকোমির সঙ্গে দেখা হলো ওর। বাকস্কিন স্কার্ট

আর লেগিং পরিষ্কার করছে মেয়েটি। 'কী মনে হয়, আসবে ওরা?'

'হ্যাঁ,' উপত্যকার প্রবেশমুখের দিকে ইশারা করল উইল। 'পিয়োটাহ্ আর আমি চলে যাব ওখানে। কনেজেরোরা কাছে আসা পর্যন্ত তোমার লোকদের ক্রীকের কাছাকাছি গাছের আড়ালে থাকতে বোলো।'

গুহার সামনে থেকে ঢালের আকারে নেমে যাওয়া জমি নিরীখ করল ইশাকোমি। পরিকল্পনাটা মন্দ নয়, কিন্তু এরচেয়ে ভাল কিছুও মাথায় আসছে না। কনেজেরোদের পুরো দলকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না, তবে তারা উপত্যকায় ঢোকার আগেই দু'একজনকে খসিয়ে ফেলতে পারলে কিছুটা হলেও নিরুৎসাহিত হবে শত্রুপক্ষ। এরপর জবর লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, যদিও কনেজেরোদের সংখ্যার এমন কোন রদবদল হবে না; তবে চমকটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার–এই সুযোগে নিজেদের সংগঠিত করে নেবে ওরা।

'সময় হয়েছে,' বলল ইশাকোমি। 'এবার উপরের উপত্যকায় না গিয়ে উপায় নেই।'

'অপেক্ষা করে দেখা যাক না! হয়তো ওদের ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম হব আমরা। আমার ধারণা ওরা সংখ্যায় বেশি আসবে না।'

অবশ্য নিশ্চিত জানে না উইল। ওর ধারণা কনেজেরোরা সংখ্যায় বেশি আসবে না। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় বেশি হলে যোদ্ধাও বেশি হবে। তবে যাই হোক, বিকল্প কোন উপায় নেই ওদের। উপরের উপত্যকায় চলে গেলেই যে সমস্যার সমাধান হবে, তা নয়; কনেজেরোদের খানিকটা দেরি করিয়ে দেওয়া হবে শুধু। ঠিকই ওদের খুঁজে বের করবে তারা। তখন কী করবে, কোথায় যাবে? পিয়োটাহ্র অনুমান যদি সত্যি হয়ে থাকে, আবার যদি তুষারপাত শুরু হয়, তুষারে আটকা পড়ে যাবে ওরা। বাঁচার একমাত্র উপায় হবে তখন আরও উঁচু কোথাও আশ্রয় নেওয়া। কিন্তু সেটাও ঝুঁকিপূর্ণ হবে–একে ঠাণ্ডা বেশি, তায় তুষারধসের অসহায় শিকার হতে পারে।

'আবহাওয়া উষ্ণ হচ্ছে,' জানতে চাইল ইশাকোমি। 'ঘাস কি

দেখা যাবে আবার?'

পিয়োটাহ্‌র ধারণা খুলে বলল উইল। শুনে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'এটা আমিও শুনেছি। বহু আগে গ্রেট রীভারের ওদিক থেকে কিছু লোক আমাদের গ্রামে গিয়েছিল। ওদের কাছে এই এলাকা আর তুষারের কথা শুনেছি আমরা। তোমাদের দেশেও কি এরকম তুষার পড়ে?'

'ইংল্যান্ডে? আমি জানি না। বাবার কাছে অবশ্য গ্রীষ্মের কথা শুনেছি। একসময় নাকি খুব গরম পড়ত। গরমে প্রচুর আঙুর জন্মাত। আঙুর থেকে ওয়াইন তৈরি হত। কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে, শীতপ্রধান দেশ হয়ে গেল ইংল্যান্ড। আঙুর চাষও বন্ধ হয়ে গেল।

'আমার মনে হয় ইংল্যান্ডের চেয়ে এখানেই ঠাণ্ডা বেশি ছিল। মোষের দল চরে বেড়াত, কারণ ঠাণ্ডার মধ্যে টিকে থাকতে অভ্যস্ত ছিল ওরা। তুষারপাত বা জোরাল বাতাসের সময় দিব্যি নিজের আশ্রয়ে থেকে যায় ওরা, পালানোর জন্য অধীর হয় না। একসঙ্গে জড়ো হয়ে বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ায় ওরা, চামড়ার উপর ভারী তুষার জমে। এভাবেই একজনের সঙ্গে আরেকজন উষ্ণতা ভাগাভাগি করে ওরা।'

উইলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইশাকোমি, দীর্ঘ ছিপছিপে অসাধারণ সুন্দরী একটা মেয়ে। বয়সের চেয়ে ঢের পরিপক্ব। বুদ্ধিমতী। এক পা পাশে সরে দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে নিল উইল। এটা ঠিক মেয়েটি পাশে এলে অদ্ভুত অস্বস্তিতে পড়ে যায়, বিরক্তি বোধ করে ও। তবে, কোন মেয়েকে নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই ওর, মানসিকতাও নেই। বহু জায়গা ঘুরে দেখতে হবে, এবং নিঃসঙ্গ থাকতেই পছন্দ করে ও। নিজেকে কথাগুলো মনে করিয়ে দিল উইল। আজীবনই একাকী কেটেছে ওর।

এমনকী পিয়োটাহ্‌র সঙ্গেও নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় ওর, কারণ নিজস্ব ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে এবং নেহাত প্রয়োজন ছাড়া তেমন কথা হয় না ওদের মধ্যে। আসলে ওরা দু'জনেই

নিঃসঙ্গ, মনে-প্রাণে একাকী মানুষ।

থাকতে হচ্ছে বলে ত্যক্ত বোধ করছে পিয়োটাহ্। নাতচিদের প্রতি কোন দায়িত্ববোধ নেই ওর, তাই যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে চাইছে। স্রেফ তুষারই আটকে রেখেছে ওকে।

'আবার সবুজ ঘাস দেখা দিলে কী করবে তুমি?'

ইশাকোমির প্রশ্নে পশ্চিমে তুষারঢাকা পাহাড়শ্রেণীর দিকে ইশারা করল উইল। 'সম্ভবত ওখানে চলে যাব। পাহাড়ের ওপাশে কী আছে, দেখতে চাই আমি।'

'তারপর?'

জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল ও, পায়ের ভর বদল করল। যৌক্তিক প্রশ্ন। সত্যিই তো, কী করবে ও তখন? 'বলতে পারছি না,' শেষে বলল উইল। 'হয়তো ঝর্নার পাশে একটা তৃণভূমি খুঁজে বের করব, তারপর একটা কেবিন তৈরি করব।'

'এরপর?'

ইশাকোমি ওকে কোণঠাসা করে ফেলছে, ব্যাপারটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না উইলের। নিজেকে দলছুট একটা মোষের বাচ্চার মত লাগছে ওর, যেন লুকানোর পথ খুঁজে পেতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

'জায়গাটা এমন হতে হবে যাতে আশপাশে যথেষ্ট শিকার পাওয়া যায়,' ব্যাখ্যা করল ও। 'সোজা কথায়, জীবনধারণের সব উপকরণ পাওয়া যাবে এমন একটা জায়গা।'

'একা থাকবে?'

'সবসময়ই একা ছিলাম আমি, এমনকী বাড়িতে থাকার সময়ও। আসলে কেন যেন অন্যদের সঙ্গে ঠিক পুরোপুরি এক হতে পারি না আমি, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভাল লাগে। আর হ্যাঁ, বই থাকতে হবে। যেখানেই থাকি, ওই জিনিস না হলে চলবে না আমার। প্রচুর বই পড়ব।'

ইশাকোমি আর কোন প্রশ্ন করল না বলে কৃতজ্ঞ বোধ করল উইল। খেয়াল করল অজান্তে ঘাম জমেছে কপালে, নিজেকে

পুরোপুরি কোণঠাসা মনে হচ্ছে ওর।

'তোমার ভাইরা কী করছে?'

'যার যার পছন্দ মত জীবন বেছে নিয়েছে ওরা। নিয়াল বিয়ে করেছে। এতদিনে হয়তো হার্ভেও করেছে। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো নতুন ট্রেইল খুঁজে বের করতেই হবে, তাই না? আমি হচ্ছি সেই লোক। পশ্চিমের ট্রেইল খুঁজে বের করা আমার দায়িত্ব।'

'তোমার ভাইদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে ভাল লাগত আমার।'

'ওদেরকে পছন্দ হবে তোমার। ভালমানুষ। আমার বোন, প্যাট্রিসিয়া, মা-র সঙ্গে ইংল্যান্ডে ফিরে গেছে। এখন হয়তো শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ও, হাল ফ্যাশনের কাপড় পরে বল-নাচে যোগ দিচ্ছে, সত্যিকার লেডিরা যা করে।'

'ওর সঙ্গে যদি পরিচয় হত! আমার ইচ্ছে...'

'কী!?'

'ওখানকার জীবন কেমন, মেয়েরা কেমন কাপড় পরে, দেখতে ইচ্ছে করছে আমার।'

'ওদের বেশিরভাগ কাপড় রেশমী। এটা অবশ্য আমার ধারণা। চুল পরিপাটি করে সাজানো, পাউডার দেওয়া। সুদৃশ্য ঝলমলে সিল্কের স্কার্ট। বাবার কাছে শুনেছি সুদৃশ্য স্কার্ট পরে মেয়েরা।'

'আমি কি ওরকম পরতে পারি?'

পাশ ফিরে ইশাকোমির দিকে তাকাল উইল। হ্যাঁ, যে-কোন কিছুই পরতে পারে এ-মেয়ে। মানাবেও দারুণ। ইশাকোমির যে দেহসৌষ্ঠব আর হাঁটার ভঙ্গি—সত্যিকার রাণীর মত! 'পারবে না কেন,' বলল ও। 'ওদের মাঝেও সুন্দর লাগবে তোমাকে। আসরে যত মানুষ থাকবে, সবার মাথা ঘুরে যাবে তোমার দিকে।'

ইশাকোমিকে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে, তাই বল-নাচ সম্পর্কে আরও বলে গেল উইল। মা-র কাছ থেকে এসব শুনেছে উইল, অবশ্য ওকে উদ্দেশ্য করে নয়, বরং বলরুম, নাচ ও পোশাক সম্পর্কে প্যাট্রিসিয়াকে বিশদ বলেছিলেন মিসেস ক্যালকিন, কিন্তু ওরাও

শুনেছে। যতটা মনে আছে, খুলে বলল উইল। 'আমার মনে হয় না ওরকম আসরে তোমার চেয়ে সুন্দরী কেউ থাকবে,' শেষে বলল ও, উপলব্ধি করল কথাটা এতটুকু মিথ্যে নয়।

নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলার চেয়ে বরং এসব বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে উইল। প্রসঙ্গ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে অপছন্দ ওর, পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, কারণ খুঁটিনাটি সবকিছু এখনও ভাবেনি। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে ও, তবে অতটা দূরের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে না। হয়তো সত্যি কোথাও থিতু হবে একদিন, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেনি; আশপাশে যেহেতু আর কোন সাদা মানুষ নেই, তাই প্রতিবেশী হিসাবে যে ইন্ডিয়ানরাই থাকবে, একরকম নিশ্চিত।

কিংবা হয়তো ফিরে যাবে শূটিং ক্রীকে।

উঁহুঁ, এটা বোধহয় কখনোই হবে না। যাত্রার আগে থেকে জানত যে এখানে–পশ্চিমে অপেক্ষা করছে ওর নিয়তি। ইশাকোমিকে যেমন বলেছে–ঝর্না বয়ে গেছে এমন তৃণভূমি খুঁজে বের করবে, তারপর কেবিন তৈরি করবে। হয়তো একটা নয়, কয়েকটাই তৈরি করবে। স্পেনিশদের সঙ্গে সম্পর্কটা ভাল হলে বইও সংগ্রহ করতে পারবে। আবার পড়ার সুযোগ পেলে খুশি হত উইল। কত কিছু জানার আছে!

সূর্যের আলোয় গরম হয়ে উঠছে মাটির উপর সবকিছু। উপত্যকার প্রবেশপথের দিকে তাকাল উইল। ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করা উচিত। কনেজেরোরা যে আসবে, তাতে কোন ভুল নেই।

কিন্তু তারপরও দেরি করছে। বুনো এলাকায় প্রতিকূল পরিবেশে যেখানে প্রতিটি মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা, গভীরভাবে কোন কিছু আগাম ভাবার সুযোগ হয় না। "যদি" আর "কিন্তু"-র হিসাব নিয়ে যেমন এগোনো যায় না, তেমনি নিজের বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলাও অবান্তর। এখানে প্রতিদিনই সংগ্রাম করতে হয়, মৃত্যুদূতকে ঠকাতে হয়। একজনের সামর্থ্য তার শক্তি আর বিচক্ষণতা থেকে উৎসারিত। সবকিছু অনুশীলন বা গভীরভাবে চিন্তা করা এক ধরনের

বিলাসিতা, বাড়িতে ফায়ারপ্লেসের পাশে আরামদায়ক পরিবেশে বসে অলস সময় কাটানোর একটা জনপ্রিয় পদ্ধতি। বিপদের সঙ্গে সারাক্ষণ যার বসবাস, তার জন্য এ-কাজটা একাধারে হঠকারি এবং উদ্দেশ্যহীনও বটে।

ইশাকোমি এমন সব প্রশ্ন করেছে যেগুলো নিজেকেও কখনও করেনি উইল। ওর ধারণা আরও অসংখ্য প্রশ্ন রয়েছে মেয়েটার মনে, স্রেফ উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা–সুযোগ পেলে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে ওকে। যে-কোন বিচারে ইশাকোমির সঙ্গ ওর জন্য অস্বস্তিকর।

সাধারণত ইন্ডিয়ানরা ভালমানুষ, ওদের মধ্যেও জ্ঞানী লোক আছে। প্রচলিত রীতিনীতির সঙ্গে রয়েছে মাটির নিবিড়ি সম্পর্ক। কিন্তু কখনও কখনও বাইরের কারও পরামর্শ দরকার হয়ে পড়ে ওদের। উইলের ক্ষেত্রে যেমন এখন অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ দরকার।

নিকঅনাকে খারাপ লাগেনি ওর। দু'জনের মধ্যে কী একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল, পরিচয়ের পর থেকে দু'জনেই সচেতন ছিল ওরা। ফের দেখা হলে, পুরানো বন্ধুর মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতেও সমস্যা হবে না ওদের।

নিকঅনার দেওয়া দায়িত্ব সেরেছে ও। ইশাকোমিকে খুঁজে পেয়ে সংবাদ দিয়েছে। কাজ শেষ, কিন্তু অযথা বসে আছে কেন? ঠাণ্ডা বা বরফের কারণে আটকা পড়েছে। তা না হলে কি সত্যি সত্যি নিজের পথে চলে যেত? প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা নিজের মধ্যে আবিষ্কার করল উইল।

'দিন বদলে যাচ্ছে,' বলল ও। 'অনেক কিছুই বদলে যাবে। সাদারা এখানে আসছে বলে প্রথমে বদলাবে ইন্ডিয়ানদের জীবনযাত্রার ধরন। একসময় হয়তো পুরানো রীতিনীতিই ভুলে যাবে সবাই।

'আমার বাবার কথাই ধরো। অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা বলে ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় চলে এলেন। মনে হয় না এখানে থাকার জন্য কারও অনুমতি নিয়েছিলেন তিনি। সত্যি কথা হচ্ছে, পশ্চিম মুক্ত এলাকা। এখানে থাকার জন্য কোন রাজা বা লর্ডের নির্দেশ বা

অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। স্রেফ নিজের পছন্দ মত জায়গায় বসতি করলেই হলো।

'বাবার মত লোকের সংখ্যা কম, কিন্তু কয়েকজন তো ছিলই। এদের সন্তানেরাও একইরকম স্বাধীনচেতা হলো। দ্বিতীয় প্রজন্ম আগের জায়গায় থাকল না, নতুন কোন বসতি তৈরি করল। এদের সন্তানেরা ভিন্ন বসতি করতে আরও উদ্‌গ্রীব হবে, এটাই স্বাভাবিক। রাজা তাদের কাছে অনেক দূরের মানুষ, একটা নাম মাত্র, এরা জানে যে কে কোথায় বাস করল সেই খবর রাজাও রাখেন না।

'কেউ কেউ হয়তো ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করবে, কেউ গায়ের জোর ব্যবহার করবে। কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে, যা চায় সেটা পূরণ করে নেবে ওরা। পছন্দমত জায়গায় বসতি করবে, এবং কেউ তাদের উৎখাত করতে এলে ঠেকাবে, সে ইন্ডিয়ান আর সাদা লোকই হোক।

'পশ্চিমের ইতিহাস ঘাঁটলে বাবার মত ভিন্ন ধাঁচের মানুষই বেশি পাওয়া যাবে। প্রায় সম্বলহীন অবস্থায় পশ্চিমে চলে এসেছে এরা, আসার আগে যার কাছ থেকে যা পেরেছে, জোর করে কেড়ে নিয়ে এসেছে।

'সমস্যার কথা হচ্ছে, এখানে এলেও তাই করবে তারা। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। জোর যার মুল্লুক তার। কনেজেরোদের কথাই ধরো, এখানে এলে ইন্ডিয়ান বা আমাদের মেরে সবকিছু দখল করে নেবে। বেঁচে থাকতে হলে ওদের সবাইকে না হলেও অন্তত কয়েকজনকে খুন করতে হবে যাতে উৎসাহ হারিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয় ওরা। বাবার মত বিপদের মধ্যে থেকে বা শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করে থাকতে চাই না আমি।

'সেনেকারা বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, কারণ বাবা ছিলেন ওদের শত্রু, ক্যাটাওবাদের বন্ধু। বাবার সাথে লড়তে গিয়ে এতবার পরাজিত হয়েছে যে ক্যালকিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করা গৌরবের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল তরুণ সেনেকাদের জন্য। শুনেছি ওদের গ্রামে একটা কথা প্রচলিত ছিল, কেউ নিজেকে ব্রেভ বা যোদ্ধা বলে

পরিচয় দিতে পারত না যতক্ষণ না জীবনে অন্তত একবার শূটিং ক্রীকে এসে যুদ্ধ করেনি। শূটিং ক্রীকে আসার পথ ওদের কাছে পরিচিত ছিল যুদ্ধের ট্রেইল নামে।

'সারাজীবন ধরে লড়াই করতে চাই না আমি। আমি আসলে শান্তিপ্রিয় মানুষ। পাহাড় থেকে ঘুরে আসার পর কোন উপত্যকায় একটা কেবিন তৈরি করব...'

'একা?'

ধেত্তেরি! আবার পুরানো কাসুন্দি! 'আমি নিজেই তৈরি করব, নিজের জন্য। খুব ছোট, মাত্র একজনই থাকা যাবে ওখানে।'

'এই গুহার চেয়েও ছোট?'

'কেবিনের সাইজ কত হবে, এখনও ঠিক করিনি। ধারণা বলতে পারো, ভাল করে চিন্তা করিনি।'

'কেবিনটা বড় হওয়া উচিত,' মন্তব্য করল ইশাকোমি। 'মাঝে মধ্যে হয়তো বেড়াতে আসবে তোমার কোন বন্ধু। বন্ধুর সংখ্যা একের বেশিও হতে পারে।'

'সেক্ষেত্রে...'

চোখের কোণ দিয়ে উপত্যকার মুখে সামান্য নড়াচড়া দেখতে পেল উইল। পিয়োটাহ্। ওর মনোযোগ আর্কষণ করতে কিছু একটা নাড়ছে সে।

সঙ্কেত দেওয়ার একটাই কারণ হতে পারে–হয় কনেজেরোরা আসছে, কিংবা অন্য কেউ।

'পিয়োটাহ্ ডাকছে। আমার বরং যাওয়া উচিত।'

এক মুহূর্তও নষ্ট করল না ও। প্রয়োজন হবে বলেই সাহায্য চাইছে পিয়োটাহ্, নইলে হয়তো ডাকতই না ওকে; কিকাপুর যখন সাহায্য দরকার, সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে কনেজেরোরা সংখ্যায় অনেক।

কাপুরুষের মত ছুটতে শুরু করল উইল, মনে মনে খুশি। ইশাকোমির মত মেয়ের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে জড়ানোর চেয়ে বরং এক ডজন কনেজেরোর বিরুদ্ধে লড়তে সানন্দে রাজি আছে ও।

ছয়

পাথরের লাগোয়া ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে পিয়োটাহ্, উপত্যকায় আসার ট্রেইল স্পষ্ট চোখে পড়ে ওখান থেকে। বেশিরভাগ তুষার গলে গেছে, কর্দমাক্ত হয়ে আছে মাটি। জায়গায় জায়গায় পানি জমেছে, পাহাড়ের উত্তর ঢালে এখনও কিছু বরফ রয়েছে। আগুয়ান কনেজেরোদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বারোজন।

দু'জনের কেউই কথা বলল না, জানে কী করতে হবে। কাজটা যে কতটা কঠিন, তাও জানে। পিছন ফিরে গুহার দিকে তাকাল উইল, ক্রীকের লাগোয়া ঝোপের দিকে নাতচিদের সরে যেতে দেখতে পেল। প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে ওরা।

'শেষ লোকটা আমার ভাগে,' বলল উইল।

উত্তরে কিছু বলল না পিয়োটাহ্। উইলের মতই, নিজের যুদ্ধ নিজে লড়বে সে। নিজস্ব ও স্বতন্ত্র দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লড়াই করবে ওরা। জানে ওদের পক্ষে কতটা মরিয়া হয়ে ওঠা সম্ভব।

একশো গজের মত দূরে আছে কনেজেরোরা, শেষ লোকটা আছে আরও পঞ্চাশ গজ দূরে। ধনুকে তীর লাগিয়ে নিশানা করল উইল, মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করল। এগিয়ে আসছে কনেজেরোরা। কিছুটা পাশে সরে গেল পিয়োটাহ্, এখনকার অবস্থান আগের চেয়ে শ্রেয়তর। শেষ লোকটাকে একটা বোল্ডার পেরোতে হবে, পেরিয়েই পড়ে যাবে উইলের মুখোমুখি। আগেরজনের চেয়ে অন্তত পনেরো ফুট দূরে, এসময় তীরটা ছুঁড়ে দিল উইল।

বহু অনুশীলনের ফসল এবার বাস্তবে পাচ্ছে উইল। অব্যর্থ

লক্ষ্যে আঘাত হানল তীর–কনেজেরোর বুকে। সটান পড়ে গেল সে। দু'হাত দিয়ে তীরটা খামচে ধরল, টেনে বের করে আনার প্রয়াস পেল। পিয়োটাহ্‌র তীর অন্য একজনের গলায় বিঁধেছে, ধপাস করে আছড়ে পড়ল লোকটা। ধোঁয়ার মত মিলিয়ে গেল অন্যরা। এক মুহূর্ত আগেও এখানে ছিল, হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে!

পাথরের আড়ালে এক কনেজোরোকে লুকিয়ে পড়তে দেখতে পেল উইল্‌, তীর খাওয়ার ভয়ে আপাতত মাথা তুলবে না সে, মনে মনে লোকটার সম্ভাব্য পদক্ষেপ অনুমান করল ও। উপত্যকায় ঢোকার চেষ্টা করবে ওরা, তাই যতটা সম্ভব আড়ালে থাকার চেষ্টা করবে সবাই। পুরো উপত্যকার লে-আউট কল্পনা করল ও। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়া লোকটার সামনে প্রায় ত্রিশ গজের মত খোলা জায়গা। উপত্যকায় ঢুকতে হলে এগোবে লোকটা, দু'এক কদম এগোলে তাকে রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে যাবে উইল; তাই দ্রুত জায়গা বদল করল ও, লোকটার আড়ালের কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছে অপেক্ষায় থাকল।

সামান্য নড়াচড়া, তারপর খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল লোকটা। ক্ষিপ্র গতিতে ছুটছে। ঝটিতি কয়েক কদম এগিয়ে এল সে, আর দশ ফুট দূরে পাথরের আড়াল, এসময় তীর আঘাত করল তাকে। টলমল পায়ে দু'পা এগোল সে, শেষে ঢলে পড়ল মাটির উপর।

দু'জন খতম, একজন আহত। শেষ লোকটা সম্ভবত মারা যায়নি।

বেশিক্ষণ থাকা যাবে না এখানে, অচিরেই ওদের ঘিরে ফেলবে কনেজেরোরা। যতটা সম্ভব নিচু এলাকা আর আড়াল ব্যবহার করে ছুটতে শুরু করল ওরা, মাথা নিচু রেখেছে, উদ্দেশ্য ক্রীকের লাগোয়া ঝোপঝাড়।

এখনও ওদের দেখতে পায়নি কনেজেরোরা, তাই ধীরে ধীরে সন্তর্পণে এগোচ্ছে। সতর্ক না হয়ে উপায় নেই, এরইমধ্যে দু'জনকে হারিয়েছে। একজন লড়াইয়ের বাইরে। ওদের ঔষধ কার্যকরী নয় বুঝতে পেরে কি আবারও পিঠটান দেবে? সন্দেহ আছে উইলের।

সবচেয়ে কাছের আড়ালে এসে থামল উইল, ঝুঁকে পিছনে তাকাল, দেখতে চায় কনেজেরোরা কতটা এগিয়ে এসেছে। পিয়োটাহ্‌র পাত্তাও নেই, উইল অনুমানও করতে পারছে না কোথায় লুকিয়েছে কিকাপু। তবে পিয়োটাহ্‌কে খুঁজতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করল না। দুর্ধর্ষ লড়িয়ে সে, লড়াইয়ের জন্য মোক্ষম জায়গাটাই বেছে নেবে।

এবার অপেক্ষার পালা। ক্রমশ এগিয়ে আসছে কনেজেরোরা, পাল্টা আক্রমণ চালালে সফল হবে, এতটা কাছাকাছি চলে আসতে চাইছে। তবে অতটা মরিয়া হয়নি যে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ছুটে আসবে। উইলদের সঠিক অবস্থান জানা নেই তাদের; স্রেফ অনুমান করে নিতে পারে।

হামলাকারী হিসাবে কিছুটা সুবিধা পাচ্ছে কনেজেরোরা। নিজেদের দখল বজায় রাখতে হলে লড়াই করতে হবে উইংদের।

শত্রুপক্ষের সংখ্যা জানা আছে ওদের, কিন্তু কনেজেরোরা জানে না ওরা ক'জন। আচমকা এক পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আরেক পাথরের আড়ালে চলে গেল এক ইন্ডিয়ান। তীরে তাকে নিশানা করার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। বড়জোর চল্লিশ গজ দূরে আছে সে।

যেন অদৃশ্য কোন ইশারায়, একসঙ্গে ছয়জন কনেজেরো এক আড়াল থেকে বেরিয়ে আরেক আড়ালে হারিয়ে গেল। আরও কাছে চলে এসেছে। একজন সাহস করে মাথা তুলল, কিন্তু এবার তৈরি ছিল পিয়োটাহ্, হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল মাথাটা। পিয়োটাহ্ তাকে তীর বিঁধিয়েছে কি-না, দেখতে পেল না উইল।

অনেকক্ষণ কিছুই ঘটল না। মাঝ আকাশে উঠে গেছে সূর্য। বাতাস উষ্ণ। হঠাৎ একটা চিৎকার কানে এল, তীব্র যন্ত্রণা প্রকাশ করল কেউ।

চিৎকারটা গাছের সারির ওপাশ থেকে এসেছে, উইল নিশ্চিত হতভাগ্য লোকটা ওদের কেউ। গাছপালার কাভার ব্যবহার করে গুহার দিকে এগোল ও।

গুহা আর ওদের মাঝখানে যদি চলে আসে কনেজেরোরা, তা হলে মেয়েদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকবে না ওদের; এবং মজুদ রাখা বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র, খাবার, কম্বল বা মাংসও আওতার বাইরে চলে যাবে, কিংবা বেহাতও হয়ে যেতে পারে। ওগুলো ছাড়া এখানে বেঁচে থাকার প্রশ্ন অবান্তর।

পিয়োটাহ্‌ও একই কথা ভাবছে। গুহার একেবারে কাছে দেখা হলো দু'জনের। 'আমার মনে হয় চলে যাবে ওরা,' বলল কিকাপু। 'তুষার পড়া শুরু হবে আবার।'

আকাশের দিকে তাকাল উইল, পিয়োটাহ্‌র কথার তাৎপর্য বুঝতে পারছে। গত এক ঘণ্টায় আকাশ ঘোলাটে ধূসর রঙ পেয়েছে, ভারী মেঘের আনাগোনা চলছে।

তুষার পড়বে?- চলে যাওয়ার জন্য বোধহয় এটাই উপযুক্ত সময়। সমস্ত ট্র্যাক ঢাকা পড়ে যাবে। কনেজেরোরা ফিরে এসে দেখবে শূন্য গুহায় কেউ নেই। ওদের চমকে দিয়ে ফায়দা লুটতে চেয়েছিল তারা, ইন্ডিয়ানদের সবচেয়ে প্রিয় কৌশল। চমক যেহেতু কাজে আসেনি, তাই ধরে নেবে ওদের *ঔষধ* কাজের নয়; আরেকটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে এখন।

একজন নাতচি মারা গেছে। কমবয়সী যোদ্ধা ছিল লোকটা। খুন করার পর তার মাথা মুড়ে নিয়েছে কনেজেরোরা।

'দেখা দূরে থাক, নাতচিদের কথা কখনও শোনেওনি কনেজেরোরা,' বলল পিয়োটাহ্‌। 'গ্রামে ফিরে গিয়ে এ-নিয়ে অনেক আলাপ করবে ওরা। কোন্ জাতি এরা? বাড়ি কোথায়? দলে কয়জন ছিল?'

গুহায় অপেক্ষা করছিল ইশাকোমি। সংক্ষেপে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল উইল। কোন প্রশ্ন করল না মেয়েটি, মাথা ঝাঁকিয়ে দু'এক কথায় নাতচি মহিলাদের উদ্দেশে বলল কী যেন, তারপর ব্রেভদের সঙ্গে কথা বলল। এ-ধরনের পরিস্থিতি আসবে জানত ওরা, তৈরিও ছিল। মিনিট কয়েকের মধ্যে গুহা ছেড়ে রওনা দিল সবাই। তবে গুহা ছেড়ে যেতে ভাল লাগছে না কারও, মায়ায় পড়ে গেছে। বাইরে

কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে আশ্রয় যুগিয়েছে গুহাগুলো, এমন জায়গা কি খুশি মনে ছেড়ে যাওয়া যায়? বরং মনে হয় নিজের একটা অংশ রেখে যাচ্ছে এখানে!

শেষবারের মত চারপাশে নজর চালাল উইল। কেউ যদি এখনও থেকে থাকে, জেনে যাবে ওরা কোন্ দিকে গেছে; তাতে অবশ্য কাজ হবে না, কারণ তুষার পড়তে শুরু করলে সমস্ত ট্র্যাক ঢাকা পড়ে যাবে।

'তোমার মন খারাপ,' বলল ইশাকোমি, উইলকে খুঁটিয়ে দেখছে।

শ্রাগ করল ও। 'জায়গাটার মায়ায় পড়ে গেছি। ভালই ছিলাম।'

পিয়োটাহ্‌র নেতৃত্বে এগোল নাতচিরা। ইশাকোমি এগোল এরপর, সবার শেষে উইল। পিছন দিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

সঙ্কীর্ণ দুর্গম ট্রেইল। জায়গায় জায়গায় বরফ জমে আছে, কোথাও কোথাও গর্ত তৈরি হয়েছে। উদ্বিগ্ন মনে এগিয়ে চলল ওরা, পিছিয়ে পড়ল উইল—প্রায়ই থেমে পিছনের ট্রেইল জরিপ করছে, দেখতে চাইছে কেউ অনুসরণ করছে কি-না।

ঠাণ্ডা পড়ছে আবার। যত সময় গড়াচ্ছে, ঠাণ্ডা ততই বাড়ছে। আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে চরাচরে, রাত হতে বেশি দেরি নেই। উৎসুক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল উইল। সন্ধ্যার আগেই একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। বাতাসের ধরন পাল্টে গেছে। অদৃশ্য হিমশীতল আঙুল দিয়ে ওর গাল স্পর্শ করল কে যেন, সেকেন্ড খানেক পর আবার ঘটল ব্যাপারটা। তুষার পড়ছে!

পিয়োটাহ্‌কে নির্দেশ বা পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজন হলো না। লোকজনকে নিয়ে গাছপালায় ঘেরা খোলা একটা জায়গায় চলে গেল সে, আগুন জ্বালাল। গাছগুলো বেশ বড়, একটার সঙ্গে আরেকটার শাখাপ্রশাখা মিলে মাথার উপর আচ্ছাদন তৈরি করেছে, তুষার থেকে রক্ষা করছে ওদের। কুঠার আর ছুরির সাহায্যে গাছের গুঁড়িতে গর্ত করে কয়েকটা খুঁটি সংযুক্ত করল, প্রতিটা মাটির সমান্তরাল। তিনজন

খুঁটির কাজে ব্যস্ত থাকল, অন্যরা ছাদ আর চারপাশে ছোট ছোট খুঁটি জুড়ে দিল, শেষে ডালের আচ্ছাদন তৈরি করতে মোটামুটি চেহারার বড়সড় একটা কেবিনে রূপ নিল কাঠামোটা। ত্রিশ ফুট দীর্ঘ ওটা, চারকোনা–তবে একেবারে সুষম নয়। গাছের অবস্থানের কারণে এমন হয়েছে। পরপর দুটো গাছের মধ্যে আনুমানিক ছয়-সাত ফুট দূরত্ব। ছাদটা যখন তৈরি হলো, ততক্ষণে ঘন তুষার পড়তে শুরু করেছে।

চারপাশের বেড়া লীন-টু* র মত একটু ঢালুভাবে তৈরি করেছে যাতে ছাদে পড়া তুষার সরে যেতে সুবিধা হয়, স্প্রুসের শাখা আর গাছের বাকল ব্যবহার করেছে। সবাই কাজ করছে, একজনও হাত গুটিয়ে বসে নেই। তাই যতটা দেরি হবে ভেবেছিল, তার আগেই শেষ হয়ে গেল কেবিনের কাজ। একপাশে আগুন জ্বালানো হয়েছে, মাংসের শুরুয়া তৈরি করছে নাতচি মহিলারা। ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ছাদের একটা জায়গায় ফুটো রেখেছে।

ঘন, পুরু তুষার পড়ছে। বেশ দ্রুত। ক্রমে ঢেকে ফেলছে ওদের সমস্ত ট্র্যাক। দক্ষ কোন ট্র্যাকার, লোকটা যদি অতি ধুরন্ধর এবং বিচক্ষণ হয়, হয়তো তুষারের নীচে জমাট বাঁধা কাদা দেখে ওদের ট্র্যাক খুঁজে পেতে সক্ষম হবে। সব ইন্ডিয়ান যে দক্ষ ট্র্যাকার, তা নয়; যদিও ট্র্যাকিং সম্পর্কে মোটামুটি সবার ন্যূনতম ধারণা আছে, এবং প্রায় আজীবনই অনুশীলনের মধ্যে কাটছে ওদের।

ফুরসত পেতে আশ্রয়স্থলের অবস্থান খুঁটিয়ে দেখল উইল। স্বীকার করতে বাধ্য হলো মোক্ষম জায়গা পছন্দ করেছে-পিয়োটাহ্। অস্বাভাবিক জায়গা, যেখানে কেউই আশ্রয় নিতে চাইবে না; গাছের আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়েছে। একইসঙ্গে প্রতিরোধ করতে গেলে বাড়তি কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। দেখতে যতই করুণ চেহারার হোক, আগুন জ্বালানোর কিছুক্ষণের মধ্যে কেবিনের ভিতরটা উষ্ণ হয়ে উঠল।

---

* লীন-টু (Lean-to) যে-চালাঘরের ছাদ অন্য বাড়ি বা দেয়ালের সঙ্গে হেলানো থাকে

তুষার পড়ছেই। স্বস্তি বোধ করছে উইল, সহজে ওদের খুঁজে পাবে না কেউ।

অবসরে ইশাকোমির সঙ্গে গল্প শুরু করল ও। ইংরেজ মহিলাদের সম্পর্কে মেয়েটির কৌতূহল যেন শেষ হওয়ার নয়। কেমন আচরণ করে, কী ধরনের পোশাক পরে, কিংবা অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলে, ইত্যাদি···

থিয়েটার সম্পর্কে বাবার কাছ থেকে শুনেছে উইল। ঘোড়দৌড় বা ষাঁড়ের লড়াই মোটেই পছন্দ করতেন না ব্রায়ান ক্যালকিন, কিন্তু নাটকের ব্যাপারে অফুরন্ত উৎসাহ ছিল তাঁর। হেনরি কেম্প নামে এক লোকের নাটক খুব পছন্দ করতেন। থিয়েটার সম্পর্কে যা মনে আছে, সবই খুলে বলল উইল। ইচ্ছে করে বিশদ বলছে, কারণ তাতে ইশাকোমির জিজ্ঞাসা থেকে মুক্তি পাচ্ছে–ওর জন্য অস্বস্তিকর ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারছে না মেয়েটি।

'মহিলারা কি নাটক করত?'

'ইংল্যান্ডে করত না। তবে বাবার কাছে শুনেছি ইতালিতে নাকি পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরাও থিয়েটারে অভিনয় করত। কিন্তু ইংল্যান্ডে ছেলেরাই মেয়েদের রোল করে।'

ব্যাপারটা চিন্তা করে আমোদ পেল ইশাকোমি, উজ্জ্বল হয়ে উঠল অপূর্ব সুন্দর মুখ, চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক দেখা গেল। পুরুষদের মহিলার অভিনয় করার ব্যাপারটা যখন উইল নিজেও ভাবল, সত্যি সত্যি হাসি পেল ওর। তবে এটাই তখনকার রীতি ছিল।

আরও প্রশ্ন করে চলল ইশাকোমি, ওগুলোর জবাব দিতে গিয়ে উইল আবিষ্কার করল বাবা-মার বলা অনেক কথাই মনে পড়ছে। ভেবেছিল হয়তো ভুলে গেছে, কিন্তু ইশাকোমির প্রশ্নে সবই স্মৃতি থেকে উঠে এল। আসলে মানুষ যতটা কম মনে করে, তারচেয়ে বেশিই ধারণ ক্ষমতা স্মৃতিশক্তির।

বাইরে লাগাতার তুষার পড়ছে। ওদের বেশিরভাগই ঘুমিয়ে পড়েছে, এমনকী পিয়োটাহ্‌ও। ইশাকোমির মত সেও ইংল্যান্ড

সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, তবে কখনও কোন প্রশ্ন করে না, বরং উইল বলতে থাকলে চুপচাপ শুনে যায়।

'তোমার বাবার সঙ্গে রাজার পরিচয় ছিল?'

'মনে হয় না। জোতদারের সঙ্গে এমন কোন কাজ থাকে না রাজার, শুধু নাইটদের সঙ্গে হয়তো মাঝে মধ্যে কাজ থাকে ওঁর। আমি অবশ্য নিশ্চিত জানি না, বাবার কাছে যা শুনেছি, তা থেকে ধারণা করা।'

'গ্রেট সান কিন্তু আমাদের প্রতিটি লোককে চেনে, জানে তাদের সম্পর্কে। তোমাদের রাজার কি কোন নিকঅনা আছে?'

'ঠিক নিকঅনা না হলেও এ-ধরনের লোক আছে। চ্যান্সেলর বা আর্চবিশপ বলা হয় এদের। এ-সম্পর্কে আসলে তেমন কিছুই জানি না আমি।' বিরক্ত স্বরে বলল উইল, উপলব্ধি করছে আরও বেশি জানা উচিত ওর।

'রাজার কথা বলেছ, কিন্তু এটা তো বলোনি যে একজন রাণী ইংল্যান্ড শাসন করছে?'

'হ্যাঁ, রাণী এলিজাবেথ। বাবা সমর্থন করতেন ওঁকে, যদিও অতি সাধারণ লোকের সমর্থনে কিছু যায়-আসে না রাণীর। তবে এলিজাবেথ রাণী হিসাবে গুণী ছিলেন।'

'ছিলেন?'

'রাণী এলিজাবেথ এখন আর রাণী নন। রাজা জেমস এখন সিংহাসনে আসীন।'

'তোমরা কি ইংল্যান্ডে ফিরে যাবে?'

'ওখানে কখনই ছিলাম না আমি, বরং এটাই আমার দেশ। এখানেই থাকব।'

'খুশি হলাম।'

বিপদ! আবার ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে ইশাকোমি! 'ঘুমানো উচিত,' প্রস্তাব করল উইল। 'সকালে শিকার করতে বেরোতে হবে।'

কিন্তু ইশাকোমিকে দেখে মনে হলো না ঘুমানোর ইচ্ছে আছে,

বরং গল্প করতেই ভাল লাগছে ওর। 'ঘুম আসছে না আমার, এই তো বেশ লাগছে।'

আশ্রয়ের একেবারে কিনারে এসে রোব বিছাল উইল।

বসন্ত এবার দেরি করে আসবে। তুষার আর বরফ ঘরে আটকে থাকতে বাধ্য করছে পুরুষদের, একইসঙ্গে মেয়েদের সঙ্গ পাবার সুযোগও তৈরি করে দিয়েছে। এমন নয় যে মেয়েদের অপছন্দ করে উইল, বরং পছন্দই করে, কিন্তু নিজস্ব বাড়ি তৈরি বা তাতে আটকে থাকার প্রস্তুতি নেই ওর। পশ্চিমে রয়েছে বিস্তৃত এক অঞ্চল, মনের খিদে মেটানোর হাজার উপকরণ রয়েছে; কেউ কখনও যায়নি ওখানে, প্রথম মানুষটি হওয়ার নেশা ওর রক্তে। আকাশ ছোঁয়া তো সম্ভব নয়, কিন্তু নীলগিরি ছাড়িয়ে শাইনিং মাউন্টেনের সুউচ্চ চূড়ার কাছাকাছি উঠতে ইচ্ছুক ও। এত উঁচু থেকে মাইলের পর মাইল জমি দেখার আনন্দ একইসঙ্গে রোমাঞ্চকর এবং বিস্ময়কর।

ইশাকোমি ইদানীং গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা বলছে না, যদিও ফিরে গেলেই গ্রেট সান হয়ে যাবে ও। ভাবনাটা কথায় প্রকাশ করল উইল, কিন্তু জবাব দিল না মেয়েটি। হয়তো ভাবছে কী বলবে, তবে শোনার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল উইল।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখা গেল পাহাড়ের চিহ্নমাত্র নেই, ঘন তুষারের নীচে ঢাকা পড়েছে। বরফের পাহাড় যেন, সূর্যের আলোয় ঝিলিক মারছে। মাঝে মধ্যে কোন পাথর বা গাছের শাখা উঁকি দিয়েছে শুভ্র তুষারের জমিনের বুকে। চারপাশ নীরব, শান্ত। কোথাও কেউ নেই। উইলের মোকাসিনের চাপে তুষারের হালকা মচমচ শব্দ হচ্ছে শুধু।

অনেকক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ও, চারপাশ খুঁটিয়ে দেখছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন সাদা ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দু'হাতে দুই বাহু জড়িয়ে ধরল ও, সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল ট্রেইলের দিকে। দৃষ্টিসীমায় কেউ নেই, কোন নড়াচড়াও ধরা পড়ল না চোখে। তুষার, কেবলই তুষার আর বরফ চোখে পড়ছে। আর আছে হিমশীতল বাতাস। হাত বাড়িয়ে গাছ থেকে একটা ডাল ভাঙল উইল, শব্দটা হলো

পিস্তলের গুলি ফুটানোর মত। আরও কয়েকটা ভেঙে কেবিনে ফিরে এসে আগুনে যোগ করল। আগুনটা ততক্ষণে জ্বালানির অভাবে প্রায় নিভে গেছে, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কেবিন।

এটাই ওর পছন্দের জায়গা। এখানকার জমি, পাহাড়, বনভূমি, নির্জন ঝর্না···সবই আবেদন তৈরি করছে ওর মনে। এটাই তো স্বপ্নের বসতি হতে পারে!

ওর পাশে এসে দাঁড়াল পিয়োটাহ্। 'সুন্দর, সবই সুন্দর।'

'হ্যাঁ।'

'ঘাস গজালে কী করবে?'

'পাহাড়ে চলে যাব। অ্যাসপেনের বনে ঢুকে পাহাড়ী বাতাস বুকে টেনে নেব, হ্রদের পাড়ে যাব। যেখানে বিশ্রাম নিতে হারিয়ে যায় চাঁদ, নদীর যেখানে উৎপত্তি হয়, সেখানে যেতে চাই আমি। এল্ক, হরিণ বা ভালুকেরা যে-পথ ধরে হাঁটে, ওই পথে হাঁটতে চাই।'

'এল্ক, হরিণ বা ভালুক নও তুমি। মানুষ। হাঁটতে হাঁটতে যখন হাঁটু ব্যথা হয়ে যাবে, তখন কী করবে? আর শোয়ার জন্য যখন মাটি পাবে না, পাথরের উপর ক'দিন ঘুমাবে? ক'দিন শীত সহ্য করবে? কিংবা দীর্ঘ শীতটা বাড়িতে কাটানোর সময় কে তোমার পাশে থাকবে?'

বাতাসে দুলছে গাছের শাখাপ্রশাখা। স্প্রুস আর ওকের শুকনো পাতা থেকে খসে পড়ল কিছু তুষার।

'ইশাকোমির ব্যাপারে কী ভাবলে? হাজার মাইল খুঁজলেও এমন মেয়ে আর পাবে না। সত্যিকার নারী। পিছনে নয়, পুরুষের পাশে থাকে ওর মত মেয়েরা। চুরি বা যুদ্ধ করে হলেও ওকে পেতে চাইবে যে-কোন পুরুষ।'

'নাতচিদের কাছে ফিরে যাবে ও। চাইলেই গ্রেট সান হয়ে যাবে ইশাকোমি।'

'দূর! ভাবছ নিরাপদে ফিরে যেতে পারবে ও? কনেজেরোদের ফাঁকি দিতে পারবে? পওনি বা ওসেজদের এড়াতে পারবে? উঁহুঁ, বরং কোন ব্রেভের কুটিরে জায়গা হবে ওর। দেখে নিয়ো!'

'তো?' মুখে নিস্পৃহতা প্রকাশ করলেও কথাটা অস্বস্তি ধরিয়ে দিল উইলের মনে।

'একটা কথা বলি? তুমি বললেই থেকে যাবে ও।'

'অসম্ভব!'

শ্রাগ করল পিয়োটাহ্। 'বুঝতে পারছি না তুমি আসলেই বোকা কি-না। এক জীবনে হয়তো এমন একজনকেই পাওয়া যায়। একবার! তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখেছি। তুমি বললেই থেকে যাবে ও।'

'দূর!'

এক শৃঙ্গ থেকে বাতাসে খসে পড়ল তুষারের ছোটখাট একটা ঝড়, ধূসর আকাশের নীচে সাদা চাদরের মত স্থির হয়ে থাকল, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করল। হিম বাতাস বয়ে গেল, শক্ত শাখায় তিরতির করে কেঁপে উঠল শুকিয়ে যাওয়া খসখসে পাতা। গাছ থেকে খসে পড়ল তুষার। শীতে শিউরে উঠল উইল।

'তুমি আমার বন্ধু। বন্ধু হিসাবে তোমাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি,' বলে থেমে গেল পিয়োটাহ্, নীরবে ভাবল কী যেন, শেষে বলল: 'দুনিয়ায় আর কোন বন্ধু নেই আমার।'

অনেকক্ষণ কেউই কিছু বলল না, শেষে নীরবতা ভাঙল উইল। 'তুমি কী করবে?'

'তুমি যদি না করো, তা হলে একটা লোককে খুন করব আমি।'

'কাকে?'

'আশপাশে আছে সে, আমাদের খোঁজ করছে। ইশাকোমির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে লোকটা। তুমি যদি আগে ওকে খুঁজে বের না করো, কাজটা তা হলে আমি করব। আমার মতে কারও শিকার হওয়ার চেয়ে নিজে শিকার করাই ভাল।'

পাহাড়ের পাদদেশে বড়সড় অংশ জুড়ে ছোট ছোট গ্র্যানিট পাথর ছিল, কিন্তু তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে এখন। বাজ পড়ে মরে যাওয়া গাছ করুণ ও বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে।

টানা দাঁড়িয়ে থাকায় ঠাণ্ডায় প্রায় অবশ হয়ে গেছে উইলের

পায়ের পেশি, চলে যাওয়ার জন্য পাশ ফিরল। খেয়াল করল ঠাণ্ডা চাহনিতে ওকে দেখছে পিয়োটাহ্, উইলের কাছে একটা উত্তর প্রত্যাশা করছে।

ঠাণ্ডা আর জড়তা কাটাতে পায়ের আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করল উইল, মোষের রোবের নীচে সামান্য কাঁধ উঁচু করল। কত স্বপ্নই তো দেখে মানুষ, কিন্তু সব কি পূরণ হয়? নিরেট বাস্তবতার কষাঘাতে হারিয়ে যায়। এ-মুহূর্তে হিমশীতল বাতাসের সঙ্গে একটা স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়ে যেতে টের পেল ও, তবে পরমুহূর্তে আরেকটা জন্ম নিল।

'হয়তো ঠিকই বলেছ,' শেষে বলল উইল। 'হয়তো আমি আসলেই বোকা।'

'নিজের চিহ্ন রেখে গেছে ও, একটা চ্যালেঞ্জ রেখে গেছে আমাদের জন্য।'

কুটিরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল উইল, ফিরে তাকাল। 'কী বলতে চাইছ?'

'যে-নাতচি মারা গেল, ওর কথা বলছি। মাথার চামড়া খুলে নেওয়ার পরেও বেঁচে ছিল ও।'

স্থির দৃষ্টিতে পিয়োটাহ্র দিকে তাকিয়ে থাকল উইল।

'খুনীকে চিনতে পেরেছিল ও। মরার আগে তুষারের উপর চিহ্ন রেখে গেছে। একটা চিহ্ন রেখে গেছে আমাদের জন্য।'

পিয়োটাহ্ কী বলবে আঁচ করতে পেরেছিল উইল। চিহ্নটা না দেখলেও অনুমান করতে পারছে কী হতে পারে। তা ছাড়া, পিয়োটাহ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল–শিকার না হয়ে শিকার করাই শ্রেয়। দুর্বলতা আর যাই হোক, কাউকে শিকার করার ইচ্ছে নেই উইলের।

'একটা কথা লিখে গেছে ও: *নাকাপা!*'

নাকাপা?

বেশ, আনমনে ভাবল উইল, *সেক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম করা যেতে পারে।*

সাত

আনমনে গত কয়েক মাসের কথা ভাবছে ইশাকোমি ইশিইয়া। নাতচিদের জন্য নতুন বসতি খুঁজতে গ্রাম ছেড়ে গ্রেট রীভার অঞ্চলে এসেছিল ও। শেষপর্যন্ত, গ্রেট রীভার আর নীলগিরি ছাড়িয়ে শাইনিং মাউন্টেনের কাছে চলে এসেছে। এই জায়গাটা মন্দ নয়। অনাবিল সৌন্দর্য ও পর্যাপ্ত শিকারের সঙ্গে বাড়তি হিসাবে রয়েছে নৃশংস কিছু শত্রু। কনেজেরোরা খুবই হিংস্র, কাউকে গ্রাহ্য করা ওদের স্বভাবের বাইরে, এমন কোন জাতি বা গোত্র নেই যাদের সঙ্গে লড়াই করেনি ওরা। নিঃসন্দেহে বলা যায়, নাতচিরা এখানে বসতি করলে সবার আগে কনেজেরোদের শত্রুতার শিকার হবে।

হয়তো কনেজেরোদের হারানো সম্ভব হবে, কিন্তু অসংখ্য নাতচি যে ওই যুদ্ধে মারা যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উইল ক্যালকিনের কথা মনে পড়ল। ওকে গ্রামে ফিরে যাওয়ার সংবাদ দিয়ে তাকে পাঠিয়েছে নিকঅনা। খবরটা পৌঁছে দিয়েছে লোকটা। কিন্তু এও জানিয়েছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ওর উপর ছেড়ে দিয়েছে নিকঅনা। মানুষটা ওর পরামর্শদাতা এবং শিক্ষক, তার নির্দেশ বা অনুরোধ অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না।

কিন্তু আমার কাছে ক্যালকিনকে কেন পাঠিয়েছে নিকঅনা? কেন বলল না, "ফিরে এসো, ইশাকোমি, তোমার গ্রামে ফিরে এসো"?

সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ওর উপর ছেড়ে দিয়েছে সে। কেন সে ভেবেছে যে ফিরে যেতে ইচ্ছুক নাও হতে পারে ও?

বহু পথ অতিক্রম করে ক্যালকিনের সঙ্গে দেখা করেছে

নিকঅনা, তাকে পাঠিয়েছে ওর খোঁজে। এমন কী জানে নিকঅনা, যেটা ও জানে না?

সম্ভবত ওর জন্য শঙ্কিত ছিল সে, ভয় পাচ্ছিল। নাকাপাকে যে এক ফোঁটা বিশ্বাস করে না, এটা স্বাভাবিক, কারণ কখনোই তাকে পছন্দ করত না নিকঅনা। এমন অনেক কিছু সে জানে, যেটা অন্য কেউই জানে না।

এই উইল ক্যালকিন লোকটা আসলে কে? তাকে বিশ্বাস করা কি ঠিক হবে? নাতচিদের অজানা সব বিষয়ে অনর্গল বলে যেতে পারে সে, বোধহয় সর্বজ্ঞানী নিকঅনাও জানে না এসব।

ওদেরকে সে বলছে *ইন্ডিয়ান*। ইন্ডিয়ান মানে কী? জানে না ইশাকোমি। নিকঅনার কাছে শুনেছিল বহু আগে ওদের গ্রামে কয়েকজন স্পেনিশ এসেছিল, চার-পাঁচজন নাতচিকে খুন করার পর গ্রেট রীভারের দিকে চলে গিয়েছিল তারা। পরে শুনেছে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্পেনিশদের কেউ কেউ, এও জানে যে কিছুদিনের জন্য অন্য এক গোত্রের গ্রামে কাটিয়েছিল একজন।

ক্যালকিন বা তার স্বজনদের সম্পর্কে জানা নেই ওর। কোন্ গোত্রের মানুষ সে? কোথায় থাকে তারা? সাগরের ওপাশে বিশাল বাড়িঘর আর অদ্ভুত রীতিনীতির কথা বলেছে উইল–জীবনেও এসব শোনোনি ইশাকোমি, আদৌ কি বিশ্বাস করার মত এসব?

কী ধরনের মানুষ সে? কিছুদিন ওদের সঙ্গে আছে, পরে–শীত চলে গেলে–আত্মীয়দের কাছে চলে যাবে? গ্রামে থাকতে নাতচিদের মুখে ক্যালকিনদের কথা শুনেছে ইশাকোমি। এরা ক্যালকিন। একটা পরিবার। কিংবা গোত্রও হতে পারে। কিন্তু ও নাচেজ।

উইল বলেছে সে সান নয়। তার বাবা নাকি জোতদার বা ওরকম কিছু ছিল। জিনিসটার মানে জানা নেই ইশাকোমির। তবে ওর ধারণা, নিশ্চই সম্মানজনক কিছু হবে।

উইল দক্ষ শিকারী, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। ওর সাহসের খুব প্রশংসা করে পিয়োটাহ্, বলে দুনিয়ার কোন কিছুতে ভয় পায় না উইল। কিন্তু ইশাকোমির মতে অন্তত কয়েকটা বিষয়ে ভয় পাওয়া উচিত।

ভয়ডরহীন মানুষ আসলে মূর্খ; ভয় মানুষকে হিসাবী, সংযমী করে তোলে। ভয় থাকলে অকালে মারা যায় না কেউ।

কত অজানা বিষয়ে জানে উইল! শুনতে অদ্ভুত লাগলেও উপভোগ করে ইশাকোমি। বোঝার চেষ্টা করে ও, কিন্তু ভাষাগত পার্থক্য একটা বাধা। ইতোমধ্যে যথেষ্ট ইংরেজি শব্দ শিখেছে ও, তবে শব্দের অর্থ এখনও জানা হয়নি। অনেক সময় শুধু শব্দ দিয়ে মনের ভাবনা বা ভাব প্রকাশ করা যায় না। যখনই চেষ্টা করেছে ইশাকোমি, বেশিরভাগ সময় অসহায় বোধ করেছে, কারণ মনের ভাব প্রকাশ করার মত যথেষ্ট শব্দ এখনও শেখা হয়নি। নিজেকে বোঝানো সম্ভব হচ্ছে না।

উইল নিঃসন্দেহে জ্ঞানী মানুষ, অন্তত তাই মনে করে ইশাকোমি, সাদা বা তার গোত্রের মধ্যে একজন নিকঅনা।

সান হিসাবে ওর দায়িত্ব আছে। কী সেটা? গোত্রের লোকজনের কাছে ফিরে যাবে, নাকি এই লোকটির সঙ্গে থেকে যাবে যে ওকে বুঝতেই চায় না?

নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন ও। বহুবারই ক্রীকের পানিতে মুখচ্ছবি দেখেছে। উইল কি বোঝে না ও সুন্দর? নাকি সাদা মহিলাদের চেয়ে ও এতটাই ভিন্ন যে দেখেও গ্রাহ্য করছে না সে? কেন ওকে এড়িয়ে যাচ্ছে? ওকে পছন্দ করে না? ওর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে না? ওর সঙ্গ উপভোগ করে না? ওর কণ্ঠ তার কানে এতটাই শ্রুতিকটু লাগে?

একটা মেয়ে হিসাবে কী করা উচিত ওর?

পাহাড়ে যাওয়ার কথা যখন বলে উইল, এত ভাল লাগে শুনতে! যেন যাদু আছে তার কণ্ঠে! দূরের পাহাড়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখত উইল, এখন গন্তব্যে পৌঁছেছে, কিন্তু তারপরও বলছে এখনও নাকি দেখা শেষ হয়নি। তৃণভূমি, অচেনা উপত্যকা, ঝর্না, গভীর বন…সব জায়গায় পা রাখতে চায় সে; অজানা ঝর্নার পানি খেতে চায়, নামহীন ক্রীকে মাছ ধরতে চায়। কিন্তু এটা কি স্বাভাবিক? বরং এটাই নিয়ম নয় যে পুরুষরা রোমাঞ্চের জন্য ঘুরে বেড়াবে, আর

সবসময় পাশে থাকবে নারীরা?

আমি ভয় পাই না, ভাবল ইশাকোমি। *আমিও ওর মত ঘুরে বেড়াতে পারি অজানা, অচেনা জায়গায়।*

উইলের মাথায়, পিঠে আর কাঁধে ভয়ঙ্কর কয়েকটা জখম আছে। নির্দিষ্ট একটা ভঙ্গিতে চুল একপাশে সরে গেলে মাথার জখমগুলো দেখা যায়, আর গোসল করার সময় উইলের খোলা পিঠ দেখেছে ও। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, নিজের ক্ষত সম্পর্কে কাউকে কিছু বলে না উইল। ভাঙা পা নিয়ে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে সে। ঘটনাটা পিয়োটাহ্‌র কাছ থেকে শুনেছে, একা থাকার সময় পা ভেঙেছে সে।

সান হিসাবে গোত্রের মধ্যে যাকে খুশি স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে পারে ও, কিন্তু উইল তো ওর গোত্রের নয় কিংবা ওদের রীতিনীতি সম্পর্কেও অবগত নয়, যদিও ইশাকোমি এসব বললে মনোযোগ দিয়ে শোনে সে।

উঁহুঁ, আমাকে বোঝে না সে, ভাবল ইশাকোমি। তা হলে কি গ্রামে ফিরে যাওয়া উচিত, স্বজনদের কাছে? এই পাহাড়ে তাকে রেখে চলে যাওয়া উচিত ওর?

একসঙ্গে শিকার করতে গিয়েছিল দু'জন। উইলের সঙ্গে সমান তালে হেঁটেছে ও, পাশে থেকেছে। মোষের চামড়া ছিলেছে। সে কি বুঝতে পারেনি সঙ্গিনী হিসাবে যোগ্য ও?

অ্যাকো মেয়েটিকে নিজের মেয়েমানুষ হিসাবে বেছে নিয়েছে পিয়োটাহ্‌। সুখী আছে মেয়েটা। পিয়োটাহ্‌ও দূরের পাহাড়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু সে তো মেয়েদের অগ্রাহ্য করে না? ইন্ডিয়ান গোত্রের মধ্যে কিকাপুরাই সবচেয়ে ভ্রমণপ্রিয়। ক্যালকিনরাও কি ওরকম? কিন্তু নাতচিরা ঠিক উল্টো স্বভাবের। ওরা অপেক্ষাকৃত সামাজিক।

নাকাপা খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে। আতাশাকে খুন করেছে শয়তানটা। খুব সাহসী ছিল আতাশা। একসঙ্গে বড় হয়েছে দু'জন, অথচ বেঈমানি করতে বাধেনি নাকাপার–বন্ধুকে কোন স্বার্থ ছাড়াই খুন করেছে।

নাকাপা হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ। শক্তিশালীও বটে। কিন্তু তাকে ভয় করে না ইশাকোমি। আসুক শয়তানটা! ওকে নিয়ে যেতে চাইলে স্রেফ খুন করে ফেলবে। মানুষ খুন করার কায়দা ওরও জানা আছে। সান হিসাবে এমন অনেক গোপন কৌশল ও জানে যেটা আর কেউই জানে না।

নাকাপা আসলে নেমকহারাম। নাতচিদের ছায়ায় বড় হলেও কখনোই তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করেনি; বরং নাতচিদের ঘৃণা করে সে, কারণ নাকাপার মার গোত্রের লোকদের অবজ্ঞা করে নাতচিরা। কেন করবে না? তারা তো মানুষখেকো।

বাড়ি ফিরে যাব আমি, আনমনে ভাবল ইশাকোমি। *জমিতে ঘাস দেখা গেলে বাড়ির পথ ধরব। উইল ক্যালকিন যদি আমাকে না চায়, তা হলে ওর চোখের আড়ালে হারিয়ে যাব আমি।*

কেন তাকে পাঠিয়েছে নিকঅনা? এমন কিছু ঘটবে, আগেই জানত সে?

শুধু চিন্তা করাই সার। কাউকে কিছু বলার উপায় নেই, নিতান্ত অসহায়ত্বের সঙ্গে ভাবল ইশাকোমি। সান হিসাবে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে ওর। এসব ব্যাপারে শুধু নিজেদের মধ্যে কথা বলার নিয়ম, অন্য কারও সঙ্গে আলাপ করা যায় না। নাতচি মহিলারা জানতে পারলে ওর জন্য লজ্জিত হবে। তাদের কাছে ছোট হয়ে যাবে ও।

নাতচিদের গ্রেট সান হতে পারে ও, জানে ইশাকোমি। এটা অবশ্য প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম হবে, যেহেতু পুরুষদেরই গ্রেট সান হওয়ার নিয়ম। তবে এমনও দেখা গেছে যে গ্রেট সান হয়তো বয়সে বালক বা কিশোর, তখন তার মা-ই দায়িত্ব পালন করেছে। গ্রামে ফিরে গেলে হয়তো গ্রেট সান হয়ে যাবে ও, কিন্তু উইল ক্যালকিনের কথা মনে পড়লে এই মর্যাদাটাকে ততটা লোভনীয় বা কাঙ্ক্ষিত মনে হচ্ছে না। নিকঅনা নিশ্চই অনুমান করতে পেরেছিল এমন কিছুই ঘটবে।

স্টিঙ্কার্ডদের মধ্যে গুটিকয়েক সাহসী মানুষ আছে এখন, তাদের বেশিরভাগই ক্রিকদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেছে। অথচ এই ক্রিকরা

কিছুদিন আগেও ওদের বন্ধু ছিল। গ্রেট রীভারের তীরে নাতচিদের অস্তিত্ব এখন হুমকির সম্মুখীন। সেজন্যই কি নিকঅনা চাইছে আরও পশ্চিমে নিরাপদ কোন জায়গায় সরে যাক নাতচিরা? লড়াই করে কখনও সুখ বা শান্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানেই বা শান্তি কোথায়, ভবিষ্যতেও যে হবে সেই নিশ্চয়তা কী? উইল তো ওকে দেখছেই না! তুষার সরে গিয়ে ঘাস দেখা গেলেই চলে যাবে সে, বাধ্য হয়ে তখন গ্রামে ফিরে যেতে হবে ওকে।

এখানে কীভাবে কনে সাজতে হবে, জানা নেই ইশাকোমির। নাতচিদের রীতি হয়তো উইলকে শিখিয়ে দিতে পারবে ও। চুলে ওকের পাতা লাগাতে হয় বরকে, আর কনে লাগায় লরেলের পাতা। ওর সঙ্গের নাতচিরা জানে এসব। কিন্তু কী হবে তাতে? একবারও কি ভাল করে ওর দিকে তাকিয়েছে উইল? সে কি বোঝে না কতটা নিঃসঙ্গ বোধ করছে ও?

সানদের ন্যূনতম কিছু অহঙ্কার রয়েছে, ওসব বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয়। নিজেকে খাটো করে লোকটির কাছে নত হওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে, সম্ভবত তেমন কিছু আশাও করে না উইল।

নাতচি মহিলাদের এসব বলা সম্ভব নয়। সমস্যার সমাধান ওর নিজেরই খুঁজে বের করতে হবে। উইল যদি ওকে না-ই চায়, ও কেন চাইবে?

চাওয়া উচিত নয়, কিন্তু তারপরও মনকে মানাতে পারছে না।

এই লোকই ওর জন্য সবচেয়ে যোগ্য, এবং নিকঅনা এটা আগেই আবিষ্কার করতে পেরেছিল। কিন্তু দায়িত্বও অস্বীকার করার উপায় ছিল না, তাই ওকে ফিরে যেতে বলেছে নিকঅনা–যদি ইচ্ছে হয়। কিন্তু মনে মনে সে চেয়েছে নিজের সুখই খুঁজুক ইশাকোমি।

নিকঅনা কীভাবে জানল যে উইলই হবে ওর পছন্দের লোক? এতটা দূরদৃষ্টি থাকা কি কারও পক্ষে সম্ভব? সম্ভব, ভাবল ইশাকোমি। নিকট ভবিষ্যতে যা ঘটতে পারে, বেশিরভাগ সময় সেটা আঁচ করতে পারে নিকঅনারা, হয়তো উইল ক্যালকিনের সঙ্গে কথা বলার পর ব্যাপারটা টের পেয়েছিল সে।

সান হিসাবে যত মর্যাদাই ভোগ করুক, কিছু সীমাবদ্ধতা আর ভোগান্তিও রয়েছে। সাধারণ মেয়ে হলে কোন সমস্যাই ছিল না, কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকে ওকে শেখানো হয়েছে সান কী, নামটার মর্যাদা, গুরুত্ব; কিন্তু এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ইশাকোমি। সানরা আসলে নিঃসঙ্গ মানুষ।

উইল ভালমানুষ। ইশাকোমি বোকা নয় যে যে-কারও সামর্থ্য বা প্রত্যয়ী আচরণ দেখে কিংবা চটুল কথাবার্তা শুনে মজে যাবে। উইল বরং মিতভাষী, ভাবুক টাইপের মানুষ। নেতা হিসাবে সফল। সবাইকে পরিচালনা করছে দক্ষতার সঙ্গে। জোতদার আর লর্ডই হোক, ওর পূর্বপুরুষরা নিশ্চই আদর্শ মানুষ ছিল। সম্ভবত বংশানুক্রমিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা পেয়েছে উইল। বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি, চট করে যে-কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার ঈর্ষণীয় ক্ষমতা রয়েছে তার। পরিকল্পনা ও করে নিখুঁত। নেতা বলে বসে থাকে না, বরং সবার জন্যই শিকার করে সে।

যখনই কিছু করা দরকার, দেখেছে ইশাকোমি, অন্য কেউ করবে এই আশায় বসে না থেকে নিজেই কাজটা সেরে ফেলে উইল। তাড়াহুড়ো করে না, কিন্তু বাড়তি একটা মুহূর্তও নষ্ট করে না। খুঁড়িয়ে হাঁটে সে, অথচ কখনও এ-নিয়ে অভিযোগ করেনি বা বাড়তি সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেনি। খাবারের সময় সবার শেষে খায় সে, আগে নিশ্চিত হয়ে নেয় যে সবার খাওয়া হয়েছে। ইশাকোমি গুহায় বা লজে ঢুকতে গেলে একপাশে সরে দাঁড়ায় সে, একজন সানের প্রতি যোদ্ধা হিসাবে এমন সম্মানই দেখানো উচিত; কিন্তু ইশাকোমি খেয়াল করেছে অন্য মহিলাদের ক্ষেত্রেও তাই করে উইল।

ইংরেজি শেখার চেষ্টা করেছে ও। প্রথম দিকে খেই হারিয়ে ফেলত, চেরোকি শব্দই বলত বেশি। ফরাসি বা স্পেনিশও বলত কখনও কখনও। তবে একে অন্যকে বোঝার আন্তরিক চেষ্টা করেছে ওরা, বুঝতে চেয়েছে অন্যজন কী বলছে বা বোঝাতে চায়। এখন প্রায় পিয়োটাহ্‌র মতই ইংরেজি বলতে শিখেছে ও, তবে এমন

অনেক বিষয় আছে যা প্রকাশ করার মত উপযুক্ত শব্দ ওর শেখা হয়নি। কে জানে, আদৌ কখনও শেখা হবে কি-না!

নিজেকে নিঃসঙ্গ এবং দারুণ অসুখী মনে হচ্ছে ওর। সান বলে নিজের তিক্ত অনুভূতি প্রকাশ করা যায় না। ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত ও, কখন বসন্ত চলে আসে–ওর হৃদয়টা শূন্য করে পাহাড়ে চলে যাবে উইল, বাধ্য হয়ে তখন গ্রামে ফিরে যেতে হবে! নাতচিদের ভালবাসে ও, তাদের প্রতি দায়িত্ব বোধ করে; কিন্তু এই লোকটিকেও ভালবাসে।

গ্রেট সানের অনুপস্থিতিতে নাতচিদের নেতৃত্ব দিতে পারবে নিকঅনা, অন্তত কিছুদিনের জন্য। তারপর নিশ্চই গ্রেট সান হবে কেউ। ইশাকোমি ফিরে না গেলে এমন কী যাবে-আসবে? কিন্তু এখান থেকে চলে গেলে যে এই মানুষটিকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলবে? শূন্য একটা জীবনে গ্রেট সানের মর্যাদাই কি সবকিছু?

যোগ্য স্ত্রী হতে পারে ও, বহুভাবে উইলকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। তুষার মাড়িয়ে বহু মাইল পাড়ি দিয়েছে, বিপদের সময় পাশে থেকেছে, প্রমাণ করেছে সহজে ভড়কে যাওয়ার মত মেয়ে নয় ও। সানরা জন্মের পর থেকে দৃঢ়চেতা ও সাহসী হওয়ার দীক্ষা পায়। আর কোন পথ তাদের জানা নেই। দায়িত্বে অবহেলা করতে জানে না কেউ, এও শিখেছে যে একজন সানের কাজ অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

দু'দিন আগে বরফ গলতে শুরু করায় দারুণ শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল ও, উইল চলে যাবে ভেবে মনটা ছোট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবার যখন তুষার পড়তে শুরু করল, ইশাকোমির মত খুশি বোধহয় আর কেউ হয়নি। তবে উদ্বেগ কাটেনি ওর, যেহেতু জানে না ক'দিন এরকম তুষার পড়বে, আরও ক'দিন উইলকে চোখের সামনে পাবে। পিয়োটাহ্ এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ, তার মতে দিন কয়েকের মধ্যে আবার তুষার গলতে শুরু করবে। গাছে নতুন পাতা ধরবে, মাটির বুকে গজিয়ে উঠবে কচি ঘাস। *পাহাড় বা নদীর সমস্ত বরফ তখন গলে নেমে আসবে আমার রক্তে,* নিতান্ত হতাশার সঙ্গে

ভাবল ইশাকোমি, *উইল আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। আবার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ব আমি।*

না-পাওয়ার যন্ত্রণায় মনটা ভারী হয়ে আছে ওর, কিন্তু প্রকাশও করতে পারছে না। নিজের মর্যাদা ধরে রাখতে হবে ওকে, নিঃসঙ্গতা, হতাশা বা শঙ্কা প্রকাশ করা যাবে না।

নিজেকে আরও সুন্দর করে তুলব আমি, ভাবল ইশাকোমি। *ও যাতে আমার দিকে নজর দেয়, সেরকম কিছুই করব।*

প্রেমে পড়লে কী করে সাদা মেয়েরা? কীভাবে প্রকাশ করে মনের কথা? উইলের দেশে কীভাবে নারী-পুরুষের বিয়ে হয়? ওরাও কি ওক আর লরেলের কচি পাতা ব্যবহার করে? সম্ভবত এর কোনটাই নয়।

পিয়োটাহ্ জানে না। যার কাছ থেকে সাদাদের সম্পর্কে জেনেছে সে, সেই ইংরেজ লোকটা পিয়োটাহ্কে এ-সম্পর্কে কিছু বলেনি। বিয়ে সম্পর্কে পুরুষরা বরাবরই অনাগ্রহী, ঠিক যতটা আগ্রহী হয় মেয়েরা। গুরুত্বও দেয় না। সম্ভবত সাদা পুরুষরাও নিজেদের মধ্যে এ-নিয়ে আলাপ করে না। বরং ওরা আলাপ করে অস্ত্র, শিকার বা যুদ্ধ নিয়ে। হয়তো মেয়েদের সম্পর্কে কথা বলে কখনও কখনও। ব্যস, আর কোন বিষয় নেই।

ক্যুগারের নখর দিয়ে তৈরি মালাটা সবসময় পরে উইল। গল্পটা শুনেছে ইশাকোমি। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা না হলে অমন অসম্ভব কাজ করতে পারত না কেউ। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার, এ-ব্যাপারে কখনও একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি উইল। নিজেকে জাহির করতে পছন্দ করে না সে। প্রায় রাতেই আগুনের পাশে বসে নাতচিরা ওদের জীবনের বিভিন্ন শিকারের গল্প বলে, মনোযোগ দিয়ে চুপচাপ শুনে যায় উইল, কিন্তু নিজের শিকারের কোন গল্প আজও বলেনি।

মিগুয়েল নামের স্পেনিশ লোকটা যখন এসেছিল, ঈর্ষাকাতর মনে হয়েছিল উইলকে। দারুণ খুশি হয়েছিল ইশাকোমি, হয়তো বোকার মত ভুল ভেবেছে ও—আদপে হয়তো ওটা ঈর্ষা ছিল না।

আবার এমনও হতে পারে, হয়তো নিজের মনের খবর নিজেই

জানে না সে, বোধহয় জানতেও চায় না।

কিন্তু উইলের চোখে নিজেকে চিনিয়ে দিতে হবে ওর। ওর জন্য যদি তার মনে সামান্য আবেগও থেকে থাকে, সেটাকে উস্কে দিতে হবে।

আজ তেমন ঠাণ্ডা পড়ছে না। তুষারপাত থেমে গেছে। ফ্যাকাসে নীল আকাশের পটভূমিতে বরফাকীর্ণ পাহাড়ের শৃঙ্গগুলোকে কেমন নিষ্প্রভ আর অনুজ্জ্বল দেখাচ্ছে। নীচের উপত্যকা রেকি করতে গেছে উইল, তবে ইশাকোমির ধারণা ওদিক দিয়ে নয়, বরং দক্ষিণের উপত্যকা ধরে আসবে শত্রুরা—যেখানে মোষ শিকার করেছিল ওরা। ওখানেই ওদের দেখতে পেয়েছিল কনেজেরোরা।

সকালে এক নাতচি যোদ্ধা মোষের বলদটাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু বাধা দিয়েছে উইল। ইচ্ছে পূরণ না হওয়ায় খেপে গিয়েছিল নাতচি যোদ্ধা, তবে উইলকে মোষটার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে দেখে ভুল বুঝতে পারল সে। উইল মাথায় হাত বুলাতে সানন্দে ওর হাত চেটে দিল মোষটা!

'কখনও এটার গায়ে হাত দিয়ো না কেউ,' ফিরে এসে বলেছে উইল। 'এটা ঔষধি মোষ। এটার কোন ক্ষতি করলে তোমাদেরই ক্ষতি হবে।'

সত্যটা জানার পর শঙ্কিত হয়ে পড়ল নাতচি যোদ্ধা। আরেকটু হলে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল! উইলকে অনুসরণ করে একেবারে কুটির পর্যন্ত চলে এল মোষটা, অনেকক্ষণ ধরে ওটার গা দলাইমলাই করে দিল সে, নিচু স্বরে কথা বলল। তারপর উইল নির্দেশ দিতে ঠিক ঠিক চলে গেল।

মোষটা অবশ্য একেবারে চলে যায়নি। সন্ধের আগে তুষারের উপর ওটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল ইশাকোমি, কুটিরের দিকে তাকিয়ে আছে।

জায়গাটা ভাল। একশো গজ দূর থেকে ইশাকোমি নিজেও খুঁজে বের করতে পারেনি কুটিরটা। সবাই সতর্ক যাতে এমন কোন ছাপ ফেলে না যায় যা কুটিরটাকে নির্দেশ করবে। কুটির থেকে কেউ

যখন বেরোয়, পাথরে ঢাকা একটা পথ অনুসরণ করে, যেটা বনের কিনারে শেষ হয়েছে। ইশাকোমির ধারণা বসন্ত আসা পর্যন্ত এখানে নিরাপদে কাটিয়ে দিতে পারবে ওরা।

সন্ধ্যা হলো। অন্ধকার নেমে আসছে চরাচরে। উইলকে কুটিরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল ইশাকোমি। ধীর পায়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও, খেয়াল করল ওর উপস্থিতি টের পেলেও ফিরে তাকায়নি সে, বরং একদৃষ্টিতে পাহাড় আর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

'কালকের দিনটা অন্যরকম হবে,' বিড়বিড় করল উইল। 'খুব সতর্ক থাকতে হবে। কালই আসবে ওরা।' পিছন ফিরে তাকাল সে, খুঁটিয়ে দেখল কুটিরটা। 'তবে আড়ালে আছে ওটা, সহজে কারও চোখে পড়বে না।'

দৃষ্টি এক হলো ওদের, নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল পরস্পরের দিকে। হঠাৎ চোখ সরিয়ে নিল উইল। 'তুমি একজন সান,' দ্রুত বলল সে।

'তার আগে আমি একটা মেয়ে।'

ফিরে তাকাল উইল। 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

হালকা বাতাসে স্প্রুসের শাখা থেকে ঝরে পড়ল কিছু তুষার। 'তুমি বরং ভিতরে যাও, তুষারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। এত ঠাণ্ডার মধ্যে অভ্যস্ত নও তুমি।'

কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে মোষটা, কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে ওদের।

'ওর মা-কে মেরে ফেলেছিলাম আমরা,' আবার বলল উইল। 'আর কেউ নেই ওটার। ঘটনার পর সব মোষ চলে গেল, শুধু আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম কাছে।'

'বড় অদ্ভুত মানুষ তুমি!' অনেকক্ষণ পর কথা বলল ইশাকোমি। ওর ধারণা সাদাদের মধ্যে একজন নিকঅনা সে, যেহেতু বুনো প্রাণীদের উপর এক ধরনের ক্ষমতা রয়েছে উইলের; এবং এটাও সত্যি যে মোষটা ঔষধি-মোষ, কারণ সাধারণ মোষ কখনোই

মানুষের কাছে আসে না।

কুটিরের দিকে এগোল ওরা।

আচমকা পিছলে গেল ইশাকোমির পা, টলমল পায়ে ভারসাম্য রাখার প্রয়াস পেল ও। শেষ রক্ষা হবে বলে মনে হলো না, তখনই ক্ষিপ্র গতিতে ওকে ধরে ফেলল উইল। মুহূর্ত কয়েক ওকে ধরে রাখল সে, কোমর জড়িয়ে রেখেছে; উইলকে আঁকড়ে ধরে থাকল ইশাকোমি। উইলের স্পর্শ কত অন্তরঙ্গ, নির্ভরতা ছড়িয়ে দিচ্ছে ওর সারা শরীরে!

ওকে খাড়া হতে সাহায্য করল উইল, তারপর ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল। সারা মুখ রক্তিম হয়ে গেছে উইলের, বিব্রত কণ্ঠে জানতে চাইল: 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'ওহ্, হ্যাঁ! বরফে পা পিছলে গেল!'

সত্যি ঠিক আছে ইশাকোমি, একটু আগের চেয়ে ঢের ভাল আছে এখন। যে-কোন সময়ের চেয়ে ভাল। *ভাগ্যিস ঘটনাটা মনে ছিল!* কৃতজ্ঞচিত্তে ভাবল ও। গ্রেট রীভারের তীরে এক নাতচি মেয়ে একই কাণ্ড করেছিল। মর্যাদাসম্পন্ন কোন নারীর জন্য এটা হয়তো হঠকারি কাজ, যেখানে আদপে কোন বরফ নেই; কিন্তু কী আর করা!

আট

পাহাড়ী শৃঙ্গের মাঝে নিঃসঙ্গ ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে উইল ক্যালকিন। বরফে জমাট বাঁধা কয়েকটা ঝর্না পেরিয়ে এসেছে। ঝর্নার পাড়ে রয়েছে সারি সারি অ্যাসপেন, পাইন আর স্প্রুস। তুষারের সঙ্গে সংঘর্ষে হালকা খসখস শব্দ করছে ওর স্নো-শু, হিমশীতল বাতাসে

উড়তে থাকা তুষারকণা হুল ফোটাচ্ছে মুখে।

ঠাণ্ডায় কাঁপছে ওর শরীর, থেমে সামনের প্রশস্ত পাহাড়ী ফাটল বরাবর সুউচ্চ উপত্যকা আর শৃঙ্গের দিকে তাকাল। মাথার উপর হামলে পড়ছে আরও উঁচু শৃঙ্গ। অপূর্ব সৌন্দর্য আছে বটে, কিন্তু কোন শিকার মিলবে না এখানে। এ-পর্যন্ত বুনো পশু বা পাখির ছাপ চোখে পড়েনি। বাতাস যেন মিহি সাদা চাদর, অদৃশ্য জিনিসটা তুষারের কারণে চামড়ার চোখে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

পিছনে ফেলে আসা সিচুয়াচি উপত্যকায় বসতি তৈরি করতে পারে ক্যালকিনরা। তবে নিজের বাড়ি হিসাবে এ-জায়গাটাই পছন্দ উইলের। চিন্তাটা হঠাৎ এসেছে, এর আগে একবারও ভাবেনি। মন থেকে ধারণাটা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল ও, কিন্তু চাইলেই কি সম্ভব? খোদ উপত্যকাটা রয়েছে চোখের সামনে, বিস্তৃত তুষারের মাঠে বৈচিত্র্য হিসাবে মাঝে মধ্যে কয়েকটা গাছ দেখা যাচ্ছে, নগ্ন পাহাড়ের বুকে জেগে আছে ছোট ছোট বন।

আরও পশ্চিমে যাওয়া একইসঙ্গে বোকামি আর সময়ের অপচয় হবে। কিন্তু তারপরও এগিয়ে চলল উইল, উপত্যকাটা আরও ভাল করে দেখার জন্য।

দীর্ঘক্ষণ পাহাড়ী এক চাতালে দাঁড়িয়ে থাকল ও, আনমনে ভাবছে গ্রীষ্মে তুষার সরে গিয়ে যখন পুরো উপত্যকা সবুজ হয়ে উঠবে, কেমন দেখাবে। দেখার মত দৃশ্য হবে!

ঘুরে ফিরতি পথে এগোল উইল।

আসলে কী খোঁজ করছে ও? শূটিং ক্রীকের মত আরেকটা জায়গা? এই জায়গাটা অনেক নির্জন, বিস্তীর্ণ এবং লোকালয় থেকে বহু দূরে; কিন্তু এখানেও কারও বাড়ি হতে পারে। আবার ঘাস গজালে ফিরে আসবে ও।

উঠতে যতটা কষ্ট হয়েছিল, নামাটাও সুবিধার হলো না। ঢালু পথ, তাই সতর্ক থাকতে হচ্ছে। একবার দূরে একটা হরিণকে ছুটে যেতে দেখতে পেল। শীতের এ-সময়ে ওটার গায়ে যথেষ্ট মাংস না থাকারই কথা, তবে নগদ যা পাওয়া চায়, তাতেই সন্তুষ্ট ও।

বিকাল গড়িয়ে গেছে, শিগ্‌গিরই সন্ধ্যা নামবে। দ্রুত পা চালাল ও, রাত নামার আগেই কুটিরে ফিরে যেতে চাইছে। বহু মাইল পাড়ি দিতে হবে।

আকাশ ধূসর হয়ে গেছে। তুষারের বিপরীতে কালচে দেখাচ্ছে গাছের কাঠামো। এমন জায়গায় যদি আবার পা ভাঙে, এবার আর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। তাই নিখাদ সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে ও, আলগা তুষার বা তুষারের নীচে পাথর কিংবা পড়ে থাকা গাছ রয়েছে সন্দেহ হলে এড়িয়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ের চূড়ার দিকে দৃষ্টি চালাল উইল। দেখতে যত শান্তই হোক, কিন্তু শান্তির সুযোগ কমই আছে ওখানে। ঝড়ো বাতাস, কনকনে ঠাণ্ডা, উচ্চতার কারণে ফুসফুসের জন্য স্বস্তিকর বাতাসের অভাব···সব মিলিয়ে প্রতিটি ক্ষণ যুদ্ধ করতে হবে। ওর চিন্তার সূত্র ধরেই যেন, তুষারের মিহি স্তর নেমে এল পাহাড়ী ঢাল ধরে, গড়াতে শুরু করল। শিউরে উঠল উইল, নীচে গাছের নিরাপদ আড়ালে আসতে পেরে স্বস্তি ভরে শ্বাস নিল।

মাংস ছাড়া ফিরে আসতে রীতিমত লজ্জা বোধ করছে ও। কুটিরে ঢোকার পর কী দৃশ্য দেখতে পাবে, অনুমান করতে কষ্ট হলো না। ক্ষুধার্ত কিছু মানুষ ওর প্রত্যাশায় বসে আছে, ওকে খালি হাতে ফিরতে দেখলে হতাশায় পুড়বে এরা। এবার তাদের নাখোশ করতেই হবে। একটা হরিণ দেখেছে বটে, কিন্তু এত দূরে ছিল যে কিছুই করার ছিল না। কনকনে ঠাণ্ডার কারণে কোন প্রাণীই আশ্রয় ছেড়ে বেরোচ্ছে না।

স্নো-শু খুলে হাতে নিল উইল, দরজার কাছে ওগুলো রেখে পা থেকে তুষার ঝেড়ে ভিতরে প্রবেশ করল। ছাদের ফুটো দিয়ে সামান্য ধোঁয়া বেরোচ্ছে, কিন্তু ভিতরটা বেশ উষ্ণ। উষ্ণ এবং নীরব।

উইল ভিতরে ঢুকতে চোখ তুলে তাকাল পিয়োটাহ্, শ্রাগ করল। উইল জানে সেও বেরিয়েছিল, কিন্তু শিকার ছাড়াই ফিরে এসেছে। অন্যরাও ব্যর্থ হয়েছে।

বসন্ত আসবে বটে, তবে দিনটা খুব কাছাকাছি নয়। প্রতিটা দিন খাবারের অভাব হাড়ে হাড়ে টের পাবে ওরা।

উপত্যকার কথা ভুলতে পারছে না উইল। আবহাওয়া ভাল হয়ে গেলে ফিরে যাবে ওখানে। বিস্তীর্ণ তুষারের কারণে মনে হয় কাছেই, কিন্তু আসলে অনেক দূরে। হরিণ বা ভালুকের ট্রেইল খুঁজে বের করবে ও। এমনকী মোষও থাকতে পারে, যদিও পাহাড়ী উপত্যকা পছন্দ করে না মোষরা।

ইশাকোমির সঙ্গে চোখাচোখি হলো। কী যেন আছে মেয়েটির চোখে, ধরতে পারল না উইল, অস্বস্তির একটা চাদর সারাক্ষণ ঘিরে থাকল ওকে। নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল ও, খাবার চাইল না। জানে যে সামান্য খাবার অবশিষ্ট ছিল আজ, ওর জন্য থাকার কথা নয়।

সেদিন আর গল্প হলো না। গল্প করার আগ্রহ পাচ্ছে না বিষণ্ন, হতাশ মানুষগুলো। যার যার জায়গায় বসে আছে সবাই, নড়াচড়া করার ইচ্ছে নেই। মাঝে মধ্যে যে-কোন একজন বাইরে উঁকি মারছে, শত্রু চলে এসেছে কি-না। কিন্তু এ-নিয়ে খুব একটা চিন্তা করছে না উইল। যা ঠাণ্ডা, শত্রুরাও আশ্রয় নিতে বাধ্য।

খুব ভোরে কুটিরের বাইরে বেরিয়ে এল উইল। আকাশে এখনও কয়েকটা তারা রয়ে গেছে, তবে একেবারে পরিষ্কার। পরে যখন সূর্য উঠল, উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। মাঝ-সকাল থেকে পাথর আর গাছে জমে থাকা তুষার গলতে শুরু করল, দুপুরের দিকে উষ্ণ এবং স্বস্তিকর হয়ে উঠল আবহাওয়া। শিকার করতে উপত্যকায় চলে গেছে দুই নাতচি, অন্য দু'জন নীচে ওদের ছেড়ে আসা গুহার কাছে গেছে।

গুহার কাছে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু শিকার থাকার সম্ভাবনাও কম নয়। অনাহারে থাকার ইচ্ছে নেই ওদের।

স্নো-শু মেরামত করছে, এ-সময় উইলের পাশে এসে দাঁড়াল পিয়োটাহ্। 'এবার আসবে ওরা,' বলল কিকাপু। 'তরুণ ব্রেভরা

মুখিয়ে উঠবে লড়াই করার জন্য। যত স্ক্যাল্প সংগ্রহ করতে পারে, তত বেশি সম্মান পাবে ওরা।'

'তৈরি থাকতে হবে আমাদের।'

'তুমি তা হলে পাহাড়ে যাবে?'

হাতের কাজ থামিয়ে গাছপালার ফাঁক গলে বরফ ঢাকা পাহাড়ের দিকে তাকাল উইল। সত্যি কি যাবে ও? হঠাৎ উপলব্ধি করল, প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে পারলে স্বস্তি বোধ করত। 'ওদিকে একটা উপত্যকা আছে,' ইশারা করল ও। 'ওটা দেখতে চাই আমি।'

'মাত্র একটা উপত্যকা?' বিদ্রূপ পিয়োটাহ্‌র চোখে। 'নাকি বাড়ি তৈরি করার মত জায়গাও আছে?'

রক্ত উঠে এল উইলের মুখে। 'জায়গাটা মন্দ হবে না। ভাবছি একবার ভাল করে দেখে আসব। এখনও যেহেতু দেখিনি।'

তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করল, এদিকে উধাও হয়ে যাচ্ছে সমস্ত বরফ। বড় পাহাড়ে তুষারধস নেমেছে, তবে কোনটাই নীচ পর্যন্ত নেমে এল না, তা হলে হয়তো ক্ষতি হতে পারত ওদের। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সবুজ কচি পাতায় ভরে গেছে সব গাছ, দূরের পাহাড় আবার সবুজ রঙ ধারণ করেছে।

ঝিরঝিরে বাতাস আর ঝর্নায় প্রবাহমান পানির আগমন নিয়ে এল বসন্ত। শূটিং ক্রীকে বসন্ত এলেই সব দরজা-জানালা খুলে দিত উইলরা, শীতের বদ্ধ পরিবেশে ঘরে আটকা পড়া গুমট বাতাস বেরিয়ে যেত। নির্মল হাওয়া ঢুকত। বিছানাপত্র রোদে দিত। এরকম কিছু অবশ্য করার দরকার পড়ল না এখানে, খোলা আকাশের নীচে ঘুমাতে শুরু করেছে পুরুষরা।

পাহাড়ে শিকার করতে বেরিয়েছে পিয়োটাহ্, দু'জন নাতচি গেছে নীচের উপত্যকায়।

'ওটা খাওয়া যাবে তো?' একটু দূরে চরতে থাকা কমবয়সী মোষটাকে দেখিয়ে জানতে চাইল এক নাতচি।

'না। ওটা আমাদের বন্ধু,' জবাব দিল উইল। 'পোষা।'

'কিন্তু কয়েকদিন ধরে ক্ষুধার্ত আমরা।'

'মাংস যোগাড় হয়ে যাবে, চিন্তা কোরো না।'

'উঁহুঁ, মাংস যোগাড় করার দরকার নেই। ওটাকে খেয়ে ফেললেই তো হয়।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখল উইল। 'আমাকে বিশ্বাস করে বলে অনুসরণ করে এতদূর এসেছে ওটা। নিজের হাতে ওটাকে খাইয়েছি। ওটাকে মারতে দেব না আমি।'

ভাগ্য ভাল, কমবয়সী একটা ভালুক শিকার করে ফিরে এল পিয়োটাহ্। এত লোকের জন্য যথেষ্ট নয়, কিন্তু আপাতত পেটের জ্বালা কিছুটা হলেও মিটবে। ঝর্নায় মাছ ধরেছে পক্কা মহিলা, তুষার বা বরফের চিহ্নও নেই ঝর্নায়। সন্ধ্যায় একটা হরিণ নিয়ে ফিরে এল উনচিতা। লোকটা ইশাকোমির দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ যোদ্ধা।

মেঘহীন ঝকঝকে আকাশ। পেটে যথেষ্ট খাবার পড়ায় সবাইকে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। অনেকেই রোদে শুয়ে পড়ল, বহুদিন এই উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত ছিল শরীর।

কুটির থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে এগোল ইশাকোমি। নীচের উপত্যকায় চলে গেছে নদীটা। দূর থেকে মেয়েটিকে যেতে দেখল উইল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথ ধরল ইশাকোমি, একটু পর প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল।

'পিয়োটাহ্!' ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়েছে উইল, হাতে তীর-ধনুক চলে এসেছে।

ইশাকোমির দিকে ছুটে এল এক ব্রেভ। কাছাকাছি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল আরেকজন। প্রথমজন ধরাশায়ী হলো উইলের তীরে। তারপর, চারদিক থেকে ছুটে আসতে শুরু করল কর্নেজেরোরা। ধনুক ফেলে দিয়ে চট করে পিস্তল তুলে নিল উইল। ডান হাতেরটা দিয়ে সময় নিয়ে নিশানা করল, তারপর ট্রিগার টেনে দিল।

একেবারে কাছে চলে এসেছিল লোকটা। দৌড়ের মধ্যে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল প্রথমে, এরপর হাঁটু ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ল। অন্য একজন ইশাকোমির বাহু চেপে ধরেছিল। পিস্তলের গর্জনে ফিরে তাকাল প্রত্যেকে, এমনকী নাতচিরাও নির্জলা বিস্ময় নিয়ে দেখছে,

বোঝার চেষ্টা করছে কী কারণে এমন ভয়ঙ্কর শব্দ হলো। বিশৃঙ্খলা আর চমকের মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ইশাকোমি, ছুরি বের করে লোকটার বুকে গেঁথে দিল পলকের মধ্যে।

পিস্তল তুলে ফের গুলি করল উইল।

টার্গেট নিশ্চল দাঁড়িয়ে, হতচকিত, বিহ্বলতা কাটাতে পারছে না। কনেজেরোদের কেউ কেউ নিশ্চই স্পেনিশদের পিস্তল বা বন্দুকের গর্জন শুনতে পেয়েছে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি এখানে সেই জিনিস দেখতে পাবে। পালাক্রমে দুই পিস্তল থেকে গুলি করছে উইল। সংবিৎ ফিরে পেয়ে কাভারের উদ্দেশে ছুটল কনেজেরোরা, কিন্তু তার আগে আরও তিনজন ধরাশায়ী হয়েছে। প্রথম গুলির প্রতিধ্বনি তখনও মিলিয়ে যায়নি।

উইলের দিকে ছুটে এল ইশাকোমি।

লড়াইয়ের সম্পূর্ণ চিত্র পাল্টে দিয়েছে পিস্তল দুটো। চমক দিয়ে ওদের ঘায়েল করার কথা ছিল কনেজেরোদের, উল্টো নিজেরাই এখন ঘায়েল হতে বাকি। দু'জন আহত, চারজন মৃত। ইশাকোমিকে ধরেছিল যে-লোকটা, ছুরির ঘা খেয়ে পড়ে আছে খোলা জায়গায়। মরেনি সে, তবে মরবে–অনেক কষ্ট ভোগ করার পর; ক্রল করে ঝোপঝাড়ের আড়ালে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে।

পিস্তল দুটো ভেল্কি দেখালেও শেষ হয়নি লড়াই। আড়ালে বসে পরামর্শ করবে কনেজেরোরা, নতুন উদ্যমে হামলা করবে আবার। শত্রুর সামর্থ্য সম্পর্কে জানে এখন, তাই তৈরি থাকবে। সত্যি কথা হচ্ছে সবার আগে উইলকে কাবু করার চেষ্টা করবে, তা হলে পিস্তল দুটো ওদের আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ইশাকোমিকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল উইল। 'লড়াই মাত্র শুরু হয়েছে,' শেষে বলল ও। 'পরেরবার পিস্তল দিয়ে সুবিধা করতে পারব না।'

কুটিরের ভিতরে ঢুকে পিস্তল রিলোড করল ও। এখনও যথেষ্ট পাউডার রয়েছে বটে, তবে শিগ্‌গিরই উপযুক্ত একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে যেখানে পাউডার তৈরি করা যাবে।

কনেজেরোরা ক'জন এসেছে? পাশ ফিরে ইশাকোমিকে প্রশ্নটা করল ও।

'অনেক! এত বেশি, গুনে শেষ করতে পারিনি।'

উইলের গুলিতে আহত এক ইন্ডিয়ান খোলা জায়গা থেকে ক্রল করে আড়ালে চলে যাচ্ছে। চাইলে তাকে খুন করতে পারে উইল, কিন্তু যেতে দিল কনেজেরোকে। বোঝা যাচ্ছে না কোথায় বুলেট লেগেছে। নিশানা ছাড়াই গুলি করেছিল, চেয়েছিল একটু নিচুতে শরীরের কোথাও বিঁধুক গুলিটা। তাড়াহুড়োর মধ্যে গুলি অপচয় করা যাবে না আর, প্রতিটি গুলি কাজে লাগাতে হবে।

সবকিছু শান্ত, নীরব। সূর্য উত্তাপ ছড়াচ্ছে। গলে যাচ্ছে বরফ বা তুষার, যেখানে যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে এখনও। কাল বোধহয় কোন বরফ চোখে পড়বে না। পিস্তল দুটো স্ক্যাবার্ডে রেখে ধনুক তুলে নিল উইল।

কুটির থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল ও। পিয়োটাহ্‌কে পাশে দেখতে পেল। 'অপেক্ষায় আছে ওরা,' ফিসফিস করে জানাল সে, সতর্ক দৃষ্টিতে সামনের জমি জরিপ করছে। 'শিগ্‌গিরই আবার হামলা করবে।'

অপেক্ষায় থাকল ওরা, কুটিরের কাছাকাছি ঝোপঝাড়ের মধ্যে অর্ধবৃত্তের আকারে অবস্থান নিয়েছে।

'আমার মনে হয় ওরা অনেক কাছে চলে এসেছে,' আবার বলল কিকাপু। 'এবার একটুও সময় দেবে না আমাদের।'

মাথা ঝাঁকাল উইল। অপেক্ষায় থাকল ওরা। তৈরি।

মুখ শুকিয়ে গেছে ওর, পেটের ভিতরে অস্বস্তি হচ্ছে। সংখ্যায় বেশি কনেজেরোরা, এবার যদি কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে আক্রমণ করে, হয়তো ওদের কেউই বেঁচে থাকবে না। আলতো হাতে ছুরিটা স্পর্শ করল উইল, এবার কাজে লাগতে পারে ওটা। দূর থেকে নয়, বরং একেবারে নাকের ডগা থেকে হামলা চালাবে কনেজেরোরা। এ-অবস্থায় পিস্তল ব্যবহার করলে প্রতিবার তাড়াহুড়োয় গুলি করতে হবে। বুলেটের অপচয় হবে তাতে। উইল

এটাও চায় না অতর্কিতে হামলা করে ওর পিস্তল কেড়ে নিক কেউ।

রাতে ঠাণ্ডা পড়বে। তখন নিশ্চই নিরাপদ কোন জায়গায় সরে যাবে কনেজেরোরা, ক্যাম্পে আগুন জ্বালাবে···

একসঙ্গে ছুটে এল শত্রুপক্ষ, খুবই কাছ থেকে, তবে একেবারে আড়াল করতে পারেনি নিজেদের। তা ছাড়া, উইলরা রয়েছে কুটিরের বাইরে। ধনুক থেকে একটা তীর ছুঁড়ল উইল, সঙ্গে সঙ্গে ধনুক ফেলে দিয়ে ছুরি তুলে নিল। ওর উদ্দেশে ঝাঁপ দিল বিশালদেহী এক কনেজেরো, নির্দ্বিধায় তার পেট চিরে ফেলল উইল। মুগুরের মত লাঠি নিয়ে পাল্টা আক্রমণে গেল পিয়োটাহ্। ছুটে আসা একটা বর্শা গেঁথে গেল এক নাতচির বুকে, সে ঢলে পড়তে চট করে বর্শাটা একটানে খুলে ফেলল পঙ্কা মহিলা। খুনী কনেজেরো ঝুঁকে পড়েছিল নাতচির মাথা মুড়ে ফেলার জন্য। লোকটার বুকে বর্শাটা ঢুকিয়ে দিল মহিলা। দু'হাতে গায়ের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করে বর্শা ঠেলে দিল সে, শেষ মুহূর্তে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল কনেজেরো, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। দূর থেকে লোকটাকে পড়ে যেতে দেখল উইল, দু'হাতে বর্শা চেপে ধরেছে, বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে পঙ্কা মহিলার দিকে।

হাতাহাতি লড়াই চলছে। ঢলে পড়ছে যোদ্ধারা। বুনো চিৎকারে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। পিছন থেকে উইলকে হামলা করল কেউ, হাঁটু ভেঙে সামনের দিকে পড়ে গেল ও। চট করে শরীর গড়িয়ে দিল, সিধে হওয়ার আগে জোরাল এক লাথি ঝাড়ল অন্য এক কনেজেরোর হাঁটুতে। মুখোমুখি হলো গাট্টাগোট্টা শরীরের হিংস্র এক কনেজেরোর। অসুরের শক্তি লোকটার দেহে। চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতায় উইলের ছুরিটাকে পাশ কাটাল সে, পাল্টা আঘাত হানল নিজের ছুরি দিয়ে। কোনরকমে আঘাতটা ঠেকাল উইল, লোকটাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া মাত্র হাঁটুতে লাথি ঝাড়ল।

ছুরির পোঁচে পেটের চামড়া চিরে গেছে ওর। কিন্তু মোটেও অক্ষত নেই কনেজেরো। বুকে আর চিবুকে গভীর কাটা তৈরি হয়েছে। চক্রাকারে ঘুরছে ওরা, সতর্ক দু'জনেই। পরবর্তী

আক্রমণের পাঁয়তারা কষছে মনে মনে। হঠাৎ পিছন থেকে উইলের উপর চড়াও হলো কেউ। মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার সময় শঙ্কিত হলো ও–এবার বোধহয় শেষ রক্ষা হবে না! পিছনের লোকটা এক হাতে ওর মাথার চুল খামচে ধরেছে, অন্য হাতে ছুরি, এখনই মাথা মুড়ে ফেলবে ওর। চুল ধরা হাতে টান দিল লোকটা, ঝাঁকি খেল উইলের মাথা। মাথার সঙ্গে ওর হাতও উঠে এসেছে। লোকটার পাঁজরে ঢুকে গেল ছুরিটা। ফের ওর ঘাড়ে ঝাঁকি দিল লোকটা, চুল ধরে টানল, স্ক্যাল্পটা তার চাইই; এদিকে আবারও ছুরি চালাল উইল। মাথার চুলে ছুরির ফলার অস্তিত্ব অনুভব করতে মরিয়া হয়ে উঠল ও, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে এক ঝটকায় পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল লোকটাকে।

সক্ষম হলো। চট করে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে বসল ও, লোকটাকে সামনে পেয়ে জোরাল ঘুসি বসিয়ে দিল কনেজেরোর পেটে।

ঘুসিটা কাজে দিয়েছে। ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো সে। লোকটা পিছনে হেলে পড়তে এক লাফে তার উপর চড়াও হলো উইল। গড়িয়ে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল সে, কিন্তু ক্ষিপ্রতা হারিয়ে ফেলেছে। উইলের ছুরি পাঁজরে আমূল ঢুকে গেল।

নগ্ন আক্রোশ আর প্রতিহিংসা ফুটে উঠল কনেজেরোর চোখে, পিছিয়ে আসার সময় দেখল উইল। ফোয়ারার মত রক্ত ঝরছে ক্ষত থেকে। কিন্তু কোন কিছুই যথেষ্ট মনে হলো না। ঝট করে উঠে দাঁড়াল লোকটা, লাফ দিল ওর উদ্দেশে। কষে একটা লাথি ঝাড়ল উইল। টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল লোকটা, টলমল পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল, না পেরে শেষে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ শেষ হয়ে গেল সব। অক্ষত কোন কনেজেরোকে দেখা যাচ্ছে না। আশপাশে পড়ে আছে হতাহতরা। রক্তাক্ত, কোনরকমে শ্বাস নিচ্ছে। চারপাশে দৃষ্টি চালাল উইল। কুটিরের এক কোণে ইশাকোমিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল, হাতে রক্তাক্ত একটা বর্শা।

ছুরি হাতে যার সঙ্গে লড়েছে উইল, ক্রল করে সরে যাচ্ছিল সে। উইলের হাত থেকে নিস্তার পেলেও পিয়োটাহ্‌র সামনে গিয়ে পড়ল। দূর থেকে হাতের বর্শাটা ছুঁড়ে মারল সে। সম্পূর্ণ ফলা ঢুকে গেল গাট্টাগোট্টা কনেজেরোর বুকে, মুহূর্ত খানেক পর স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

পিয়োটাহ্‌র সারা শরীর রক্তাক্ত।

পালিয়েছে কনেজেরোরা। হঠাৎ কেন রণেভঙ্গ দিয়েছে, কারণটা জানা নেই উইলের।

নাতচি এক মহিলা ছাড়াও দু'জন ব্রেভ মারা গেছে, একজনের মাথা মুড়ে নিয়েছে কনেজেরোরা। একমাত্র উনচিতা আর ইশাকোমিই পুরোপুরি অক্ষত আছে।

আহত বা নিহতদের নিয়ে চলে গেছে কনেজেরোরা। ঠিক ক'জনকে খুন করেছে ওরা, বোঝা মুশকিল হলো।

বীভৎস একটা ফোলা অ্যাকো মেয়েটির কাঁধে, বাহু কেটে গেছে এক জায়গায়, কিন্তু নিজের কথা ভুলে গিয়ে সযত্নে পিয়োটাহ্‌র শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে দিচ্ছে মেয়েটা।

'আবার আসবে ওরা,' বলল পিয়োটাহ্‌, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল উইলের দিকে।

'হ্যাঁ। তার আগেই চলে যেতে হবে আমাদের।'

অস্বাভাবিক হলেও, প্রায় অক্ষত রয়ে গেছে উইল। ঘাড়ের পিছনে, চুলের কিনারে অগভীর একটা ছুরির টান, বড়জোর ইঞ্চিখানেক গভীর; আর কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে, এই যা। বর্শার প্রচণ্ড আঘাতে কিছুদিনের জন্য প্রায় অচল হয়ে গেছে পিয়োটাহ্‌র ডান কাঁধ।

'হ্যাঁ, রাতে চলে যাব আমরা,' সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল উইল।

মালপত্র গুছিয়ে নিল ওরা। সামান্য মাংস যা ছিল, সযত্নে প্যাক করা হলো। যাত্রা করার জন্য যখন তৈরি হলো, ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। নিরাপদ একটা জায়গার কথাই জানে উইল।

ওর সেই উপত্যকা।

নয়

রাতে পাহাড়ে উঠে এল ওরা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে উইল, পথ দেখানোর দায়িত্ব ওর। মাঝে মধ্যে থামছে, শব্দ শুনে বোঝার চেষ্টা করছে কেউ অনুসরণ করছে কি-না। কোন শব্দ কানে এল না। তবে বাতাসের অভাবও থামতে বাধ্য করল ওদের। উচ্চতার কারণে শ্বাস নিয়ে ফুসফুস ভরতে পারছে না, সমান জমিনে বাস করতে অভ্যস্ত মানুষের ক্ষেত্রে এটাই ঘটে। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বেশ কয়েকবারই থামতে হলো।

প্রথমবার থামার পর একে একে সবার কাছে গেল উইল, ওর পক্ষে যতটা সম্ভব জখমের চিকিৎসা করল। এমন কিছু জানে না ও, তবে অন্যদের চেয়ে বেশিই জানে। কেবল ইশাকোমি ছাড়া। বিস্ময়ের ব্যাপার, ক্ষত বা জখমের চিকিৎসায় ওদের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান রাখে ইশাকোমি।

সকালে ঘন কুয়াশা দেখা গেল, পাতলা চাদরের মত ঘিরে রেখেছে পাহাড়ী খাঁজগুলোকে। ক্ষীণ একটা ট্রেইল ধরে এগোল ওরা, সম্ভবত বুনো প্রাণীদের ব্যবহৃত পথ এটা। শুরুতে, প্রথম পাঁচ মাইল চড়াই ধরে উঠতে হলো, তারপর ঢালু পথ ধরে নামল। মাঝে মধ্যে বোল্ডার সারি আর পাথর চোখে পড়ছে। ক্লান্ত, পর্যুদস্ত শরীর টেনে ধীর গতিতে এগোতে থাকল ওরা, প্রায় সবাই বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে।

কুয়াশা সরে গেল একসময়। এবড়োখেবড়ো গ্র্যানিট আর বরফে ঢাকা এক অঞ্চল উন্মুক্ত হলো দৃষ্টিসীমায়। মাঝে মধ্যে

দু'একটা খাটো আকৃতির স্প্রুস রয়েছে, বাতাস ও বরফের বিরুদ্ধে যুঝে টিকে আছে কোনরকমে। বিশ্রাম নিতে থামল ওরা। শুকনো মাংসের জার্কি ভাগ করে খেল সবাই। সামান্য খাবার, কিন্তু পরম তৃপ্তি ভরে খেল। এক নাতচি ব্যাক ট্রেইল রেকি করতে চলে গেল।

ক্লান্ত মুখ সবার, চাহনি শূন্য। কোন কিছুই দেখছে না। শীতল বাতাস ধেয়ে এল লাগোয়া ক্লিফ থেকে, শিউরে উঠল উইল। ভাবেনি ঠিক এই পরিবেশে নিজের পছন্দের জায়গায় ফিরে আসবে।

নীচে নামতে শুরু করল ও, কিছুদূর নেমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। একে একে উঠে দাঁড়াল অন্যরা, অনুসরণ করল ওকে। ব্যাক ট্রেইল জরিপ করে ফিরে এল তরুণ নাতচি। 'কিছুই দেখলাম না,' রিপোর্ট করল সে। 'আসলে দেখার মত কিছুই নেই। পুরো উপত্যকায় কেবল কুয়াশা।'

আরও আধ-মাইল এগোনোর পর আবার থামল উইল, বিষণ্ন দৃষ্টিতে স্খলিত পায়ে আগুয়ান দলটার দিকে তাকাল। কী অদ্ভুত ব্যাপারই না ঘটে, আজীবন নিঃসঙ্গ মানুষ ছিল ও, অথচ এখন কি-না কয়েকজন ইন্ডিয়ানের দায়িত্ব তুলে নিয়েছে কাঁধে! কীভাবে সম্ভব হলো এটা?

শীতল বাতাসে কেঁপে উঠল স্প্রুসের শাখাপ্রশাখা, পাথরের ফোকরে চাপা শিসের মত আওয়াজ তুলল। শীত তাড়াতে কাঁধ ঝাঁকাল উইল, হাত দুটো ডলল পরস্পরের সঙ্গে। ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে অন্যরা।

সামনে, কিছুদূরে একটা ক্রীক রয়েছে। আজকের মত ওখানেই থামবে। বিশ্রাম নিয়ে খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলবে।

অনেকক্ষণ হলো উৎরাই ধরে নামছে ওরা। শুরুতে পাহাড়ী ঢাল তেমন খাড়া না হলেও এখন বেশ খাড়া হয়ে উঠেছে। ক্রীকে বরফ নেই, স্বচ্ছ টলটলে পানি বইছে। দুই তীরে নুড়িপাথর। গাছের শুকনো ডালপালা আর বাকল সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাল ওরা। আগুনের কাছাকাছি থাকল সবাই। মাছ ধরতে ক্রীকে চলে গেল পঙ্কা মহিলা।

দুপুরে অন্যরা জার্কি খেলেও উইল খায়নি। সত্যি কথা হচ্ছে, কাল রাতের পর আর পেটে পড়েনি কিছু। এক-দু'দিন না খেলেও চলবে। ওর চেয়ে বরং অন্যদের অবস্থা বেশি খারাপ। পাহাড়ের দিকে তাকাল ও, কালো পাথর এবং গ্র্যানিটের সারি চোখে পড়ল, সম্ভবত গলে যাওয়া বরফের কারণে কালো হয়ে গেছে। সোনালি নিঃসঙ্গ একটা ঈগল চক্কর কাটছে মাথার উপর।

ক্ষীণ জলপ্রপাত রয়েছে একপাশে। বড়জোর চল্লিশ ফুট প্রশস্ত হবে। এক পাথুরে চাতাল থেকে অন্য চাতালে পড়ছে পানির স্রোত। পাহাড়ে গলে যাওয়া বরফের পানি। বসন্তের শেষ দিকে হয়তো ফোঁটা ফোঁটায় বইবে এটা। পাহাড় এখন বিপজ্জনক জায়গা, যদিও সুন্দর এবং আকর্ষণীয়, আসলে ঈগল আর মেঘদের রাজত্ব–মানুষ বা কোন পশুর জন্য মোটেই নিরাপদ নয়।

কিছু কাঠ যোগাড় করে আগুনে যোগ করল উইল। লকলকে শিখার দিকে তাকিয়ে থাকল, কত সহজে পুড়ে যায় সবকিছু! আগুনের কাছে সবই সমান।

পা ক্লান্ত ওর, পেশি টনটন করছে। কোমরে ব্যথা বোধ হচ্ছে। একটা লগের উপর বসে পিছনে ফেলে আসা ট্রেইলের দিকে তাকাল উইল। বন্ধুর, এবড়োখেবড়ো ট্রেইল, গাছ প্রায় নেই বললেই চলে।

সামনে পঙ্কা মহিলাকে দেখতে পেল ও। মহিলা স্বাস্থ্যবতী। মুখে হাসি নেই, কিন্তু কখনও কোন ব্যাপারে অভিযোগও করে না সে। দূরে, দিগন্তের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া পাহাড়শ্রেণীর দিকে ইশারা করল। স্পেনিশরা ওই পাহাড়কে বলে সাংগ্রে ডি ক্রিস্টো। 'গুহা! বড় গুহা আছে ওখানে!'

'ওখানে আগেও গেছ নাকি?'

'পঙ্কাদের সঙ্গে,' উত্তরে বলল মহিলা। 'আমাদের পুরুষরা ওদিকে শিকার করত।'

'ধন্যবাদ। গুহার কাছে যাব আমরা।'

দেরি না করে আবার মাছ ধরতে চলে গেল মহিলা। সূর্য যখন আরেকটু উপরে উঠল, ততক্ষণে প্রায় ছয়-সাতটা মাছ ধরে ফেলেছে

সে। কাজের মত একটা কাজ করেছে!

একটা টারমিগ্যান মেরেছে পিয়োটাহ্।

ইশাকোমির সঙ্গে দেখা নেই অনেকক্ষণ, আসলে কনেজেরোদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর তেমন কোন কথাই হয়নি। বসন্ত চলে এসেছে, এবার নিশ্চই গ্রামে ফিরে যাবে মেয়েটা। সেই ভাল হবে, গ্রেট রীভার এলাকার উষ্ণ আবহাওয়ায় অভ্যস্ত নাতচিরা, এখানে টিকে থাকা ওদের জন্য খুব কঠিন হবে।

একা হয়ে পড়বে উইল। তবে এ-তো নতুন কিছু নয়। আজীবনই একাকী ছিল। ওকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য রয়েছে বিস্তৃত পাহাড়সারি, উপত্যকা, তৃণভূমি···আর নীল আকাশ। কিন্তু অন্য সময়ের মত চিন্তাটা স্বস্তি দিতে পারল না ওকে।

ঝর্নার ধারে, ওর পাশে এসে বসল পিয়োটাহ্। 'উঁহুঁ, গুহায় থাকা উচিত হবে না,' মন্তব্য করল সে। 'ওগুলো অনেক উঁচুতে। এত বড় গর্তে ঘুমানো ঠিক হবে না।'

পাথুরে ঢাল ধরে উঁচুতে ওঠার চিন্তাটা উইলেরও পছন্দ হচ্ছে না। 'উপত্যকা ছাড়িয়ে চলে যাব আমরা, নতুন একটা জায়গা খুঁজে বের করব।'

'অনেক ছাপ দেখলাম। হরিণ, এল্ক, টার্কি, মোষের। তোমার মোষটা চলে এসেছে, তোমাকে খুঁজছে ওটা।'

শরীর ক্লান্ত হলেও ক্রীকের ওপাড়ের সবুজ ঘাসে পা রাখল উইল। ঘাসে চরছে মোষটা। পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওটার কান চুলকে দিল ও। 'আমাদের সঙ্গে যদি থাকতে চাস, তা হলে কিন্তু কাজ করতে হবে। ভাবছি কীভাবে তোকে কাজে লাগাব।'

চিন্তাটা সহসা এলেও বেশ কিছুক্ষণ এ-নিয়ে ভাবল ও। মন্দ হবে না।

সন্ধের আগে একটা এল্ক শিকার করতে সক্ষম হলো নাতচিরা। সে-রাতে পেট পুরে খেল সবাই। আবার আগুনের পাশে একত্র হলো ওরা।

উল্টোদিকে এসে বসল ইশাকোমি। 'আমার লোকেরা ঠিক

করেছে বাড়ি ফিরে যাবে,' বলল মেয়েটি। 'শিগ্‌গিরই ঘাস গজাবে। নদী ভরে যাবে পানিতে। যত দ্রুত সম্ভব ফিরে যেতে চাইছে ওরা।'

সেক্ষেত্রে, ইশাকোমিও চলে যাবে নিশ্চই! মুহূর্তের জন্য উইলের মনে হলো হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে ওর। স্থবির কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পর বলল, 'কনেজেরোদের ফাঁকি দেওয়া সহজ হবে না। তা ছাড়া, নাকাপা তো আছেই।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ইশাকোমি, কিছুই বলল না।

আরকান্সাস নদী ধরে কীভাবে কারও চোখে না পড়ে গ্রেট রীভারে যাবে নাতচিরা–সমস্যাটা নিয়ে ভাবতে শুরু করল উইল। উঁহুঁ, প্রায় অসম্ভব। তবে একটু ভিন্ন পথে···যদি নদীর একেবারে উৎপত্তিস্থল থেকে যাত্রা করতে পারে, তা হলে হয়তো···'তোমরা যাতে নিরাপদে ফিরে যেতে পারো, একটা উপায় খুঁজে বের করে ফেলব,' বলল ও।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ইশাকোমি, দ্রুত সরে গেল আগুনের কাছ থেকে। কিছু বলতে গেল উইল, কিন্তু দেখল আড়ষ্ট অথচ দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে মেয়েটা। বেকুবের মত বসে থাকল ও, ইশাকোমির হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারছে না।

মেয়েমানুষ! ঈশ্বরের সৃষ্টি এই চীজটাকে বোধহয় কখনও বোঝা হবে না ওর।

একটু পর পিয়োটাহ্ যোগ দিল ওর সঙ্গে। 'ওরা চলে যেতে চাইছে,' বলল সে। 'এখান থেকে নদী ধরে এগোবে।'

নদীর কিনারে কাদার উপর একটা চিহ্ন আঁকল উইল। 'এই যে, এখানে ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে এসেছে নদীটা। এর দক্ষিণে ছিল আমাদের প্রথম ক্যাম্প। ওখান থেকে সোজা পশ্চিমে এসেছি। বড় উপত্যকাটা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। আমার কাছে মনে হচ্ছে উপত্যকা ধরে গেলে ক্যানিয়নে নদীর কাছে পৌঁছে যাব। খোলা জায়গায় ওটা বেরিয়ে আসার আগেই যদি নদীতে ওঠা যায়, রাতে হয়তো কারও চোখে ধরা না পড়ে চলে যেতে পারবে ওরা।'

উইলের আঁকা ম্যাপটা খুঁটিয়ে দেখল পিয়োটাহ্, আঙুল দিয়ে উপত্যকার শুরুতে–যেখানে এখন আছে ওরা–জায়গাটা দেখাল। 'এখানে কী আছে? আমরা কিন্তু জানি না।'

ঠিকই বলেছে সে। তা ছাড়া, ক্যানিয়ন থেকে বেরোনো যে-কোন নদীই খরস্রোতা হয়। তবে খরস্রোতা নদী নিশ্চই কনেজেরো বা নাকাপার চেয়ে ভয়ঙ্কর নয়। বরং ঝুঁকি নেওয়াই উচিত বলে মনে করছে উইল।

ইশাকোমির হয়েছে কী? নাতচিদের নেত্রী ও, নাতচিরা যদি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে···

পিয়োটাহ্কে ব্যাপারটা খুলে বলল উইল।

ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত চোখে ওকে দেখল সে। 'হয়তো যাওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। ভাবছে তুমি ওকে তাড়াতে চাইছ, কিংবা ওকে ঝামেলা মনে করছ।'

অসম্ভব। ইশাকোমি মোটেই ঝামেলা নয় ওর জন্য! এটা ঠিক যে, নাতচিদের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়লে এতক্ষণে পশ্চিমে পাহাড়ের কোথাও থাকত ও, কনেজেরো বা নাকাপার সঙ্গে কোন ঝামেলায় জড়াত না। কিন্তু ইশাকোমির ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই–ধারণাটা অবাস্তব এবং পাগলামি মনে হচ্ছে ওর কাছে।

ইশাকোমি একজন সান। নাতচিদের কাছে ওর গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের জন্য নতুন বসতি খুঁজতে পশ্চিমে এসেছে ও, কনেজেরোদের উপস্থিতি বাদ দিলে জায়গাটা মন্দ নয়। বরফ গলে গেছে। উইলের ধারণা, উপত্যকাটা প্রায় বিশ মাইল দীর্ঘ এবং চার-পাঁচ মাইল চওড়া। কয়েকটা ঝর্না ছাড়াও পাহাড় থেকে নেমে আসা স্রোতধারা রয়েছে। সবচেয়ে বড় সুবিধা, ঝড়ো বাতাস নেই এখানে।

সকালে উত্তরে যাত্রা করল ওরা। সন্ধ্যার পর পাহাড়ের কিনারে এক ক্রীকের ধারে ক্যাম্প করল।

'মনে হয় না কাজ হবে,' বলল পিয়োটাহ্।

'জায়গাটা খুবই সুন্দর,' প্রতিবাদ করল উইল। 'উঁচু বলে অত ঠাণ্ডা পড়বে না। ফসল ফলানোর মত যথেষ্টরও বেশি জমি রয়েছে।

চাষ করার পদ্ধতি শিখে নিতে পারবে নাতচিরা। আমার তো মনে হয় এখানে দিব্যি টিকে থাকতে পারবে ওরা।'

'অনেক ট্রেইল,' পিছনের দিকে ইঙ্গিত করল পিয়োটাহ্। 'ইন্ডিয়ান ট্রেইলও দেখলাম। পুরানো অবশ্য। বহু ইন্ডিয়ান যাতায়াত করেছে ওই পথে। হয়তো নতুন কেউ এখানে থাকলে অখুশি হবে ওরা।'

'কনেজেরোদের কথা বলছ?'

'উঁহুঁ, কনেজেরো নয়। সম্ভবত উতে। খুবই শক্তিশালী গোত্র। পাহাড়ী উপত্যকায় থাকে ওরা। খুবই হিংস্র।'

ভাল জায়গা বাছাই করেছে ওরা। জমি উর্বরা বলে দ্রুত গজিয়ে উঠছে কচি ঘাস, অন্য যে-কোন জায়গার চেয়ে এখানে উদ্ভিদের সংখ্যা বেশি এবং দ্রুত বড় হচ্ছে।

'উঁহুঁ, আর সামনে যাব না,' ঘোষণা করল উইল। 'এখানেই থামব আমরা।'

জায়গাটা এমন যে সহজে প্রতিরোধ করতে পারবে। উপত্যকার এক কোণে পাহাড়ের খাঁজে অবস্থিত বলে প্রায় লুকানো বলা চলে। পানির অভাব নেই।

ক্যাম্প করার পরপরই শিকার করতে বেরিয়ে গেল নাতচিদের কয়েকজন।

'এখান থেকে নদী কতদূর, জানতে হবে,' বলল উইল। 'ভাবছি কাল...'

'তোমার যাওয়ার দরকার নেই,' বাধা দিল পিয়োটাহ্। 'আমি যাব।'

উত্তরে কী আছে, দেখার জন্য প্রাণ আইঢাই করছে উইলের, কিন্তু এখানে দুর্গ জাতীয় কিছু একটা তৈরি করাও জরুরি। ফের আক্রান্ত হলে যাতে নিজেদের রক্ষা করতে পারে, এমন কিছু তৈরি করতে হবে।

ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে আসা ঝর্না এক জায়গায় ছোট্ট প্রপাত তৈরি করেছে। নুড়িপাথরের উপর আছড়ে পড়ছে পানি। কাছেই

রয়েছে বড়বড় বোল্ডার, পাহাড়ী চাতালের শুরু হয়েছে ওখানে। চাতালের মেঝে প্রায় সমতল। ক্যানিয়নের দিকে প্রচুর গাছপালা থাকায় মোটামুটি আড়াল তৈরি হয়েছে, কিন্তু উপত্যকার দিক উন্মুক্ত।

জায়গাটা পছন্দ হলো উইলের। বেশ কয়েকটা কুটির তৈরি করা যাবে। পানি আছে। বোল্ডার আর গাছ নিরাপত্তা দেবে ওদের। দুই নাতচিকে নিয়ে কাজে নেমে পড়ল ও, মজবুত কোন কেবিন তৈরি করা পর্যন্ত আপাতত এখানেই কাটিয়ে দেবে।

দুটো হরিণ আর কয়েকটা মুরগী শিকার করে ফিরে এল নাতচিরা। ততক্ষণে রাত কাটানোর মত জোড়াতালি দেওয়া আশ্রয় তৈরি হয়ে গেছে। উপরন্তু মরা কয়েকটা গাছ বোল্ডারের ফাঁকে জুড়ে দিয়েছে ওরা, মোটামুটি চেহারার একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে গেছে।

ইশাকোমি ব্যস্ত, এবং এড়িয়ে চলছে উইলকে। কয়েকবারই কথা বলার চেষ্টা করেছে ও, কিন্তু চট করে অন্য দিকে সরে গেছে মেয়েটি। শেষে বিরক্ত হয়ে পড়ল উইল। বেশ, ইশাকোমির যদি এমনই ইচ্ছে, সেধে ও কেন ঝামেলা করবে?

ইশাকোমির ধারে-কাছেও আর গেল না উইল।

পিয়োটাহ্ বলে গেছে দু'তিনদিন পর ফিরবে। তাই নদীর দূরত্ব আপাতত জানা যাচ্ছে না।

রাতে ঘুম ভাল হলো না ওর। ছটফট আর এপাশ-ওপাশ করে কেটে গেল অনেকক্ষণ। ভোরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাহাড়ী চাতালের পিছনের ক্যানিয়নে চলে এল। বেশ গভীর গিরিখাদ। পাহাড়ের একেবারে কোলে গিয়ে শেষ হয়েছে। ছায়াঘেরা কয়েক জায়গায় এখনও তুষার জমে আছে, নদীর কিছু জায়গায় অবশ্য বরফও চোখে পড়ছে। সন্ধ্যার সময় ক্যাম্পে ফিরে এল উইল। দেখল মাংসের শুরুয়া তৈরি হচ্ছে। আগুনের কাছে গিয়ে এক টুকরো মাংস তুলে নিয়ে বসল ও।

আগুনের ওপাশে বসে আছে ইশাকোমি। বেশ কিছুক্ষণ পর মেয়েটা জানতে চাইল, 'পিয়োটাহ্ কি পথ খুঁজতে গেছে?'

'নদী ধরে যাওয়া যাবে এমন একটা পথ খুঁজে বের করবে ও। খুব স্রোত হওয়ার কথা, তবে আমার ধারণা শুধু রাতের বেলা এগোলে শত্রুদের ফাঁকি দিয়ে গ্রেট রীভারে চলে যেতে পারবে নাতচিরা।'

'তুমি যাবে ওদের সঙ্গে?'

'না,' চোখ তুলে তাকাল উইল। 'পাহাড়ই আমার বাড়ি, তাই থাকছি আমি। আরকান্সাস নদী ধরে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল যেতে পারলে নিশ্চিন্ত, নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবে তোমার লোকেরা। উনচিতা ভালমানুষ, ওদের নেতৃত্ব দিতে পারবে সে।'

এবার চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল ইশাকোমি। উইল বলেনি যে নাতচিদের নেতৃত্ব দেবে ইশাকোমি।

অস্বস্তি বোধ করল উইল, দৃষ্টি সরিয়ে নিল। কথাটা ভেবে বলেনি ও, সত্যি কথা হচ্ছে এই মুহূর্তের আগে এমন কিছু ভাবেওনি, স্রেফ মুখ থেকে কীভাবে যেন বেরিয়ে গেছে। কেন এমন কাজ করল? ইশাকোমি নাতচিদের নেতৃত্ব দেবে, এটাই তো স্বাভাবিক? অথচ ইশাকোমির কথা বলল না কেন? নাতচিরা গ্রামে ফিরে গেলে, ওদের রাজকন্যারই তো নেতৃত্ব দেওয়া উচিত?

'বিপদের সম্ভাবনা সব জায়গায় আছে,' বলে গেল উইল। 'তবে উনচিতা যোগ্য লোক। সাহস বা বুদ্ধি, দুটোই আছে ওর।'

'কিন্তু সে নয়, আমারই নেতৃত্ব দেওয়ার কথা।'

নীরব হয়ে গেল ও, মাংস চিবানোয় ব্যস্ত। 'তুমি তা হলে ওদের সঙ্গে চলে যাবে?'

'তুমি চাও আমি চলে যাই?'

খাইছে! এবার আর এড়ানোর কোন উপায় নেই। কিন্তু কীভাবে উত্তরটা দেবে?

'খুব মনে পড়বে তোমাকে,' সামান্য ইতস্তত করার পর নিস্পৃহ স্বরে বলল উইল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে উপলব্ধি করছে এক রত্তি মিথ্যে বলেনি। সত্যিই ইশাকোমির অভাব বোধ করবে, এবং মেয়েটির সঙ্গে আর কখনও দেখাও হবে না। বুকের গভীরে খচ

করে একটা কাঁটা বিঁধল, নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে হলো ওর। চট করে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল মাথা থেকে। 'চাইলেই তো তোমাকে থাকতে বলতে পারি না আমি। তুমি একজন সান।'

উজ্জ্বল হয়ে গেল ইশাকোমির অপূর্ব সুন্দর চোখজোড়া। 'কিন্তু তুমি এমনকী স্টিঙ্কার্ডও নও,' থামল ও। 'তুমি একজন জোতদার। আচ্ছা, কোন জোতদার কি রাজকন্যাকে বিয়ে করতে পারে?'

'প্রশ্নই আসে না! যদি কোন রাজকন্যা তা করে, তা হলে আর রাজকন্যা থাকবে না সে। অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'তা হলে এখন থেকে আমি আর সান বা রাজকন্যা নই!'

আগুনের দু'পাশ থেকে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, চার চোখ মিলিত হলো। আরেক টুকরো মাংস নিয়ে ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করল উইল। 'কিন্তু আমার কাছে তুমি সবসময়ই সান হয়ে থাকবে। সূর্য, চাঁদ বা তারার মত মূল্যবান।'

আগুনে কাঠ পুড়ছে, হালকা ঝিরঝিরে বাতাসে নেচে উঠল শিখা। কয়েকটা কাঠ আগুনে যোগ করল উইল। 'তোমাদের রীতিনীতি জানি না আমি,' খেই ধরল ও। 'তুমিও জানো না আমারটা। কিন্তু তুমি যেভাবে চাও, সেভাবেই হবে। তারপর স্পেনিশ বসতিতে যাব আমরা। ওখানে নিশ্চই কোন প্রিস্ট আছে।'

'বিপদ হবে না?'

'মূল্যবান কিছু পেতে হলে ঝুঁকি তো নিতেই হবে। বিয়েটা আমি এমনভাবে সারতে চাই যাতে আমার বা তোমার স্বজনদের, কারোই যেন আপত্তি না থাকে।'

ঝর্নায় এসে হাত-মুখ ধু'লো উইল। সিধে হয়ে দেখল ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ইশাকোমি।

'তোমার যখন পাহাড়ে যেতে ইচ্ছে হবে,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'যাবে। যদি চাও, আমিও যাব সঙ্গে। তুমি যখন ক্যাম্প করবে, রান্না করব তোমার জন্য। ঘুমাতে যাবে যখন, আমি তোমার বিছানা তৈরি করে দেব। তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব। আজীবন।'

এটাই নাতচি নারী-পুরুষের প্রতিশ্রুতি বিনিময় করার রীতি।

দশ

উষর প্রান্তরে ঘাস গজিয়েছে, গাছে গাছে দেখা যাচ্ছে নতুন পাতা। পাহাড়ী ঢালে বুনো ফুল ফুটেছে–লাল, নীল, হলুদ; পুরো এলাকার সবুজ জমিনে রঙের বাহার। মাঝে মধ্যে কিছু পাস্কফ্লাওয়ার আর লিলিও চোখে পড়ছে।

সংখ্যায় কম বলে একসঙ্গে হাঁটছে ওরা। আরেকটা কারণ: সামনে কী রয়েছে জানা নেই। বিয়ে নিয়ে আলোচনা করছে মেয়েরা, তবে মাঝে মধ্যে ওর দিকে তাকাচ্ছে, খেয়াল করল উইল। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর লাগল ওর কাছে। একজন বরের কেমন আচরণ করা উচিত, জানা নেই ওর, কিংবা বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কেও অবগত নয়।

বরকে মাথায় ওকের মালা আর কনেকে লরেলের মালা পরতে হয়, ওকে জানিয়েছে ইশাকোমি; কিন্তু এসবের তাৎপর্য কী, বলতে পারেনি। উইল যদ্দূর জানে আশপাশে কোথাও লরেল নেই। এ-অঞ্চলে একটা গাছও চোখে পড়েনি, তবে নান্টাহ্যালা এলাকায় দেখেছে–পুরো পাহাড়ী ঢালই গোলাপি লরেলে পূর্ণ ছিল।

নদীতে যাওয়ার পথটা পিয়োটাহ্‌র আবিষ্কৃত, তাই সে-ই পথ দেখাচ্ছে। উপত্যকার পুব কিনারা ধরে এগোচ্ছে ওরা, পাশেই ক্যানিয়নের দিকে চলে গেছে একটা ক্রীক। ক্যানিয়ন পেরিয়ে যেতে হবে–বিপজ্জনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ হবে ব্যাপারটা। তা ছাড়া, শত্রুর মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

মহিলাদের সঙ্গে হাঁটছে ইশাকোমি। অনর্গল বকবক করে

চলেছে ওরা। মাঝে মধ্যে খিলখিল শব্দে হেসে উঠছে, একজন আরেকজনের গায়ের উপর ঢলে পড়ছে। বহুদিন পর উপভোগ্য এমন মুহূর্ত পেয়েছে ওরা।

একবার, বিশ্রামের জন্য যখন থেমেছে, উইলের পাশে চলে এল উনচিতা। 'যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু ওদের সঙ্গে আমারই যাওয়া উচিত।'

'তোমাকে ছাড়া যেতে পারবে না ওরা। নিকঅনাকে বোলো ওর অনুরোধ আমি রেখেছি। বোলো ইশাকোমিকে সুখে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

'বলব। আমি কিন্তু ফিরে আসব আবার।'

'ফিরে আসবে?'

'মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে এখানে এসেছিলাম, পুরোপুরি রাজি ছিলাম না। কিন্তু এখানে এসে···এত ভাল লাগল জায়গাটা, আমার কাছে মনে হচ্ছে গ্রামের চেয়ে বরং এখানেই শান্তিতে থাকতে পারব।'

'বেশ, ইচ্ছে হলে আসবে। এখানে পাবে আমাদের। যদি কোন কারণে অন্য কোথাও যাই, চিহ্ন রেখে যাব যাতে অনুসরণ করে চলে যেতে পারো।' ক্যালকিনদের "A" চিহ্নটা এঁকে দেখাল উইল। 'আশা করি আমাদের খুঁজে বের করতে সমস্যা হবে না তোমার।'

'কঠিন হবে না।' হাত বাড়িয়ে দিল সে, উইলের কাছ থেকে শিখেছে জিনিসটা। 'তুমি আমার নেতা। অন্য কারও নির্দেশ মানব না আমি।'

ক্যানিয়নের কিনারা বরাবর অস্পষ্ট একটা ট্রেইল রয়েছে, বোল্ডার আর গাছকে ঘিরে অসংখ্য বাঁক, একইসঙ্গে বারবার অতিক্রম করেছে ছোট্ট ক্রীককে। সতর্কতার সঙ্গে এগোল ওরা। আলগা পাথরের উপর দেখে-শুনে পা ফেলছে, পথে পড়ে থাকা গাছের ডাল সরিয়ে ফেলছে উইল। এ-পথে ফিরে আসতে হবে ওদের, তাই যাওয়ার সময় কিছুটা পরিষ্কার করে গেলে ফিরতে সুবিধা হবে। ওরা ফিরে না এলেও অন্য কারও উপকার হবে।

এটা ব্রায়ান ক্যালকিনের দর্শন। বাপের কাছ থেকে এই শিক্ষা

পেয়েছে উইল–পুরানো ট্রেইল মেরামত করো; যা পাবে, তারচেয়ে ভাল অবস্থায় রেখে যাবে। জীবনে এর ব্যতিক্রম করেনি ও। কাউকে না কাউকে প্রতিবন্ধকতা দূর করতেই হয়, অন্যের জন্য ফেলে রাখলে চলে না। 'ফেলে যাওয়া পথ পরিষ্কার রেখে যাও,' ওকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ব্রায়ান। 'তুমি চলে গেলেও অন্যদের আসতে সুবিধা হবে। ব্যবসার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম।'

এভাবেই বাবাকে মনে রেখেছে ও, মনে রাখবে আজীবন। তাঁর দেওয়া পরামর্শ আর উপদেশের মাধ্যমে। জীবনে বহু জায়গায় গেছেন ব্রায়ান, কিন্তু জায়গাটা ছেড়ে আসার সময় যা পেয়েছেন, তারচেয়ে ভাল অবস্থায় রেখে এসেছেন বরাবর। যেখানে একটা গাছ কেটেছেন, দু'টো লাগিয়েছেন।

শেষপর্যন্ত নদীর তীরে পৌঁছল ওরা। খরস্রোতা বলা চলে। ক্যানিয়নের দেয়াল চেপে গেলে আরও খরস্রোতা হয়ে উঠবে। পাহাড়ী ঢালে অ্যাসপেনের সারি, তবে নদীর দিকে কিছু কটনউড জন্মেছে। পানিতে ভেসে আসা লগ জড়ো হয়েছে তীরের কাছাকাছি। বাকল আলাদা হয়ে যাওয়ায় গাছের সাদা গুঁড়িকে দেখাচ্ছে বিশাল কঙ্কালের মত, উন্মত্ত নদীর স্রোতে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

তীরে ক্যাম্প করল ওরা। জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখল উইল, অস্বীকার করতে পারবে না ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত ও, যেহেতু এখানেই বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। আড়চোখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইশাকোমির দিকে তাকাল, ওর বাবা-মা যে মেয়েটিকে সানন্দে স্বীকৃতি দিতেন, এ-ব্যাপারে সামান্য সন্দেহও রইল না মনে। সঙ্গিনী বা স্ত্রী হিসাবে ইশাকোমি সুযোগ্যা।

নাতচিদের বা ওর সমাজে বিয়েটা হলে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান হত। মেয়েরা কেবিন তৈরি করত ওদের জন্য, বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনায় মেতে থাকত উইলের স্বজনরা, খুঁটিনাটি সবকিছু বিবেচনা করত। সময় নিয়ে, মহা ধুমধামের মধ্যে হত বিয়ে। কিন্তু সময় বা স্থান, কোনটাই উপযুক্ত নয় এখন। কোনরকমে কাজ চালিয়ে নিতে হবে, ভবিষ্যতে হয়তো এই

সীমাবদ্ধতা পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ হবে।

নাতচি মহিলারা ঠেকার কাজ চালিয়ে নেওয়ার মত একটা কুটির তৈরি করছে, আর পুরুষরা শিকারে বেরিয়েছে। ভূরিভোজন হবে, সেজন্য অনেক মাংস দরকার। একজন সানের বিয়ে, যেনতেনভাবে বিয়েটা সেরে যাক, নাতচিদের কেউই তা চায় না।

কাল বিয়ে। নাতচিদের নিয়মে উইলের শিকারে যেতে মানা আজ। তাই নদীর ধারে বসে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতে শুরু করল ও। সংসারী মানুষের প্রথম চাহিদা হচ্ছে একটা বাড়ি, এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে সেটা তৈরি করতে হবে। গ্র্যাসি কোভের সেই উপত্যকাটা জায়গা হিসাবে মন্দ নয়, কিন্তু কয়েক গোত্রের ইন্ডিয়ানরা আসা-যাওয়া করে কাছাকাছি ট্রেইলে; এবং খোদ উপত্যকাটাই ওদের শিকারের জায়গা।

নাতচিরা চলে গেলে অল্প কয়েকজন থাকবে ওরা। ইশাকোমি, পঙ্কা মহিলা, পিয়োটাহ্ আর অ্যাকো মেয়েটি, এবং উইল নিজে। পাঁচজন। সংখ্যাটা নিতান্ত অল্প, কনেজেরোরা দলবল নিয়ে হামলা করলে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তবে মজবুত দুর্গ কীভাবে তৈরি করতে হয়, জানা আছে উইলের। তাই করবে ও।

এ-নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। চিন্তার আরও বিষয় আছেঃ ফসল ফলানো, বীজ সংগ্রহ ছাড়াও ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। ছেলেবেলায় এসব শিখেছে উইল, যেহেতু শূটিং ক্রীকে ঠিক এভাবেই জীবন ধারণ করেছে ওরা। পার্থক্য শুধু একটাই–ওখানে লোকসংখ্যা আরও বেশি ছিল।

প্রতিরক্ষার আরও একটা উপায় আছে, হয়তো কাজও হবে এতে। অনেকেই জানে উইল সাদা ওঝা। ডাক্তার। প্রতিবেশী ইন্ডিয়ানদের রোগশোকে চিকিৎসার পাশাপাশি যদি ব্যবসা করে ও…

শক্তি দিয়ে যখন জেতা যায় না, বুদ্ধি বা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় তখন।

চারপাশে বিস্তর ওক রয়েছে, কিন্তু লরেল গাছ নেই একটাও। বিয়ের সময় দুটোই লাগবে। সমস্যার সমাধান করে ফেলল

উনচিতা। লরেলের পুরো একটা শাখা নিয়ে শিকার থেকে ফিরে এল সে। পাহাড়ের বেশ উঁচুতে পেয়েছে গাছটা।

বিকালে চারপাশে পায়চারি করে কাটাল উইল, খুঁটিয়ে দেখে নিল পুরো এলাকা। নদী ধরে বেশ কিছুদূর চলে গেল ট্র্যাকের খোঁজে। কিন্তু পায়নি। মনে মনে শঙ্কিত ও, হয়তো ঠিক বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় হামলা আসবে; কিন্তু আশঙ্কাটাকে সমর্থন করে, ইদানীংকার এমন কোন তাজা ট্র্যাক চোখে পড়েনি।

*

ঝলমলে পরিষ্কার সকাল। বিয়ের রীতি সম্পর্কে উইলকে বিশদ বলেছে উনচিতা, জানিয়েছে কীসের পর কী হবে। উইল কুটিরে ঢুকতে উঠে দাঁড়াল অপেক্ষমাণ নাতচিরা, সবচেয়ে বয়স্ক যোদ্ধা গম্ভীর আনুষ্ঠানিক স্বরে বলল, 'বর, তুমি তা হলে এসেছ!'

একজোড়া বয়স্ক নারী-পুরুষ ঢুকল ভিতরে, তাদের ঠিক পিছন পিছন এল ইশাকোমি।

বুড়ো নাতচি জানতে চাইল ওরা পরস্পরকে ভালবাসে কি-না। উত্তর পেয়ে ইশাকোমির পাশে গিয়ে দাঁড়াল বুড়ো, বাপের ভূমিকা নেবে। রীতি অনুযায়ী ওকের পাতার তৈরি একটা বেড় উইলের মাথায় পরিয়ে দিল নাতচিরা, আর ইশাকোমির জন্য রইল লরেলের মুকুট।

'স্বামী হিসাবে আমাকে চাও তুমি?' জানতে চাইল উইল।

'হ্যাঁ। মনে-প্রাণে চাই। তুমি যেখানে যাবে, সেখানেই যাব আমি।'

বাম হাতে তীর-ধনুক তুলে নিল উইল, এর তাৎপর্য হচ্ছে কখনও শত্রুদের ভয় করবে না, স্ত্রী আর সন্তানদের নিরাপত্তা দেবে আজীবন।

ইশাকোমির বাম হাতে লরেলের গুচ্ছ, ডান হাতে মেষের বাকলের টুকরো। লরেল হচ্ছে ওর পবিত্রতা আর বিশ্বস্ততার প্রতীক, এবং মেষ থাকার মানে হচ্ছে স্বামীর সেবায় আজীবন নিয়োজিত থাকবে ও।

আনুষ্ঠানিকতার শেষ পর্যায়ে ডান হাত থেকে মেষের টুকরো ফেলে দিল ইশাকোমি, বাম হাতে ওর হাতটা চেপে ধরল উইল, বলল: 'আমি তোমার স্বামী।'

'আমি তোমার স্ত্রী!' উত্তরে বলল ইশাকোমি।

হাত ধরে ইশাকোমিকে বিছানার কাছে নিয়ে এল উইল, রীতি অনুযায়ী নির্দেশ দিল: 'এটা আমাদের বিছানা। সবসময় এটা পরিষ্কার রাখবে তুমি।'

খাবার তৈরি হয়ে গেছে। একসঙ্গে খেতে গেল ওরা। বৃত্তের আকারে পরস্পরের মুখোমুখি বসেছে সবাই, হাসি-তামাশায় মশগুল। শুধু পিয়োটাহ্ অনুপস্থিত। সবার অলক্ষ্যে অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে গেছে সে। কারণটা জানে উইল। এলাকাটা ওদের অপরিচিত, যে-কোন মুহূর্তে কেউ চলে আসতে পারে; অন্তত একজনের পাহারায় থাকা উচিত বলে মনে করেছে পিয়োটাহ্।

খাওয়া শেষে নাচতে শুরু করল নাতচিরা। ধীর লয়ের নাচ। বেশ কয়েক গোত্রের ইন্ডিয়ানদের নাচ জানলেও এটা জানা নেই উইলের। ড্রামের তুমুল শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচছে নাতচিরা।

'কোন দ্বিধা নেই তো?' ইশাকোমিকে জিজ্ঞেস করল উইল।

'না। এক ফোঁটাও নয়।'

'নাতচিদের যদি তোমাকে প্রয়োজন হয়, ফিরে যেতে পারব আমরা। আমি তোমাকে নিয়ে যাব।'

'আমার জীবনে তোমার গুরুত্বই বেশি। নিকঅনাও জানে এটা।'

'বেশিরভাগ সময় একাকী কাটবে আমাদের। নাতচিরা চলে গেলে প্রায় সঙ্গীহীন হয়ে পড়ব। তবে মজবুত একটা দুর্গ তৈরি করব। আশপাশের ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ব্যবসা করব আমরা।'

'আগুনে যোদ্ধারা এলে?'

শ্রাগ করল উইল। 'হয়তো আসবে, আবার নাও আসতে পারে। এলে ওদের মুখোমুখি হব। আমার বজ্র-বন্দুক তো আছেই, দরকার হলে ব্যবহার করব।'

'সকালে চলে যাবে নাতচিরা,' বিষণ্ন সুরে বলল ইশাকোমি। 'গ্রেট রীভারের তীরে গ্রামে ফিরে যাবে। তবে চাইলেই এখানে ফিরে আসতে পারবে, এখন ওরা জানে যে কখনও ফিরে এলে নিজের বাড়ির মত অভ্যর্থনা পাবে এখানে।'

'একজনকে শূটিং ক্রীকে পাঠিয়ে দিতে বোলো ওদের,' হঠাৎ বলল উইল। 'আমার স্বজনদের যেন জানায় যে তোমাকে বিয়ে করেছি আমি, এবং সুখেই আছি।'

'বেশ, তাই করা হবে।'

পাহাড়ের উপর স্থির হয়ে আছে রূপালি চাঁদ, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ক্যাম্প। ঝিরঝিরে বাতাসে কাঁপছে অ্যাসপেনের পাতা। নদীতে ঢেউ উঠেছে, দ্রুত বয়ে চলেছে ভাটির দিকে। একসময় নিষ্প্রভ হয়ে এল আগুন, ড্রামের বাদ্য বন্ধ হলো, নাচে ক্ষান্ত দিল নাতচিরা। কুটির থেকে খোলা জায়গায় জ্বলন্ত কয়লার উজ্জ্বল আভা চোখে পড়ছে, উইল নিশ্চিত নাতচিদের কেউ বা পিয়োটাহ্ হারায় রয়েছে।

ইংল্যান্ড থেকে এই জায়গাটা কত দূরে! প্রথম যখন আইল অভ এলিতে পা রেখেছিলেন ব্রায়ান ক্যালকিন, তারপর কত সময় পেরিয়ে গেছে! এখন, এমন এক জায়গায় রয়েছে উইল, যেখানে কোন সাদা মানুষের থাকার কথা নয়; স্বজাতিদের কাছ থেকে বহু দূরে স্বপ্নের বসতি গড়বে। পাহাড় ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে চলে যাবে ওরা, অতীত আর স্বগোত্রীয়দের আরও পিছনে ফেলে যাবে।

খোলা জায়গায় ঘুমাতে হবে নাতচিদের। কুটির বা কুঁড়ে তৈরির সময় পায়নি। নদীর তীরে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। সকালে উঠে ভেলায় চড়ে নদীর তীর ধরে এগোবে। উইলের লুকিয়ে রাখা ক্যানুটা খুঁজে পেলে কিছুটা সাহায্য হবে, কিন্তু আর কোন ক্যানু না পেলে ঝুঁকি নিয়ে ভেলায় করে যেতে হবে তাদের।

ভোরে ভেলায় চড়ল নাতচিরা। মাংস আর অন্যান্য জিনিসপত্র তুলতে তাদের সাহায্য করল অন্যরা। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের চলে যেতে দেখল ওরা। পানির স্রোত দ্রুত টেনে নিয়ে

যাচ্ছে ভেলাগুলোকে।

নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল সব ভেলা। ঘুরে চারপাশে তাকাল উইল। মাত্র পাঁচজন ওরা। বিস্তীর্ণ, প্রায় নির্জন অঞ্চল; কোন বন্ধু নেই, চেনাজানা লোক যারাই আছে, সবাই ওদের শত্রু।

আবার যাত্রা শুরু করল ওরা। বাতাস যেখানে বেশি, হেমন্তের ঝরে যাওয়া পাতা পচে মাটির উপর জমেছে, এমন জায়গা ধরে এগোল। আকাশ ঝকঝকে নীল। স্প্রূসের সারির কাছে গাঢ় সবুজ রঙ পেয়েছে পাহাড়ী ঢাল, আর অ্যাসপেন সারির অংশে উজ্জ্বল হলদেটে সোনালি রঙ। কয়েকটা সেয-মুরগী শিকার করেছে ওরা, এক ঝর্না থেকে কয়েকটা মাছও ধরেছে; দুপুরে তাই দিয়ে আহার সেরে নিল। তারপর, যে-জায়গার উদ্দেশে এই যাত্রা, তার কাছাকাছি এক উপত্যকায় পৌঁছল। নীচের উপত্যকায় আলোর ঝলক চোখে পড়ল হঠাৎ। ছুরি বা তলোয়ারের ফলায় সূর্যের আলোর প্রতিফলন; একটু পর দেখতে পেল তাদের। ছয়জন ঘোড়সওয়ার আর মার্চরত বিশজন। পায়ে হাঁটা বিশজনের মধ্যে বেশ কয়েকজনের শরীর রক্তাক্ত, আহত হয়েছে কোন লড়াইয়ে। আর অশ্বারূঢ়দের মধ্যে দু'জনকে অক্ষত মনে হচ্ছে।

সেদিন ভোরে পিয়োটাহ্ একটা এল্ক শিকার করেছে, খাবার নিয়ে যেহেতু সমস্যা নেই, তাই অপেক্ষা করতে মনস্থ করল উইল। ক্যাম্প করল ওরা। সৈন্যরা নিজেরাই আসুক।

একেবারে কাছাকাছি এসে ওদের দেখতে পেয়ে থেমে গেল দলটা। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে দেখল ওদের। স্পেনিশ এরা। ডান হাতের তালু দেখিয়ে অন্যদের ছেড়ে দু'পা এগিয়ে গেল উইল। ধীর পায়ে এগিয়ে এল ওরা, আবার থেমে গেল।

স্পেনিশে কথা বলল উইল। সন্ত্রস্ত, ক্লান্ত, আহত মানুষগুলোর সন্দেহ দূর হয়ে গেছে, দ্রুত এগিয়ে এল এবার। 'নেমে এসো। ক্যাম্পে আগুন জ্বেলেছি। মনে হচ্ছে অনাহারে আছ তোমরা?'

'দু'দিন ধরে কিছু খাইনি,' বলল সৈন্যদের নেতা। দীর্ঘ, ছিপছিপে দেহ তার; মুখে কয়েকদিনের না-কাটা দাড়ি। তার শরীরে

দুটো ক্ষত চোখে পড়ল উইলের।

'তুমি ডিয়েগো?'

হতভম্ব চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

'তোমার এক লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের,' ব্যাখ্যা করল উইল। 'সান্তা ফের দিকে গেছে সে।'

শক্ত হয়ে গেল ডিয়েগোর মুখ। 'নিশ্চই মিগুয়েল! কোন ঝামেলা করেনি তো? ওই ব্যাটা একটা উপদ্রব!'

'শুরুতে ওর ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। খাওয়ালাম, আশ্রয় দিলাম। একটা রাত কাটানোর পর নিজের পথে চলে গেল। তবে মনে হয় না আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছে।'

'শুধু নিজের উপর সন্তুষ্ট হতে জানে ও,' বলল ডিয়েগো। সৈন্যরা আগুনের কাছে চলে এসেছে। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, পরাজিত দেখাচ্ছে তাদের।

'কনেজেরোদের সঙ্গে লড়াই হয়েছে তোমাদের?' জানতে চাইল উইল।

'ওদের সঙ্গে অপরিচিত কিছু ইন্ডিয়ানও ছিল। দু'বারের লড়াইয়ে মোট চারজনকে হারিয়েছি। একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছিল আমাদের। বাধ্য হয়ে রাতের বেলা সরে এসেছি।'

ছোট্ট ঝর্নার পাশে উইলদের ক্যাম্প, গাছপালার আড়াল রয়েছে, আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে।

উইলের পিস্তল দুটো চোখে পড়ল ডিয়েগোর। 'দারুণ জিনিস! বেচবে নাকি?'

'নাহ্। আমার বাবার স্মৃতি। ইতালির এক কারিগরের তৈরি এগুলো।'

'অস্ত্রের ব্যাপারে অন্য যে-কারও চেয়ে আমার ধারণা বেশি। দেখেই বুঝেছি ওগুলো কী জিনিস। তোমাকে ঈর্ষা হচ্ছে আমার!' উইলের পাশে বসা ইশাকোমির দিকে তাকাল সে। 'তোমার মেয়েমানুষ?'

'আমার স্ত্রী। ইন্ডিয়ান রীতিতে বিয়ে হয়েছে আমাদের, সিদ্ধ

বলেই মনে করি আমি। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কোন ফ্রায়ার বা প্রিস্ট নেই?'

'ছিল, কিন্তু খুন হয়ে গেছে লোকটা। তুমি আবার বিয়ে করতে চাও নাকি?'

'আমি একজন ক্রিশ্চিয়ান, পুরোপুরি ক্যাথলিক নই যদিও। খ্রীষ্ট ধর্মীয় রীতি অনুসারে বিয়েটা সেরে নিতে চাই।'

'অপূর্ব সুন্দরী ও,' একেবারে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ডিয়েগো, সমীহের চোখে আরেকবার দেখল ইশাকোমিকে। 'ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এত সুন্দরী মেয়ে থাকতে পারে, কল্পনাও করা যায় না। শুধু সুন্দরীই নয়, অহঙ্কারীও।'

'ওর গোত্রে, নাতচিদের রাজকন্যা ও—একজন সান।'

'সেটাই স্বাভাবিক!' অনুমোদনের সুরে বলল ডিয়েগো।

আগুনের কাছে চলে গেল সে। এল্কের মাংসের তৈরি এক বাটি শুরুয়া তাকে ধরিয়ে দিল পঙ্কা মহিলা। বুভুক্ষের মত শুরুয়ায় চুমুক দিল ডিয়েগো, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হলো, মুখ তুলে চারপাশে তাকিয়ে দেখল অধীন সৈন্যরা ওকে দেখছে কি-না। নেতা অধীর হয়ে খাচ্ছে, দৃশ্যটা দেখতে পেলে বিশ্রী কাণ্ড হবে। কেউ কেউ সত্যি দেখছিল ডিয়েগোকে, কিন্তু চোখাচোখি হওয়ার আগেই চট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

ডিয়েগোকে পছন্দ হয়ে গেল উইলের। মানুষ হিসাবে সহজ-সরল সে। স্পেনিশরা ওদের শত্রু বটে, কিন্তু এটা ঠিক যে বেড়ার দু'ধারে দু'জনের অবস্থান না হলে হয়তো পাশাপাশি বহু চড়াই-উৎরাই পেরোতে পারত ওরা। ডিয়েগো হতে পারে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সঙ্গী।

'বোসো,' মৃদু স্বরে বলল উইল। 'তোমাদের ঘোড়ার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দাও।'

ঝট করে হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল সে। 'না! আমার লোকেরাই কাজটা করবে, তোমার ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। কেউ আমাদের ঘোড়া স্পর্শ কোরো না!' ক্ষণিকের জন্য থামল সে,

তারপর কিছুটা কোমল স্বরে যোগ করল: 'দেখো, মিস্টার, ঘোড়া এখনও এই এলাকায় সবচেয়ে দুর্লভ জিনিস। চাইলেও পাওয়া যায় না। মেক্সিকো থেকে আনতে হয়েছে, পথে যে কতবার চুরি করার চেষ্টা করেছে ইন্ডিয়ানরা! আমাদের ক্যাম্প থেকে বেশ কিছু ঘোড়া এমনিতেই চুরি হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো ঘোড়ায় চড়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে ইন্ডিয়ানরা।'

'ঘোড়ায় চড়া ইন্ডিয়ানও আছে?'

'কয়েকজনকে দেখেছি আমি। বিশ্বাস করো, আরোহী হিসাবে সাদাদের চেয়ে কোন অংশে কম দক্ষ নয় ওরা।'

খাওয়ায় মনোযোগ দিল সে, হঠাৎ চোখ তুলে জানতে চাইল: 'তুমি ইংরেজ?'

'আমার বাবা ইংরেজ ছিলেন, তবে আমি আমেরিকান।'

বিব্রত হাসি ফুটল ডিয়েগোর মুখে। 'আমেরিকান? সেটা আবার কী? এ-নামটা তো কখনও শুনিনি।'

'এই দেশে জন্মেছি আমি, তাই নিজেকে আমেরিকান বলছি।' দক্ষিণে ইশারা করল উইল। 'ভাবছি এখানে একটা ব্যবসায়িক পোস্ট তৈরি করব। চাইলে যে-কোন সময়ে আমাদের পোস্টে আসতে পারো তুমি।'

'এটা স্পেনিশ এলাকা। মনে হয় না ব্যবসা করার অনুমতি পাবে।'

'আমরা এখন একে অপরের বন্ধু। আজীবন তাই থাকতে পারি। পোস্ট তৈরি হলে সবাই উপকৃত হবে–ইন্ডিয়ানদের পাশাপাশি স্পেনিশরাও পণ্য কেনাবেচা করতে পারবে। আমার তো মনে হয় এখানে একজন বন্ধু আছে, জানতে পারলে খুশি হবে তোমার উপরঅলারা।'

শ্রাগ করল সে। 'সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক আমি নই। কিছু নিয়মকানুন আছে, সেই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

বাটির শুরুয়া শেষ করা পর্যন্ত নীরবে খেয়ে গেল ডিয়েগো। শেষে এল্কের ঝলসানো মাংস থেকে একটা টুকরো কেটে নিল।

বলেই মনে করি আমি। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কোন ফ্রায়ার বা প্রিস্ট নেই?'

'ছিল, কিন্তু খুন হয়ে গেছে লোকটা। তুমি আবার বিয়ে করতে চাও নাকি?'

'আমি একজন ক্রিশ্চিয়ান, পুরোপুরি ক্যাথলিক নই যদিও। খ্রীষ্ট ধর্মীয় রীতি অনুসারে বিয়েটা সেরে নিতে চাই।'

'অপূর্ব সুন্দরী ও,' একেবারে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ডিয়েগো, সমীহের চোখে আরেকবার দেখল ইশাকোমিকে। 'ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এত সুন্দরী মেয়ে থাকতে পারে, কল্পনাও করা যায় না। শুধু সুন্দরীই নয়, অহঙ্কারীও।'

'ওর গোত্রে, নাতচিদের রাজকন্যা ও—একজন সান।'

'সেটাই স্বাভাবিক!' অনুমোদনের সুরে বলল ডিয়েগো।

আগুনের কাছে চলে গেল সে। এল্কের মাংসের তৈরি এক বাটি শুরুয়া তাকে ধরিয়ে দিল পঙ্কা মহিলা। বুভুক্ষের মত শুরুয়ায় চুমুক দিল ডিয়েগো, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হলো, মুখ তুলে চারপাশে তাকিয়ে দেখল অধীন সৈন্যরা ওকে দেখছে কি-না। নেতা অধীর হয়ে খাচ্ছে, দৃশ্যটা দেখতে পেলে বিশ্রী কাণ্ড হবে। কেউ কেউ সত্যি দেখছিল ডিয়েগোকে, কিন্তু চোখাচোখি হওয়ার আগেই চট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

ডিয়েগোকে পছন্দ হয়ে গেল উইলের। মানুষ হিসাবে সহজ-সরল সে। স্পেনিশরা ওদের শত্রু বটে, কিন্তু এটা ঠিক যে বেড়ার দু'ধারে দু'জনের অবস্থান না হলে হয়তো পাশাপাশি বহু চড়াই-উৎরাই পেরোতে পারত ওরা। ডিয়েগো হতে পারে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সঙ্গী।

'বোসো,' মৃদু স্বরে বলল উইল। 'তোমাদের ঘোড়ার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দাও।'

ঝট করে হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল সে। 'না! আমার লোকেরাই কাজটা করবে, তোমার ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। কেউ আমাদের ঘোড়া স্পর্শ কোরো না!' ক্ষণিকের জন্য থামল সে,

তারপর কিছুটা কোমল স্বরে যোগ করল: 'দেখো, মিস্টার, ঘোড়া এখনও এই এলাকায় সবচেয়ে দুর্লভ জিনিস। চাইলেও পাওয়া যায় না। মেক্সিকো থেকে আনতে হয়েছে, পথে যে কতবার চুরি করার চেষ্টা করেছে ইন্ডিয়ানরা! আমাদের ক্যাম্প থেকে বেশ কিছু ঘোড়া এমনিতেই চুরি হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো ঘোড়ায় চড়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে ইন্ডিয়ানরা।'

'ঘোড়ায় চড়া ইন্ডিয়ানও আছে?'

'কয়েকজনকে দেখেছি আমি। বিশ্বাস করো, আরোহী হিসাবে সাদাদের চেয়ে কোন অংশে কম দক্ষ নয় ওরা।'

খাওয়ায় মনোযোগ দিল সে, হঠাৎ চোখ তুলে জানতে চাইল: 'তুমি ইংরেজ?'

'আমার বাবা ইংরেজ ছিলেন, তবে আমি আমেরিকান।'

বিব্রত হাসি ফুটল ডিয়েগোর মুখে। 'আমেরিকান? সেটা আবার কী? এ-নামটা তো কখনও শুনিনি।'

'এই দেশে জন্মেছি আমি, তাই নিজেকে আমেরিকান বলছি।' দক্ষিণে ইশারা করল উইল। 'ভাবছি এখানে একটা ব্যবসায়িক পোস্ট তৈরি করব। চাইলে যে-কোন সময়ে আমাদের পোস্টে আসতে পারো তুমি।'

'এটা স্পেনিশ এলাকা। মনে হয় না ব্যবসা করার অনুমতি পাবে।'

'আমরা এখন একে অপরের বন্ধু। আজীবন তাই থাকতে পারি। পোস্ট তৈরি হলে সবাই উপকৃত হবে–ইন্ডিয়ানদের পাশাপাশি স্পেনিশরাও পণ্য কেনাবেচা করতে পারবে। আমার তো মনে হয় এখানে একজন বন্ধু আছে, জানতে পারলে খুশি হবে তোমার উপরঅলারা।'

শ্রাগ করল সে। 'সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক আমি নই। কিছু নিয়মকানুন আছে, সেই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

বাটির শুরুয়া শেষ করা পর্যন্ত নীরবে খেয়ে গেল ডিয়েগো। শেষে এল্কের ঝলসানো মাংস থেকে একটা টুকরো কেটে নিল।

'আইডিয়াটা মন্দ নয়, ভাবছি তোমার হয়ে সুপারিশ করব।'

'ধন্যবাদ। একটা কথা, বন্ধু, তোমার আগেই সান্তা ফেয় পৌঁছানোর জন্য অধীর ছিল মিগুয়েল। মনে হয়নি মতলব ভাল ওর।'

'ওকে আমার চেয়ে ভাল আর কে চিনবে! সবসময়ই পরিকল্পনা করে ও, কিন্তু ওগুলো পরিণতি পায় না।'

ঘুমানোর জন্য পাহাড়ী চাতাল পছন্দ করেছে পিয়োটাহ্। পাথরের আড়ালে এক চিলতে খোলা জায়গা, প্রচুর ঘাস আছে। স্পেনিশদের আগুনের কাছে রেখে চাতালে চলে গেল উইলরা। খাওয়ার পরপরই ঘুমিয়ে পড়েছে সৈন্যরা, যে যেখানে ছিল সেখানেই নাক ডাকছে। এতই ক্লান্ত, নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তা করার ফুরসত পেল না কেউ।

চাইলে সবক'টা ঘোড়াই চুরি করতে পারত ওরা।

এগারো

পরেরদিনটা বড় দীর্ঘ মনে হলো ওদের। সৈন্যরা বিশ্রামে কাটিয়ে দিচ্ছে। ওদের যা অবস্থা, আরও কয়েকদিনের নিরবিচ্ছিন্ন বিশ্রাম দরকার। চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছে তাদের, তবে পরাজয়েরও একটা উপকারী দিক থাকে—এ থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়। উত্তর থেকে আসা ইন্ডিয়ানদের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল—সম্ভবত কোমাঞ্চিদের—হাড্ডাহাড্ডি লড়ার পর সুযোগ বুঝে পালিয়ে এসেছে ওরা। এটাও কম পাওনা নয়।

ডিয়েগোর সঙ্গে কফি ছিল। উইলদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিল

সে। আগুনের পাশে বসে গল্প করল ওরা, উইলের পাশে বসেছে ইশাকোমি।

'এত হিংস্র মানুষ আর দেখিনি আমি, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা একেকজন,' কাপের কিনারার উপর দিয়ে উইলের দিকে তাকাল ডিয়েগো। 'কাউকে বন্দি করার ঝামেলায় যায় না ওরা, যাকে সামনে পায় তাকেই খুন করে ফেলে। ওদের আগ্রহ কেবল ঘোড়ায়। জানেও কীভাবে ঘোড়া সামলাতে হয়। তোমরা যদি এখানে থাকো, আমার তো মনে হয় খুন হয়ে যাবে ওদের হাতে।'

কফিতে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে আশপাশের পাহাড়ে দৃষ্টি চালাল সে, খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। 'সংখ্যায় বেশি নয় ওরা, কিন্তু এত আচমকা হামলা চালায়, আগাম কিছুই আঁচ করা সম্ভব হয় না। প্রথমবার ভোরে আক্রমণ করেছিল, আমাদের মাত্র কয়েকজন অস্ত্র হাতে তৈরি ছিল। সেন্ট্রিকে তীর মেরে ফেলে দিল, পরমুহূর্তে সবাই চড়াও হলো আমাদের উপর।

'আচমকা ঘুম ভেঙে গেল আমার, দেখি নরক নেমে এসেছে। হাতের কাছে তলোয়ার ছিল, তাই দিয়ে রুখে দাঁড়ালাম। মাত্র একবার পিস্তল ব্যবহার করার সুযোগ পেলাম। তারপর হঠাৎ ভোজবাজির মত উধাও হয়ে গেছে ওরা, যত দ্রুত এসেছিল তারচেয়েও দ্রুত পালিয়েছে।

'মার্চ করে এগোচ্ছি, তখন আবার হামলা করল কোমাঞ্চিরা। পরপর দু'বার। বাধ্য হয়ে রাতের অপেক্ষায় থাকলাম। অন্ধকার নামার পর চুপিসারে পাহাড়ে সরে এলাম। আশা করছি পথ দেখিয়ে তোমাদের কাছে ওদের নিয়ে আসিনি আমরা।'

'ট্র্যাক ফেলে এসেছ তোমরা,' মনে করিয়ে দিল উইল।

'যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু ছাব্বিশজন লোক আর ছয়টা ঘোড়ার ট্র্যাক লুকানো সহজ কথা নয়...' শ্রাগ করল ডিয়েগো।

অনেকক্ষণ নীরব থাকল ওরা। শেষে আগুনের কাছ থেকে সরে গেল উইল। দক্ষিণে যাত্রার জন্য তৈরি হতে হবে।

'কী করবে, উইল?' চিন্তিত স্বরে জানতে চাইল ইশাকোমি।

'ফিরে গিয়ে বাড়ি তৈরি করব। জায়গাটা মন্দ নয়।'

'কোমাঞ্চিরা?'

'শত্রু সব জায়গায় আছে, এবং কেউ কারও চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়।' একটু থেমে খেই ধরল উইল। 'কোমি, অন্তত এখনই তোমাকে নিয়ে বুনো এলাকায় যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার। আগে বিয়েটা হয়ে যাক।'

'কিন্তু···আমাদের কি বিয়ে হয়নি!?'

'তোমার বিবেচনায়; হয়েছে। আমার বিবেচনায়ও তাই। কিন্তু আমি চাই অন্যরাও যেন আমাদের বিয়েটা মেনে নেয়, সেজন্য পুরোপুরি ক্রিশ্চিয়ান রীতি অনুযায়ী বিয়েটা হতে হবে। তা হলে কেউ বলতে পারবে না ইন্ডিয়ান একটা মেয়ে হিসাবে আমার সঙ্গে থেকেছ তুমি।'

'বেশ। তা হলে এখানেই থাকব আমরা, বাড়ি তৈরি করব।'

আগুনের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে ডিয়েগো। একজন সৈন্যও জেগে নেই। 'নিশ্চিন্তে ঘুমাও,' পিয়োটাহ্‌কে বলল উইল। 'আমি পাহারায় থাকব।'

ক্যাম্পে কোন নড়াচড়া নেই। সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে, নয়তো কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যস্ত। ঝর্নার কাছাকাছি উইলোর আড়ালে রাখা হয়েছে সব ঘোড়া, সহজে চোখে পড়বে না। টিলার মত উঁচু একটা জায়গা খুঁজে পেল উইল, যেটা ধরে গাছ আর পাথরের মাঝখান দিয়ে চলাফেরা করতে পারবে, অথচ খোলা জায়গা বা ওপাশ থেকে ওকে দেখতে পারবে না কেউ। দরকার ছাড়া নড়লই না উইল, আশপাশে সম্ভাব্য প্রতিটি জায়গা জরিপ করছে শত্রুর খোঁজে।

সুযোগটা ভাবনার কাজে লাগাল ও। বিয়ের জন্য দক্ষিণে, সান্তা ফে যাওয়া মানে স্পেনিশদের তোপের মুখে পড়া। উইল তাদেরকে শত্রু না ভাবলেও ওকে শত্রু মনে করবে স্পেনিশরা। বন্দি করে বিচারের জন্য হয়তো মেক্সিকোয় পাঠিয়ে দেবে। সেক্ষেত্রে, স্পেনিশ আইনে ইন্ডিয়ানদের দাস হিসাবে ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও

ইশাকোমির ভাগ্যে কী ঘটবে, আগাম কারও পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়।

স্পেনিশ এলাকায় ওর ভ্রমণ কখনোই স্বাভাবিকভাবে নেবে না তারা, বরং ধরে নেবে স্পাইগিরি করতে এসেছে উইল। কিংবা ওদের লোক ছাড়া অন্য কাউকে ব্যবসার জন্য পোস্ট তৈরির অনুমতিও দেবে না। ডিয়েগো বাস্তববাদী সৈনিক। সামান্য একজন সৈনিকের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নেহাত সীমিত। উপরঅলার নির্দেশ তাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। তবে একটা পোস্টের প্রয়োজনীয়তা ঠিকই উপলব্ধি করেছে সে, যেখান থেকে খাবার বা অন্যান্য পণ্য কেনার সুযোগ পাবে স্পেনিশরা। কিন্তু শুধু ডিয়েগো বা অন্যান্য সৈনিকের মতামতই সব নয়। সৈনিক আর ডেস্কের পিছনে বসা লোকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বরাবরই পার্থক্য থেকে যায়।

সুতরাং, নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ঝামেলা ছাড়া স্পেনিশদের কাছে অন্য কিছু পাবে না উইল। আর মিগুয়েল তো আছেই, ওর কথা শোনা মাত্র ছুটে আসবে সে।

আরেক বিপদের নাম কোমাঞ্চি। তবে এদের নিয়ে অতটা দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। কোমাঞ্চিদের বিরুদ্ধে লড়ে টিকে থাকা সম্ভব, আত্মবিশ্বাস রয়েছে উইলের, অন্তত এলাকায় ওর উপস্থিতি তাদের মেনে নিতে বাধ্য করতে পারবে।

একটা দুর্গ তৈরি করবে ওরা, কয়েকটা এস্কেপ রুট থাকবে। আশপাশে স্কাউট করার সুযোগ রাখবে। যথেষ্ট পণ্য রাখতে হবে পোস্টে, ফার শিকার করতে হবে। প্রথম দিকে কঠিন হবে কাজটা। খুবই কঠিন!

ক্যাম্পে ফিরে এসে ডিয়েগোকে সজাগ দেখতে পেল উইল, আগুনের পাশে বসে আছে। কাপে কফি ঢেলে তার উল্টোদিকে এসে বসল ও।

'পশ্চিমের এলাকাটা চেনা আছে তোমার?'

মাথা নাড়ল সে। 'কয়েকবার পেট্রল বাহিনী ওদিকে গেছে বটে, কিন্তু কখনোই বেশিদূর যায়নি। বরং উত্তর দিকে অনেকটা গেছে

ওরা, তারপরও বলা যায় দেশটা সম্পর্কে ওরা কেউই বেশি কিছু জানে না।'

'কী কী শিকার পাওয়া যায়?'

শ্রাগ করল ডিয়েগো। 'তুমি যেমন জানো···মোষ, এল্ক, হরিণ, ভালুক, অ্যান্টিলোপ···'

'বিশাল কোন প্রাণী নেই?'

'মোষের চেয়েও বড়? ওরকম কিছু আছে নাকি? তিন হাজার পাউন্ডেরও বেশি ওজনঅলা মোষ দেখেছি। হিংস্র, অসম্ভব শক্তিশালী।'

'ভালুক?'

'নানা জাতের! সিলভার ভালুকগুলো বিশাল। কালো ভালুক বেশ ছোট। সিলভার ভালুকের তুলনায় নস্যি!'

আলাপ গড়িয়ে চলল। সময়টা উপভোগ্য মনে হচ্ছে উইলের। ডিয়েগো নিঃসঙ্গ মানুষ, কিন্তু আন্তরিক, নিরহঙ্কার ও অকপট। স্পষ্টবাদী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করা যায় এমন মানুষের সঙ্গে।

'স্বর্ণশহরের নাম শুনেছ?' আলাপের বিষয়বস্তু পাল্টে গেল। 'ওটা খুঁজতে পাহাড়ে গিয়েছিল করোনাডো নামে এক লোক। আমার কাছে ব্যাপারটা স্রেফ গুজব মনে হয়। সম্ভবত কাদামাটির তৈরি দালান রয়েছে ওখানে–যেটাকে অ্যাডোবি বলো তোমরা–দূর থেকে দেখে ভুল করেছিল কেউ। সূর্যের আলো পড়লে কাদামাটির দেয়াল সোনালি দেখানোর কথা। গল্পটা এভাবেই চালু হয়ে গেছে বোধহয়।'

'পাহাড়ে তা হলে সোনা নেই?'

শ্রাগ করল ডিয়েগো। 'আছে, কিন্তু খনি থেকে সোনা তোলা সবচেয়ে কঠিন কাজ। পছন্দ না করলেও ইন্ডিয়ানদের বাধ্য করা হয় কাজটা করতে। পঙ্গপালের মত মারা পড়ে ওরা, কল্পনাও করতে পারবে না কত অপমৃত্যু ঘটে খনির ভিতর। খুবই দুঃখজনক ব্যাপার, কিন্তু আমার মতামতে কি কিছু যায়-আসে? সামান্য সৈনিক আমি, যা নির্দেশ দেওয়া হয়, তাই করি।'

ভোরে উঠে যাত্রা করল ওরা। যেখানে বাড়ি তৈরি করবে ঠিক করেছিল, সেখানে ফিরে এল। উইলের সাথে হাত মিলিয়ে বিদায় নিল স্পেনিশরা। সৈন্যদের খাওয়ানো এবং ক্ষতের শুশ্রূষা করার জন্য আন্তরিকভাবে ওদের ধন্যবাদ জানাল ডিয়েগো। বো করে ইশাকোমিকে সম্মান দেখাল।

'সাবধানে থেকো, বন্ধু!' শেষে বলল সে। 'মিগুয়েল সম্পর্কে কয়েকটা কথা না বলে পারছি না। কোন নীতির ধার ধারে না সে। দুনিয়ায় শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা ওর, অন্য কারও স্বার্থ ওর কাছে তুচ্ছ। মানবিক কোন অনুভূতি বলে কিছু নেই। কিন্তু দারুণ লড়িয়ে ও, আমার চেয়েও। আগে পৌঁছে যাওয়ায় উল্টাপাল্টা বলবে ও, আমার জন্য হয়তো কঠিন করে তুলবে পরিস্থিতি। কিন্তু তোমার সতর্ক না থেকে উপায় নেই। জান বাজি রেখে বলতে পারি, ফিরে আসবে সে। ও হয়তো ধারণা করে বসে আছে সোনা খুঁজে পেয়েছ তুমি। দুনিয়ায় তিনটা জিনিসের প্রতি ওর যত দুর্বলতা–সোনা, ক্ষমতা আর মেয়েমানুষ।'

উপত্যকা ধরে স্পেনিশদের কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিল উইল। সব ঘোড়া হেঁটে এগোচ্ছে। হয়তো ওগুলোর দম বা গতি পরে যে-কোন মুহূর্তে প্রয়োজন পড়বে।

শেষপর্যন্ত দুই ক্যানিয়নের মাঝখানে একটা জায়গা নির্বাচন করল ওরা। উত্তর ও উত্তর-পুবে চলে গেছে ট্রেইল। উইলের ধারণা দু'পাশে ক্যানিয়নের মুখে আর পাহাড়ের পাদদেশে নদীর অববাহিকায় চলে গেছে ট্রেইলের দুই প্রান্ত।

নাতচিরা কতদূর যেতে পেরেছে? নদী বা ক্যানিয়নের মুখে যদি আক্রান্ত হয়ে না থাকে, আশা করা যায় নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে ওরা।

টানা চারদিন কাজ চলল। বড়সড় পাথর ঠেলে মাটির ভিত্তির উপর স্থাপন করল ওরা; দেয়াল খাড়া হয়ে গেল–আপাতত এটাই প্রতিরক্ষার প্রধান অস্ত্র–পরে সময় পেলে পিছনে মজবুত আরেকটা দেয়াল তৈরি করবে।

অন্য যে-কোন ইন্ডিয়ানের মতই কায়িক শ্রমে অনভ্যস্ত পিয়োটাহ্। শিকার বা লড়াই করতে বেশি পছন্দ করে সে, তাই স্কাউটিং আর শিকারের দায়িত্ব তাকে দিল উইল। সাহায্য করতে চাইছিল সে, কিন্তু এ-ধরনের কৌশল বা দক্ষতা জানা নেই পিয়োটাহ্র। বেগার খাটুনির কাজ ইন্ডিয়ানদের তেমন করতেই হয় না। সারা জীবনে এমন প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ বলতে গেলে কেউই করে না। স্টকেড বা খুঁটির বেড়া তৈরি করে ওরা, কিন্তু কাজটা করে অন্তত বিশ-ত্রিশজন মিলে, আলাদাভাবে একজনের উপর তেমন চাপ পড়ে না। কিকাপুদের লজ বা কুঁড়ে না দেখলেও উইল শুনেছে ওগুলো বাঁশ বা লগের তৈরি ভিত্তির উপর গাছের দীর্ঘ বাকল ছড়িয়ে দিয়ে তৈরি করা হয়। শ্রমসাপেক্ষ এমন কোন কাজ নয়।

দালান তৈরির অভিজ্ঞতা উইলের জন্যও নতুন। শূটিং ক্রীকে বিশাল এবং মজবুত দালান তৈরি করেছে ওরা, তবে অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোকের সাহায্য নিয়ে, যারা জানত কীভাবে আড়াআড়ি কাঠ জোড়া লাগাতে হয় বা খুঁটির উপর কীভাবে অন্য একটা ফ্রেম স্থাপন করা যায়; কুঠার, করাত বা হাতুড়ি-বাটালির ব্যবহারে এরা সবাই ছিল চৌকস।

মনে মনে দালান তৈরির কথা ভাবছে উইল। কয়েকবার আগুনের পাশে বসে অ্যাসপেনের বাকলে খসড়া প্ল্যান আঁকল, টেরই পেল না কখন রাত গভীর হয়ে গেছে।

ঠিক করেছে নিচু পাহাড়টায় হবে মূল বাড়ি। পাশে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে একটা ঝর্না, ক্ষীণ ধারা পরে নালার আকারে উত্তর-পুবে ক্যানিয়নের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। পাহাড়ের চূড়াটা প্রায় সমতল, খোলা। কয়েকটা পাথর ঠেলে এনে কিনারায় রেখেছে ও, মোটামুটি একটা দেয়াল তৈরি হয়ে গেছে। পিছন দিকে যথেষ্ট গাছপালা আছে, পানির নৈকট্য থাকায় দ্রুত বড় হচ্ছে। ওগুলোর নীচের শাখাপ্রশাখা ছেঁটে ফেলেছে উইল, ইচ্ছে গাছের গুঁড়িকে বাড়ির খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করবে। মজবুত হবে তা হলে। কুড়ালের অভাব বোধ করছে, যেটা আছে সেটাকে টমাহক হিসাবে

ব্যবহার করত ও। মোটাসোটা শক্ত গুঁড়িঅলা গাছ বেছে কাটা যাচ্ছে না ওটা দিয়ে।

গাছের গুঁড়ি আড়াআড়িভাবে কেটে ছাদের কিলকি স্থাপন করার জন্য তৈরি করে ফেলল ও। একটু ঢালু রেখেছে, যাতে পানি সরতে অসুবিধা না হয়।

পরদিন সন্ধ্যার মধ্যে কয়েকটা প্রশস্ত কামরাঅলা বাড়ির ছাদের কাঠামো খাড়া হয়ে গেল। পাহাড়ের কিনারে বোল্ডার বা পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ছোট পাথর জুড়ে দিয়ে প্রায় দুর্ভেদ্য করে তুলেছে দেয়ালটাকে। নিজের কাজে সন্তুষ্ট বোধ করল উইল। মোটামুটি নিরাপদ হয়ে গেছে জায়গাটা, বাইরে থেকে হামলা করে সুবিধা করা যাবে না, অথচ ভিতর থেকে আশপাশের প্রায় সব জায়গা চোখে পড়ছে।

পরের দিনগুলিতে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা কাজ করে চলল ও, আর সন্ধ্যার পর আগুনের পাশে বসে কাঠ চেঁছে চামচ, পেয়ালা, থালা, বাটি, খুন্তি ইত্যাদি নানা তৈজসপত্র তৈরি করল। সাংসারিক জীবনে প্রতিটিই কাজে লাগবে।

শিকারের জন্য প্রতিদিন দূরে চলে যাচ্ছে পিয়োটাহ্, শত্রুর খোঁজে সারাক্ষণ সতর্ক থাকছে। কখনও হরিণ, কখনও অ্যান্টিলোপ বা মুরগী নিয়ে ফিরে আসে। মানুষের কোন ট্র্যাক দেখতে না পেলেও প্রকাণ্ড ভালুকের ছাপ দেখেছে। এত বড় ভালুকের কথা শুধু শুনেছে ওরা, চোখে দেখেনি। 'ওদের বিব্রক্ত করার দরকার নেই,' পরামর্শ দিল উইল। 'মাংসের এত আকাল পড়েনি যে ভালুক শিকার করতে হবে।'

উপত্যকার পশ্চিমে সাংগ্রে ডি ক্রিস্টো মাউন্টেন। ডিয়েগোর কাছ থেকে জেনেছে এটা স্পেনিশদের দেওয়া নাম। সুউচ্চ দীর্ঘ রীজের সারির পিছনে রয়েছে বিস্তীর্ণ এক উপত্যকা। দূর থেকে দেখেছে পিয়োটাহ্।

পঙ্কা মহিলা গম্ভীর বা স্বল্পভাষী হলেও প্রায় সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকে। পাথুরে একটা আশ্রয়ে কিছু শস্য খুঁজে পেয়েছে সে।

পাহাড়ের ঝুলন্ত চাতাল ওটা, চার দেয়ালে পরিবেষ্টিত, এক দেয়ালে ছোট্ট জানালা রয়েছে। ব্যস, ওখানে ঢোকার আর কোন পথ নেই। শস্যদানা রাখার জন্য আদর্শ স্থান। খুবই ছোট আকারের কর্নের দানা পেল ওরা, সবই খোসা সর্বস্ব, ভিতরের শাঁস নষ্ট হয়ে গেছে; তবে মেঝেয় প্রায় এক উজন খোসা পেল যেগুলোয় কর্ন এবং মেযের দানা রয়ে গেছে।

সুচাল কাঠি দিয়ে মাটিতে ছোট্ট গর্ত তৈরি করল পক্কা মহিলা, তারপর প্রতিটিতে একটা করে কর্নের দানা রোপণ করল। ওগুলো কতদিনের পুরানো জানা নেই কারও, কিন্তু ওরা আশায় থাকল একদিন হয়তো চারা গজাবে।

এদিক-ওদিক নানা চিহ্ন চোখে পড়ছে, য়া থেকে বোঝা যাচ্ছে আগেও এখানে থেকেছে মানুষ। কিছুদিন কাটিয়ে তারা চলে গেছে অন্য কোথাও।

প্রতিদিনই বাড়ির কাজ করছে উইল, দুর্গটাকে আরও দুর্ভেদ্য করার আপ্রাণ চেষ্টায় আছে। কেবিন বা স্টকেড তৈরি করার মত শক্তিশালী ও মোটা লগের অভাব নেই। কোন কোনটা মাটির সংস্পর্শে এসে পচে গেছে বা পচতে শুরু করেছে, কিন্তু যেখানে মাটির স্পর্শ না পেয়ে অন্য লগের উপর পড়েছে, স্বভাবতই অক্ষত রয়ে গেছে। কালের পরিক্রমায় আরও শক্ত হয়ে উঠেছে ওগুলো।

অমানুষিক পরিশ্রম, কিন্তু এরচেয়ে আরামের কাজে যে খুব অভ্যস্ত ও, তা নয়। বিশাল লগ সঠিক জায়গায় নিয়ে আসতে হচ্ছে, প্রয়োজনে গড়িয়ে নিয়ে যায় কিংবা কখনও কখনও পুরো উল্টে ফেলতে হচ্ছে। সময় লাগছে। তবে কাজটা উপভোগ করছে উইল। এ-ধরনের কাজ সবসময়ই উপভোগ্য ওর কাছে।

বরাবরের মত অস্থির বোধ করছে পিয়োটাহ্। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়, সম্ভাব্য ট্রেইল স্কাউট করে, সতর্ক সর্বক্ষণ। প্রতি রাতে ফিরে আসার পর সারাদিন কী দেখেছে বা কোথায় গেছে, উইলকে জানায় সে। মাঝে মধ্যে সময় পেলে উইল নিজেও স্কাউটিং করে।

বসন্ত শেষে গ্রীষ্ম এল। কেবিনের দেয়াল খাড়া হয়ে গেছে।

ঢাল্লু ছাদ তুষার ঠেকানোর জন্য তৈরি। পাহাড়ী ঢাল আর তৃণভূমিতে নানান ফুল ফুটেছে–পেইন্টব্রাশ, সূর্যমুখী, লার্কস্পার, লোকোউইড···কত বিচিত্র ফুল! বাতাসে ফুলের সৌরভ।

দু'বার গাল্‌শ ধরে স্কাউট করতে গেছে উইল। সতর্ক ছিল যাতে ট্র্যাক না পড়ে, নুড়িপাথর থাকায় কাজটা সহজ হয়ে গেছে ওর জন্য। সারাক্ষণ আড়াল ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে, একইসঙ্গে ওর পদক্ষেপে বুনো কোন প্রাণী বা পাখি যাতে ভড়কে না যায়, সেদিকে সতর্ক নজর রেখেছে। পনি বা মোকাসিনের কোন ছাপ চোখে পড়েনি ওর।

শিকার করতে দূরে গেলে পয়সানোকে সঙ্গে নেয়। মোষের বাছুরটাকে এই নামই দিয়েছে। উইলের সঙ্গে থাকতে বা যে-কোন জায়গায় যেতে পারলে দারুণ খুশি থাকে ওটা। প্রায়ই ওটার পিঠে জ্বালানি কাঠ নিয়ে আসে উইল, বিন্দুমাত্র আপত্তি করে না পয়সানো। প্রতিদিনই যেন বড় হচ্ছে ওটা। অন্য কারও সঙ্গে কোথাও যায় না, যদিও ইশাকোমি স্পর্শ করলে দূরে সরে যায় না।

যতটা সম্ভব গাছের মূল, পাতা আর বুনো স্ট্রবেরি সংগ্রহ করছে ওরা। শীতের সময় কাজে লাগবে। হরিণের মাংস ঝলসে শুকিয়ে রাখছে।

প্রায় মাঝ গ্রীষ্মের সময় হঠাৎ গুহাটা আবিষ্কার করল উইল। দশ গজ দূর থেকেও চোখে পড়ে না ওটা, ঝোপের পিছনে ছোট্ট একটা গর্ত, মাটির কাছাকাছি। নেহাত সৌভাগ্যক্রমে আবিষ্কার করেছে ওটা। বড়সড় একটা মুরগীকে তীর ছুঁড়েছিল, মরার আগে ছুটে ঝোপের আড়ালে চলে যায় ওটা। মুরগীটাকে আনতে ঝোপের পিছনে চলে গেল ও। নিচু হয়ে মুরগীটা তুলে নিয়ে সিধে হবে, তখনই সামনে পাথুরে দেয়ালের নীচে ছোট্ট কালো গহ্বর চোখে পড়ল।

ছোট্ট একটা পাথর তুলে নিয়ে গর্তে ছুঁড়ল ও। শব্দ শুনে অনুমান করল বড়জোর কয়েক ফুট হবে গুহার গভীরতা। ফের পাথর ছুঁড়ল উইল, এবারও একই ফল পেল। ধনুক হাতে গর্তের মুখে চলে এল,

নিচু হয়ে তলা স্পর্শ করল, তারপর ধনুক সহ হাতটা ঢুকিয়ে দিল ভিতরে, ওপাশের দেয়ালের স্পর্শ পেল ধনুকের মাথায়। চার কি পাঁচ ফুট।

গাছের মূল আর কাঠি যোগাড় করে মশাল তৈরি করল ও, ওটা জ্বেলে নিচু হলো গর্তের মুখে। ডিম্বাকৃতির একটা গুহা স্পষ্ট হলো। প্রায় দশ ফুট চওড়া, কিন্তু বিশ-পঁচিশ ফুট গভীর। আরও কয়েকটা গর্ত রয়েছে গুহার, একটা দিয়ে ঢুকলে অন্য যে-কোনটা দিয়ে বেরোনো যাবে। দেয়ালগুলো চুনাপাথরে তৈরি।

উত্তেজনা বোধ করল উইল। সাগ্রহে তখনই নেমে এল গুহায়। ধারাল কিনারাঅলা একটা পাথর দিয়ে গুহার দেয়ালে আঁচড় কাটল, ঝুরঝুর করে মাটিতে পড়ল ধূসর-সাদা গুঁড়ো।

সল্টপিটার!

সঙ্গে এমন কিছু নেই যে নমুনা নিয়ে যাবে, তাই বেরিয়ে এসে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল ও, উপযুক্ত ল্যান্ডমার্ক বেছে নিল যাতে জায়গাটা খুঁজে পেতে পরে সমস্যা না হয়। চারকোল পাওয়া কঠিন হবে না, চুনাপাথর তো পেলই। আর বাকি রইল গন্ধক।

শিকারের সময় বেশ কয়েকবার আকরিকের উৎস হতে পারে এমন জায়গা দেখেছে ও, অন্তত একবার মনে হয়েছে একটা রূপোর। বেশিরভাগ সময় রূপোর সঙ্গে সীসাও থাকে।

গন্ধকের খোঁজে তল্লাশি চালাতে হবে এবার, আনমনে ভাবল উইল, ওটা পেলে নিজেই গানপাউডার তৈরি করতে পারবে। শূটিং ক্রীকে তাই করত ওরা।

উত্তেজিত মনে ক্যাম্পে ফিরে এল ও। পাথরের ধারে ওর অপেক্ষায় ছিল পিয়োটাহ্। উইলকে ফিরতে দেখে উঠে দাঁড়াল সে, এদিকে কেবিনের কাছ থেকে দ্রুত এগিয়ে এল পয়সানো।

'কিছু ছাপ দেখেছি,' জানাল কিকাপু।

তাকিয়ে থাকল উইল। 'ইন্ডিয়ানদের?'

থোক করে থুথু ফেলল পিয়োটাহ্। 'হারামজাদা চলে এসেছে! নাকাপার কথা বলছি! ওই যে, ওদিকে পাথুরে জায়গাটায় ঘাঁটি

গেড়েছে।' হাত তুলে গাল্‌শের প্রবেশমুখ দেখাল সে। 'নজর রাখছে শয়তানটা।'

এমন নয় যে তাকে আশা করেনি ওরা। জানত যে আগে-পরে একসময় আসবেই সে, কিন্তু তারপরও···

'এত কাছাকাছি চলে এসেছে যখন, আমার মনে হয় শিগ্‌গিরই এখানেও চলে আসবে। ইশাকোমিকে নিতে আসবে, তোমাকে খুন করার জন্য আসবে শয়তানটা!'

বারো

উইলের পাশে এসে দাঁড়াল ইশাকোমি। 'আমিও দেখেছি ওকে,' মৃদু, অনুত্তেজিত স্বরে বলল ও।

'দেখেছ ওকে?'

'ও মনে করেছে কারও চোখে ধরা পড়েনি; কেউ দেখছে না ওকে। কিন্তু লজ থেকে ওকে দেখতে পেয়েছি। ভিতরে থাকায় আমাকে দেখতে পায়নি সে। একা ছিল ও।'

উইল অন্তত বিশ্বাস করে না একা এসেছে নাকাপা। *এবার প্রস্তুতি নিতেই হয়,* আনমনে ভাবল ও, *শান্তির সময় শেষ!*

খাওয়ার সময় মনে মনে পরিস্থিতি বিবেচনা করল ও। উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই। পিস্তলের জন্য সীসা বা গানপাউডার জরুরি হয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে হয়তো বারো রাউন্ড বুলেট আছে ওর কাছে, কিন্তু এরচেয়ে বেশিই দরকার।

রূপো আর সীসার যে-উৎসটা আবিষ্কার করেছে, লজ থেকে বড়জোর মাইল খানেক দূরে হবে জায়গাটা। এ-মুহূর্তে সীসার চেয়ে

রূপোর প্রতি আগ্রহ বেশি ওর। নাইটার* হাতের নাগালের মধ্যে রয়েছে। প্রতিদিনই কাঠ পোড়াচ্ছে, তাই চারকোলের অভাব নেই। এখন দরকার গন্ধক।

যথেষ্ট তীর রয়েছে ওদের। যখনই সুযোগ পাচ্ছে, আগুনের পাশে বসে বা লুকআউটে পাহারার সময়, আরও তীর তৈরি করছে। তীর-ধনুকে দক্ষতার উপর ওদের জীবন নির্ভর করছে, একইসঙ্গে হাতের নাগালের মধ্যে যা রয়েছে, সেগুলোরও সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। সৌভাগ্যের বিষয় যে এ-ধরনের জীবনে অভ্যস্ত উইল। শূটিং ক্রীকে দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র থেকে শুরু করে ছুরি, বুলেট বা গানপাউডার, সবই নিজেদেরই তৈরি করতে হত ওদের।

গন্ধক দরকার, কিন্তু এ-পর্যন্ত কোন উৎস চোখে পড়েনি; যদিও চারপাশে খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু শিকারের খোঁজে ভ্রমণ করছে না ওরা, বরং পাহাড় বা উপত্যকার প্রতিটি অংশ তালাশ করছে আকরিক পাওয়ার আশায়। সব জাতের কাঠ জ্বালানি হিসাবে উৎকৃষ্ট নয়, বিশেষ করে আগুনের স্থায়িত্ব আর কয়লার বিচারে। তবে ওক ছাড়া এদিকে অন্য কোন কাঠ তেমন চোখে পড়ছে না।

নিজেদের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট নয় উইল। সবচেয়ে ভাল হত চলে যেতে পারলে, কিন্তু উপায় নেই। এখানে থেকেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যুদ্ধের সবচেয়ে বড় কৌশল আগ বাড়িয়ে আক্রমণে যাওয়া, তাও সম্ভব নয়। হামলা ঠেকানোর উপযোগী করে তৈরি হয়েছে ওদের কেবিন বা অন্যান্য কাঠামো। পিয়োটাহ্‌র ধারণাও অভিন্ন, আলাপ করতে গিয়ে জানতে পারল উইল। দু'জনে মিলে আলোচনায় বসল।

'পরিস্থিতি ভাল লাগছে না আমার,' গম্ভীর স্বরে বলল কিকাপু। 'এখানে ঠায় বসে থাকতে হবে আমাদের, এ কেমন কথা? হামলাকারীর ইচ্ছের উপর নির্ভর করব—কখন, কীভাবে বা কোন্ জায়গায় আক্রমণ করবে ওরা! এটা কোনভাবেই মানতে পারছি না

নাইটার (Nitre) : শোরা, নাইট্রেট অভ পটাশ, সল্টপিটার

আমি। পছন্দ হচ্ছে না আমার!'

একই অনুভূতি উইলেরও।

'তুমি বরং চলে যাও!' তৎক্ষণাৎ বলে উঠল ইশাকোমি। 'আমরা লড়াই করব! তীর-ধনুক বা বর্শা, দুটোই ব্যবহার করতে জানি আমরা।'

চলে যাওয়ার ইচ্ছে পেয়ে বসল উইলকে, কিন্তু দ্বিধা কাটাতে পারছে না। বাড়ির অবস্থান এমন যে সহজে আক্রমণ করা যাবে না, কেবিনের ঠিক পাশে পানির উৎস বা পাহাড়ের কিনারে গড়ে তোলা পাথুরে দেয়াল বাড়তি সুবিধা দেবে ওদের। উইলের ধারণা হামলার সময় আগুন ব্যবহার করবে না নাকাপা, কারণ ইশাকোমিকে পুড়িয়ে না মেরে বরং কব্জা করার ইচ্ছে তার, নাতচিদের গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, রাজকন্যাকে বিয়ে করে নিজে সান হবে সে। পাবে অফুরন্ত ক্ষমতা।

সমস্যার কথা হচ্ছে, পুরুষ মানুষ মাত্র দু'জন ওরা। নাকাপার সঙ্গে অন্তত এক ডজন যোদ্ধা থাকার কথা। এদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে একে একে খুন করতে হবে। কাজটা কঠিন হবে।

'তুমি তো ওঝা,' হঠাৎ উইলকে মনে করিয়ে দিল ইশাকোমি। 'রহস্যের যাদুকর। নাকাপার লোকেরা কিন্তু তাই মনে করে তোমাকে।'

ঝাড়-ফুঁক, যাদু আর ভেল্কিবাজির সমঝদার ইন্ডিয়ানরা। অতি মাত্রায় কুসংস্কারে বিশ্বাসী। দুনিয়ার সব মানুষই কমবেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন। বিষয়ের বিভিন্নতা ছাড়া সবাই এক। এটাও ওদের জন্য মোক্ষম অস্ত্র হতে পারে। নাকাপার যোদ্ধাদের মধ্যে যদি দ্বিধা বা সংশয় সৃষ্টি করতে পারে…

নাকাপার সঙ্গী নাতচিরা জানে উইলের সঙ্গে দেখা হয়েছে নিকঅনার, এও জানে যে ওকে সমীহ ও শ্রদ্ধা করে নিকঅনা। ইতোমধ্যে ডাক্তার বা ওঝা হিসাবে তাদের মধ্যে পরিচিতি পেয়ে গেছে উইল; এই সুবিধাটা যদি কাজে লাগানো যায়…নাতচিদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে…

এমন কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু বিপদে কখনও কখনও নগণ্য জিনিসও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস বিজয়ী হওয়ার পূর্বশর্ত, প্রত্যয় ছাড়া লড়াইয়ের মাঠে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া যায় না। অস্বাভাবিক দু'একটা ঘটনা যদি ঘটাতে পারে উইল, যেটাকে যাদু মনে করবে নাতচিরা, ঘটনার তাৎপর্য তারা বুঝুক আর না-বুঝুক, আশা করা যায় অসম লড়াইয়ে সফল হতে পারবে ওরা।

এ-ব্যাপারে সঙ্গীদের কিছু বলল না উইল। পিয়োটাহ্ অবশ্য দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে ওর ঔষধ সত্যিই কার্যকরী।

বিকালে একা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গাছপালার আড়ালে আড়ালে এগোল উইল। শীতের সময় যেখানে চারটা হরিণ মেরেছিল, সেখানে এসে মাটিতে পড়ে থাকা হরিণের চারটা করোটি সংগ্রহ করল। সবক'টা র-হাইডের চামড়ায় বেঁধে কেবিনের কাছাকাছি একটা গাছের শাখায় ঝুলিয়ে দিল।

চারটে হরিণের করোটি, ট্রেইলে নজর রাখছে।

অনেক শিকার করেছে ওরা। উইল জানে কোথায় গেলে আরও করোটি পাবে। খুঁজে অনেকগুলো সংগ্রহ করল, তারপর চারটা করে ওদের কুটিরের চারপাশে কয়েক জায়গায় ঝুলিয়ে দিল।

একজন ইন্ডিয়ানের কাছে যাদু বা ঔষধ মানেই ক্ষমতা। এমন ক্ষমতার খোঁজে জীবনটা কাটিয়ে দেয় সে। নিজের বা অনুসারীদের জন্য শক্তিশালী ঔষধ চায় সে, এবং অন্য কারও মধ্যে সেই ক্ষমতা দেখলে ভয়ও করে।

নিতান্ত সাধারণ ইন্ডিয়ানদের জীবন। মূল্যবান পদার্থের পিছনে ছোটে না, বরং শিকার করে আর একসঙ্গে গল্পগুজব করে দিব্যি দিন কাটিয়ে দেয় ওরা। একজন রেডস্কিনের স্বপ্ন গুটিকয়েক জিনিসে সীমাবদ্ধ—শক্তিশালী ঔষধ বা ক্ষমতা, বুদ্ধি আর সামর্থ্য, যা তাকে অন্যদের সমান করে তুলবে।

ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষা আর নাতচিদের মধ্যে ক্ষমতাবান হওয়ার লিপ্সায় অন্ধ হয়ে গেছে নাকাপা। সঙ্গীরা বিশ্বাস করে ওর ঔষধ শক্তিশালী, তবে বিশ্বাসটা যদি ভেঙে দেওয়া যায়, তা হলে রণেভঙ্গ

দেবে যোদ্ধারা। কিন্তু কীভাবে সম্ভব?

একটা কিছু করতে হবে। আশা করা যায় তাতে কাজ হবে।

ছোট্ট প্যাকে ডাক্তারী ব্যাগটা সবসময় রাখে উইল। সব ইন্ডিয়ানই এমন দরকারী জিনিসপত্র ঘাড়ের উপর থলেয় ঝুলিয়ে চলাফেরা করে। উইলের থলেটা ওদের চেয়ে ভিন্ন–সরঞ্জামাদির দিক থেকে–দু'একটা ভেল্কি ওগুলো দিয়ে দেখানো সম্ভব। অবশ্য ইন্ডিয়ানদের অজ্ঞতার কারণে সম্ভব হবে সেটা। ওর প্যাকে একটা প্রিজম আছে। আগুন জ্বালানো যায় ওটা দিয়ে। ব্যাগ থেকে প্রিজম বের করে কোমরের বেল্টের ছোট্ট এক পকেটে রেখে দিল ও। কীভাবে ওটা ব্যবহার করবে জানে না এখনও, তবে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে–হয়তো কোন একসময় কোনভাবে কাজে লাগবে।

চিন্তা করতে হবে। পরিকল্পনা করতে হবে।

যথেষ্ট মাংস রয়েছে ওদের। তৃণভূমি, পাহাড়ী এলাকা বা ক্রীকের ধার থেকে ফল আর বীজ সংগ্রহ করছে মহিলারা। শীতের জন্য সঞ্চয়, তবে নাকাপার সঙ্গে ঝামেলা মিটে যাওয়া পর্যন্ত কেবিনে অবরুদ্ধ থাকতে হলেও কাজে লাগবে।

ধারে-কাছে কোথাও অপেক্ষায় আছে নাকাপা। বেশিদিন অপেক্ষা করবে না। অধীর ও মরিয়া হয়ে আছে সে, যেহেতু নির্দিষ্ট ঠিকানা পেয়ে গেছে, ঝটপট কাজ শেষ করে ফেলতে চাইবে।

হঠাৎ ক্যালট্রপ* ব্যবহার করার চিন্তা উঁকি দিল উইলের মাথায়। ক্যাভালরি সৈন্যদের আটকানোর জন্য ঘাসের উপর ফেলে রাখা হয়, একটা অংশ সবসময় উপরের দিকে থাকে, পা পড়লেই ঘোড়া খোঁড়া হয়ে যায় কিংবা আচমকা আতঙ্কিত হয়ে লাফ দেয়। দুর্গ আর নাইটদের যুগে বহু লড়াইয়ের পরিণতি নির্ধারণ করেছে এই ক্যালট্রপ।

ছোটখাট ক্যালট্রপ তৈরি করে যদি বাড়ির আশপাশে ঘাসের

ক্যালট্রপ (Caltrop) : অশ্বারোহী সৈন্যের ঘোড়াকে আহত করার উদ্দেশে চার পেরেকযুক্ত যে লোহার বল মাটিতে ফেলে রাখা হয়

উপর ফেলে রাখা যায়, হয়তো নাকাপার দলকে আটকানো বা দেরি করিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। অন্তত রাতের বেলায় অতর্কিত হামলা ঠেকাতে সক্ষম হতে পারে।

পেরেক না থাকায় আসল ক্যালট্রপ তৈরি করা সম্ভব নয়, তবে কাজ চালানোর মত বানানো সম্ভব। চারটে কোণা বা ধার বেরিয়ে থাকবে, এমন কিছু হলেই চলবে। ধারণাটা মাথায় আসার পরপরই কাজ শুরু করেছে উইল। চৌকো কাঠের টুকরো ছুরি দিয়ে চাঁছতে শুরু করল, চার ধারে-পেরেকের বিকল্প হিসাবে সুচাল শজারুর কাঁটা ব্যবহার করল।

উইল কী করছে, দেখে আগ্রহী হয়ে উঠল মেয়েরা। ঝটপট তৈরি হতে লাগল ক্যালট্রপ। রীতিমত হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে ওদের মধ্যে, কে ক'টা তৈরি করতে পারে। মিনিট দুই বা তিন লাগে একটা তৈরি করতে। সন্ধ্যার মধ্যে অনেকগুলো তৈরি হয়ে গেল। শিকার করার জন্য যে-ট্রেইল ব্যবহার করে, সেখানে নির্দিষ্ট কোণে ও স্থানে ক্যালট্রপ স্থাপন করল উইল, তবে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে রাখল।

বুনো এলাকায় মানুষের বসতির কাছাকাছি আসে না পশুরা, যেহেতু খাবারের অভাব হয় না এখানে; তাই বন্য কোন প্রাণীর আহত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলতে গেলে। নিজের নিরাপত্তার জন্য উইল বা ইশাকোমির সঙ্গে থাকে পয়সানো, যেহেতু নাতচি বা ইন্ডিয়ানদের কেউ ওটাকে মেরে ফেলতে পারে। এমনকী রাতের বেলায়ও স্টকেডের ভিতরে থাকে ওটা।

কাজ করার ফাঁকে গল্প করছে ওরা। সাদাদের ব্যাপারে ইশাকোমির কৌতূহল যেন মিটবে না কখনও, ইংল্যান্ড সম্পর্কেও আগ্রহী ও। উইলের জন্য বিস্ময়ের ব্যাপার, প্রবল আগ্রহের সঙ্গে সাদাদের কয়েকটা গানও শিখে ফেলেছে ইশাকোমি। উইলের গানের গলা কখনোই ভাল ছিল না, কিন্তু ওর কণ্ঠে হাবিজাবি শুনেও সুরটা ঠিক ধরে ফেলে ইশাকোমি, দরদ দিয়ে পাল্টা গেয়ে শোনায়। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড বা আয়ারল্যান্ডের অতি পুরানো কিছু গাঁথা

চমৎকার গাইতে পারে ও। উইলের কর্কশ কণ্ঠে শুনেও আগ্রহ হারায়নি। বাড়িতে বাবা-মা, জেরেমি উইলকক্স আর ও'হারার মুখে গাঁথাগুলো শুনেছে উইল।

নাকাপাকে দেখার পরে, দ্বিতীয় রাতে তীর-ধনুক হাতে বেরোল উইল। পাথুরে দেয়ালের কাছে এসে অন্ধকারে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। কান পাতল। এ-কাজটা সবসময়ই করে ওরা, এমনকী নাকাপার আগমনের আগেও করেছে, রাতে যেহেতু শব্দ অনেক পরিষ্কার আর দূর থেকে শোনা যায়, আশা করত শব্দ শুনে শত্রুর আগমন টের পেয়ে যাবে।

সুনসান নীরব চারদিক। কোথাও কিছু নড়ছে না। শান্ত, স্থবির। আকাশে বিক্ষিপ্তভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘ, তবে একইসঙ্গে তারার মেলা বসেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল উইল, মনে করার চেষ্টা করল ওকে কয়টা নক্ষত্র চিনিয়েছিল সাকিম, কিন্তু কয়েকটার বেশি চিনতে পারল না।

সকালের দিকে হালকা বৃষ্টি হয়েছিল, তবে আবহাওয়া পরিষ্কার এখন। বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাল রোদেলা দিন হওয়ার কথা। ফের মনোযোগ দিয়ে শুনল ও, কিন্তু অস্বাভাবিক কোন শব্দ কানে এল না। অন্য দিনের মতই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে আজকের রাত।

ঘুরে ভিতরে ঢুকে পড়বে, আচমকা থমকে দাঁড়াল উইল। সত্যিই কি শব্দটা শুনেছে? হৃৎস্পন্দন ধীর হয়ে এল ওর, ক্ষীণতম শব্দ শোনার আশায় শ্রবণশক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিল। তূণ থেকে একটা তীর বের করে ধনুকে লাগাল। নিকষ অন্ধকার, তবুও লগের মাঝখানে ফোকর দিয়ে বাইরে উঁকি দিল উইল, অপেক্ষায় থাকল।

ঘাসের উপর সামান্য নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে। কোন পশু? অন্ধকারে খুঁটিয়ে দেখল ও, গাঢ় ছায়া খুঁজল, কিন্তু চোখে পড়ল না।

হঠাৎ চোখে পড়ল তাদের! বেশ কয়েকটা ছায়া, প্রায় একইসঙ্গে নড়ে উঠেছে! বাড়িটা তাদের লক্ষ্য। তীর লাগানো ধনুক তুলে অপেক্ষায় থাকল উইল। অন্ধকারে দূরত্ব অনুমান করা কঠিন, তবে

ওর আন্দাজ ক্যালট্রপ ছড়ানো জায়গাটার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে শত্রুপক্ষ।

পিয়োটাহ্‌কে ডাকা উচিত কি-না বুঝতে পারছে না। অন্যদের সতর্ক করে দেবে?

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর ঘুমাচ্ছে ওরা। বিশ্রাম দরকার। হয়তো···হয়তো সবার সাহায্য দরকার পড়বে না। তীর নিশানা করে তৈরি থাকল উইল।

আরও কাছে চলে এসেছে শত্রুরা। অস্পষ্ট কাঠামো চোখে পড়ছে এখন। হঠাৎ হতভম্ব হয়ে পড়ল যেন লোকগুলো, অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠল। চমকে লাফ দিল একটা কাঠামো, একইসঙ্গে ধনুকের টানটান ছিলা থেকে তীরটা ছেড়ে দিল উইল।

ত্রিশ গজ দূরের টার্গেট, গাঢ় কালো অবয়ব। অব্যর্থ নিশানায় ভেদ করল তীরটা। আচমকা সোজা হয়ে গেল দেহটা, দু'হাতে বুক খামচে ধরল সে, স্পষ্ট দেখতে পেল উইল, সম্ভবত তীরটা চেপে ধরেছে।

সামনে ছুটল অন্যরা। পড়বি তো পড় ক্যালট্রপের উপর! হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ওদের মধ্যে, ক্যালট্রপের আঘাত এড়াতে ব্যাঙের মত নাচছে। বিস্ময় ও যন্ত্রণাসূচক অস্ফুট আর্তনাদ করছে কেউ কেউ, বুঝতে পারছে না আসলে কী কারণে এই দুর্ভোগ। আরেকটা তীর ছোঁড়ার প্রয়াস পেল উইল, কিন্তু মনে মনে সন্দিহান যে আদৌ লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না। তারপর হঠাৎ নীরবতা নেমে এল, মৃদু স্বরের করুণ গোঙানি শোনা যাচ্ছে শুধু।

পুরো এক ঘণ্টা অপেক্ষায় থাকল উইল, কিন্তু আর কোন শব্দ হলো না। কোন নড়াচড়াও চোখে পড়ল না।

তূণে তীর ফেরত পাঠাল ও। নিশ্চিত হওয়ার জন্য জায়গা বদল করল, অন্য দুটো চেরা থেকে নজর রাখল, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ছে না। সম্ভবত চলে গেছে শত্রুরা। অন্তত আজ রাতে আর ফিরে আসবে না, কারণ সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল ওরা, যার জন্য মোটেই তৈরি ছিল না। আবার আসার

আগে আলোচনা করে ঠিক করবে অদ্ভুত জিনিসটার বিরুদ্ধে কী করতে হবে।

কাল আরও ক্যালট্রপ তৈরি করতে হবে। সন্তুষ্ট মনে কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ল উইল। ভাগ্যিস, ক্যালট্রপগুলো তৈরি করেছিল, নইলে হয়তো ঠেকানো যেত না শত্রুদের! ছোটখাট হলেও একটা বিজয় অর্জিত হয়েছে।

ওর পাশে নড়ে উঠল ইশাকোমি। 'কী হয়েছে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল।

একইরকম নিচু স্বরে ঘটনা বলতে শুরু করল উইল, টের পেল না শেষ করার আগেই ঘুম নেমে এসেছে চোখে।

*

উজ্জ্বল ঝকঝকে সকাল হলো। বেরিয়ে এসে ঘাসের কাছে চলে এল ওরা। তীরটা একটু দূরে খুঁজে পেল উইল। প্রথম তীরটা টার্গেটে বিঁধেছিল, আহত বা নিহত লোকটাকে নিয়ে গেছে তারা, তীরটা বোধহয় তখনও শরীরে ছিল।

পশ্চিমে উপত্যকার দিকে তাকাল উইল, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছে ওটা। অপূর্ব জায়গা, স্বীকার করতেই হবে, শত মাইলের মধ্যে এরচেয়ে সুন্দর জায়গা আর নেই।

এখানেই বাড়ি তৈরি করবে ওরা, ঠিক ওই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল উইল। চেষ্টা করতে পারে নাকাপা, কিন্তু ওকে এখান থেকে তাড়াতে পারবে না সে, কিংবা খুনও করতে পারবে না। অন্য কেউও পারবে না—ইন্ডিয়ান আর স্পেনিশই হোক। দূরের পাহাড়ে মনের মত জায়গা খুঁজে পেয়েছে ও, এখানেই স্বপ্নের বসতি গড়বে। কারও সঙ্গেই সংঘাতে জড়াতে চায় না।

ওর মত অভিযাত্রীরা পশ্চিমে কবে আসবে? পুবে যথেষ্ট জমি রয়েছে, কিন্তু অস্থিরমতির ও অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় কিছু লোক সবসময়ই থাকে, নতুন এলাকা দেখার বা জানার আগ্রহ যাদের কখনও শেষ হয়ে না।

খুশির খবর—কর্নের চারা গজিয়েছে! এগুলোই ওদের প্রথম

ফসল। হরিণকে যদি ঠেকিয়ে রাখতে পারে, বছর শেষে কর্নের বীজ বাড়বে, পরের বছর আরও ফলন হবে। বুনো স্ট্রবেরি বা রাস্পবেরি ছাড়াও অচেনা জাতের বেরির গাছ খুঁজে পেয়েছে ওরা। অন্য ফল তো আছেই, কিছু শুকিয়ে রেখেছে শীতের জন্য, চাইলে পেমিকানও তৈরি করতে পারবে।

তীরবিদ্ধ লোকটা যেখানে পড়ে গিয়েছিল, ঘাসের উপর রক্ত পাওয়া গেল। আহত হয়েছে, নাকি মারাই গেছে লোকটা? বিষয়টা ওদের জন্য মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু উইলের প্রত্যাশা যেন আহত হয়ে থাকে–দয়া বা করুণাবশত নয়–বরং আহত লোক দলের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায় বলেই এমন আশা করছে।

যাদের কারও কোন ক্ষতি করেনি ও, অথচ উল্টো ওকে আক্রমণ করতে এসেছে, এমন লোকের প্রতি দয়া বা করুণা বোধ করার কথা নয় ওর।

প্রাথমিক লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছে ওরা, তবে নাকাপা একগুঁয়ে দুঃসাহসী লোক। ভয়-ডর বলে কিছু জানে না সে। ঠিকই আবার আসবে।

প্রতিদিনই তাজা মাংস যোগাড় করতে হচ্ছে। দুর্গে যথেষ্ট খাবার মজুদ আছে বটে, কিন্তু ওগুলো মূলত শীতের জন্য। এখনই যদি খেয়ে ফেলে, শীতের সময় অনাহারে কাটাতে হবে।

আরেকটা সমস্যা, অন্য শত্রুও আছে ওদের। আগে বা পরে, যখনই হোক কোমাঞ্চিরা আসবে। আর মিগুয়েল তো আছেই।

মাইল খানেক দক্ষিণে এক রীজের প্রস্তরস্তর থেকে কিছু রূপো আর সীসার আকরিক সংগ্রহ করেছে উইল। রূপোর মূল্যের চেয়ে বরং ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করছে ও, বুলেটের ছাঁচ হিসাবে ব্যবহার করবে।

গন্ধক পাবে কোথায়? সম্ভাব্য জায়গা হতে পারে কোন আগ্নেয়গিরি বা খনিজ ঝর্না। কিন্তু এ-দুটোই বা মিলবে কোথায়?

তিনটা মুরগী নিয়ে শিকার থেকে ফিরে এল পিয়োটাহ্। ফেরার পথে মোকাসিনের ছাপ দেখেছে সে–পশ্চিম দিক থেকে এসেছিল

লোকগুলো, ট্রেইলের পাশে গাছে ঝুলন্ত করোটি দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। এরপর অস্পষ্ট হয়ে গেছে ট্র্যাক।

'বিস্তর আলোচনা করেছে ওরা,' ব্যাখ্যা করল পিয়োটাহ্। 'প্রচুর ট্র্যাক রয়েছে। এত নড়াচড়া করেছে! মাথার হাড় দেখে ভয় পাচ্ছিল।'

আবারও গন্ধকের খোঁজে বেরোল উইল। মূল উদ্দেশ্য শিকার করা। তবে কোনটাই পেল না। গত কয়েকদিন আশপাশে ঘোরাফেরা করেছে ইন্ডিয়ানরা, ভড়কে গিয়ে দূরে চলে গেছে বুনো প্রাণীরা। পাহাড়ে চলে যাওয়াও বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে, সেখানেই যেতে হবে শিকার করার জন্য। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে তৈরি হয়েছে কয়েকটা শৃঙ্গ, ওখানে হয়তো গন্ধক থাকতে পারে।

পরদিন পিয়োটাহ্ যখন বেরোবে, দুটো তীর ছুটে এল। কাঁধের মাংসে দীর্ঘ ক্ষত তৈরি করল একটা, অন্যটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। এবার কোন রাখঢাক না করে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে চেহারা দেখিয়েছে শত্রুপক্ষ। তাৎপর্য পরিষ্কার। কেউ বেরোলেই খুন করবে, দুর্গে অবরুদ্ধ থাকতে হবে ওদের। না খেয়ে মরতে হবে।

*

অবরুদ্ধ অবস্থায় কয়েকদিন কেটে গেল। শুয়ে-বসে কেটে যাচ্ছে সময়।

'খাসা কৌশল!' প্রশংসা করল পিয়োটাহ্। 'বহুদিন ধরে গ্রামের বাইরে আছে ব্রেভরা, অথচ এখনও জিততে পারেনি নাকাপা। এভাবে চলতে থাকলে বেশিদিন ওর সঙ্গে থাকবে না ওরা, যার যার গ্রামে ফিরে যাবে।'

হয়তো। কিন্তু জমানো খাবার খেতে হচ্ছে ওদের, শীতের মজুদ খরচ করতে হচ্ছে। তা ছাড়া, ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতিতে আরও দূরে সরে যাচ্ছে বুনো প্রাণীরা; অথচ এদের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের দিনগুলি কাটত ওদের।

'আমি যাচ্ছি,' হঠাৎ ঘোষণা করল উইল। 'নাকাপাকে খুন করে তবে ফিরব।'

খুনোখুনির ইচ্ছে নেই উইলের, বাইরে যেতেও অনিচ্ছুক; কিন্তু দুর্গের বাইরে অবস্থান নিয়ে ওদের অবরোধ করে রেখেছে নাকাপার দল। সম্ভবত আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করবে না ওরা, একে উইলের কৌশলের কাছে মার খেয়েছে, উপরন্তু ক্যালট্রপের অভিজ্ঞতা এখনও ভুলতে পারেনি; কিন্তু তাতে কোন লাভ হচ্ছে না উইলদের, দুর্গে অবরুদ্ধ থাকায় শিকার করতে পারছে না কিংবা শীতের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারও সংগ্রহ করতে পারছে না। উইল ওদের নেতা। বিপদে নেতাই পথ দেখাবে।

ওর কারণে এখানে এসেছে সবাই, শীতে যদি অনাহারে কাটাতে হয়, সেটাও হবে উইলের কারণে।

পরে হয়তো অন্য শত্রুরা আসবে, কিন্তু আপাতত শত্রু একজনই। নাকাপা। উইলের শত্রু সে। ইশাকোমির শত্রু। সবার শত্রু। সবার স্বার্থেই তাকে খুন করা উচিত।

নাকাপাকে খুন করতেই হবে।

তেরো

মেঘের দূরাগত গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে, ঝড় হবে বোধহয়। নাকাপাকে খুন করার জন্য রাতই উপযুক্ত সময়।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজার পাশে ইশাকোমিকে দেখতে পেল উইল। ওর হাত চেপে ধরল মেয়েটি, আয়ত চোখে গভীর প্রত্যাশা। 'ফিরে এসো, উইল!' অস্ফুট স্বরে বলল ইশাকোমি।

'আসব,' মুখ নামিয়ে ইশাকোমির কপালে চুমো খেল ও। মুখে যাই বলুক, এটা আসলে ওর প্রত্যাশা। একজন লোক যখন

বেপরোয়া শত্রুর মুখোমুখি হতে বেরোয়, মাকড়সার জালের উপর পড়া শিশিরবিন্দুর মতই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তার জীবন। উইল জানে কার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। বাইরে অপেক্ষায় আছে ইন্ডিয়ানরা–নাতচি, টেনসাদের বিচ্ছিন্ন দল। জাত যোদ্ধা এরা। জানে কীভাবে লড়তে হয়, শুধু বিজয়ের মাধ্যমে গৌরব অর্জন করতে জানে ওরা।

আকাশের বিপরীতে ফুটে ওটা দীর্ঘ একটা পাইনকে ল্যান্ডমার্ক হিসাবে দিক নির্ণয় করল উইল, অন্ধকারের মধ্যে এগোল, ফেলে রাখা ক্যালট্রপের অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও, সচেতনভাবে এমন পথ বেছে নিল যাতে ওগুলোর উপর পা না পড়ে। ক্যালট্রপ বিছিয়ে থাকা জায়গাটা পেরিয়ে এসে দ্রুত পায়ে বনে ঢুকে পড়ল, গাছের আড়াল ব্যবহার করে সন্তর্পণে এগোতে থাকল। প্রতিবার পা বাড়ানোর আগে মোকাসিনের তলা দিয়ে পরখ করে নিচ্ছে কোন ডালে পা রাখছে কি-না, নিশ্চিন্ত হওয়ার পর পায়ের উপর দেহের ওজন চাপাচ্ছে। ও যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে, সেটা শত্রুদের জানান দিতে নারাজ।

নাকাপার ক্যাম্পের অবস্থান জানা নেই, তাই আন্দাজের উপর নির্ভর করে এগোচ্ছে। ধীর গতিতে, মৃদু পায়ে এগোল।

শুরুতে গুঁড়িগুঁড়ি হলেও কিছুক্ষণের মধ্যে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। পিচ্ছিল হয়ে গেছে ভেজা মাটি। নাকাপারা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বাধ্য হবে, এবং হয়তো বৃষ্টিতে নিভে যাবে ক্যাম্পের আগুন, দূর থেকে চোখে পড়বে না।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে প্রথম দিকে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না উইল, কিন্তু ইতোমধ্যে ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেছে; অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওর দৃষ্টি। সময় নিয়ে, বড়সড় একটা চক্কর কাটল ও। ওর অনুমান ভুল না হলে গাল্‌শের মুখের কাছে অবস্থান নিয়েছে নাকাপারা। বৃষ্টির সময় পাহাড় থেকে ঝর্নার কয়েকটা ধারা নেমে আসে, এমন একটা জায়গা আছে ওখানে।

দুর্গ থেকে বেরোনোর আগেই মনে মনে পুরো পথ কল্পনা

করেছে উইল, ক্যাম্পের সম্ভাব্য অবস্থান বিবেচনা করেছে। পানির কাছাকাছি থাকতে চাইবে নাকাপার দল, এটাই স্বাভাবিক; যথেষ্ট আড়াল থাকতে হবে, এবং একইসঙ্গে যাওয়া-আসা করতেও যাতে সহজ হয়। শিকারের জন্য বা আকরিকের খোঁজে বেশ কয়েকবার গাল্‌শ হয়ে যাওয়া-আসা করেছে উইল, এলাকাটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা জন্মেছে মনে, তাই মোটামুটি অনুমান করতে পারছে ঠিক কোথায় অবস্থান নিতে পারে নাকাপারা।

সবচেয়ে সম্ভাব্য জায়গা যেটা হতে পারে, ছোট্ট একটা পাহাড়ী চাতাল, দিনের বেলায় দুর্গটা চোখে পড়ে ওখান থেকে। কাছাকাছি চুয়ানো একটা ঝর্না আর বিশাল গাছের সারি রয়েছে। ঠিক উল্টোদিকে ঝুলন্ত গ্র্যানিটের চাঙড় প্রাকৃতিক গুহার আকৃতি তৈরি করেছে। ওখানে আশ্রয় নিলে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সতর্কতার সঙ্গে এগোল উইল। আরেকটু হলে একটা হরিণকে চমকে দিয়েছিল একবার, ঠিক ওটার পিছনে চলে গিয়েছিল, একটু পিছিয়ে এসে মিনিট কয়েক অপেক্ষা করেছে ও; পাহাড়ী চাতাল জরিপ করে কাজে লাগিয়েছে সময়টুকু। সম্ভবত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিয়েছিল হরিণটাকে, সন্তর্পণে সরে পড়ল। হরিণটা চলে যাওয়ার পর আরও কয়েক গজ এগিয়ে গেল উইল, আবার নজর চালাল চাতালের দিকে। ঝুলন্ত গ্র্যানিটের কাছে ছোট করে আগুন জ্বালানো হয়েছে, প্রায় নিস্প্রভ হয়ে গেছে; কাছাকাছি শুয়ে থাকা কয়েকজন ইন্ডিয়ানকে দেখতে পেল উইল।

পাহাড়ী ফাটলের তলায় আগুনটা জ্বালানো হয়েছে, ফলে যাও-বা ধোঁয়া তৈরি হচ্ছে, ফাটলের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে; প্রাকৃতিক চিমনির কাজ করছে ফাটলটা। আগে যারা ক্যাম্প করেছে, প্রায় সবাই বাড়তি এই সুবিধার জন্য একই জায়গায় আগুন ধরিয়েছে।

সময় নিয়ে পুরো লে-আউট জরিপ করল উইল। হঠাৎ একটা আইডিয়া উঁকি দিল মাথায়। গুহার বিশ গজের মধ্যে ছোট্ট ঝর্নাটা, ক্ষীণ ধারায়–টপটপ করে পড়া পানির মত প্রবাহিত হচ্ছে। গুহা থেকে ঝর্নায় যেতে হলে আগে চাতাল থেকে নীচে নামতে হবে,

গাছের সারি পেরিয়ে চল্লিশ ফুট নীচে ঝর্নার তলায় পৌঁছবে। তবে গুহা থেকে ঝর্নার দূরত্ব ঝুলন্ত গ্র্যানিটের ছাদ বরাবর সবচেয়ে কম। ছাদে উঠলেও পানি সংগ্রহ করা সম্ভব। গ্র্যানিটের পর পুবে সরে গেছে ঝর্নার ধারা, কিন্তু ঢালু জমি পশ্চিমে বিস্তৃত হয়েছে, বোঝা যায় অতীতে কোন একসময় সেদিকেই প্রবাহিত হত ঝর্নাটা।

আবার পশ্চিমে প্রবাহিত হতে অসুবিধা কী?

সন্তর্পণে এগোল উইল, গাছের ফাঁকফোকর গলে ঢাল ধরে এগোল। ঝর্নার কাছে পৌঁছে গোড়ালির উপর বসে পড়ল, পানির প্রবাহ খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। নাকাপার সঙ্গে অনেকদিন ধরে রয়েছে টেনসা আর নাতচিরা, পিয়োটাহ্ একরকম নিশ্চিত এদের অনেকেরই উৎসাহে ভাটা পড়েছে। প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে বিজয় অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে নাকাপা, যে মূল্যবান জিনিসের জন্য এত কষ্ট করছে–যথেষ্ট স্ক্যাল্প সংগ্রহ করতে পারেনি। হয়তো এদের উৎসাহ আরও কমিয়ে দেওয়া সম্ভব।

প্রায় মাটির সমান অগভীর একটা ট্রাফ রয়েছে এখানে, একসময় ঝর্নাটা প্রবাহিত হত; ওটা ধরে কিনারে চলে এল উইল। আইডিয়াটা পুনর্বিবেচনা করল। ঝর্নার গভীরতা এখানে বড়জোর এক ফুট, আর প্রস্থ দুই ফুট। যে-কোন প্রবাহমান জলরাশির ক্ষেত্রে যা হয়, ভাসমান গাছ এটায়ও রয়েছে। একটাকে বেছে নিয়ে এক প্রান্ত চেপে ধরল উইল, পানি থেকে তুলে আছড়ে ফেলল ঝর্নার আড়াআড়ি। ঝপাৎ শব্দে পানিতে পড়ল ওটা।

আরেকটা লগ তুলে নিয়ে প্রথমটার পাশে রাখল, মোটামুটি একটা বাঁধ তৈরি হয়ে গেল এতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গতিপথ বদলে ফেলল পানির স্রোত, পুরানো পথে প্রবাহিত হলো। মিনিট খানেকের মধ্যে পাহাড়ী ফাটলের কাছে পৌঁছে গেল–যেটা দিয়ে ধোঁয়া উঠছে–গর্ত বরাবর নেমে গেল পানি।

গুহার মেঝে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে, দেখতে না পেলেও দৃশ্যটা কল্পনা করতে অসুবিধা হলো না উইলের।

অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল এক ইন্ডিয়ান, পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল। হুড়োহুড়ি করে গুহা থেকে বেরিয়ে এল তারা, সমানে গালাগাল করছে। ততক্ষণে ট্রাফের কিনারা থেকে পিছিয়ে গাছের নীচে চলে এসেছে উইল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে হতভম্ব ও ক্ষুব্ধ ইন্ডিয়ানদের, নাকাপাকে খুঁজছে।

কম্বল বাঁচাতে পেরেছে দু'একজন, তবে বেশিরভাগই ভিজে একসা হয়ে গেছে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে নাকাপাকে শনাক্ত করা সম্ভব হলো না, তাই অল্পতে তুষ্ট মনে উঠে দাঁড়াল উইল, অন্ধকারে ক্যাম্পটাকে ঘিরে এক চক্কর কাটল, শেষে বনভূমির অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশের দিকে এগোল। ছোট্ট একটা আশ্রয়ের সন্ধান জানা আছে ওর, একজনের জন্য যথেষ্ট। ওখানে পৌঁছে ক্রল করে ভিতরে ঢুকে পড়ল, এবং শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঝকঝকে সকালে আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এল উইল। বাকস্কিন জ্যাকেটের ভিতরের পকেটে থাকায় বৃষ্টিতে ভিজেনি ধনুকের স্ট্রিং। ওটা বের করে জায়গামত লাগাল।

নাকাপারা ক্যাম্প বদলে ফেলেছে, আগেরটার চেয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে সরে গেছে। ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা দেখে খুঁজে বের করে ফেলল উইল। পুরানো ক্যাম্প পানিতে সয়লাব হয়ে আছে এখনও। আগুনের উপর একটা পাত্র চাপানো হয়েছে, রান্নার দায়িত্ব নিয়েছে একজন। পাত্রের উপর ঝুঁকে পড়েছে লোকটা। ধনুকে তীর লাগিয়ে সময় নিয়ে নিশানা করল উইল, সেকেন্ড কয়েক পর ছেড়ে দিল তীরটা। ঠিক হাঁটুর উপর রাঁধুনির উরুতে বিদ্ধ হলো ওটা। ভয়ার্ত স্বরে আর্তনাদ করে উঠল লোকটা, হাত থেকে পাত্র ছেড়ে দিয়েছে।

মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল অন্যরা। তামাশা দেখার আশায় না থেকে ঘুরে বনে ঢুকে পড়ল উইল, দ্রুত এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করল; ইচ্ছে করে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। ঘুরপথে একসময় ঝুলন্ত গ্র্যানিটের উপরের ব্লাফে গিয়ে পৌঁছল ও, ওখান থেকে নজর চালাল নাকাপাদের ক্যাম্পে।

আহত লোকটা ছাড়া আর কেউ নেই। লুকিয়ে আছে অন্যরা।

তীরটা বের করে পাশে ফেলে রেখেছে লোকটা, ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে ব্যস্ত। যথেষ্ট দুর্ভোগ উপহার দেওয়া হয়েছে তাকে, এবং দৃষ্টিসীমায় কেউ নেই যখন, ভেরে ব্লাফ ধরে কয়েক গজ পিছিয়ে এল উইল, ক্যাম্পে নজর রেখেছে এখনও।

বেশ কিছুক্ষণ চলে গেল।

একজন একজন করে ক্যাম্পে ফিরে এল ইন্ডিয়ানরা। গুনল উইল, নাকাপা সহ সাতজন। সবচেয়ে লম্বা সে, তাই আলাদা করা কঠিন হলো না। অসন্তুষ্ট স্বরে তর্ক করছে ওরা। অভিযোগ জানাচ্ছে।

একসঙ্গে এতজনের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব হবে না, জানে উইল, তাই ঢাল ধরে পিছিয়ে গাছের আড়ালে চলে এল। নাকাপাকে একা পাওয়ার ইচ্ছে ছিল, না পেলেও যথেষ্ট ভুগিয়েছে সবাইকে। দুর্ভোগ পোহাতে কেউই পছন্দ করে না। নাকাপার উপর টেনসাদের সমীহ বা আস্থা যদি ইতোমধ্যে কমে গিয়ে থাকে, এবার হয়তো উৎসাহ হারিয়ে গ্রামে ফিরে যাবে। বহুদিন ধরে গ্রামের বাইরে আছে ওরা, শীতের পুরো মরশুম দুর্ভোগের মধ্যে কাটিয়েছে। যে-কোন লোকের জন্য যথেষ্ট বটে।

মেঘের বিছানায় উদয় হলো সূর্যের, সাংগ্রে ডি ক্রিস্টো পর্বতশ্রেণীর সুউচ্চ শৃঙ্গকে ছাড়িয়ে গেল। সূর্য, পর্বতশৃঙ্গ আর মেঘের পাহাড় মিলে বিরল অপূর্ব সৌন্দর্য উপহার দিল। ভারী মেঘকে ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে সূর্য, ঝলমলে হয়ে উঠল উপরের আকাশ, সূর্যকিরণে রক্তলাল হয়ে গেছে সাংগ্রে ডি ক্রিস্টো পর্বতমালার সুউচ্চ শৃঙ্গগুলো। অপূর্ব দৃশ্য! পশ্চিমে আসা প্রথমদিকের স্পেনিশরা নিশ্চই এই দৃশ্য দেখার পর নামটা দিয়েছিল: "যীশুর রক্ত"।

ভেজা ঝোপের আড়ালে শুয়ে আছে উইল, নীরবে নজর রাখছে ক্যাম্পে। এখন পর্যন্ত কোন নড়াচড়া চোখে পড়েনি। স্রেফ নাকাপাকে চাই ওর, অন্য কারও প্রতি আগ্রহ নেই। তবে সামনে পড়ে গেলে যে-কেউ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, জানে উইল, তাই

কাউকে খাতির করার উপায় নেই। ওকে খুন করার জন্য এসেছে এরা, দয়ার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে এও ঠিক যে পারতপক্ষে অহেতুক খুনোখুনি এড়িয়ে যেতে ইচ্ছুক ও।

ক্ষীণ ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে। পকেট থেকে এক টুকরো জার্কি বের করে মুখে পুরল উইল, সময় নিয়ে চিবাতে থাকল।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা মুরগী, সতর্ক পায়ে এগোল উপত্যকার দিকে। চাইলে ওটাকে ফেলে দিতে পারে উইল, কিন্তু নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল; মাংস দরকার আছে বটে, কিন্তু এরচেয়ে বড় শিকারের প্রত্যাশায় বেরিয়েছে, সামান্য একটা মুরগী শিকার করে সুযোগ ফস্কে দিতে নারাজ। তারচেয়ে বরং বড় হোক ওটা, হয়তো কোন একদিন ওদের খাবারেই পরিণত হবে।

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পানি পান করতে ক্রীকের কাছে চলে গেল এক টেনসা। উইলের কাছ থেকে অনেক দূরে আছে লোকটা, তবুও এক চুল নড়ল না উইল, নিজের অবস্থান ফাঁস করতে নারাজ। পানি পান করার পর উঠে দাঁড়াল লোকটা, দারুণ স্বতঃস্ফূর্ত তার চলাফেরা, হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। পলকের জন্য উইলের অবস্থান বরাবর তাকাল সে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না উইল, জানে ওকে দেখতে পাবে না টেনসা।

ছিপছিপে সুঠামদেহ লোকটার। সদ্য যুবক।

আরেকজন যোগ দিল তার সঙ্গে, পাশাপাশি বসে আলাপ শুরু করল। বলার চেয়ে ইশারাই করছে বেশি। কোন একটা ব্যাপারে ক্ষুব্ধ এরা, অঙ্গভঙ্গি দেখে অনুমান করল উইল।

হোক না শত্রু, কিন্তু দৃশ্যটার সৌন্দর্য উইলের মনেও দোলা দিল। দুই ইন্ডিয়ানের পিছনে পাহাড় আর বনভূমির পটভূমি, পাশে উচ্ছল ঝর্নার পানি ঝলমল করছে সূর্যের আলোয়; নিবিষ্ট মনে আলাপ করছে দু'জন। নিজের অবস্থান থেকে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না উইল, তবে অঙ্গভঙ্গি দেখে আলাপের গতিপ্রকৃতি অনুমান করতে পারছে।

হঠাৎ চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ল—দুই ইন্ডিয়ানের

পিছনে, তবে উইলের কাছাকাছি। মুহূর্তের জন্য, একেবারে ক্ষীণ নড়াচড়া। সেকেন্ড কয়েক খুঁটিয়ে দেখল উইল, কিন্তু নীরব, নিথর হয়ে গেছে সবকিছু। কিছুটা বিহ্বল মনে অপেক্ষায় থাকল ও।

আবার নড়াচড়া! তবে ঢালের নীচে সরে গেছে। কারণটা অনুমান করতে কষ্ট হলো না।

চলে এসেছে পিয়োটাহ্!

ক্ষণিকের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল ও, নিজের অজান্তে হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নাকাপাদের ক্যাম্পের অবস্থান জানে না সে? নাকি নিজের কাজে এত ব্যস্ত যে টেরই পায়নি দুই ইন্ডিয়ানের কাছাকাছি চলে এসেছে?

মাথা নিচু করে এগোল উইল, সতর্ক যাতে একটা পাতাও না নড়ে, ঢাল ধরে এগোল দুই ইন্ডিয়ানের দিকে; কিছু ঘটার আগেই তীরের রেঞ্জে পেতে চাইছে তাদের। একসময় পিয়োটাহ্কে স্পষ্ট দেখতে পেল, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে আছে সে। পড়ে থাকা গাছের একটা গুঁড়ি সামনে রেখে বসে পড়ল ও।

উঠে দাঁড়িয়েছে নাকাপার দুই সঙ্গী, ক্যাম্পে ফিরে যাবে। পানিতে নাচছে সূর্যের আলো, ঝিরঝিরে বাতাসে কাঁপন উঠল অ্যাসপেনের শাখায়। কীভাবে যেন টের পেয়ে গেল এক টেনসা, ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ল লোকটা, গলায় বিদ্ধ হয়েছে উইলের ছোঁড়া তীর। অন্যজন কিছুই টের পায়নি, পা বাড়িয়েছে ক্যাম্পের দিকে; দু'পা এগিয়ে বুঝতে পারল ঘটনা খারাপ, পাশ ফিরল সঙ্গীকে কিছু বলবে ভেবে, ট্রেইলের উপর তাকে মরে পড়ে থাকতে দেখতে পেল।

ঝট করে বসে পড়ল সে, তারপর তীরবেগে ছুটল ঝোপের আড়াল লক্ষ্য করে। দারুণ ক্ষিপ্র পিয়োটাহ্, নিমেষে তীর ছুঁড়ল। আড়ালে পৌঁছে গেছে টেনসা, ঠিক এসময় পায়ের পিছনের মাংসপেশি ভেদ করল তীরটা।

সাতজন ছিল। একজন কমে গেছে। আরেকজন আহত। ক্যাম্পে আহত আরও একজন।

ঝোপের আড়ালে অনেকক্ষণ অপেক্ষায় থাকল উইল, কোন নড়াচড়া ধরা পড়ল না চোখে। বুঝল চলে গেছে পিয়োটাহ্। ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে ঢাল ধরে পিছিয়ে এল ও, ব্লাফ ছেড়ে ঘুরপথে দুর্গের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল।

কর্নের জমির কাছে পৌঁছল উইল। বেশ বড় হয়ে গেছে গাছ। কয়েকটা আগাছা উপড়ে ফেলল ও। এমন কোন ফলন নয়, তবে মরশুম শেষে কয়েক বুশেল কর্ন পাবে, চাইলে খেতেও পারবে। কিন্তু ওর ইচ্ছে বীজগুলো রেখে দেবে পরের মরশুমে ফলানোর জন্য। একসঙ্গে তা হলে অনেক কর্ন ফলবে। উর্বর মাটির কারণে যথেষ্ট ফলন হবে।

কর্নের খেত ছাড়িয়ে তাকাতে ধোঁয়া চোখে পড়ল ওর।

কয়েক মাইল দূরে, নাকাপার ক্যাম্প ছাড়িয়ে জায়গাটা। এক আঙুল চওড়া ধোঁয়া, লকলকিয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশে। তাকিয়ে থাকল উইল। হঠাৎ থেমে গেল, পরমুহূর্তে আবারও উঠল ধোঁয়ার স্তম্ভ। পরপর তিনটে স্তম্ভ তৈরি হলো।

ইন্ডিয়ান সঙ্কেত! কিন্তু কার জন্য? টেনসাদের জন্য নয়, নিশ্চিত উইল। ধোঁয়ার উৎস বহু দূরে, এবং আছেও ঠিক নাকাপার ক্যাম্পের উল্টো দিকে।

কারা সঙ্কেত দিচ্ছে, কোমাঞ্চিরা? মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ অনুভব করল উইল। এরা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ইন্ডিয়ান, সামনে যা পায় তাই ধ্বংস করে ফেলে। টেনসাদের দেখেছে, নাকি উইলদের উপত্যকা আবিষ্কার করে ফেলেছে?

উইল স্টকেডের কাছে পৌঁছতে এগিয়ে এল পিয়োটাহ্। কোমরের দড়িতে একটা স্ক্যাল্প ঝুলছে। কখন টেনসা লোকটার মাথা মুড়িয়েছে সে? আনমনে ভাবল উইল। ইশারায় ধোঁয়ার স্তম্ভটা দেখাল ও।

নড করল পিয়োটাহ্। 'কোমাঞ্চি। আসছে ওরা!' গম্ভীর স্বরে বলল সে। কারণটা অনুমান করতে কষ্ট হলো না উইলের।

দুর্গের ভিতরে ঢুকল ওরা। আগুনের উপর বসানো একটা

পাত্রের দিকে ইঙ্গিত করল ইশাকোমি। নীরবে খাওয়া শুরু করল দু'জন, কিছুই বলল না কাউকে। পিয়োটাহ্‌র কোমরে স্ক্যাল্পটা দেখেছে ইশাকোমি, তাই কোন ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ল না।

খাওয়ার পর ঝর্নার পানিতে হাত ধুয়ে ইশাকোমির কাছে চলে গেল উইল। 'কোমাঞ্চিরা আসছে,' বলল ও। 'ওদের ধোঁয়া দেখলাম।'

গন্ধকের চাহিদা নতুন করে উপলব্ধি করছে ও।

যেখানেই গেছে, সবসময়ই খোঁজ করেছে। মনে তীক্ষ্ণ কাঁটার মত বিঁধে থাকত অভাবটা। বুলেটের ছাঁচ তৈরিতে কাজে লাগিয়েছে কয়েক রাত, কিন্তু আগ্রহ পায়নি কাজে। গানপাউডার ছাড়া বুলেট দিয়ে কী হবে?

অগ্ন্যুৎপাতের একেবারে শেষ পর্যায়ে উদ্গীরিত হয় বলে সাধারণত আগ্নেয়গিরির আশপাশে পাওয়া যায় গন্ধক। কখনও কখনও আগ্নেয় পাহাড়ের গহ্বরেও দেখা যায়, সঙ্গে আর্সেনিকের সংমিশ্রণ থাকে।

সন্ধ্যার ঠিক আগে বেরিয়ে গিয়ে ক্যালট্রপের অবস্থান বদলে দিল উইল। আশপাশ দিয়ে চলাফেরা করেছে ওরা, ট্র্যাক দেখে কেউ হয়তো ওগুলোর অবস্থান আঁচ করে ফেলতে পারে ভেবে এই পরিবর্তন। কয়েকদিন পরপরই বদল করার দরকার হবে, নইলে ফাঁস হয়ে যাবে কৌশলটা। ইন্ডিয়ানদের মোকাসিন একেবারে পাতলা, ক্যালট্রপের সুচাল কিনারা বা কাঁটা ওগুলো ভেদ করার কথা। সংক্রমণ না হলে ক্যালট্রপে তৈরি ক্ষত তেমন মারাত্মক নয়, কিন্তু কাউকে কয়েকদিনের জন্য অক্ষম করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

নাকাপার কথা কেউই উচ্চারণ করছে না। পরিস্থিতি বদলে গেছে। নাকাপার দল ওদের জন্য ভয়াবহ হুমকি, কিন্তু কোমাঞ্চিরা শত গুণ ভয়ঙ্কর। প্রয়োজনের চেয়েও ছোট করে আগুন জ্বালাল ওরা, দুর্গটা গাছ আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে তৈরি করেছে বলে সন্তুষ্ট বোধ করছে। একেবারে কাছে না এলে চোখে পড়বে না ওটা।

টেনসা লোকটার স্ক্যাল্প সংগ্রহ করার দ্বিতীয় দিনে পাহাড়ে চলে গেল পিয়োটাহ্‌। মেঘলা দিন, আকাশে ভারী মেঘের আনাগোনা।

বৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু তারপরও বেরিয়ে গেল সে, শিকার না করলে শীতের জন্য মজুদ করা খাবারে হাত দিতে হবে। দুর্গে থেকে গেছে উইল, শত্রুর খোঁজে নজর রাখছে, মনটা অস্থির হয়ে আছে ওর। বুলেট তৈরি করছে, একইসঙ্গে ভাবছে কোথায় গেলে গন্ধক পেতে পারে।

নাতচিদের কথা প্রায়ই মনে পড়ছে। গ্রামে পৌঁছতে পেরেছে ওরা? কোমাঞ্চি বা কনেজেরোদের ফাঁকি দিতে পেরেছে? নাকি খরস্রোতা নদীতে তলিয়ে গেছে? গ্রেট রীভারের তীরে প্রিয় গ্রামে ফিরতে সক্ষম হয়েছে?

প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো কখনোই জানতে পারবে না ওরা।

উইলের জানা মতে এতটা পশ্চিমে আসা সাদা মানুষ ও-ই। কিন্তু কত বিষয়ই তো অজানা থাকে! হয়তো আরও সাদা মানুষ এসেছে এখানে, নির্জন কোন উপত্যকায় বসতি গেড়েছে, ও আসার আগে থেকেই কয়েক প্রজন্ম ধরে থাকছে। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় কিছু মানুষ সব সমাজে আছে, যারা অন্যদের স্থির করা সীমিত গণ্ডিতে বাস করতে হাঁপিয়ে উঠে।

বসন্ত এলে ফসল তুলবে ওরা। পাহাড়ী এলাকায়, আরও দূরে চলে যাবে উইল। চেনার, জানার, দেখার তেষ্টা এখনও মেটেনি ওর।

পশ্চিমে দিগন্ত জুড়ে রয়েছে সাংগ্রে ডি ক্রিস্টোর সুউচ্চ পবর্তশৃঙ্গ। অসংখ্য গুহা রয়েছে পাহাড়ে, খুঁজে দেখতে ইচ্ছুক উইল। চলে যেতে চায় পর্বতশ্রেণী ছাড়িয়ে। কী আছে সাংগ্রে ডি ক্রিস্টোর পিছনে?

একটা রহস্যই বটে!

বিশাল এক উপত্যকা, শুনেছে ও। এখানে যেটায় বসতি করেছে ওরা, এরচেয়েও বড়, অনেক বড়। উইলের আগ্রহ আরও বেশি। ওই উপত্যকার পরে কী রয়েছে? সুউচ্চ চূড়ায় জমা বরফে সূর্যের আলোর ঝিলিক মাঝে মধ্যে চোখে পড়েছে, সত্যিই কি সাংগ্রে ডি ক্রিস্টোর চেয়েও উঁচু কোন পর্বতশ্রেণী আছে ওখানে? পক্কা মহিলার

কাছে ঠিক তাই শুনেছে।

রাত নেমে এল, আকাশে হাজারো তারা ফুটেছে। পিয়োটাহ্ ফিরে আসেনি বলে অস্থির হয়ে উঠল উইল। আশঙ্কায় শুকনো হয়ে গেছে সবার মুখ। কেউই পিয়োটাহ্র কথা বলছে না, কিংবা মনের অনুভূতিও প্রকাশ করছে না; কিন্তু প্রত্যেকে জানে অন্যজন কী ভাবছে বা কেমন বোধ করছে।

বাইরে ক্ষীণ শব্দ হলো, দরজায় মৃদু করাঘাত করল কেউ। ছুরি হাতে দরজার দিকে এগোল উইল, মনে ক্ষীণ আশা যে দরজা খুলে পিয়োটাহ্কে দেখতে পাবে, কিন্তু অন্য কেউ হলে তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

দরজা খুলল ও। পিয়োটাহ্! 'ওহ্!' অস্ফুট স্বরে স্বস্তি প্রকাশ করল উইল।

'ওরা···একজনও নেই!'

'কাদের কথা বলছ?'

'নাতচি···টেনসা···কেউ নেই!'

'হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেছে?' এমন কিছুই আশা করছিল উইল। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পছন্দ করে না ইন্ডিয়ানরা। যখনই লড়াই করতে বেরোয় কোন রেডস্কিন, আশা করে ঝটপট লড়াই শেষে বাড়ি ফিরে আসবে।

'না···মারা গেছে। একজনও বেঁচে নেই।'

'কারা খুন করল ওদের?' প্রশ্নটা করলেও উত্তরটা অনুমান করতে পারছে উইল।

'কোমাঞ্চিরা। সবার স্ক্যাল্প নিয়ে গেছে ওরা।'

'নাকাপাও খুন হয়েছে?'

'না। ওর লাশ দেখিনি। আমার মনে হয় পালিয়ে যেতে পেরেছে সে। আমি নিশ্চিত আবার আসবে ও। নাকাপার ট্র্যাক দেখেছি। বড় বড় পা।'

এই ভয়ঙ্কর দানবটার অভিশাপ থেকে কখনও কি মুক্তি পাবে ওরা?

চোদ্দ

ক্যানিয়ন থেকে বিক্ষিপ্তভাবে নেমে এল পওনিদের দলটা, অন্তত বিশজন হবে, সঙ্গে তিনটা ঘোড়া আর ছয়-সাতটা কুকুর। পুরুষদের বেশিরভাগ আহত, এমনকী মেয়েদের দু'একজনও আহত হয়েছে; ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে সবাই। দুর্গ দেখে আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দলটা, ইতস্তত করল অনেকক্ষণ, বুঝতে পারছে না এগোবে কি পিছিয়ে চলে যাবে।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে পওনিদের দেখা দিল উইল।

ইশারায় কথাবার্তা হলো। বন্ধু হিসাবে নিজেকে দাবি করল উইল। পওনিরা জানাল পশ্চিমের পাহাড়ে শিকার করার সময় আক্রান্ত হয়েছে ওরা। আচমকা আক্রমণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে পওনি যোদ্ধারা, তবে বেশিরভাগই কোমাঞ্চিদের হাতে খুন হয়েছে। আপাতত বিশ্রাম নেওয়ার মত একটা জায়গার খোঁজ করছে, সময় পেলে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে আবার যুদ্ধ করবে।

সবচেয়ে বয়স্ক লোকটা, উইলের সঙ্গে কথা বলার জন্য এগিয়ে এসেছে যে, তাঁর অঙ্গভঙ্গি বা চলাফেরার মধ্যে আভিজাত্য আর আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে। ওর নাম সাকিতি। লড়াইয়ে এক কানের অর্ধেকটা হারিয়েছে সে, দু'একটা সামান্য জখম ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি তার। তবে শরীরে অংসখ্য পুরানো ক্ষত রয়েছে, দেখতে পেল উইল। যৌবনের পুরুষ্টু পেশি দুর্বল ও আলগা হয়ে এসেছে, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত চোখে অহঙ্কার ঠিকই রয়েছে।

মার খেয়েছে পওনিরা, অথচ পরাজয় মেনে নেয়নি। ক্ষতের

শুশ্রূষা আর বিশ্রাম এবং পর্যাপ্ত তীর তৈরির সময় পেলে আবার লড়াইয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে এরা, দলটাকে দেখে বুঝতে পারল উইল। নিজেদের সম্মানের প্রশ্নে এরা আপসহীন। মুখ বুজে মার খাওয়ার লোক নয়।

ইশারায় তৃণভূমিটা দেখাল ও। 'চাইলে এখানে থাকতে পারো। বন্ধু হিসাবে পাবে আমাদের। কোমাঞ্চিরা এলে একসঙ্গে লড়ব ওদের বিরুদ্ধে। শুধু একটা ব্যাপার মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের, কমবয়সী একটা মোষ আছে আমাদের। ওটাকে মেরে ফেলো না কেউ। ওর নাম পয়সানো। ঔষধি মোষ ওটা।'

ফোর্ট থেকে কয়েকশো গজ দূরে ঝর্না আর বনের লাগোয়া একটা জায়গা পছন্দ করল পওনিরা। জ্বালানি কাঠ যোগাড় করে আগুন জ্বালাল, এই ফাঁকে ওদের ক্ষতের চিকিৎসার ভার নিল উইল।

'আমি উইল ক্যালকিন,' বলল ও। 'রহস্যের যাদুকর। ওঝা।' সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা যথেষ্ট মনে করে উইল। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে কাজে লাগতে পারে ভেবে আগেই প্রয়োজনীয় বীরুৎ আর গুল্ম সংগ্রহ করেছিল, সেগুলো কাজে লাগল এবার। তবে ওর চিকিৎসার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এদের মানসিক দৃঢ়তা। পরিবেশও অনুকূল, বাতাস নির্মল ও ঝরঝরে।

পওনি গ্রামে মাটির কুটিরে থাকতে অভ্যস্ত ওরা, একেক কুটিরে বিশ বা তারও বেশি লোক থাকে। কাঠ বা গুঁড়ির উপর গাছের বাকল বিছিয়ে গম্বুজের মত কুটির তৈরি করে। অস্থায়ী আবাস।

দুই পুরুষ আগের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই সাকিতির। রাতে আগুনের পাশে বসে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল উইল। নাকাপা আর টেনসাদের সম্পর্কে তাকে জানাল ও। 'নাকাপা আমাদের শত্রু। ও যদি তোমাদের কাছে আসে, পাত্তা দিয়ো না। মহা বদ লোক।'

'অপরিচিত, আগে কখনও দেখিনি ওদের,' কোমাঞ্চিদের সম্পর্কে ওর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলল সাকিতি। 'বাপ-চাচার কাছে

শুনিওনি ওদের কথা। স্পেনিশদের ঘোড়া চুরি করতে বেরিয়েছে ওরা, কিন্তু চলার পথে সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই মেরে ফেলছে। শুনেছি উত্তরের বহু যোদ্ধাকে দলে ভিড়িয়েছে ওরা, আরও লোক হয়তো যোগাড় করে ফেলবে। যুদ্ধে সবাই জিততে চায়, স্ক্যাল্প শিকার করতে চায়। যত বড় দল, তত সহজ বিজয়।'

কোমাঞ্চিদের সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানে না সাকিতি। গ্রামে থাকতে মাঝে মধ্যে আচমকা হামলা করত কোমাঞ্চিরা, প্রতিবার হামলাকারী দলটা ছিল ছোট-বিশ-ত্রিশজনের বেশি নয়। ঘোড়া আর মেয়েদের চুরি করে নিয়ে যেত।

অতীত নিয়ে গর্ব করে পওনিরা। একসময় দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে থাকত ওরা, পাথরের তৈরি বাড়িতে ঘুমাত। এমনও শোনা যায়, ওদের আদি নিবাস আসলে দক্ষিণ-পুব অঞ্চল। এখনকার নিবাসে এসে শুরুতে স্কিডিদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু পরে বন্ধু হয়ে যায় দুই গোত্র। পারস্পরিক বিয়ের মাধ্যমে কালক্রমে দুই গোত্র একীভূত হয়ে পড়ে।

গন্ধ আছে এবং একইসঙ্গে জ্বলতে সক্ষম, এমন হলুদ মাটি দেখেছে কি-না, কথাবার্তার ফাঁকে সাকিতিকে জিজ্ঞেস করল উইল। দেখেছে, জানাল সে, বিস্তর হলুদ মাটি আছে দক্ষিণ-পুব অঞ্চলে। কেডো গোত্রের লোকেরা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করে। তবে নিজের চোখে জায়গাটা দেখেনি সাকিতি, যদিও অন্যদের মুখে বহুবার শুনেছে, হেঁটে যেতে মাস খানেকের বেশি লাগবে।

*

কর্ন গাছ বেশ বড় হয়ে উঠেছে। শিকার মিলছে বেশ। মোষের ছোটখাট একটা দল নীচের উপত্যকায় ঘাঁটি গেড়েছে। ইদানীং নিজের গ্রাম সম্পর্কে কিছুই বলে না পিয়োটাহ্, উইল তাকে মনে করিয়ে দিতে বলল, 'এটাই আমার গ্রাম।'

উইল যখন মমির গুহায় গিয়েছিল, একইসময়ে নিজের গ্রামে গিয়েছিল পিয়োটাহ্-ঘটনাটা সম্পর্কে প্রায়ই ভাবে ও। কিকাপু নিজে কিছু না বললেও ওর ধারণা বাড়ি গিয়ে অন্যদের সঙ্গে নিজেকে

মানিয়ে নিতে পারেনি সে, ঠিক এ-কারণেই দ্রুত ফিরে এসেছিল।

পিয়োটাহ্‌র এই বৈরাগ্যের পিছনে ইংরেজ লোকটা মূল ভূমিকা রেখেছে। নিজের নিঃসঙ্গতা কাটাতে বালক পিয়োটাহ্‌র সঙ্গে গল্প করে বহু সময় কাটিয়েছিল সে, অদ্ভুত এক আকর্ষণ তৈরি হয়েছে পিয়োটাহ্‌র মধ্যে, ফলশ্রুতিতে একসময় স্বজনদের মধ্যেও নিজেকে অবাঞ্ছিত ভাবতে শুরু করে সে।

ইশাকোমির সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করল উইল।

সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল ইশাকোমি। 'গ্রামে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় কখনও কখনও, ওদের অভাব খুব লাগে। এখানে তো পবিত্র আগুন নেই, মন্দির নেই কিংবা কোন সাধকও নেই।'

'তুমি নিজেই তো সাধিকা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'পবিত্র আগুনের ব্যবস্থা করা যাবে।'

'কিন্তু একই জিনিস তো হবে না। আমাদের পবিত্র আগুন ছিল সূর্য থেকে আসা।'

'আমি যদি তৈরি করে দিই?'

বিশ্বাস করতে পারছে না ইশাকোমি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সত্য খুঁজছে উইলের চোখে।

'নিকঅনা কি এমনিতে আমাকে সমীহ করেছে?'

'কিন্তু...'

'পবিত্র আগুন পেলে যদি তুমি খুশি হও, তা হলে তৈরি করব আমি। সূর্য থেকে আসা শক্তি দিয়ে তৈরি করব।'

'তুমি তৈরি করবে?'

'হ্যাঁ, সময় হলেই দেখতে পাবে।'

ইশাকোমির সন্দেহ কাটছে না। 'কিন্তু তুমি তো সূর্যের পূজা করো না।'

'সূর্য সবকিছুতে প্রাণের সঞ্চার করে। সূর্য ছাড়া এই পৃথিবী হত মৃত ও অন্ধকার। আরাধনার ব্যাপারটা আসলে একই, একেক মানুষের কাছে একেক নামে পরিচয় পায়। যিনি দুনিয়ার মালিক,

সেই ঈশ্বরের কৃপায় কোন একদিন হয়তো সব মানুষ একই দীক্ষা পাবে।'

শূটিং ক্রীকে থাকতে চার্চে যাওয়ার বা ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করার সুযোগ ওদের কমই হত, তবে ওর বাবা, ব্রায়ান ক্যালকিন ছেলেবেলায় বা তরুণ বয়সে লিংকনশায়ারের উইলবা নামে এক গ্রামের চার্চে চলে যেতেন। ভার্জিনিয়া কলোনির ক্যাপ্টেন জন স্মিথের জন্ম ওই একই গ্রামে। হুইলরাইট নামে কমবয়সী এক মন্ত্রী ছিল, প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতির বিরোধী ছিল সে, কিন্তু তার আদর্শ ও মতামত পছন্দ করতেন ব্রায়ান ক্যালকিন। ওর ভাই, নিয়েল বিয়ে করেছে ম্যাসাচুসেটস বে কলোনির এক মেয়েকে, তার কাছে শুনেছে যে সেখানেও ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে হুইলরাইট।

সে-রাতে তারা পর্যবেক্ষণ করল উইল। নক্ষত্ররাজি নৌবিদ্যার অপরিহার্য অংশ, নাবিকেরা নক্ষত্রের অবস্থান থেকে দিক নির্ণয় করে। ব্রায়ান ক্যালকিন আর জেরেমি উইলকক্স জানতেন, ওদের চার ভাইকে শিখিয়েছেন। তবে এ-সম্পর্কে সাকিমের কাছ থেকে বেশি জেনেছে ওরা। ইশাকোমি কতটা জানে বলা মুশকিল, কিন্তু উইলের ধারণা কিছুটা হলেও ধারণা রয়েছে ওর। পবিত্র আগুন তৈরি করতে হলে সঠিক সময় ও স্থান নির্বাচন করতে হবে, সামান্য এদিক-ওদিক হলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

পওনিরা শিকারী হিসাবে দক্ষ। প্রায়ই একসঙ্গে শিকার করছে ওরা। প্রথম কয়েকদিন স্রেফ বিশ্রামে কাটিয়ে দিল তারা, উইলদের দেওয়া খাবার খেল। মারাত্মক আহত এক মহিলা মারা গেল, পুরুষদের দু'জন সুস্থ হয়ে উঠল।

পওনিদের ভাষা শেখার সুযোগ হাতছাড়া করল না উইল। কয়েকদিনের মধ্যে যথেষ্ট শিখে ফেলল ও, তবে এখনও কথা বলতে পারছে না, কিন্তু ভাব বিনিময় করতে পারছে। পওনিদের কাছ থেকে জেনেছে আরকান্সাসের উত্তরে অন্য এক নদীর তীরে ওদের গ্রাম।

শীতের জন্য প্রস্তুতি হিসাবে বাদাম, মূল আর বেরি ছাড়াও জ্বালানি কাঠ জমা করছে ওরা। বাড়িতে বা শিকারে, যখন যেখানে

থাকুক, শত্রুর খোঁজে সতর্ক থাকছে। কিন্তু যাদের আশা করেছিল তারা নয়, এল অন্যরা।

প্রথমে পিয়োটাহ্ দেখতে পেল স্পেনিশদের। অনেক দূরে থাকতে সৈন্যদের বর্মে আলোর ঝিলিক চোখে পড়ল। নাইটার পেয়েছিল যে গুহায়, সেটায় মেয়েদের পাঠিয়ে দিল ওরা, জায়গাটা একইসঙ্গে বাইরে থেকে খুঁজে বের করা কঠিন এবং আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করাও সহজ হবে।

উইলের পাশে এসে দাঁড়াল বুড়ো সাকিতি। পওনিরা তৈরি হয়ে গেছে লড়াই করার জন্য। স্পেনিশরা বেশ কয়েকবারই ওদের গ্রামে রেইড করেছে, পুরুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস বানিয়েছে। উইল যদ্দূর জানে, ইন্ডিয়ানদের দাস হিসাবে ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে স্পেনিশ রাজার, কিন্তু এখানে কে দেখতে আসছে আইনের বরখেলাপ করা হচ্ছে কি-না?

পওনিরা চায় না দুর্ভাগ্যের পুনরাবৃত্তি হোক। দাস হওয়ার চেয়ে বরং লড়াই করে মরে যাওয়া অনেক গৌরবের ব্যাপার।

'অপেক্ষা করো,' মৃদু স্বরে সাকিতিকে বলল উইল। 'তবে তৈরি থেকো। আগে কথা বলব ওদের সঙ্গে। কথা বলে যদি কাজ না হয়, তা হলে লড়াই করব। একজন করে বেছে নেবে সবাই, ঝামেলার আভাস পেলে নির্দ্বিধায় খুন করে ফেলবে যার যার টার্গেটকে।'

বারোজন সৈন্য বর্ম পরে আছে, অন্তত বিশজন ইন্ডিয়ান রয়েছে তাদের সঙ্গে—কোন্ গোত্রের চিনতে পারল না উইল। দু'জন অফিসার আর একজন প্রিস্টও রয়েছে দলে। অফিসারদের একজন ডিয়েগো, কিন্তু অন্যজন মিগুয়েল; এবং সে-ই কমান্ডে রয়েছে।

উইলের একেবারে কাছাকাছি এসে ঘোড়া থামাল মিগুয়েল, ওর উপর থেকে দুর্গের দিকে সরে গেল দৃষ্টি। অন্যের দৃষ্টিতে ওটা কেমন দেখাচ্ছে অনুমান করতে পারছে উইল, মজবুত আকর্ষণীয় একটা দালান, উঁচু খুঁটির স্টকেড। দুর্গটা এত বড় যে ওদের সবার জায়গা হয়ে যাবে।

'উপত্যকায় গিয়ে পেলাম না তোমাকে,' বলল মিগুয়েল।

'অন্তত একটা ব্যাপারে মিল আছে আমাদের,' বলল উইল। 'কোমাঞ্চিদের কামড় তোমরাও খেয়েছ।'

শ্রাগ করল সে। 'উঁহুঁ, ওরা আমাদের সামনে পড়েনি। লড়তে এলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলব কোমাঞ্চিদের।' চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল সে। 'মেয়েটা কোথায়?'

'মেয়ে? মেয়েদের দেখলে কোথায়? এখানে তো সব যোদ্ধা।'

চট করে রেগে গেল মিগুয়েল। এমনিতে অধৈর্য প্রকৃতির, আর এখন মুঠিতে ক্ষমতা থাকায় রীতিমত বেপরোয়া হয়ে উঠল। পিস্তল দুটো পরেছে উইল, তবে পঞ্চোর আড়ালে রয়েছে ওগুলো। চোখের গোচরে মাত্র একটা অস্ত্রই রয়েছে–হাতের বর্শাটা।

'ওই মেয়েটার জন্য ফিরে এসেছি। চালিয়াতি করে লাভ হবে না। এখানকার সবকিছু মহামান্য রাজার।'

স্মিত হাসল উইল। 'যদ্দূর জানি স্পেনিশ মহামান্য একটা আইন চালু করেছেন–কোন অবস্থাতেই ইন্ডিয়ানদের দাস বানানো যাবে না।'

মুহূর্তে বদলে গেল মিগুয়েলের চাহনি। 'রাজা এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানেন না। জানতে পারলে আইন বদলে ফেলবেন।'

'তোমার সুপারিশে? কবে থেকে সামান্য ক্যাপ্টেনদের পরামর্শ নেওয়া শুরু করেছেন তিনি?'

রাগে কুৎসিত হয়ে গেছে মিগুয়েলের মুখ, চোখে স্পষ্ট প্রতিহিংসা। ' "সামান্য ক্যাপ্টেন"? বেশ, দেখা যাবে।' সৈন্যদের ইশারা করল সে। 'এই ব্যাটাকে ধরো। দেখি মেয়েটার খোঁজ না জানিয়ে কতক্ষণ থাকতে পারে।'

এগিয়ে এল সৈন্যরা। চট করে পিছিয়ে পাথুরে এলাকায় চলে এল উইল, জানে ঘোড়া নিয়ে সহজে ওকে ধাওয়া করতে পারবে না সৈন্যরা। থেমে বর্শা ছুঁড়ল ও। ভাগ্য সহায়তা করল মিগুয়েলকে, ঘোড়ার পেটে গুঁতো দেওয়ায় লাফিয়ে আগে বাড়ল ওটা, বর্শাটা পাশ কাটিয়ে গেল তাকে। তবে একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, ঠিক

পিছনের সৈন্যটার বুকে গাঁথল।

কাটা গলা গাছের মত ঢলে পড়ল দু'জন সৈন্য, গলায় তীর বিঁধেছে। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে পওনিরা, চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে স্পেনিশদের।

লাফিয়ে এক সৈন্যের স্যাডলে চেপে বসল এক পওনি, চড়াও হলো লোকটার উপর, পিছন থেকে এক হাতে গলা পেঁচিয়ে ধরেছে; ছেঁচড়ে তাকে নামিয়ে ফেলল স্যাডল থেকে। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক পওনি খুন করে ফেলল তাকে।

যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমন বন্ধ হয়ে গেল আক্রমণ। অবস্থা বেগতিক দেখে দিগ্বিদিক ছুটল সৈন্যরা। যত সাহসই থাকুক, কিন্তু এখানে লড়াই করার ইচ্ছে কারও নেই। উইলের সন্দেহ স্বেচ্ছাচারী হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে এরা বোধহয় কেউই পছন্দ করে না মিগুয়েলকে।

ডিয়েগো পালায়নি, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। 'এতে আমার কোন ভূমিকা ছিল না,' বলল সে। 'কিন্তু দেখেছ তো, কমান্ডে ও ছিল। ইচ্ছে না থাকলেও আসতে হয়েছে আমার। আর···চাইলেও তোমাকে সাহায্য করতে পারব না।'

ধাওয়া খাওয়া সৈন্যদের অনুসরণ করল সে। দূর থেকে উইল খেয়াল করল সৈন্যদের কয়েকজন জড়ো হয়েছে ডিয়েগোর সঙ্গে। তিন সৈনিক আর এক ইন্ডিয়ানের লাশ পড়ে আছে মাটিতে, একজন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে ব্যস্ত।

উইলরা মাত্র তিনজন ছাড়া লুকিয়ে ছিল সবাই, এটাই লড়াইয়ের ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। লুকিয়ে থাকা পওনিরা মোক্ষম সময়ে আক্রমণ করেছে, এমন কিছুর জন্য মোটেও তৈরি ছিল না সৈন্যরা। মিগুয়েল বোধহয় ভাবতেই পারেনি এমন শক্ত প্রতিরোধের মুখোমুখি হবে। পওনিদের কুঁড়েগুলো হয়তো দেখেছে সে, তবে অনেক দূরে ছিল ওগুলো। প্রতিটি কুঁড়ে থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল, দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ভিতরে রয়েছে পওনিরা কিংবা গাছপালা বা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আছে, আশা

করেনি বলেই মাশুল দিতে হয়েছে মিগুয়েলকে।

মৃত সৈন্যদের শরীর থেকে বর্ম আর শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলল পওনিরা। একটু দূরে পড়ে থাকা একটা মাস্কেট আর একটা তলোয়ার খুঁজে পেল উইল।

সাংগ্রে ডি ক্রিস্টোর উপর ভারী মেঘ জমেছে, বাতাস আর্দ্র, ভেজা। বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উপত্যকা ধরে পালিয়েছে মিগুয়েল। পালিয়েছে বটে, তবে উইলের ধারণা আবারও আসবে সে। সম্ভবত উপরঅলাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইশাকোমিকে নিয়ে ফিরবে, তাই চাইলেও খালি হাতে ফিরতে পারবে না। আবার যখন আসবে, ডিয়েগোও এবারকার মত হাত গুটিয়ে থাকতে পারবে না, কিংবা মিগুয়েলকেও বোকা বানানো যাবে না।

সামর্থ্যের পুরোটা ব্যবহার করে ফেলেছে উইলরা। এদিকে আরও লোক রয়েছে মিগুয়েলের। তীর ঠেকানোর জন্য মাস্কেট ব্যবহার করবে। সবচেয়ে দুশ্চিন্তার ব্যাপার, শিগ্‌গিরই নিজেদের গ্রামে চলে যাবে পওনিরা। তিন সৈন্যের বর্মগুলো পেলে খুশি হত উইল, কিন্তু পওনিরা নিয়ে গেছে ওগুলো; যদিও ওর নিজেরও আছে একটা, বহুদিন আগে আরকান্সাসের তীরে খুঁজে পেয়েছিল। স্পেনিশ বর্মগুলোর চেয়ে ওটা শ্রেয়তর, আঁটসাঁট।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পিয়োটাহ্। 'ওদের পিছু পিছু যাব আমি।'

আইডিয়াটা উইলের মাথায়ও উঁকি দিয়েছিল। লড়াইটা এখানেই শেষ করে ফেলতে পারলে ভাল হত। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে ক্যাম্প করবে মিগুয়েল, ছড়িয়ে পড়া সৈন্যদের জড়ো করার আগেই যদি হামলা করা যায়, চূড়ান্ত পরাজয় হবে তার। সৈন্যদের সংগঠিত করে আবার আক্রমণ করতে আসবে সে, সেটা হতে না দিলেই নিরাপদ থাকতে পারবে উইলরা।

তবে মিগুয়েল মোটেও বোকা নয়। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হতে পারে, কিন্তু আজকের পর আর শত্রুকে খাটো করে দেখবে না। সৈনিক হিসাবে অভিজ্ঞ, দক্ষ সে; ওর সঙ্গীরাও লড়াক লোক।

অনেক বেশি সতর্ক থাকবে ওরা, সহজে চমকে দেওয়া যাবে না, বরং যে-কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ধরে নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে ওদের। চমকে দিয়ে ফায়দা লোটা যাবে না আর।

মৃত সৈন্যদের একজনের কাছে বন্দুকে ব্যবহারের জন্য গানপাউডারের একটা কৌটো পেল উইল। এ-মুহূর্তে জিনিসটা ওদের কাছে সোনার চেয়েও বেশি মূল্যবান।

রাত নামল একসময়। পিস্তল দুটো পরখ করল উইল। গুহায় পানি বা খাবারের অভাব নেই, নিশ্চিন্তে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে পারবে মেয়েরা। এখনই যদি গুহায় গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করে, ভাবছে উইল, হয়তো নিজের অজান্তে গুহাটা চিনিয়ে দেবে কোন শত্রুকে। তারচেয়ে গুহা থেকে দূরে থাকাই মঙ্গল।

নিজেদের ক্যাম্পে রয়েছে পওনিরা। দুর্গে এক উইল। মিগুয়েলদের খোঁজে বেরিয়ে গেছে পিয়োটাহ্। ঘুমানোর প্রশ্নই আসে না, কারণ যে-কোন মুহূর্তে হামলা হতে পারে, সেজন্য তৈরি থাকতে হবে ওকে।

দুর্গটা উঁচু হওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকা চোখে পড়ছে ওর। উপত্যকার দিকে মুখ করে বসল উইল, মাঝে মধ্যে বাদাম চিবাচ্ছে। তূণ আর ধনুক পাশে রেখেছে। অপেক্ষা করতে একটুও ভাল লাগছে না, অথচ না করেও উপায় নেই। বেরিয়ে গিয়ে পিয়োটাহ্র সঙ্গী হতে পারলে খুশি হত, কিন্তু শত্রুপক্ষ যদি দুর্গের দখল পেয়ে যায়, তা হলে নিরাপদ আশ্রয় তো হারাবেই, উপরন্তু জমিয়ে রাখা খাবারও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

পয়সানো কোথায়? সাধারণত ধারে-কাছেই থাকে ওটা।

একটু একটু করে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। পায়চারি করছে ও, প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে, মাঝে মধ্যে চোখ তুলে বাইরে অন্ধকারে তাকাচ্ছে। দুর্গের কোথাও কোন আলো নেই, চলাফেরার জন্য দরকারও নেই উইলের, প্রায় সবকিছু হাতের তালুর মত চেনা।

আকাশে চাঁদ নেই, তবে তারা আছে। উঁচু পোর্ট থেকে স্টকেড ছাড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে ও। কিছুই নড়ছে না। কিছু না···

ঝোপের কিনারায় স্থির হলো উইলের দৃষ্টি। আসলে কি নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে? অতিরিক্ত উদ্বেগে দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে না তো? নাকি সত্যি একটা পাতা নড়ে উঠেছে?

ধনুক তুলে নিয়ে অপেক্ষায় থাকল উইল।

হ্যাঁ, একটা কিছু আছে ওখানে!

আরেকজন! কেউ চুপিসারে এগিয়ে আসছে!

ঘাসে ক্ষীণ সরসর শব্দ হলো, তারপর আবার। অন্তত দু'জন স্টকেডের নীচে চলে এসেছে। ধনুকে একটা তীর লাগিয়ে নিচু হলো উইল।

অতি সন্তর্পণে, প্রায় বোঝাই যায় না, ধীরে ধীরে স্টকেডের উপর মাথা তুলল একজন। তারপর হঠাৎ কাঁধ আর বুক জেগে উঠল। এক পা দেয়ালের উপর তুলে দিল লোকটা। তীরটা ছেড়ে দিল উইল।

বিশ কদম দূরের টার্গেট। অখণ্ড নীরবতার মধ্যে লোকটার শরীরে তীর বেঁধার ভোঁতা শব্দ স্পষ্ট কানে এল, অস্ফুট স্বরে যন্ত্রণা প্রকাশ করল সে, ভারী শব্দে স্টকেডের উপর থেকে মাটিতে পড়ল শরীরটা। পাশ ফিরে পড়েছে লোকটা, আবছা কাঠামোটা চোখে পড়ছে উইলের। তবে বুঝতে পারছে না মারা গেছে নাকি আহত হয়েছে। এমনও হতে পারে সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ফটক খুলে দেবে যাতে ঢুকতে পারে অন্যরা।

নড়ে উঠল লোকটা। দ্বিতীয় তীরটা সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ল উইল।

সহসা ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল ও। ভীমরুলের চাকের মত ছুটে আসছে শত্রুরা, অসংখ্য।

অসহায় বোধ করল উইল। একা ও।

পনেরো

অন্ধকারে চোখে সয়ে এসেছে ওর। দুর্গের ভিতরে বা কাছাকাছি, প্রতিটি ছায়া চেনা। ছুটে আঙিনায় চলে এল ও, বুঝতে পারছে নিরাপদ জায়গায় থেকে অসম লড়াই জেতা সম্ভব হবে না। সঙ্গে তলোয়ার, বর্শা এবং পিস্তল, সবই রয়েছে এখন।

আঙিনায় যখন পৌঁছল উইল, ততক্ষণে দেয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে পড়েছে শত্রু। একজন নয়, অন্তত তিনজন। কোণাকুণি, উপর দিকে বর্শা চালাল ও। দু'হাতে দেয়াল চেপে ধরা থাকায় বর্শাটা যখন দেখতে পেল লোকটা, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পেটে বিঁধে গেছে ওটা। এক হাতে বর্শাটা টেনে বের করার প্রয়াস পেল সে, দেয়াল থেকে ছুটে গেছে অন্য হাত। বর্শা ছেড়ে দিল উইল। হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ল লোকটা, এমনভাবে পড়েছে যে বর্শাটা আমূল বিঁধে গেছে।

হঠাৎ পিছনে মোকাসিনের ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল উইল।

ঝট করে ঘুরল ও, একইসঙ্গে তলোয়ার চালিয়েছে আন্দাজের উপর। গা শিউরানো তীক্ষ্ণ শব্দে তলোয়ারে কাটা পড়ল কী যেন। পরমুহূর্তে দুই শত্রুকে সামনে দেখতে পেল উইল, একজনের হাতে বর্শা রয়েছে। শূটিং ক্রীকে বাবা আর অন্যদের সঙ্গে ফেন্সিং আয়ত্ত করেছে ও, দক্ষ হয়ে উঠেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করে। অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় তলোয়ার চালিয়ে বর্শার ফলা সরিয়ে দিল ও, পরমুহূর্তে তলোয়ারটা ঠেলে দিল সামনের দিকে। টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল শত্রু, তলোয়ারের ফলা ঢুকে গেছে পুরোপুরি। অন্য

লোকটা ফটকের বার খুলে ফেলছে, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল উইল।

ঘুরে তার দিকে ছুটল ও, দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। খোলা গেটে এসে দাঁড়িয়েছে এক অশ্বারোহী! পিস্তল বের করে গুলি করল উইল, তারপর মাটিতে ডাইভ দিল। রিলোড করবে পিস্তলটা।

ভড়কে গেছে শত্রুরা, খোলা গেটে কাউকে দেখা গেল না। ফলাফলে নয়, বরং পিস্তলের প্রচণ্ড গর্জনে হতভম্ব হয়ে পড়েছে, খোলা ফটক পেলেও ভিতরে ঢুকে পড়েনি।

প্রথম গুলিতে মারা গেছে একজন। নাও মরতে পারত লোকটা, কারণ দশ ফুট দূরে ছিল সে, আর উইলের পিস্তলের ব্যারেল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। স্যাডল থেকে খসে পড়ল সে, পাথুরে আঙিনায় খটখট শব্দে সরে গেল ঘোড়াটা। একটু পর গেটের কাছে ফিরে এল ওটা, তারপর বেরিয়ে গেল।

গুলির সঙ্গে সঙ্গে হামলায় বিরতি পড়েছে। অপেক্ষা করছে উইল, বুক ধড়ফড় করছে। ফটকটা আগের জায়গায় ঠেলে নিয়ে গেল ও, বার নামিয়ে দিল।

উইলের শত্রুরা সাহসী মানুষ, কিন্তু ভাবেনি পিস্তলের মোকাবিলা করতে হবে, আক্রমণের শুরুতেই দু'জন হারিয়েছে···উৎসাহ হারানোর জন্য যথেষ্ট।

দু'জনকে মেরেছে ও। তিনজন দেয়াল টপকে ভিতরে ঢুকেছে। একজন খুন হয়েছে বর্শার আঘাতে, দ্বিতীয়জন মরেছে তলোয়ারের কোপে। তৃতীয়জন ফটক খুলে দিয়েছিল। কোথায় আছে লোকটা?

পিস্তল দুটো স্ক্যাবার্ডে ফেরত পাঠাল উইল। পিস্তল তুলে নেওয়ার সময় হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দিয়েছিল, কাছাকাছি মাটিতে কোথাও পড়েছে ওটা। গোড়ালির উপর ভর রেখে বসল ও, হাতড়ে খোঁজ করল।

পেয়েছে! এবার কী করবে?

উইল নিশ্চিত ভিতরে আছে একজন। ওকে খুন করার জন্য অপেক্ষায় আছে সে। লোকটা ইন্ডিয়ান, মিগুয়েলের বাহিনীর সদস্য।

অন্ধকারে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে।

অশ্বারোহী সহ তিনজন মারা গেছে। অশ্বারোহী নিশ্চল পড়ে আছে, সামান্য নড়াচড়াও করেনি। গুলিটা তা হলে জায়গামত লেগেছে? কিন্তু তৃতীয় ইন্ডিয়ান কোথায় লুকিয়েছে? অবশ্যই আছে। ফের বাইরে থেকে যখন আক্রমণ করবে অন্যরা, এই লোকটা পিছন থেকে হামলা করবে উইলকে।

বাইরের শত্রুরা কী ভাবছে? দুর্গের ভিতরে যে একজন জীবিত রয়েছে, জানার কথা নয় তাদের, ধরে নেবে অন্তত তিনজন খুন হয়ে গেছে, চারজনও হতে পারে। চড়া মূল্য। কিন্তু মিগুয়েল নিষ্ঠুর, থামতে জানে না। নিজের প্রাণ ছাড়া অন্য কারও ব্যাপারে মায়া নেই তার।

আগুন লাগাবে? মনে মনে স্পেনিশ অফিসারের সম্ভাব্য পদক্ষেপ অনুমান করার প্রয়াস পেল উইল। হ্যাঁ, আগুন লাগাতে পারে, তবে মিগুয়েল নিশ্চিত জানে না ভিতরে ইশাকোমি আছে কি-না। উপরঅলাদের জন্য পছন্দ করা বিশেষ পুরস্কারের ক্ষতি করতে চাইবে না সে।

ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশে প্রতিটি ছায়া খুঁটিয়ে দেখল উইল। কিছুই নড়ছে না। গাঢ় ছায়া। একটু দূরে পড়ে আছে ইন্ডিয়ান, বুকে গেঁথে রয়েছে বর্শাটা। ওটা হয়তো দরকার হবে, ভাবল উইল।

কোথায় লুকিয়েছে লোকটা? বাড়ির প্রতিটি ছায়া মনে গাঁথা আছে ওর, একটা একটা করে স্মরণ করল—খুঁটিনাটি মনে করল, বিবেচনা করল লুকিয়ে থাকা সম্ভব কি-না।

ধারে-কাছে কোথাও? উইল চলে গেলে ফটক খুলে দেওয়ার ধান্ধায় আছে?

ধীরে ধীরে কাটছে সময়। খুঁটিয়ে প্রতিটি ছায়া জরিপ করল উইল। দুর্গের এক পাশে চলে যায়নি তো লোকটা, হয়তো আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে?

মুহূর্ত কয়েক প্রবল আতঙ্ক বোধ করল ও। দুর্গ পুড়ে গেলে শীতের আগে আবার তৈরি করা সম্ভব হবে না। উদ্বেগের কারণে

নিজের অজান্তে নড়ে উঠল, পরমুহূর্তে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল, শত্রু হয়তো খুঁজছে ওকে। আশায় আছে নড়াচড়া করে নিজের অবস্থান প্রকাশ করবে ও। বহু পুরানো রীতির চর্চা করছে এখন ওরা—আগে যে-ই নড়বে, সে-ই মারা পড়বে।

ইশাকোমিরা কেমন আছে? গুহাটা আবিষ্কার করে ফেলেনি তো শত্রুরা? এমনও হতে পারে, হয়তো ওদেরকে বন্দি করে ফিরে যাচ্ছে স্পেনিশরা। কান পাতল উইল, খুরের কোন আওয়াজ শুনতে পেল না।

শিগ্‌গিরই একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করবে, সিদ্ধান্ত নিল উইল, দুর্গ থেকে যাতে গুহায় চলে যাওয়া যায়। গুহার একটা অংশ এখনও পরখ করেনি ওরা, হয়তো দুর্গের দিকে চলে এসেছে ওটা। পালানোর পথ ছাড়াও অবরুদ্ধ অবস্থায় সাপ্লাই পাওয়ার উপায় হিসাবেও কাজে লাগবে সুড়ঙ্গটা।

ফটকের বাইরে নড়াচড়া টের পেল উইল। কী করছে লোকগুলো?

দেয়ালের এক পাশে না উঠে চারদিক থেকে টপকানোর চেষ্টা করবে? দেয়ালের উপর দড়ি ফেলে ক্রল করে উঠে আসবে? ফটকের তলায় কোন বিস্ফোরণ ঘটাবে? মই ব্যবহার করবে? নাকি একজনের কাঁধে অন্যজন চড়ে উঠে আসবে দেয়ালের উপর?

মিনিটের পর মিনিট পেরিয়ে যাচ্ছে। পিয়োটাহ্ কোথায়? বিপদে পড়েনি তো? বিপদে পড়তে পারে, কিন্তু সহজে তাকে কব্জা করতে পারবে না কেউ। বনে-বাদাড়ে বা অন্ধকারে ভূতের মত নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে সে, এত নিঃশব্দে কাউকে চলাফেরা করতে দেখেনি উইল।

কাছে-পিঠে কোথাও আছে সে, নিশ্চিত ও।

মিগুয়েল নিশ্চই ভাবছে, এ-অবস্থায় কী করা যায়। ইশাকোমিকে চায় সে, নিজের জন্য না হলেও, কমান্ডিং অফিসারদের সামনে উপহার হিসাবে উপস্থাপন করতে ইচ্ছুক। বোধহয় প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ডিয়েগোর বদলে সে-ই নেতৃত্ব পেয়েছে। তীব্র

শীতের মধ্যেও বাড়ি ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে লোকটা, ডিয়েগোর বদলে নেতা হয়ে ফিরে এসেছে আবার। এবার আর তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না তাকে, সহজে হাল ছাড়বে না একগুঁয়ে মিগুয়েল।

মুহূর্ত কয়েকের জন্য ফটক খুলতে পেরেছিল, পলকের জন্য ভিতরটা দেখার সুযোগ পেয়েছিল স্পেনিশরা; দুয়ে দুয়ে চার মেলাবে মিগুয়েল। যা ঘটেছে, মোটামুটি অনুমান করে নেবে।

ঠিকই সে বুঝতে পারবে একা রয়েছে উইল, একা না হলেও বড়জোর দু'তিনজন আছে ওর সঙ্গে।

মেয়েদের ব্যাপারে মনোযোগ দেবে সে। আন্দাজ করে নেবে অন্তত তিনজন হবে মেয়েরা। ইন্ডিয়ানরা দুর্গে ব্যস্ত রেখেছে উইলকে, এদিকে সৈন্যদের নিয়ে হয়তো গুহার কাছে চলে গেছে মিগুয়েল, ইশাকোমিকে খুঁজছে। অ্যাকো মেয়েটা আর পঙ্কা মহিলাকে দেখেছে সে।

মিগুয়েল যথেষ্ট ধূর্ত, পোড়খাওয়া মানুষ, সহজে বোকা বানানো যাবে না তাকে।

খুঁটির গোড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে এক রাইডার। দু'বার খুর দাপাল অস্থির ঘোড়াটা। শান্ত, আলাপী সুরে কথা বলল মিগুয়েল। 'জানি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, ক্যালকিন। শেষবারের মত বলছি, ভাল চাইলে ইন্ডিয়ান মেয়েটাকে বাইরে পাঠিয়ে দাও। ওকে পেলে চলে যাব আমরা, যেখানে খুশি যেতে পারবে তুমি।

'ওকে পেলে হয়তো তোমার একটা উপকারও করতে পারি। রাজার কাছে পোস্ট স্থাপনের জন্য তোমার পক্ষে সুপারিশ করব। কিন্তু এত কিছুর বিনিময়ে শুধু একটা জিনিস চাই আমার—ইন্ডিয়ান ওই মেয়েটাকে।' থেমে উইলের উত্তরের অপেক্ষা করল, কিন্তু না পেয়ে খেপে গেল সে। 'এমন বোকামিও করে মানুষ! সামান্য একটা ইন্ডিয়ান মেয়ের জন্য এত জেদ করছ কেন? অমন শত শত মেয়ে আছে, চাইলেই পেয়ে যেতে পারো তুমি! ওর জন্য নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বোকামি করছ না?'

উত্তরে কী বলবে, ভাবেনি উইল। উত্তর দেওয়ার ইচ্ছেও নেই,

তা হলে ওর গোপন অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবে লুকিয়ে থাকা ইন্ডিয়ানের কাছে, সে যেখানেই থাকুক।

আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর ধৈর্য হারিয়ে ফেলল মিগুয়েল। কণ্ঠ চড়া হয়ে গেল। 'আস্ত বেকুব তুমি! শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করছ! এর পরিণাম কিন্তু ভাল হবে না, কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেব আমি! ধরার পর পিঁপড়ার ঢিবিতে বেঁধে রাখব তোমাকে!'

সরাসরি হামলা করবে না সে, একরকম নিশ্চিত উইল। সহজ জয়ের আশা নিয়ে এসেছিল, ভাবেনি পওনিরা থাকবে বা বাগড়া দেবে। কয়েকজন লোক হারিয়েছে, যাদের অভাব পূরণ হওয়ার নয়। অথচ এতকিছুর পরও মূল উদ্দেশ্য ভেস্তে যেতে বসেছে। খালি হাতে সান্তা ফেয় ফেরত যাওয়া মানে চূড়ান্ত পরাজয় মেনে নেওয়া। বদমেজাজ আর অস্থিরতার চরম মূল্য দিয়ে হলেও অনিবার্য জয় পেতে চাইছে। এখানে যদি হেরে যায় সে, সান্তা ফেয় গিয়ে মুখ দেখাতে পারবে না।

বাইরে পিয়োটাহ্‌র সঙ্গে থাকতে পারলে ভাল হত, ভাবল উইল। কী ঘটছে দেখতে পেত, ইচ্ছেমত নড়াচড়াও করতে পারত। আবছা অন্ধকারের মধ্যে ছায়ার নড়াচড়া চোখে পড়েছে, তবে এখন একেবারে শান্ত সবকিছু। নড়ার সাহস করতে পারছে না উইল।

লুকিয়ে থাকা লোকটার কাছে কী ধরনের অস্ত্র রয়েছে? তীর-ধনুক? বর্শা? ছুরি বা তলোয়ার? ছুরি বা তলোয়ার হলে নড়াচড়া করার সুযোগ আছে ওর, কিন্তু বর্শা বা তীর-ধনুক হলে দূর থেকে ওকে আঘাত করতে পারবে সে। অল্প রেঞ্জে কোনটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কথা নয়।

মিগুয়েল নিশ্চই ক্যাম্প করেছে। আগুন জ্বালিয়ে খেতে বসবে সৈন্যরা, যদি লড়াইয়ের আগে খাওয়ার পাট না চুকিয়ে থাকে। সঙ্গে খাবার নিয়ে আসার কথা। পরিমাণে কম বোধহয়। খাবার না থাকলে বা ফুরিয়ে গেলে এখানে টিকে থাকতে পারবে না ওরা।

পিয়োটাহ্‌র মাথায় কি এ-চিন্তাটা এসেছে? যুদ্ধের সময় খাবারের

উপর তেমন নির্ভর করে না ইন্ডিয়ানরা, শত্রুর খাবারের সাপ্লাই কমিয়ে দিতে পারলে যে যুদ্ধে জেতা সম্ভব, সেটাও ভাবে না ওরা। লড়াইয়ের সময়, প্রকৃতিতে যা পাওয়া যায়, তার উপর নির্ভর করে ইন্ডিয়ানরা, বড়জোর দু'তিনদিনের খাবার থাকে ওদের সঙ্গে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ব্যাপারে অনীহা রয়েছে ওদের। একটা লড়াই করে ওরা, জিতলে বাড়ি ফিরে যায়। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পরপর লড়াই করার পরিকল্পনা করে না ওরা, যেহেতু যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধাদের খাবার সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা ওদের নেই।

ঘৃণা বা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নয়, বরং গৌরবের জন্য লড়াই করে। স্ক্যাল্পের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ ওদের, সংখ্যা বাড়িয়ে নিজের সম্মান আর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে চায়। পুব অঞ্চলে সেনেকাদের সঙ্গে যুদ্ধে মেতে উঠেছে প্রতিবেশী ইন্ডিয়ানরা, শূটিং ক্রীক ছাড়ার আগে গুজব শুনেছিল উইল, ইরোকুইজরা নাকি নির্মূল করে ফেলবে সেনেকাদের।

তবে পিয়োটাহ্ সাধারণ কিকাপু নয়, বরং সাদা মানুষের মতই ভাবতে শিখে ফেলেছে। ইংরেজ লোকটার সঙ্গে জীবনের বহু সময় কাটিয়েছে সে, উইলের সঙ্গেও কেটে গেছে প্রায় দেড় বছর। হয়তো সাদাদের মত রণকৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে। উইল প্রার্থনা করল মিগুয়েলদের ক্যাম্প আর খাবারের সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা যেন পিয়োটাহ্র মাথায় উঁকি দেয়।

মেয়েদের কাছে তিনদিনের খাবার আছে। কম করে খেলে চারদিন চলে যাবে। প্রয়োজনে অনাহারে কাটিয়ে দিতে পারবে আরও কয়েকদিন। যে-কোন ইন্ডিয়ানই এ-ব্যাপারে অভ্যস্ত, যেহেতু শীতের শেষ দিকে, তুষার গলে যাওয়ার আগে কিছুদিন এভাবেই কেটে যায় ওদের; জমানো খাবার শেষ হয়ে যায়, অথচ শিকার করা সম্ভব হয় না আর প্রকৃতি থেকে খাবার যোগাড় করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে, টের পেল উইল। জোর করে নিজেকে সজাগ রাখল। কাছে-পিঠে লুকিয়ে আছে শত্রু, ঘুমিয়ে

পড়লে সেই ঘুম আর ভাঙবে না কখনও।

দুর্গের বাইরের শত্রুরাও অপেক্ষায় আছে। কোনভাবে যদি পরিবারকে খবর পাঠাতে পারত! ক্যালকিনদের অলিখিত রীতি–কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করার জন্য ছুটে আসে অন্যরা, রক্তের টান যত কমই হোক। ক্যালকিন নামটাই যথেষ্ট। বাবার কাছ থেকে শিক্ষাটা পেয়েছে ওরা। যখনই কোথাও যায়, আশপাশে কোন ক্যালকিন আছে কি-না খোঁজ করে, জানতে চায় কেউ বিপদে পড়েছে কি-না। হয়তো এ-মুহূর্তে ওকে খুঁজছে কোন ক্যালকিন, যাকে আদৌ কখনও দেখেনি উইল।

তবে একশো মাইলের মধ্যে ক্যালকিনদের কেউ নেই। আছে পিয়োটাহ্ আর পওনিরা।

মাথা নাড়ল ও, চোখ পিটপিট করে তাকাল। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল!

উঁহুঁ, এভাবে বসে থাকা যাবে না। এখান থেকে সরে যেতে হবে। কিছু একটা করতে হবে। ভিতরে লুকিয়ে থাকা লোকটাকে নিকেশ করে ফেলতে হবে, এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা যাবে না।

ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে, গাঢ় ছায়ার সঙ্গে মিশে থেকে দু'পায়ের উপর খাড়া হলো উইল। টানা একই অবস্থানে থাকায় আহত পায়ে ব্যথা বোধ করছে, আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেশি। কান পাতল ও, কোন শব্দ শুনতে পেল না। চারপাশে গাঢ় ছায়া। সন্তর্পণে একটা পা তুলল, সামনে বাড়াল, নিঃশব্দে মাটিতে ফেলল। অসীম সতর্কতার সঙ্গে এক পা এক পা করে এগিয়ে চলল। দৃশ্যমান প্রতিটি ছায়া খুঁটিয়ে দেখছে।

কিছুই নেই…

ফের এগোল উইল। সহসা দুর্গের বাইরে থেকে চাপা একটা আর্তনাদ ভেসে এল। দীর্ঘ, প্রলম্বিত আর্তনাদ। তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করছে কেউ, মরার ঠিক আগের মুহূর্তে যেমন চিৎকার করে মানুষ!

লোকটা কে?

পিয়োটাহ্? মনে হয় না, সম্ভাবনাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল

উইল। বরং লোকটা পিয়োটাহ্‌র কোন শিকার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিকাপু মরবে, কিন্তু চেঁচাবে না।

ছায়া ব্যবহার করে এগোল উইল, হাতে বর্শা তৈরি, প্রয়োজন পড়া মাত্র ছুঁড়ে মারবে। অন্য হাতটা ছুরি ছুঁইছুঁই করছে।

অন্ধকারে কিছু একটা কি নড়েছে? নাকি ভুল শুনেছে? আরেকটু এগোল ও, তলোয়ারের মত ব্যবহার করার জন্য শক্ত মুঠিতে চেপে ধরেছে বর্শাটা।

দালানের বিপরীতে বসে আছে লোকটা, আবছা আলোয় দেখতে পেল উইল। পায়ের কাছে গাঢ় কী যেন পড়ে রয়েছে। লোকটার মাথা নুয়ে পড়েছে ডান কাঁধের উপর, চোখ দুটো খোলা–নিস্প্রাণ দৃষ্টি।

মারা গেছে? তলোয়ার দিয়ে একেই আঘাত করেছিল। গেট খুলে দিয়ে এখানে ফিরে এসেছিল লোকটা। পায়ের কাছে মাটি রক্তে সয়লাব হয়ে গেছে, পেট ফেড়ে ফেলেছে তলোয়ারের ব্লেড।

মৃত একজন মানুষ ওকে এতক্ষণ আটকে রেখেছিল, এক চুল নড়েনি, ভাবতেই নিজের উপর খেপে উঠল উইল। আঙিনা হয়ে গেটের কাছে চলে এল ও। বার পরখ করল, ঠিকই আছে।

এবার দুর্গে চলে এল, উঁচু পোর্ট থেকে স্পেনিশদের ক্যাম্পের আগুন দেখতে পেল। আরও দূরে, ভোরের ফিকে আলোয় পওনিদের কুটির থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে। পওনিরা লড়াইয়ে যোগ দেয়নি এবার, কারণটা অনুমান করতে পারল না উইল।

মেয়েরা গুহায় অপেক্ষায় আছে। এদিকে কী ঘটছে, এ-নিয়ে উদ্বিগ্ন নিশ্চই। উইল ভয় পাচ্ছে ওরা হয়তো বেরিয়ে আসবে, গোপন আশ্রয়ের অবস্থান প্রকাশিত হয়ে পড়বে শত্রুদের কাছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আশ্রয় হিসাবে জায়গাটা দারুণ।

স্পেনিশদের ক্যাম্পে নড়াচড়া চোখে পড়ল। সম্ভবত তৈরি হচ্ছে সৈন্যরা, দূর থেকে দেখে তাই মনে হলো উইলের। আবার আক্রমণ করবে?

তবে দুর্গের দিকে একাই এগিয়ে এল মিগুয়েল। তীরের রেঞ্জের

বাইরে এসে ঘোড়ার লাগাম টানল, চেঁচিয়ে ডাকল উইলকে। 'ক্যালকিন? তোমার বন্ধুদের ধরব এবার! ওদের শেষ করে তোমার দিকে মনোযোগ দেব। মেয়েটাকে তৈরি রাখো। আর যদি এখনই ওকে আমার হাতে তুলে দাও, তা হলে যেখানে খুশি চলে যেতে দেব তোমাকে।'

শেষ কথাটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আগাগোড়া প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ মিগুয়েল, উইলকে বন্দি করার সঙ্গে সঙ্গে যে খুন করে ফেলবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিংবা হয়তো রাতের হুমকি অনুযায়ী সত্যি সত্যি পিঁপড়ের ঢিবিতে বেঁধে রাখবে।

'এরমধ্যে যথেষ্ট লোক হারিয়েছ,' শান্ত স্বরে জবাব দিল উইল। 'পওনিদের সঙ্গে লাগতে গেলে আরও হারাবে, শেষে দুই পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে সান্তা ফেয় ফিরতে হবে তোমার।'

'ওই মেয়েটাকে যেভাবে হোক নিয়ে যাব আমি!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে অপেক্ষমাণ সৈনিকদের কাছে চলে গেল সে। কেন ওকে নিজের পরিকল্পনা জানাচ্ছে মিগুয়েল? সন্দিগ্ধ মনে ভাবল উইল। ক্যাম্পের উপর নজর রেখে চলল ও। সৈন্যরা সার বেঁধে দাঁড়াচ্ছে, সবার সামনে চলে এসেছে মিগুয়েল। নীরব বিস্ময়ে লোকটার বোকামি দেখল উইল। স্পেন, ফ্লেন্ডার বা অন্য যে-কোন জায়গায় দুর্ধর্ষ সৈনিক হতে পারে সে, কিন্তু ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়তে যাওয়ার আগে নিজের উদ্দেশ্য জানান দেওয়ার মত বোকামি আর হতে পারে না।

কয়েকবারই দুর্গের দিকে ফিরে তাকাল সে, তখনই মিগুয়েলের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হলো। সে চাইছে ইন্ডিয়ান বন্ধুদের সাহায্য করার জন্য বেরিয়ে যাক উইল, এরমানে হচ্ছে কাছাকাছি অপেক্ষায় আছে কেউ, উইল বেরিয়ে যাওয়া মাত্র দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়বে।

সতর্কতার সঙ্গে পুরো জায়গাটা জরিপ করল ও, প্রতিটি গাছ বা ঝোপের আড়াল পরখ করল, প্রতিটি...

গেট থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে লুকিয়ে আছে দুই স্পেনিশ সৈন্য। মাটির সঙ্গে মিশে আছে ওরা, শরীর টানটান, যে-কোন মুহূর্তে ছুট

দেবে গেটের উদ্দেশে। একজনের হাতে একটা মাস্কেট বন্দুক, দৃশ্যত উইলকে দেখা মাত্র গুলি করবে।

চারপাশে ইন্ডিয়ানরাও রয়েছে। এরা কেউই টিকতে পারবে না, যেহেতু আড়ালটা এমন কিছু নয়।

ধনুকে একটা তীর লাগাল উইল।

ষোলো

সুন্দর ঝকঝকে সকাল। সূর্য পুবের পাহাড়ের আড়ালে রয়ে গেছে এখনও, তবে অপূর্ব আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে পুরো উপত্যকা। পওনিদের গ্রামে কোন নড়াচড়া নেই, শুধু সরু স্তম্ভের আকারে ক্ষীণ ধোঁয়া আকাশে উঠে যাচ্ছে। মিগুয়েল বা সৈন্যদের মধ্যে কোন সাড়া নেই।

উপত্যকার ওপাশে, বহু দূরে, দিগন্তের সঙ্গে মিশে গেছে শুভ্র মেঘের সারি। পেঁজা তুলোর মত কিছু মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে নীল আকাশে, সকালের সূর্যের আলোয় গোলাপের তুলো মনে হচ্ছে ওগুলোকে। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সৈন্যরা সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করছে নিজেদের, অস্থির হয়ে পড়েছে অ্যাকশনের জন্য। মাস্কেট হাতে সামান্য এগোল লোকটা, উন্মুখ হয়ে আছে গেটের মুখে উইলকে দেখতে পাওয়ার জন্য।

গেটে নিবদ্ধ ছিল লোকটার দৃষ্টি, তবে চোখের কোণ দিয়ে পোর্চের ছাদে উইলকে উঠে দাঁড়াতে দেখতে পেল। ঝট করে পাশ ফিরল সে, সরাসরি উইলের দিকে তাকাল। খানিকটা নিচু হয়ে দাঁড়িয়েছে উইল, হাতে ধনুকের ছিলা টানটান হয়ে গেছে। দৃশ্যটার

ভয়ঙ্করত্ব বুঝতে একটা মূল্যবান সেকেন্ড দেরি করে ফেলল লাকটা। বিস্ময়ে চোখ সরাতে পারছে না।

তীরটা ছেড়ে দিল উইল।

মৃত্যু সময়-অসময় বিচার করে না। সকালের উজ্জ্বল আকাশ, নীলচে-সবুজ পাহাড় আর বনভূমির পটভূমির বিপরীতে দাঁড়ানো উইলের কাঠামো নিশ্চই দৃশ্য হিসাবে উদ্বেলিত করার মত, কিন্তু উপভোগ করার সুযোগ হলো না লোকটার। তার পরিচয় জানা নেই উইলের, কিংবা গ্রাহ্যও করে না মেক্সিকোয় নাকি স্পেনে জন্মেছে। নিজস্ব ভুবনে নিশ্চই গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবে সে, কিন্তু করুণ ব্যাপার হচ্ছে তার এখানে আসা, সম্ভবত নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই এসেছে।

জীবনে তার দেখা শেষ দৃশ্য ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল এক সকালের আকাশ আর দুর্গের প্যারাপেটে উঠে দাঁড়ানো উইলের গাঢ় অবয়ব। ধনুকটা কি দেখেছে? কিংবা ছুটন্ত তীরটা?

হঠাৎ সটান দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, মাস্কেট ছেড়ে দিয়ে বুকে বেঁধা তীরের শলাকা চেপে ধরল দু'হাতে। টলমল পায়ে দু'কদম আগে বাড়ল সে, এখনও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উইলের দিকে। এদিকে পড়িমরি করে ছুট দিয়েছে ওর সঙ্গী, অল্পের জন্য পাশ কাটিয়ে যেতে সক্ষম হলো উইলের নিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় তীর। পাথরের উপর পড়ে থাকা আরও একটা লাশ চোখে পড়ল উইলের, রাতে গেটে একেই গুলি করেছিল।

মইয়ের ধাপ ভেঙে গেটের কাছে চলে এল উইল, দ্রুত গেট খুলে বাইরে পা রাখল। সূর্য আরেকটু উপরে উঠে এসেছে, উপত্যকার কোথাও এখন আর ছায়া নেই। মেয়েদের গুহার কাছাকাছি ক্ষীণ নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর, ঝট করে সেদিকে ফিরল, কপালে হাত ঠেকিয়ে রোদ আড়াল করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। কিছুই চোখে পড়ল না।

দৃষ্টিভ্রম। সহসা বুনো ও সম্মিলিত একটা হুঙ্কার কানে এল, পরপরই মাস্কেট বন্দুকের ভারী গর্জন শুনতে পেল উইল। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল আহত কোন লোক। আড়ালে লুকিয়ে ছিল

পওনিরা, সৈন্যরা গ্রামের দিকে অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করার আগেই আক্রমণ করেছে। দুই পক্ষ সমানে সমান, কিন্তু চমকটা আবারও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল।

অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় এসে থামল উইল। সমানে লড়াই চলছে। ধুলো, রণহুঙ্কার, রাইফেলের গর্জন এবং আহতদের অস্ফুট কাতরানি মিলিয়ে গোলমেলে একটা পরিবেশের পর সবশেষে নীরবতা নেমে এল। ধুলো থিতিয়ে এল আস্তে আস্তে, রৌদ্রোজ্জ্বল উপত্যকায় পড়ে থাকল কয়েকটা লাশ।

লড়াই ছেড়ে পালিয়েছে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার। ছুটন্ত পদাতিক বাহিনীকে তাড়া করেছে পওনিরা।

মিগুয়েল, যদি বেঁচে গিয়েও থাকে, আবারও ব্যর্থ হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগোল উইল। মাটিতে পড়ে থাকা এক ইন্ডিয়ানকে দেখতে পেল, স্পেনিশদের সঙ্গে এসেছিল, মাথার চামড়া নেই লোকটার। আরেকটু এগোতে দেখতে পেল ডিয়েগোকে বন্দি করেছে দু'জন পওনি।

'ও ভালমানুষ,' বলল উইল। 'ওর ভার আমার উপর ছেড়ে দাও।'

স্রেফ তাকিয়ে থাকল পওনিরা।

'ও আসলে বন্ধু,' পওনিদের আশস্ত করতে বলল উইল, কিন্তু আগের মতই তাকিয়ে থাকল তারা, ডিয়েগোর বাহু ছাড়েনি।

বুড়ো যোদ্ধা সাকিতি এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'এই লোকটা ভাল,' তাকে ব্যাখ্যা করল উইল। 'ও আমার বন্ধু।'

'কিন্তু অন্য যে-কারও চেয়ে কঠিন লড়াই করেছে ও।'

'কারণ সাহসী যোদ্ধা, বীর ও। নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। আমাদের বিরুদ্ধে লড়ার ইচ্ছে নেই, গতকালই বলেছে আমাকে। ধূসর রঙের ঘোড়ায় চড়া ওই লোকটা ছিল ওদের নেতা, সে-ই এদের লড়তে বাধ্য করেছে।'

'সে তো পালিয়ে গেছে।'

'খুব খারাপ। মহা বদ লোক। কিন্তু এই লোকটা ভাল।'

'এ-তো এই দু'জনের বন্দি, ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারে ওরা।'

'তুমি ওদের চীফ নও?'

'হ্যাঁ। ওদের ওঅর পার্টির চীফ আমি। তাই বলে ওদের নির্দেশ দিতে পারি না, বড়জোর পরামর্শ দিতে পারি। আমার দলে সবাই স্বাধীন, নিজের ইচ্ছেমত যে-কোন কিছু করতে পারে। এমনকী চাইলে দল ছেড়েও চলে যেতে পারে। চেয়েছিল বলেই আমার সঙ্গে এসেছে ওরা, আমি আসতে বলিনি। এই লোকটা ওদের বন্দি, তাই ওরাই সিদ্ধান্ত নেবে।'

দুই পওনির দিকে ফিরল উইল। 'ওকে বেচবে আমার কাছে?'

জবাব দিল না কেউ, তাকিয়ে আছে উইলের দিকে। দুর্গে হামলার সময় এক অশ্বারোহী ঢুকে পড়েছিল ভিতরে, লোকটা খুন হয়েছে উইলের হাতে, ঘোড়াটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের একপাশে। 'ওই ঘোড়াটা দেব ওর বদলে,' প্রস্তাব করল উইল।

ঘোড়া উইলের নিজেরও দরকার। ঘোড়া পেলে অনেক কাজ সহজ হয়ে যাবে।

'ঘোড়াটা ভাল তো?'

'সেরা,' মুখে বললেও আসলে কোন ধারণা নেই উইলের। আসার পথে একবার তাকিয়েছিল ওটার দিকে, শক্তিশালী মনে হয়েছে। মনে অন্য ভাবনা থাকায় খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি।

'দারুণ ঘোড়া,' আবার বলল উইল। 'খুব শক্তিশালী, ছুটতেও পারে বেশ জোরে।'

'চলো, আগে দেখে নিই।'

একসঙ্গে দুর্গের কাছে চলে এল ওরা। সাকিতি রয়েছে ওদের সঙ্গে।

'দাঁড়াও,' একেবারে কাছে এসে বলল উইল। 'ওটাকে নিয়ে আসছি আমি।' পলকের জন্য তাকালেও একটা জিনিস ঠিকই দেখেছে, স্যাডল হর্নের উপর গানপাউডারের কৌটো। জিনিসটা

নিজের জন্য চায় উইল। স্যাডলটাও দরকার। দ্রুত হাতে স্যাডল-ব্রিডল খসিয়ে ফেলল ও, তারপর হ্যাকামোরের লতা দিয়ে কাজ চালানোর মত লাগাম তৈরি করল, শেষে ধূসর ঘোড়াটাকে নিয়ে এল পওনিদের সামনে। গানপাউডারের কৌটো পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে, ওজন আন্দাজ করে সন্তুষ্ট–প্রায় পূর্ণ রয়েছে ওটা।

চারপাশে চক্কর কেটে খুঁটিয়ে ঘোড়াটাকে দেখল পওনিরা। অপেক্ষায় থাকল উইল। কৌটো দেখতে পেলে হয়তো সবকিছু চাইত ইন্ডিয়ানরা, জানে ও, তাদের জায়গায় ও নিজে থাকলেও তাই করত।

'শুধু ঘোড়ায় হবে না,' বলল এক পওনি। 'একটা মাস্কেটও দিতে হবে।'

ঘোড়ার লাগাম ধরে ওটাকে দুর্গের দিকে ঠেলে দিল উইল। "দারুণ ঘোড়া এটা। একজন বন্দির বিনিময়ে ন্যায্য অফার দিয়েছি, স্রেফ ও আমার বন্ধু বলে। নইলে এমন ঘোড়া কখনোই হাতছাড়া করতাম না। প্রস্তাবটা যখন পছন্দ হচ্ছে না তোমাদের, বেশ, ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে করো!' গেটের দিকে এগোল ও।

'নেব!' দ্রুত বলে উঠল এক পওনি। 'ঘোড়াটা নেব!'

ডিয়েগোকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল অন্য পওনি, এগিয়ে এসে উইলের হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম কেড়ে নিল। ওটাকে লীড করে গ্রামের দিকে রওনা দিল সে।

'হেরে গেলে,' মন্তব্য করল সাকিতি। 'একটা ঘোড়ার বিনিময়ে দু'তিনজন বন্দি পেতে পারতে।'

'হয়তো, কিন্তু অন্যদের চিনি না আমি। ওই লোকটা ভালমানুষ। কখনও যদি বিপদে পড়ো, ওর সঙ্গে আলাপ কোরো। হয়তো কোন সাহায্য করতে পারবে ও।'

শ্রাগ করল সাকিতি। 'সাদামানুষ খুব সহজে ভুলে যেতে পারে।'

বুড়ো পওনির চোখে চোখ রাখল উইল। 'আজকের ঘটনা মনে রেখো, সাকিতি। এই লোকটাকে ভুলে যাইনি আমি। ওর লোকেরা আমার শত্রু, কিন্তু ও আমার শত্রু নয়, ওকে ভুলে যাইনি আমি।'

ডিয়েগোকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল উইল, ছুরি বের করে তার হাতের বাঁধন কেটে দিল।

'গ্রেসিয়াস,' মৃদু স্বরে বলল সে, রক্তপ্রবাহ চালু করতে হাত ডলছে।

'ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ো, ওরা হয়তো মত বদলে ফেলতে পারে।'

দুর্গের ভিতরে চলে গেল ডিয়েগো।

তীর মেরে যে-লোকটাকে মেরেছিল, তার কাছে চলে গেল উইল। পাথরের উপর পড়ে আছে মাস্কেট বন্দুকটা। লোকটার গানবেল্টে পাউডারের ছোট একটা কৌটো পাওয়া গেল। অর্ধেক ভরা। বন্দুক, পাউডারের কৌটো আর লোকটার শরীর থেকে তীর খুলে নিয়ে দুর্গে ফিরে এল উইল।

ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাল ও, উপত্যকার এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়া পওনিদের দেখতে পেল। আহত বা নিহতদের জিনিসপত্র খোঁজ করছে।

ইশাকোমির সঙ্গে দেখা করা দরকার, ভাবল উইল।

'খাবার আছে? খুব খিদে পেয়েছে!'

কয়েক টুকরো জার্কি ডিয়েগোকে দিল ও। 'তুমি এখানেই থাকো। কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে সান্তা ফের উদ্দেশে রওনা দেবে। আশা করি বিপদ হবে না তখন।'

'ক'জন পালাতে পেরেছে?'

'কে জানে? বেশ কয়েকজন হবে–ঘোড়সওয়ার ছাড়াও দৌড়ে পালিয়ে গেছে কেউ কেউ।'

'যতই সাহস থাক, মিগুয়েল আসলে বোকার হদ্দ। বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থাকলেও ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়ার অভিজ্ঞতা নেই ওর। তাই জানেও না কী করা উচিত। নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে ইন্ডিয়ানদের ভড়কে দিয়ে জিততে চাইছে সে।'

'উঁহুঁ, সহজে ভয় পাওয়ার লোক নয় ইন্ডিয়ানরা। ওদের রক্তমাংসে মিশে আছে যুদ্ধ, লড়াই করতে করতেই বড় হয় ওরা।'

উপত্যকায় দৃষ্টি চালাল উইল। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। দিনের বেলায় ইশাকোমির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গুহার অবস্থান ফাঁস করার ইচ্ছে নেই। লড়াই শেষ হয়ে যাওয়ার খবর হয়তো পেয়ে যাবে ইশাকোমি, অন্তত অনুমান করে নিতে পারবে।

'মিগুয়েল কারও পরামর্শ শুনলে তো হয়েছিলই!' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল ডিয়েগো। 'বুক ফুলিয়ে যুদ্ধ করে সে। বেপরোয়া স্বভাব আর কর্তৃত্ব দিয়ে ভড়কে দিতে চায় শত্রুকে।'

'মিগুয়েল বোধহয় পালিয়ে যেতে পেরেছে।'

'সন্দেহ আছে? যত হম্বিতম্বিই করুক, ও আসলে বাস্তববাদী, ঠিকই বুঝে যে মৃত যোদ্ধা কোন লড়াই জিততে পারে না। নেতৃত্ব দিয়ে সঙ্গীদের অ্যাম্বুশে ঠেলে দিয়েছে ও, কিন্তু মরার জন্য ওদের সঙ্গী হয়নি। পরেরবার বুঝে-শুনে চাল দেবে।'

'হয়তো।' উঠে দাঁড়াল উইল। 'তুমি এখানেই বিশ্রাম করো, ডিয়েগো। ফিরতে বেশি সময় লাগবে না আমার। এখানে নিরাপদ তুমি।'

মৃত সৈন্যদের কাছে জিনিসপত্র খোঁজাখুঁজি শেষে গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছে পওনিরা। মুহূর্ত কয়েক তাদের দেখল উইল, তারপর বেরিয়ে এসে হাঁটতে শুরু করল। মাঝে মধ্যে থেমে নজর চালাচ্ছে চারপাশে।

লাশগুলো গোর দিতে হবে। পরিকল্পনা করা দরকার। তা ছাড়া, সব গানপাউডার মিলিয়ে দেখা দরকার কতটা যোগাড় করতে পারল। যথেষ্ট নয়, তবে গন্ধক খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত চলে যাবে ওর। অবশ্য যদি ভাগ্য সহায় হয়, তা হলে হয়তো গন্ধক খুঁজে পাবে।

ইশাকোমির জন্য কীভাবে পবিত্র আগুন তৈরি করবে, ভেবে ঠিক করা দরকার। আগুনটা ইশাকোমির কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এখন বুঝতে শুরু করেছে উইল, কিন্তু উপলক্ষ্য বা অনুষ্ঠান ছাড়া আগুনের তেমন কোন গুরুত্ব থাকবে না। যাদু কখনোই উপলক্ষ্য ছাড়া জমে না।

অপূর্ব লাগছে উপত্যকাটা। ঢেউ খেলানো সবুজ জমি বিস্তৃত

হয়েছে দক্ষিণে, দু'পাশে প্রাকৃতিক দেয়াল তৈরি করেছে পাহাড়। একটু উপরে, পাহাড়ী ঢালে গুহাগুলোর অবস্থান, পক্কা মহিলা অনেকদিন আগে উইলকে বলেছিল। ওই পাহাড় ছাড়িয়ে, খনিজ একটা ঝর্না রয়েছে, ওটায় হয়তো গন্ধক পাওয়া যেতে পারে।

এটা ওর প্রিয় এলাকা, প্রিয় জমি। নির্জন বুনো এই অঞ্চলে বসতি করার স্বপ্ন নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছে, যেখানে আজও পা রাখেনি কোন সাদা মানুষ, ট্রেইলে নেই কারও ছাপ। তৃণভূমিতে পড়ে থাকা লাশগুলো গোর দিতে হবে, কিংবা শকুন, কয়োট আর পিঁপড়াদের জন্য ফেলে রাখলেও চলে। এই জমি থেকে লোকগুলো যাই নিয়ে থাকুক, মরার সঙ্গে সঙ্গে হিসাব চুকিয়ে দিয়েছে, জন্ম-মৃত্যুর শাশ্বত রীতি চলতে থাকবে একইভাবে।

কোন একদিন হয়তো একটা মেয়ে বা ছেলের বাবা হবে ও, শীতের রাতে উষ্ণ কামরায় বসে বাচ্চাটাকে ব্রায়ান ক্যালকিনের গল্প শোনাবে; বলবে ইংল্যান্ডের কথা, যেখান থেকে এসেছিলেন ব্রায়ান। আরব্য উপন্যাসের রহস্যময় এক দেশ থেকে আসা সাকিমের গল্পও বাদ পড়বে না। বাবার কাছে আগেই আরব্য উপন্যাসের গল্প শুনেছিল উইল, কিন্তু সাকিমের মুখে শুনতে নতুন আর ভিন্ন স্বকীয়তার মনে হয়েছে, হয়তো সাকিম আরব বলেই। দারুণ বৈচিত্র্যময় একটা জীবনই কাটিয়েছে সে!

এটা ওর স্বপ্নের জমি। এখানেই থিতু হবে। ফসল ফলাবে এখানে, সৃষ্টি করবে নতুনের। এখানেই বড় হবে ওর সন্তান, পশ্চিমে আসা অভিযাত্রীদের স্বাগত জানাবে তারা।

আরও একটা মাস্কেট পড়ে আছে। কোনভাবে পওনিদের চোখ এড়িয়ে গেছে। ঝোপ আর পাথরের কিনারে পড়ে থাকা মাস্কেটটা তুলে নিল উইল, কিন্তু গানপাউডারের কৌটো নেই আশপাশে। আরেকটু দূরে এক স্পেনিশ সৈন্যের লাশ পড়ে আছে, প্রায় তরুণ বলা চলে, সুদর্শন তবে চাঁদির চামড়া বিয়োগ হয়ে গেছে। ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে এও এসেছিল পশ্চিমে, দূরের দেশে যুদ্ধ বেছে নিয়েছিল। এই তরুণও ভেবেছিল অন্যরা মারা যাবে, কিন্তু ঠিক

বেঁচে থাকবে সে। সব উজ্জ্বল স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে, পওনিদের মাটির কুটিরের সামনে ঝুলে থাকবে তার চুল।

বাঁকা পায়ে এগিয়ে আসছে সাকিতি। ভঙ্গিটা অদ্ভুত, হাঁটার সময় বাইরের দিকে বেঁকে যায় তার হাঁটু। উইলের সামনে এসে থামল। 'এবার যাওয়ার পালা,' মৃদু স্বরে বলল পওনি চীফ।

'চলে যাবে?'

'হ্যাঁ। গ্রামে ফিরে যাব। আমাদের লোকজন বহুদিন ধরে অপেক্ষায় আছে।'

'তোমার অভাব খুব বোধ করব, সাকিতি,' হাত বাড়িয়ে দিল উইল। 'খুব সাহসী যোদ্ধা তুমি।'

'আমিও তোমাকে মিস্ করব।'

দীর্ঘ, বিস্তীর্ণ উপত্যকার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। 'আমার বাড়ির দরজা তোমাদের জন্য সবসময়ই খোলা থাকবে। উত্তর-পুবে আমাদের গ্রাম, বড় আরেকটা নদী আছে, ওটার তীরে।'

'হয়তো যাব কোন একদিন।'

দাঁড়িয়ে থেকে নীরবতা উপভোগ করল ওরা, বিদায়ের মুহূর্তে কেউই আর কিছু বলল না। ধীর পায়ে সরে গেল সাকিতি। পিছন থেকে তাকে যেতে দেখল উইল। পওনিদের অভাব সত্যি বোধ করবে ওরা।

গুহার দিকে ফিরল উইল। মেয়েরা নিশ্চই জেনে গেছে লড়াই শেষ, তবে বেরিয়ে আসেনি কেউ। ইশাকোমিকে দেখার জন্য প্রায় অধীর হয়ে পড়েছে ও, দ্রুত পায়ে এগোল।

রওনা দিয়েছে পওনিরা, ধীর গতিতে এগোচ্ছে। সবার সঙ্গে একটা করে চামড়া বা মাংসের প্যাক রয়েছে। থেমে তাদের চলে যেতে দেখল উইল। সব মিলিয়ে সাতটা ঘোড়া পেয়েছে ওরা, অথচ উইলের কাছে একটাও নেই। তবে পয়সানো আছে।

গুহার কাছে গিয়ে ইশাকোমিকে ডাকল ও। কোন উত্তর এল না। হঠাৎ উদ্বিগ্ন বোধ করল উইল, দ্রুত পায়ে এগোল, চড়া স্বরে

ডাকল ইশাকোমিকে।

ছোট্ট গুহামুখের সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল। ধুলোর উপর বেশ কয়েকটা ছাপ পড়ে রয়েছে, সবগুলোই বিক্ষিপ্ত, কেবল একটা ছাড়া।

বিশাল পায়ের ছাপ, স্পষ্ট। মোকাসিনের ট্র্যাক। এত বড় পা উইলের চেনাজানা একজন মানুষেরই আছে।

প্রবল আতঙ্ক বোধ করল উইল, দ্রুত ঢুকে পড়ল গুহায়, আবার ডাকল।

কিছুই নেই ভিতরে। কোন জবাবও এল না।

পাত্তাও নেই ইশাকোমিদের!

যেভাবে হোক, লড়াইয়ের এক ফাঁকে এখানে চলে এসেছিল নাকাপা, ইশাকোমি সহ অন্য মেয়েদের চুরি করে নিয়ে গেছে।

আবারও ডাকল উইল, কিন্তু সাড়া এল না। গুহা থেকে বেরিয়ে এল ও, বুকের খাঁচার ভিতরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

এক পাশে পিয়োটাহ্‌কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল।

'নেই ওরা। নাকাপা ওদের নিয়ে গেছে।'

দ্রুত পায়ে গুহার ভিতরে ঢুকল সে, ফিরেও এল মুহূর্ত কয়েক পর। 'অ্যাকোও তো নেই। দেখো তো, খাবার যোগাড় করতে পারো কি-না। আমি ট্রেইলের খোঁজ করছি।'

প্রায় ছুটে দুর্গে চলে এল উইল। চিন্তা করতে পারছে না পরিষ্কার, উদ্ভ্রান্তের মত মনে হচ্ছে নিজেকে। মাংস আর খুঁটিনাটি কয়েকটা জিনিস প্যাক করে ফেলল।

কতক্ষণ আগে গেছে ওরা? এক ঘণ্টা? দুই ঘণ্টা? নাকি তারও বেশি?

দ্রুত এগোবে নাকাপা, পিছনে কোন ট্র্যাক ফেলে যাবে না। ট্র্যাক থাকবে, যদি অ্যাম্বুশে ফেলতে চায় অনুসরণকারীদের।

যা পাউডার পেয়েছে, দুটো কৌটোয় ভরে ফেলল উইল, দুই মুঠো রূপোর বুলেট তুলে নিয়ে পকেটে ভরল।

গুহার কাছে অপেক্ষায় ছিল পিয়োটাহ্। আঙুর জন্যে এমন

গিরিখাতের দিকে ইশারা করল সে। 'ওদিকে গেছে ওরা। আমার মনে হয় নদীর কাছে যাবে।'

'হ্যাঁ।'

দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল ওরা। কিন্তু পা দুটো অনুভূতিশূন্য মনে হচ্ছে উইলের। একবার পিছন ফিরে তাকাল ও, পয়সানো অনুসরণ করছে ওদের। মাথায় একটাই চিন্তা ওর···

ইশাকোমি! ওর ভালবাসাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে নাকাপা···

সতেরো

দুর্গ তৈরি শুরু করার কয়েকদিন আগে এ-ট্রেইল ধরে আরকান্সাস নদীর কাছে গিয়েছিল পিয়োট্টাহ্, তবে উইলের জন্য ট্রেইলটা একেবারে নতুন।

সময় ওদের সবচেয়ে বড় শত্রু, তাই দৌড়াচ্ছে দু'জনেই। নদীতে যদি বোট থেকে থাকে নাকাপার, আর একবার যদি বোটে চাপতে পারে, তা হলে হয়তো কখনোই মেয়েদের উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। নাকাপা যেহেতু হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে ইশাকোমিকে, একটা মুহূর্তও নষ্ট করবে না।

দিনটাকে বড় দীর্ঘ, তিক্ত আর কষ্টকর মনে হলেও ক্লান্তিহীনভাবে দৌড়ে চলেছে ওরা। মাইলের পর মাইল পথ পিছনে পড়ে যাচ্ছে। একসময় গতি কমাল। শিগ্‌গিরই সন্ধ্যা নামবে, অন্ধকারে নাকাপাদের ট্র্যাক আর চোখে পড়বে না। পাথর, বোল্ডার ও গাছের ফাঁকফোকর গলে এগোল ওরা। সামনে ক্যানিয়ন, ওটার

তলায় চাপচাপ অন্ধকার জমেছে।

অ্যাম্বুশের আয়োজন করতে পারে নাকাপা, তবে সম্ভাবনা কম। উইলরা যখন স্পেনিশদের সঙ্গে লড়ছিল, তখন ইশাকোমিদের অপহরণ করেছে সে; লড়াইয়ের ফলাফল আগাম জানার উপায় ছিল না তার। লড়াই শেষে উইল বেঁচে থাকবে কি মারা যাবে, অনুমান করার ঝামেলায় যায়নি, ইশাকোমিকে পেয়েই ছুট দিয়েছে। উইলের ধারণা, নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু ভাবেইনি সে।

তবে ওকে সামনে পেলেও যে খুশি হবে নাকাপা, তাতে কোন সন্দেহ নেই; বিশেষ করে ইশাকোমির উপস্থিতিতে নিজের শক্তিমত্তা আর সামর্থ্যের প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ যখন রয়েছে।

মাঝে মধ্যে থামছে ওরা, মনোযোগ দিয়ে শব্দ শুনছে, নিজেরা যাতে কোন শব্দ না করে এ-ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্ক ও সচেতন। ক্যানিয়নের দেয়াল শব্দ সঞ্চালন করে। কতক্ষণ ধরে ট্রেইলে আছে নাকাপারা? সব মিলিয়ে হয়তো দুই ঘণ্টা। এতক্ষণে বোধহয় নদীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

নাকাপা নিশ্চই আগুন জ্বালাবে না, সুতরাং দূর থেকে আলো দেখে ক্যাম্পের অবস্থান জানার উপায় নেই। আশপাশে কোমাঞ্চিরা থাকতে পারে, এ-ভয়েও আগুন জ্বালাবে না। যদিও উইলের ধারণা ঘোড়াচুরি করার জন্য দক্ষিণে মেক্সিকোয় চলে গেছে কোমাঞ্চিরা। তবে শত্রু তো শুধু কোমাঞ্চিরা নয়, অন্যরাও রয়েছে। ঋতু বদলের সময় এখন, বেশিরভাগ গোত্র গ্রামের বাইরে রয়েছে, কেউ কেউ প্রতিবেশীদের দাপটে গ্রাম থেকে বিতাড়িত হতে বাধ্য হয়েছে।

এখন আর দৌড়াচ্ছে না ওরা, হাঁটছে, মাঝে মধ্যে শব্দ শোনার জন্য থামছে। ক্যানিয়ন পিছনে ফেলে এবড়োখেবড়ো এলাকা ধরে এগোল, আশপাশে বিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে ওঠা গাছ এবং অনুচ্চ রীজ রয়েছে। ক্রমশ নিচু হয়ে গেছে জমি, ঢালের আকারে নদীর সমতলে চলে গেছে।

নতুন একটা সমস্যার মুখোমুখি হলো ওরা। জানার উপায় নেই

সরাসরি নদীর দিকে গেছে নাকাপারা, নাকি পুব বা পশ্চিমে বাঁক নিয়ে ঘুরপথে গেছে।

বিশ্রাম নিতে ছোট্ট ঝর্নার কাছে থামল ওরা, পানি পান করে মোষের শুকনো মাংস চিবাল। মনোযোগ দিয়ে শুনল রাতের শব্দ। অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়ল না কানে। আকাশে তারা থাকার পরও চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কয়েক ফুট ছাড়া প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

কাছে-পিঠে কোথাও, হয়তো মাইল খানেকের মধ্যে, মেয়েদের আটকে রেখেছে নাকাপা। ইশাকোমিকে গ্রেট রীভারের তীরে নাতচি গ্রামে নিয়ে যাবে সে, কিন্তু অ্যাকো বা পঙ্কা মহিলাকেও যে সঙ্গে নেবে এমন কোন কারণ নেই।

'চলো, রওনা দেই,' বলল উইল। 'পাহাড়ের পাশ দিয়ে নদীর দিকে যাবে তুমি, আমি যাব সমান জমি ধরে। কিছু খুঁজে না পেলে ভোরে এখানে দেখা হবে। আমি যদি না আসি, তারমানে হচ্ছে ওদের খুঁজে পেয়েছি। আমার ট্র্যাক ধরে চলে যেতে পারবে। আর আমি এসে যদি দেখি তুমি ফিরে আসোনি, ধরে নেব ওদের খুঁজে পেয়েছ।

'আর দু'জনেই যদি ওদের খুঁজে পাই, যা ভাল মনে হয় তাই করব।'

আলাদা হয়ে গেল দু'জন। একটু কোণাকুণি, উত্তর-পশ্চিমে গেল পিয়োটাহ্, আর উইল রওনা দিল উত্তর-পুবে। প্রথমে সমান জমি ধরে, তারপর বনভূমি ধরে এগোল ও। ইচ্ছে করে আঁকাবাঁকা পথ বেছে নিয়েছে, যত বেশি সম্ভব এলাকা সন্ধান করবে।

নাকাপার সঙ্গে এখন ক'জন যোদ্ধা আছে? এক ডজন তো হবেই। শুরুতে যা ছিল, সংখ্যাটা এতদিনে কমে যেতে বাধ্য। সম্ভবত নতুন কাউকে যোগাড় করতে পারেনি নাকাপা।

পাহাড়ী ঢালের দিকে ঘন হয়ে জন্মেছে গাছপালা, ওগুলোর ফাঁক গলে এগোল উইল। প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলছে সতর্কতার সঙ্গে, প্রতিবার শরীরের ভর চাপানোর আগে পরখ করে নিচ্ছে পায়ের

তলার জমি। পড়ে থাকা একটা ডাল হয়তো ফাঁস করে দেবে ওর উপস্থিতি, অজ্ঞাত শত্রুর হাতে খুন হয়ে যেতে পারে তৎক্ষণাৎ।

ধীর, ক্লান্তিকর, যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। ভিতরে ভিতরে অধৈর্য হয়ে পড়েছে উইল। ইশাকোমিকে খুঁজে না পেলে কী করবে, সামান্য ধারণাও নেই ওর।

বিড়ালের মত সতর্ক পায়ে পাথুরে জমি ছাড়িয়ে গাছপালার আড়ালে চলে এল ও। নদী আর বেশি দূরে নয়। নাকাপা হয়তো নির্দিষ্ট কোন পথে এগোয়নি, যেদিকে গেলে নদী সবচেয়ে কাছে পড়বে, সেদিকেই এগিয়েছে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসার পর আগুন না জ্বালালেও খাওয়া বা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামতে পারে।

বাতাসে পাইনের সুবাস ছাড়াও পচে যাওয়া গাছপালার সোঁদা গন্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যে দু'ধরনের গন্ধের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল উইল, একেবারে সূক্ষ্ম অন্যান্য ঘ্রাণের সংবেদনশীলতা তৈরি হলো ওর মধ্যে। এখন প্রায় খাড়া একটা ঢাল ধরে নামছে ও, ভারসাম্য রাখছে গাছের সাহায্য নিয়ে, ধরে ধরে এগোচ্ছে।

নিকষ কালো অন্ধকার! অন্ধকারে মানিয়ে গেছে ওর চোখজোড়া, গাছের ঘাড় কাঠামো আর ছায়া শনাক্ত করতে অসুবিধা হচ্ছে না। বাতাসে ভারী গন্ধ, হাত বাড়াতে গাছের গুঁড়িতে স্যাঁতস্যাঁতে একটা অংশের স্পর্শ অনুভব করল ও। বাকলের সঙ্গে লেপ্টে থাকা কয়েকটা লোম আবিষ্কার করল।

ভিজে চুপচুপে হয়ে একটা ভালুক এসেছিল, বড়জোর ত্রিশ মিনিট আগে, সম্ভবত সাঁতরে পার হওয়ার পর নদী থেকে উঠে এসেছিল এখানে। চিন্তাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল উইল। এই রাতের বেলায় ধাড়ি একটা গ্রিজলির মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে নেই।

সহসা দিক পরিবর্তন করল ও, আবার এগোল নদীর দিকে। আবারও থেমে গেল আচমকা। নিজেও জানে না ঠিক কী কারণে থেমেছে, কিন্তু এক পা বাতাসে রেখেই থমকে দাঁড়িয়েছে, দ্বিধা করছে পা-টা মাটিতে নামাতে।

একটা শব্দ কানে এসেছে! অপেক্ষায় থাকল ও। শব্দ শুনেছে, নাকি ঘ্রাণ পেয়েছে?

খসখস শব্দ হলো, খুব সন্তর্পণে নড়াচড়া করল কেউ বা কিছু একটা। তারপর খুবই ক্ষীণ স্বরের বিড়বিড় কণ্ঠ কানে এল, যেন ঘুমের মধ্যে কথা বলছে কেউ। তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনল উইল–সদ্য কাটা কাঠের গন্ধ আঘাত করল নাকে! পাইনের ডাল···বিছানা তৈরি করার জন্য? ইশাকোমির জন্য বিছানা তৈরি করতে পাইনের ডাল কেটেছে কেউ?

নাকাপার সঙ্গে কয়েকজন নাতচি রয়েছে। সম্ভবত ওরাই ইশাকোমির জন্য বিছানা তৈরি করেছে। মেয়েরা তো আছেই।

তারমানে···খুব কাছে আছে ওরা!

অসীম সতর্কতার সঙ্গে বাতাসে স্থির থাকা পা-টা ফিরিয়ে আনল উইল, অন্যটার পাশে রেখে মাটি পরখ করল। তারপর ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে পিছিয়ে এল প্রায় দশ-বারো কদম। একটা গাছের গুঁড়ির পাশে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে পড়ল। ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে মাথায়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছে কী করবে।

নাকাপার ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে ও। সকালে নিশ্চই যাত্রা করবে ওরা। আরেকটু হলে ক্যাম্পে ঢুকে পড়েছিল, সেক্ষেত্রে অন্তত আধ-ডজন যোদ্ধার বিরুদ্ধে লড়তে হত ওকে, কোন সুযোগই পেত না।

সকালে যাত্রা করবে নাকাপা। পিয়োটাহ্‌র পৌঁছতে একটু দেরি হবে। সেক্ষেত্রে, যেভাবে হোক আটকে রাখতে হবে দলটাকে, রওনা করতে দেওয়া যাবে না।

ভোরের আগেই যদি আক্রমণ করে? হঠাৎ অন্য একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়···নাকাপাকে চ্যালেঞ্জ করলে কেমন হয়? লোকটার সাহস, নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করলে···কিংবা ইশাকোমির অধিকার পেতে হলে ওর সঙ্গে লড়াই করা ছাড়া উপায় নেই, এমন পরিস্থিতি যদি তৈরি করতে পারে···

কিন্তু ও চ্যালেঞ্জ করলেই যে গ্রহণ করবে নাকাপা, তার কী নিশ্চয়তা আছে? দেখার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে ওকে আক্রমণ

করবে না তো? নাকাপা ওর চেয়ে কয়েক ইঞ্চি লম্বা, ওজনও বেশি। হয়তো···হয়তো নিজের শক্তি ইশাকোমির সামনে প্রমাণ করার জন্য চ্যালেঞ্জটা নিতে পারে···

কয়েক ঘণ্টা পর ভোর হবে সময়টাকে কাজে লাগানো উচিত, ভাবল উইল, বিশ্রাম হবে এবং ভোরের আগেই সিদ্ধান্ত নেবে। কয়েকটা গাছের কাছে ঘন মস জন্মেছে, ওগুলোর উপর শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল উইল; মনের সজাগ অংশকে সতর্ক করে দিল, ভোর হওয়ার আগেই জাগতে হবে।

বহুদিন যা হয়নি, পুরানো সেই দুঃস্বপ্ন তাড়া করল ওকে। দানবীয় পশুটা রক্তলাল চোখে ছুটে আসছে ওর দিকে, দীর্ঘ চুল আর হাতির মত প্রকাণ্ড শরীর ওটার। তুফান বেগে ছুটে আসছে ওটা, গাছের বাধা মানছে না। তলোয়ারের মত বিশাল গজদন্ত, রক্তাক্ত হয়ে আছে একটা, সম্ভবত অন্য কাউকে খুন করে এসেছে এইমাত্র। জায়গার মধ্যে জমে গেল উইল, নড়তে পারছে না। মনের অবচেতন অংশে একটা প্রশ্ন জেগে উঠল–কেন নড়তে পারছে না? বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে না থেকে ছুটলেই পারে, তা হলে হয়তো ওকে ঘায়েল করতে পারবে না পশুটা?

পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল উইল, গাছের পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে ফ্যাকাসে আকাশ চোখে পড়ছে। সন্তর্পণে উঠে বসল ও, ঘুম টুটে গেছে। হাতের তালু দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। স্বপ্নটা কি আসলে কোন সতর্কসঙ্কেত? যদি তাই হয়ে থাকে, কীসের সঙ্কেত? নিকট ভবিষ্যতে কী বিপদ রয়েছে ওর? আদপে কি ভবিষ্যতের কোন ইশারা, নাকি স্রেফ দুঃস্বপ্নই? ওর মৃত্যুর ইশারা নয় তো?

একটা ব্যাপার অন্তত পরিষ্কার–প্রকাণ্ড ওই দানবের শিকার ও নিজে, নাকাপা নয়।

পিয়োটাহ্ কোথায়? ওর কোন বিপদ হয়নি তো? নাকি ধারে-কাছে কোথাও ওর মতই বিশ্রাম নিচ্ছে, অধীর অপেক্ষা করছে ভোর হওয়ার?

উঠে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে দু'হাত ছড়িয়ে দিল উইল, আড়ষ্ট পেশি

সচল করে তুলছে। পিস্তল দুটো পরখ করল। ধূসর হয়ে গেছে আকাশ, গাছপালার ফাঁক দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে এগোল ও, বনের কিনারে এসে উঁকি দিল। নাকাপার ক্যাম্প চোখে পড়ল।

ক্যাম্পের আগুন, শুয়ে থাকা ইন্ডিয়ান, এবং একটু দূরে গাছের আড়ালে ইশাকোমির জন্য তৈরি নিকুঞ্জ...এক লহমায় সব দেখে নিল। সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার, নিকুঞ্জের কাছে পাহারায় রয়েছে তিনজন ইন্ডিয়ান! এ-মুহূর্তে ঘুমাচ্ছে তারা, তবে সামান্য শব্দে যে জেগে উঠবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তিনজনই নাতচি, একনজর দেখে চিনতে পারল উইল। শেষপর্যন্ত ইশাকোমির প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ রেখেছে ওরা? নাকি নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত রাজকন্যার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে? নাকাপা আধা-নাতচি; যে-কোন যোদ্ধা তার গোত্রের মধ্যে সমীহযোগ্য মানুষ। কিন্তু তারপরও, সান হিসাবে মর্যাদা পাচ্ছে ইশাকোমি, ওকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে বিশ্বস্ত ও ভক্ত নাতচিরা।

ধনুক আর বর্শা হাতে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পে ঢুকে পড়ল উইল। প্রথমে এক নাতচি দেখতে পেল ওকে। ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে, মুখোমুখি হলো।

'ইশাকোমি আমার স্ত্রী,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল উইল।

'হ্যাঁ, বলেছে ও। আরও বলেছে তুমি ওর বাচ্চার বাবা।'

হতভম্ব চোখে তাকে দেখল উইল। কথাটা সত্যি? নাকি নিজেকে রক্ষা করার জন্য চালাকি করে মিথ্যে বলেছে ইশাকোমি?

ইশাকোমি মা হতে চলেছে?

কেন নয়? নাকাপাকে খুন করার আরও একটা কারণ পেয়ে গেল এবার!

ঝটপট জেগে গেছে নাতচিরা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুরো ক্যাম্প জরিপ করল উইল। পাতার তৈরি বিছানায় উঠে বসেছে নাকাপা, তীব্র ঘৃণা উগরে পড়ছে তার চাহনিতে।

'ওর সঙ্গে লড়াই করতে এসেছি আমি,' ঘোষণা করল উইল, চারপাশে দৃষ্টি চালাল আবার। 'তোমাদের কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই

আমার। শুধু ওর সঙ্গে! ওর সঙ্গে লড়ব আমি। ইশাকোমিকে চায় ও। বেশ, পেতে পারে, কিন্তু যদি আমাকে হারাতে পারে।'

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে নাতচিরা, এক চুল নড়েনি কেউ। টেনসারাও দেখছে ওকে। হিংস্র নিষ্ঠুর যোদ্ধা ওরা, উইলকে খুন করতে পারলে গৌরব বোধ করবে, কিন্তু চ্যালেঞ্জটা তাদের নয়, নাকাপাকে করেছে উইল। স্বভাবতই লড়াইটা নাকাপার একার হয়ে গেছে এখন।

ক্যাম্পের ওপাশে, গাছের কিনারে এসে দাঁড়াল পিয়োটাহ্। এতক্ষণ আড়ালে থেকে সবকিছু দেখছিল। 'ওদেরকে লড়তে দাও,' বলল সে।

নিকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসেছে ইশাকোমি, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, আগুনের ওপাশ থেকে তাকাল উইলের দিকে। হেঁটে ওর কাছে চলে গেল উইল, তারপর পিস্তল দুটো স্ক্যাবার্ড থেকে খুলে ইশাকোমির পায়ের কাছে রাখল।

'বজ্রঅলা অস্ত্র ইশাকোমির কাছে রাখলাম,' বলল উইল, ঘুরে নাকাপার মুখোমুখি হলো, হাতে ছুরি চলে এসেছে। 'এবার এসো!' আহ্বান করল ও। 'দেখি, কারানকাওয়াদের শরীর থেকে রক্ত ঝরে কি-না!'

ক্ষিপ্র চিতার মত লাফ দিল সে, হাতে ছুরি। দ্রুত পায়ে উইলের সামনে চলে এল। স্পষ্ট তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল। 'বোকা! মস্ত বোকা তুমি! মরতে এসেছ এখানে!'

হাত দুটো বড় হওয়ায় স্বভাবতই নাগাল বেশি নাকাপার, জানে উইল, তবে এ-নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না। বাবার কাছ থেকে মুষ্টিযুদ্ধ শিখেছে ও, প্রথমেই সেই কৌশল কাজে লাগাল। ডান থেকে বামে ছুরি চালাল নাকাপা, ইচ্ছে ওর পেট কেটে ফেলবে; চট করে মুষ্টিযোদ্ধাদের মত বাম পাশে সরে গেল উইল। মুহূর্ত খানেক আগেও যেখানে ছিল, ছুরির ফলা বাতাস চিরে গেল। শুধু সরেই যায়নি উইল, বরং উল্টো করে ছুরি চালিয়েছে, কোমরের একটু উপরে নাকাপার চামড়া কেটে দিল তীক্ষ্ণধার ফলা, রক্ত বেরিয়ে

পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

এমন কিছু হবে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি সে। উইলের ধারণা আজকের আগে এভাবে নাকাপাকে আঘাত করতে পারেনি কেউ। বিস্ময়ের ধাক্কায় ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে। উইলের ঘুসি খেয়ে বুকে জমিয়ে রাখা বাতাস ছেড়ে দিল, সামলে নেওয়ার আগেই ছুরির পরের আঘাত এল। কিছু বোঝার আগেই উইলের পায়ের কাছে, মাটিতে নিজেকে আবিষ্কার করল নাকাপা।

লড়াইটা তখনই শেষ হয়ে যেত, যদি চাইত উইল। নীচ নাকাপার বিরুদ্ধে তাই করা উচিত ছিল। কিন্তু পড়ে যাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করা ওর নীতিবিরুদ্ধ বলে নাকাপাকে উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ দিল, কয়েক কদম পিছিয়ে এসে অপেক্ষায় থাকল।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে, দ্রুত এগিয়ে এল। তারপর পরস্পরকে ঘিরে চক্কর কাটতে থাকল ওরা, আক্রমণের মওকা খুঁজছে। মিনিট খানেক চলে গেল, আচমকা দু'জনই চড়াও হলো, দুই ছুরির ফলার সংঘর্ষে শিহরণ জাগানো তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। উইলের মুষ্টিযুদ্ধের দক্ষতা, সামান্য হলেও, নাকাপার বড়সড় হাতের নাগালের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ও কার্যকরী বলে প্রমাণিত হলো আবারও। পড়ে থাকা অবস্থায় সহজ বিজয় নিশ্চিত করেনি উইল, ব্যাপারটা খেপিয়ে তুলেছে নাকাপাকে, পাশাপাশি অবজ্ঞাও বোধ করছে সে; অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতা আর হিংস্রতা নিয়ে লড়াই শুরু করল নাকাপা। অন্তত ছয়বার ছুরির পোঁচে কেটে গেল উইলের চামড়া, কিন্তু মাত্র একবার নাকাপার বাহুতে আঁচড় কাটতে পারল ওর ছুরি।

পায়ের নীচে মাটি অসমান, তা ছাড়া ছড়ানো-ছিটানো শুকনো ডাল, বাকলের টুকরো এবং ছোট ছোট নুড়িপাথর রয়েছে; দু'জনের কারোই পা পড়ছে না ছন্দমত। বরং হঠাৎ একটা পাথরে পা পিছলে গেল উইলের, দড়াম করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। দেখল ছুটে আসছে উল্লসিত নাকাপা, চোখে খুনের নেশা।

শেষ মুহূর্তে একটা পা তুলে দিল ও। পায়ের উপর ল্যান্ড করল নাকাপা, ঠিক পেটে আঘাত করেছে উইলের মোকাসিনের সম্মুখপ্রান্ত।

গায়ের জোরে ঠেলা দিল ও, মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পাঁচ হাত দূরে দড়াম করে আছড়ে পড়ল নাকাপার ভারী শরীর। চট করে উঠে দাঁড়াল উইল।

আবারও বুনো উন্মত্ততায় পরস্পরের উপর চড়াও হলো ওরা। সর্বশক্তি দিয়ে ছুরি চালিয়েছিল উইল, অসামান্য ক্ষিপ্রতায় এড়িয়ে গেল নাকাপা। ফল যা হওয়ার, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে উইল। সুযোগটা নিতে কার্পণ্য করল না নাকাপা। উইলের কোমরের উপর বসে পড়ল সে, ছুরি তুলল, শেষ ও মোক্ষম আঘাত হানবে পাঁজরের একপাশে। চিৎ হয়ে থাকলেও নিষ্ক্রিয় থাকেনি উইল, আন্দাজের উপর ছুরি চালিয়েছে তেরছাভাবে। ওকে যা করার ইচ্ছে ছিল, নাকাপার কপালে তাই জুটল—পাঁজরের পাশে বিদ্ধ হলো উইলের ছুরির ফলার কয়েক ইঞ্চি। নাকাপার ছুরি নেমে আসার আগেই গায়ের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করে এক ঝাঁকিতে তাকে সরিয়ে দিল উইল, এক পাশে গড়িয়ে দিল শরীর। তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা ওর ঘাড়ের পাশে মাটিতে বিদ্ধ হলো।

উইলের মরিয়া ঝাঁকিতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে নাকাপা, সুযোগটা কাজে লাগিয়ে তাকে ঠেলে উঠে বসল উইল, গড়ান খেয়ে আয়ত্তের বাইরে সরে এল। উঠে দাঁড়াল দু'জনেই, তবে আগের চেয়ে ধীর গতিতে। আবারও ছুরিতে-ছুরিতে সংঘর্ষ হলো, মোক্ষম আঘাত হানল দু'জনেই, কিন্তু উইলেরটা গন্তব্য খুঁজে পেল। প্রায় আমূল ঢুকে গেল ফলা। উন্মত্ত পশুর মত ছুটে এল নাকাপা, আহত হয়ে যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে; সমানে ছুরি চালাচ্ছে।

পিছাতে গিয়ে পড়ে গেল উইল, ওর উপর চড়াও হলো নাকাপা। দু'পাশে দুই পা ছড়িয়ে ওর বুকের উপর বসল সে। কিন্তু ঠেলে তাকে ফেলে দিল উইল, এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। নাকাপাও উঠল, তবে আগের চেয়ে ধীর পতিতে। প্রতিহিংসা আর ঘৃণায় ভরা দু'চোখে উইলকে দেখল সে, হঠাৎ একেবারে শান্ত, ধীর-স্থির হয়ে গেছে।

'এবার তোকে খুন করব আমি!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল নাকাপা।

আহত হয়েছে, সেটা যেন টেরই পাচ্ছে না সে। বুনো ষাঁড়ের মত ছুটে এল। চট করে, শেষ মুহূর্তে পাশে সরে গেল উইল। পাল্টা আক্রমণ করল না, যেন তামাশা দেখতে চাইছে। রক্তাক্ত হয়ে গেছে নাকাপার শরীর, কিন্তু উইলের প্রতি জিঘাংসা বা খুনের নেশা এতটুকু নিবৃত্ত হয়নি। ঘুরেই লাফ দিল সে। তৈরি ছিল উইল, আবারও পাশে সরে গেল। ভাঁওতায় কাজ হলো না এবার, কারণ নাকাপাও তৈরি ছিল, উইলের মত একই দিকে সরে গেছে। কিন্তু নিয়তি এড়াতে পারল না। উইলের নিচু করে চালানো ছুরি পেটে গেঁথে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ছুরি উপর দিকে চালাল উইল। পেট চিরে গিয়ে বুকের খাঁচার তরুণাস্থি কেটে ফেলল তীক্ষ্ণধার ফলা।

আমূল বিঁধে গেছে ছুরিটা। মুহূর্তের জন্য ছুরির উপর নাকাপার দেহের সবটুকু ভার আটকে রইল যেন, প্রায় নাকে নাক ঠেকিয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

'নাচেজ হওয়াই উচিত ছিল তোমার,' আলাপী সুরে বলল উইল। এক ঝটকায় ছুরিটা টেনে বের করে ফেলল, হাতের তালু নাকাপার বুকে ঠেকিয়ে ধাক্কা দিল। চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে, বুক আর পেটের আড়াআড়ি দীর্ঘ একটা ক্ষত তৈরি হয়েছে, গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে।

অফুরন্ত প্রাণশক্তির জোরে উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেল নাকাপা, চোখে মৃত্যুভয় থাকার কথা, কারণ সে নিজেও বুঝে গেছে সময় শেষ, কিন্তু ভয় নামক শব্দটার সাথে যেন পরিচয় নেই তার, নাকাপার চোখে কেবলই ঘৃণা, বুনো আক্রোশ আর প্রতিহিংসা ফুটে উঠল। গড়িয়ে পড়ে গেল ভারী দেহটা, দু'বার খিঁচুনি উঠল, তারপর একেবারে স্থির হয়ে গেল।

মারা গেছে নাকাপা।

ধীরে ধীরে চারপাশে দৃষ্টি চালাল উইল, হাঁপরের মত ওঠানামা করছে বুক। বিস্ময়মিশ্রিত সমীহ আর মুগ্ধতা নিয়ে ওকে দেখছে ইন্ডিয়ানরা। 'ইশাকোমি আমার স্ত্রী,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'ওকে নিয়ে যেতে এসেছি আমি।'

কী যেন বলল এক টেনসা, কথাগুলোর অর্থ কিছুই বুঝল না উইল।

'ও বলছে বাড়ি ফিরে যাবে ওরা,' ব্যাখ্যা করল পিয়োটাহ্। 'আর ইশাকোমির ব্যাপারে ওদের কোন আগ্রহ নেই।'

যার যার মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে রওনা দিল টেনসারা। দাঁড়িয়ে থেকে তাদের চলে যেতে দেখল উইল, শেষে তিন নাতচি ব্রেভের দিকে ফিরল। অনিশ্চিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে এরা, কী করবে বুঝতে পারছে না।

'কোমি? এরা ভালমানুষ?'

'হ্যাঁ। আমি সানের মেয়ে, মনে করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে দায়িত্ব নেয় ওরা। সারাক্ষণ আমার পাহারায় ছিল।'

'তুমি চাইলে থাকতে পারে আমাদের সঙ্গে ওরা। আমার কোন আপত্তি নেই।'

উইলের কাছে মনে হচ্ছে এরা গ্রামে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক। নাকাপার সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে এসেছিল, স্বজনদের কাছে রেনিগেড বা বিদ্রোহী পরিচয় পেয়েছে; এখন ফিরে গেলে হয়তো সাদর অভ্যর্থনা পাবে না। তারুণ্যের কারণেই ওদের প্রভাবিত করতে পেরেছিল নাকাপা। তবে শেষে হলেও ইশাকোমির প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছে।

তিন নাতচির সঙ্গে কথা বলল ইশাকোমি, মনোযোগ দিয়ে শুনল তারা, তারপর সাগ্রহে মাথা ঝাঁকাল। ওদের সঙ্গে থাকবে এরা, ধরে নিল উইল। অখুশি নয় ও, বরং স্বস্তি বোধ করছে। তিনজন সমর্থ যোদ্ধা পাওয়ায় শক্তি বেড়ে যাবে ওদের।

'এবার বাড়ি যাব আমরা, কোমি। বাড়ি গিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পবিত্র আগুন তৈরি করব আমি। আগুন ছাড়া আর এক মুহূর্তও কাটবে না তোমার। জানো না, নিরুঅনা আমাকে রহস্যের যাদুকর মনে করত? তুমি সূর্যের সন্তান। পবিত্র আগুন ছাড়া তোমাকে মানায় না।'

আঠারো

ক্যানিয়নের ট্রেইল ধরে এগোল ওরা। আগেরবার রাতের বেলায় এসেছে উইল, এখন দিনের বেলায় ফিরছে। গাছের নীচে ছাড়া কোথাও ছায়া নেই। অপূর্ব সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে চারপাশে। পাহাড়ের কোলে ফুটেছে কলম্বাইন, সিঙ্কফয়েল, ফায়ারউড, চারমিয়ন, লিলি···হরেক রকম ফুল। নীরবে এগিয়ে চলল ওরা, কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছে না কেউ।

বিশ্রাম নিতে একবার ঝর্নার পাড়ে থামল ওরা।

'সত্যি পারবে?' অধীর স্বরে জানতে চাইল ইশাকোমি। 'সূর্য থেকে আগুন আনতে পারবে?'

'পারব।'

দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকল ও, নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে ছোট্ট একটা ডাল দিয়ে পানি নাড়ছে। 'আগুনটা থাকলে সত্যি ভাল লাগত,' মুখ তুলে উইলের দিকে তাকাল ইশাকোমি, অপূর্ব সুন্দর আয়ত চোখজোড়ায় নির্ভরতা প্রকাশ পাচ্ছে। 'তোমার স্ত্রী হিসাবে খুবই সুখী আমি, কিন্তু ওই আগুনকে ঘিরে বড় হয়েছি। ওটা আমার একটা অংশ, আমার জীবনের অংশ।'

'জানি।'

'তুমি কি অনেক ইন্ডিয়ান মেয়েদের চিনতে?'

'উঁহুঁ, অল্প কয়েকজনকে। একজনের কথা ধরো, মাত্র একবার দেখেছি ওকে। জেমসটাউনে থাকত ও, সবার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল। ওর নাম ছিল ম্যাটাওকা, কিন্তু সবাই ডাকত পকাহন্টাস

নামে। আসলে ওর বাবা এই নামে ডাকত ওকে। ওদের ভাষায় শব্দটার মানে হচ্ছে হাসিখুশি। ইংরেজি খুব ভাল বলত।'

'আর কেউ?'

'আমাদের বাড়ির ধারে-কাছে কোন ইন্ডিয়ান থাকত না। অনেক দূর থেকে ব্যবসা করতে আসত ওরা। ব্যবসার জন্য কখনও কখনও ওদের গ্রামে চলে যেতাম আমরা, কিংবা ওদের সঙ্গে শিকারে যেতাম।'

'তুমি স্ক্যাল্প সংগ্রহ করো না। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই এটা জানতাম আমরা, তবে বিশ্বাস করতাম না কেউ। মজার ব্যাপার কী জানো, আমাদের মধ্যে কেউ যদি যুদ্ধে মারা যায়, তা হলে চট করে ওর স্ক্যাল্প তুলে নিই, যাতে শত্রুদের কেউ নিতে না পারে।'

'আমাদের বাচ্চা কি সান হবে?'

'নিশ্চই। ছেলে হলে যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন। আর মেয়ে হলে আজীবন। আমাদের সমাজে মর্যাদার দিক থেকে মেয়েরা এগিয়ে। তোমাদের সমাজেও কি একই নিয়ম?'

'উল্টোটা।'

'তাই? তা হলে তো মেয়েদের খুব বিশ্বাস করো তোমরা।'

'অনেকেই করে।'

এগিয়ে চলল ওরা। উপত্যকার কাছাকাছি চলে এসেছে। দূর থেকে দুর্গটা দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা বাড়ির মত। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে কর্নের মাঠ, এপাশে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, ঝিরঝিরে বাতাসে দোল খাচ্ছে লম্বা ঘাস।

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল উইল, চিন্তিত। আরও কর্ন লাগাতে হবে, পাশাপাশি তরমুজের চাষ করতে হবে। উপত্যকার মাটি উর্বর, এখানে ফসল ফলালে ভাগ্য বদলে যাবে যে-কারও। বিস্তীর্ণ, প্রায় আনকোরা জমি, বিপুল সম্ভাবনাময়। উইলের সৌভাগ্য এই জমির ফলন প্রথম দেখার বা ভোগ করার সুযোগ হয়েছে ওর। কিন্তু শিগ্‌গিরই অন্যরাও আসবে, বিশেষ করে ক্যালকিনরা। এরা প্রায়

প্রত্যেকে অস্থির, অনুসন্ধানী, না-জানাকে জানতে অধীর, সদা চঞ্চল মানুষ।

অন্যরাও আসবে, তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবে উইল। এদের কেউ আসবে পণ্য নিয়ে, ব্যবসার উদ্দেশে, কেউ বা ঘুরতে বা নতুন বসতির খোঁজে; কেউ বা সোনা বা রূপোর সন্ধানে। কিন্তু খাবার, পরামর্শ আর এলাকা সম্পর্কে ধারণা লাগবে সবার। এই তিনটা জিনিস তাদের সরবরাহ করতে পারবে উইল।

একটা বাড়ি তৈরি করতে হবে। ভবিষ্যৎও ভাবতে হবে, যেহেতু ওদের সংসারে একটা বাচ্চা আসছে। তবে সবার আগে, ইশাকোমিকে ওর পবিত্র আগুন উপহার দিতে হবে।

আসলে এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সূর্য-সন্তান। অন্ধকার পৃথিবীতে জীবন আর উষ্ণতার সঞ্চার করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে সূর্যের। সূর্য না থাকলে পৃথিবীর বুকে কিছুই জন্মাত না, অন্ধকারে ডুবে থাকত সবসময়।

প্রথমে পছন্দসই একটা জায়গা খুঁজে নিতে হবে, ভাবছে উইল, দুর্গের ওপাশে এবড়োখেবড়ো পাহাড়টা সম্ভাব্য জায়গা হতে পারে। পাথর আর আবর্জনা সরিয়ে পরিষ্কার করতে হবে, তারপর জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করবে। দিনটা হতে হবে উজ্জ্বল ঝলমলে, তবে তার আগে আরও কিছু কাজ রয়েছে।

পওনিরা চলে গেছে। সময় করে একবার ওদের ক্যাম্পে যেতে হবে, কোন আবর্জনা থেকে থাকলে পরিষ্কার করতে হবে।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এল উইল। ছড়ানো-ছিটানো আবর্জনা আর পাথর পরিষ্কার করে ফেলল। শেষে বড়সড় কিছু পাথর সাজিয়ে বেদী তৈরি করল। চার ফুট উঁচু ওটা, প্রস্থে তিন ফুট; মাঝখানে চ্যাপ্টা বড়সড় একটা পাথর বসিয়ে দিয়েছে। কাছাকাছি গাছ থেকে পাখির পরিত্যক্ত বাসা সংগ্রহ করল। চ্যাপ্টা পাথরের উপর ওগুলো রেখে তারউপর ছোট ছোট ডাল, এবং সবশেষে ভারী বড়সড় ডাল সাজিয়ে রাখল। একপাশে, পাথরের কিনারায়, পাখির বাসার একটা অংশের সঙ্গে পিচ পাইনের সরু ডাল আর পাতলা গাছের বাকল

রেখেছে। সাদা ওয়ালনাটের কাঠ যেহেতু আশপাশে নেই, বিকল্প হিসাবে সিডারের কাঠ ব্যবহার করছে।

কয়েক গোত্রের ইন্ডিয়ানরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সিডারের কাঠ ব্যবহার করে। উইলের ধারণা নাতচিদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে ব্যাপারটা। প্রচলিত রীতির কারণ সম্পর্কে কৌতূহলী সাদা মানুষ, কিন্তু ইন্ডিয়ানরা কখনোই এ-নিয়ে আমল দেয় না। সচরাচর যা চলে এসেছে, পূর্বপুরুষরা যা করে এসেছে, বংশানুক্রমে তাই করতে অভ্যস্ত ওরা। প্রথার ব্যতিক্রম পছন্দ করে না। ইতিহাস বা অন্যান্য রীতি লিখে রাখার সুযোগ না থাকায় কোন প্রথার প্রচলনের কারণ বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বেশিরভাগ সময় ভুলে যায় ওরা, কারণটাকে গুরুত্বপূর্ণ না ভেবে বরং উদ্‌যাপনের দিকে মনোযোগ দেয়। এমন অনেক অনুষ্ঠান আছে যা শত শত বছর ধরে চলে আসছে। পবিত্র আগুন পেলে খুশি হবে ইশাকোমি। আগুনটা আসবে সূর্য থেকে।

কাঠের একটা কোদাল তৈরি করেছে উইল, ওটা দিয়ে মাঠের কাজ শুরু করল। প্রায় প্রতিদিনই বাড়ির জন্য আসবাব তৈরির কাজে বিকালের সময়টা ব্যয় করে ও, কীভাবে যে সময় চলে যায়, নিজেও টের পায় না। গৃহস্থালি এমন কত কাজ পড়ে আছে!

বিকালে কখনও কখনও গাছের সারির নীচে চলে যায় দু'জন, সাংগ্রে ডি ক্রিস্টো পর্বতশ্রেণীকে সামনে রেখে গল্প করে, শেষ বিকালের সূর্যের রক্তলাল আলোয় স্নাত উপত্যকা আর পাহাড়ের সারির শোভা দেখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে; এই আভা এমনকী উপত্যকায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পরও আকাশের বুকে জেগে থাকে অনেকক্ষণ।

'তোমার মা আর বোন কী করছে এখন?' ইশাকোমির কৌতূহলী প্রশ্ন।

'সম্ভবত লন্ডনে আছে ওরা। এখন নিশ্চই বাড়িতে, হয়তো কোন পার্টিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। শহুরে জীবন সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা খুব কম, কোমি।

'ওদের সঙ্গে থাকার কথা নোয়েলের। এতদিনে হয়তো পুরোপুরি ইংরেজ বনে গেছে ও। সম্ভবত আমাদের আদি নিবাসেও

ঘুরে এসেছে। অনেক জলাভূমি ছিল আমাদের। জলাভূমি হচ্ছে, বিস্তৃত নিচু জমি, যার বেশিরভাগ অংশ পানির নীচে থাকে। খালি করার জন্য সবক'টায় একাধিক চ্যানেল থাকে। প্রচুর শিকার পাওয়া যায় ওখানে–রাজহাঁস, বক, সারস, পায়রা···এমনকী হরিণও আছে।

'ক্যারোলিনায় পাওয়া বেশ কয়েকটা দামী রত্ন নিয়ে ইংল্যান্ডে গেছেন মা। নানার সম্পত্তির উত্তরাধিকারও পেয়েছেন তিনি। আমার তো মনে হয় রীতিমত ধনী বনে গেছেন মা।'

'ধনী হওয়া কি খুব গুরুত্বপূর্ণ?'

'খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কিছুটা গুরত্বপূর্ণ বটে। গরীবের জন্য জীবন খুব কঠিন। কমবয়সী কোন মেয়ের ভাল একটা বিয়ের জন্য দরকার আর্থিক সচ্ছলতা। আমার তো মনে হয় যুবকরা ভালবাসার চেয়ে নিজের আর্থিক উন্নতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।'

'তোমার বোন তা হলে ওখানেই বিয়ে করবে?'

'তাই হবে হয়তো, কিন্তু প্যাট্রিসিয়ার ব্যাপারে কোন কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না। অন্য মেয়েদের চেয়ে ঢের স্বাধীনচেতা ও। আমাদের সবার মতই একটু ভিন্ন ধাতে গড়া, নিজের মত থাকতে পছন্দ করে।'

বন থেকে বেরিয়ে নীচের তৃণভূমিতে চরছে হরিণের পাল। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, ওখান থেকে অন্তত এক ডজন হরিণ আর কয়েকটা এল্ক দেখতে পাচ্ছে উইল।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল পয়সানো। মোষটার কান চুলকে দিল উইল। আকারে বিশাল হয়ে গেছে ওটা, বয়স্ক তাগড়া বলদের মত, তবে ওদের কাছে কুকুরছানার মতই আদুরে, বিশ্বস্ত এবং বাধ্য মনে হয় এখনও। মোষ সাধারণত একটু বোকাটে স্বভাবের হয়, কিন্তু পয়সানোর মধ্যে ব্যতিক্রম লক্ষ করেছে উইল। কর্নের খেতে যাওয়া যাবে না, কষ্টেসৃষ্টে ওটাকে বুঝিয়েছে ও, এবং বিস্ময়ের ব্যাপার, নির্দেশটার ব্যতিক্রম করেনি পয়সানো। খেতের চারপাশে বেড়া দিয়েছে, যদিও মোষের কাছে বেড়ার কোন গুরুত্ব নেই, বরং যেখানে খুশি চলে যেতে অভ্যস্ত ওরা। তবে পয়সানো কোনভাবে

বুঝে নিয়েছে কর্নের খেত ওর জন্য নিষিদ্ধ সীমানা, চারপাশে যেহেতু সতেজ ঘাসের অভাব নেই, তাই নিষিদ্ধ সীমানায় প্রবেশ করার দরকারও পড়েনি।

শীত আসছে। ঘাস কেটে জড়ো করল উইল, শীতের সময় পয়সানোর খাবার হিসাবে কাজে লাগবে।

বেশ কিছু যন্ত্রপাতি দরকার, কিন্তু সান্তা ফেয় গিয়ে ওগুলো সংগ্রহ করার সাহস করতে পারছে না উইল। ওখানে গেলে নির্ঘাত ওকে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত করবে স্পেনিশরা, ধরতে পারলে জেলে পুরবে, তারপর হয়তো মেক্সিকোয় পাঠিয়ে দেবে বিচারের জন্য, যদি আদৌ বিচার পাওয়ার সৌভাগ্য হয়। ব্যবসার ব্যাপারে আগ্রহী ডিয়েগো, কিন্তু ওদের কাছে এমন কিছু নেই যে বিনিময় হতে পারে। গত শীতে সংগ্রহ করা কয়েকটা মোষ আর হরিণের চামড়া যথেষ্ট নয়। আসন্ন শীতকে কাজে লাগানোর ইচ্ছে রয়েছে উইলের।

দুর্গে ফিরে এল ওরা। আগুনের পাশে বসে আছে পিয়োটাহ্। অন্যরা হয় ঘুমিয়ে পড়েছে নয়তো খুঁটিনাটি কাজে ব্যস্ত।

কয়েকদিন ধরে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করছে উইল। প্রায়ই মেঘলা থাকছে আকাশ, মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে। ইশাকোমির জন্য আগুন তৈরি করতে রৌদ্রোজ্জ্বল দিন দরকার। সুযোগ এসে যাবে, তাই এ-নিয়ে তেমন দুশ্চিন্তা করছে না ও। বরং আরও জরুরি একটা বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠল।

'পিয়োটাহ্, বহু আগে পাসনুতা নামের প্রাণীটার কথা বলেছিলে, মনে আছে?'

ভুলে যায়নি কিকাপু, তবে সঙ্গে তিক্ত স্মৃতিও মনে পড়ল। আড়ষ্ট হয়ে গেল তার মুখ, চোখে চ্যালেঞ্জ ফুটে উঠল। পাসনুতার কথা শুনে অবিশ্বাস করেছিল উইল, ব্যাপারটা এখনও ভুলতে পারেনি সে।

'অযথা তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম। আমরা যারা এই অঞ্চলে আসিনি, তাদের ধারণায় এমন প্রাণী পৃথিবীর অন্য প্রান্তে রয়েছে,

এখানে থাকতেই পারে না। স্বীকার করছি, ধারণাটা ভুল। আর কী জানো ওটা সম্পর্কে?'

উইলের দুঃস্বপ্ন সম্পর্কে কিছুই জানে না পিয়োটাহ্। দৈব অনুভূতি রয়েছে উইলের, কখনও কখনও ভবিষ্যতের ঘটনা অবচেতন মনে টের পায় কিংবা স্বপ্নও দেখে–এক ঝলক দেখার মত; কিন্তু এই দুঃস্বপ্নটা অন্যরকম। রীতিমত উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ওকে। এভাবেই কি মৃত্যু হবে ওর? স্বপ্নটা স্রেফ ভবিষ্যৎ দর্শন? প্রকাণ্ড গজদন্তের আঘাতে বা থামের মত পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মারা যাবে ও?

পঙ্কা মহিলার দিকে ফিরল পিয়োটাহ্, মৃদু স্বরে বলল: 'পাসনুতার কথা বলো তো ওকে।'

এগিয়ে এসে ওদের সামনে বসল মহিলা। 'পাসনুতা বিশাল! মোষের চেয়েও বড়! আমরা কয়েকবারই পাসনুতা শিকার করেছি। একেকটার শরীরে যা মাংস হয়!'

'প্রথমে প্রাণীটাকে ঘিরে ফেলে ওরা,' ব্যাখ্যা করল পিয়োটাহ্। 'তারপর ওটাকে খেদিয়ে নিচু জায়গায় বা ক্লিফের কাছে নিয়ে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করে। একটা দল সামনে থেকে ভাব দেখায় যেন আক্রমণ করবে, ওদের দিকে মনোযোগ থাকে পাসনুতার, এ-সুযোগে পিছন থেকে বর্শা দিয়ে আক্রমণ করে অন্য এক দল।'

'কোথায় শিকার করেছ ওদের?'

শ্রাগ করল মহিলা। 'যেখানে যখন পাওয়া যায়। পাহাড়ে। বড়বড় ঘাসঅলা উপত্যকায়। আসলে ওগুলো যে কখন কোথায় থাকে, আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। খুঁজে বের করি আমরা, তারপর শিকার করি। বিস্তর মাংস পাওয়া যায়।'

শিকারের স্মৃতি মনে পড়ায় উত্তেজনায় চকচক করছে মহিলার চোখ। 'একবার খুব শীত পড়ছিল, বহুদিন ছিল শীত। খুব ঠাণ্ডা! কুটিরে অনাহারে কাটছিল আমাদের। টানা কয়েকদিন শিকারে বেরোল পুরুষরা, কিন্তু কিচ্ছু পেল না! এদিকে শীত যেন শেষই হবে না, বসন্তের দেখা নেই! একদিন, আমার স্বামী বিশাল ট্র্যাক দেখতে

পেল। এত বড় প্রাণীর ট্র্যাক সারা জীবনেও দেখেনি। ও বলল প্রাণীটা যাই হোক, চলো, শিকার করি। অনেক যোদ্ধা সঙ্গী হলো ওর। দু'দিন ধরে ট্র্যাক অনুসরণ করল ওরা। তারপর খুঁজে পেল ওটাকে। ধাওয়া খেয়ে আলগা তুষারে আটকা পড়ল ওটা, নড়তেই পারছিল না।

'যোদ্ধারা ঘিরে ফেলল ওটাকে। কিন্তু আগেই আক্রমণ করল ওটা। একজনকে মেরে ফেলল। আরেকজনকে ছুঁড়ে মারল, তুষারে পড়ায় তেমন কোন ক্ষতি হলো না ওর। তারপর বর্শা দিয়ে সবাই মিলে গেঁথে ফেলল ওটাকে। এত মাংস পাওয়া গেল যে শীতের বাকি সময়টা নিশ্চিন্তে কেটে গেল আমাদের।'

'প্রায়ই কি দেখতে ওদের?'

'মাঝে মধ্যে। তবে একসময় অনেক ছিল, আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি। একেকবার তিন-চারটা শিকার করত।'

পঙ্কা মহিলার দেওয়া বর্ণনা মনে রাখল উইল। লোমশ, প্রকাণ্ড প্রাণী। কোনটার গজদন্ত আছে, কোনটার নেই। একসময় সংখ্যায় অনেক ছিল, কিন্তু ইদানীং প্রায় চোখেই পড়ে না। কোণঠাসা অবস্থায় দারুণ হিংস্র প্রাণী, তবে দশ-বারোজন যোদ্ধা থাকলে কোন একটাকে শিকার করা কঠিন নয়।

একবার ঘুরতে গিয়ে লবণের পাহাড়ে বিশাল এক প্রাণীর কঙ্কাল খুঁজে পেয়েছিল নিয়াল, পরে বলেছে উইলকে। মাংস বা চামড়া অনেক আগেই পচে-গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তবে পুরো কঙ্কালটা আস্ত ছিল। কয়েকজন ইন্ডিয়ানের সাহায্য নিয়ে দুটো প্রকাণ্ড গজদন্ত আর কয়েকটা হাড় নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল সে, পরে এক জাহাজ ব্যবসায়ীর কাছে আইভরি দুটো বেচে দিয়েছিল ওরা।

অসম্ভব মনে হলেও, এমন প্রকাণ্ড প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতেও পারে ধারে-কাছে। ইতোমধ্যে ইন্ডিয়ানদের গল্প বিশ্বাস করতে শুরু করেছে উইল। বহু প্রমাণ পেয়েছে, বানোয়াট বা আজগুবি গল্প বলতে পছন্দ করে না এরা। কিন্তু তাতে ওর কী? দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়ল, রক্তলাল চোখের প্রকাণ্ড ওই প্রাণীর মুখোমুখি হওয়ার সময় কেন

পালানোর চেষ্টা করে না ও?

*

ব্যস্ততার মধ্যে দিন কেটে যাচ্ছে ওদের। শিকার করা মাংস ঝলসে, শুকিয়ে তুলে রাখছে শীতের জন্য। বনভূমি, পাহাড়ী ঢাল আর তৃণভূমি থেকে ফল, মূল, বীরুৎ বা ঔষধি গাছ সংগ্রহ করছে। নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী খাওয়ার পর বাকিটা তুলে রাখছে শীতের জন্য। জ্বালানি কাঠ তো সংগ্রহ করছেই। আর···শত্রুর খোঁজে সতর্ক থাকছে সর্বক্ষণ।

কিন্তু এখন পর্যন্ত কারও আসার নামগন্ধ নেই।

তবে এমন চিহ্ন দেখতে পেয়েছে যা থেকে বোঝা গেল ইন্ডিয়ানরা প্রায়ই আসে এই উপত্যকায়। পুরানো ট্র্যাক দেখে বুঝেছে পশ্চিম দিক থেকে এসেছিল তারা, তবে কোমাঞ্চি নয়।

একদিন, শিকার থেকে ফেরার পথে পয়সানোর পিঠে চেপে বসল উইল। কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ওটা, পেটে কয়েকবার গুঁতো খেয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল। শুরুতে খানিকটা অস্বস্তি প্রকাশ করলেও, একটু পর একেবারে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এগোতে থাকল পয়সানো; পিঠে যে ওজনদার একটা জিনিস আছে, এ-ব্যাপারে একেবারে অসচেতন। নিজ হাতে ওটাকে খাইয়েছে উইল, আদর করেছে, পিঠে মালামাল বহন করিয়েছে; অন্তত ওর ব্যাপারে কোনরকম ভীতি নেই মোষটার। বরং উইল শরীর চুলকে দিলে বা বিড়বিড় করে কথা বললে যেন খুশিই হয়।

সেদিন থেকে ব্যাপারটা নিয়মিত হয়ে গেল। ঘোড়ার মতই পয়সানোকে ব্যবহার করছে উইল। ওটার পিঠের সঙ্গে জুত মত বসবে এমন একটা স্যাডল আর ব্রিডল তৈরি করে ফেলেছে।

এক গোধূলিলগ্নে দুর্গে ফিরে এল ও। পাহাড়ের ওপাশে অস্ত যাচ্ছে সূর্য, রক্তলাল হয়ে উঠেছে প্রতিটি ক্লিফ, যেন অদৃশ্য কোন শিল্পীর তুলির স্পর্শে রক্তিম হয়ে গেছে। দুর্গের কাছাকাছি একটা রীজে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখল উইল, তারপর ধীর গতিতে দুর্গের দিকে এগোল।

ইন্ডিয়ান বন্ধুরা পয়সানোর পিঠে চড়তে দেখেনি ওকে, যেহেতু ক্যাম্প থেকে দূরে আসার পর সবসময় ওটার পিঠে চড়ে উইল, আবার দুর্গের কাছাকাছি এসে পয়সানোর পিঠ থেকে নেমে পড়ে। দৃশ্যটা বিমূঢ় করে তুলল সবাইকে; স্থির দাঁড়িয়ে থেকে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সবাই।

ইন্ডিয়ানদের কাছে এটা একটা মহা ঔষধ। বিরাট কৌশল।

অন্যদের উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে বেরিয়ে এল ইশাকোমি, উইলকে মোষের পিঠে চড়ে দুর্গের সীমানায় প্রবেশ করতে দেখতে পেল। একেবারে মোক্ষম সময়, ভাবল উইল, আশা করছে কালকের দিনটা উজ্জ্বল ঝলমলে হবে।

'কাল সূর্য থেকে তোমার জন্য আগুন নিয়ে আসব, ইশাকোমি ইশিইয়া,' মৃদু স্বরে, স্মিত হেসে ঘোষণা করল উইল।

পরদিন সত্যি সত্যি উজ্জ্বল সকাল হলো। আকাশ পরিষ্কার। মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। নদীতে গোসল করল ও। দুর্গে ফিরে এসে সিডারের কুচিতে আগুন ধরাল প্রথমে, তারপর ঈগলের পাখা দিয়ে বাতাস করে আগুনে তৈরি ধোঁয়া নিজের দিকে প্রবাহিত করল। ধোঁয়া গ্রাস করে ফেলল ওকে। ইন্ডিয়ানদের মধ্যে আত্মশুদ্ধির প্রচলিত একটা উপায় এটা, জানে উইল, আশা করছে নাতচিরাও জানে প্রথাটা।

ধর্মের গুরুত্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ইশাকোমির ধর্মবিশ্বাস উইলের চেয়ে ভিন্ন, হয়তো মূল উৎস একই; কিন্তু স্ত্রীর ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা বা সমীহ প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করে ও।

আনুষ্ঠানিক সময় হতে দুর্গের পিছনের পাহাড়ের পাদদেশে চলে এল সবাই। এগিয়ে এসে পালকের তৈরি একটা মুকুট উইলের মাথায় পরিয়ে দিল ইশাকোমি। মুকুটটার শুধু সামনের অংশে পালক রয়েছে। ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল উইল, অনুসরণ করল ইশাকোমি এবং অন্যরা। চূড়ায় উঠে এল সবাই।

বেদীর কাছে এসে অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল উইল। তারপর সূর্যের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল, মিনিট কয়েক ওভাবে

থাকার পর হাত নামিয়ে আনল। পকেট থেকে আতসী কাচ বের করে হাতে নিল ও, ফোকাস করল, এমন অবস্থানে ধরে রাখল যাতে ছোট্ট বিন্দুর মত আলো স্থির হয় জমিয়ে রাখা শুকনো লতাপাতার উপর।

বিচ্ছুরিত সরু কিন্তু শক্তিশালী আলো পড়ল পাতার উপর, কয়েক মুহূর্ত পর ক্ষীণ ধোঁয়ার জন্ম নিল ওখানে। নির্জলা বিস্ময়ে বিড়বিড় করল হতভম্ব ইন্ডিয়ানরা। সরু স্তম্ভের মত উঠতে শুরু করল ধোঁয়া, শুকনো পাতার জমিনে কালো একটা দাগের মত দেখাল, ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। একটু পর শিখা তৈরি হলো, শুকনো কিছু মস আগুনের দিকে ঠেলে দিল উইল। মসে আগুন ধরে যেতে চট করে আতসী কাচটা পকেটে চালান করে দিল ও।

আগুন আরও ছড়িয়ে পড়েছে। পটপট শব্দে জ্বলছে শুকনো ডাল। পিছিয়ে এসে ইশাকোমির দিকে ফিরল উইল, মৃদু স্বরে বলল: 'সূর্য আগুন দান করেছে আমাদের।'

উনিশ

সকালে খেত থেকে কর্ন তুলল ওরা, দুমড়ে গাছ থেকে কর্নের বীজ আলাদা করল, তারপর হাতে তৈরি ঝুড়িতে বয়ে দুর্গে নিয়ে এল। উর্বর জমির পাশাপাশি যথেষ্ট রোদ-বৃষ্টি পাওয়ায় ভাল ফলন হয়েছে। সেরা বীজগুলো পরের বসন্তে ফলানোর জন্য আলাদা করে রাখল উইল, বাকি যা ছিল, পয়সানোর জন্য রেখে দিল।

দৈনন্দিন কাজ একইভাবে চলছে। শিকার, ফলমূল সংগ্রহ করছে যত বেশি সম্ভব। আকাশের দিকে রাখছে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি—অনাগত

শীতের আভাস পেতে চাইছে, আগাম নোটিশ ছাড়াই যে-কোন দিন হয়তো তুষারপাত শুরু হবে। পবিত্র আগুন একটা গুহায় সরিয়ে নিয়েছে ওরা, বাতাস বা বৃষ্টি হলেও নিভবে না। পর্যাপ্ত কাঠ জমিয়েছে ওখানে, পুরো শীতে আগুন জিইয়ে রাখার মত যথেষ্ট।

পিস্তল দুটো লোডেড ওর। শত্রুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা পাউডারের পরিমাণ যথেষ্ট না হলেও সন্তোষজনক, অন্তত আরও দু'বার লোড করতে পারবে। রূপো মিশ্রিত সীসার আকরিক থেকে কয়েকশো গোলাকার বলের ছাঁচ তৈরি করল উইল, ভবিষ্যতে হয়তো কাজে লাগবে।

এখনও গন্ধক খুঁজে পায়নি। তবে নিরাশ হয়নি উইল। সাকিমের কাছ থেকে শেখা বিদ্যে থেকে জানে আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি গন্ধক থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, এবং ধারে-কাছে অনেক নমুনাও চোখে পড়েছে। ভবঘুরে এক ইন্ডিয়ানের কাছ থেকে জেনেছে উত্তর-পশ্চিমে, বেশ দূরে এমন একটা জায়গা আছে, কিন্তু যাওয়ার চিন্তাটা মাথায় এলেও বাতিল করে দিয়েছে উইল। গেলে, তুষারপাতের আগে ফিরে আসতে পারবে না।

ইদানীং সময়ের আগেই সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, গাছের পাতা ঝরতে শুরু করেছে। পাহাড়ী ঢালে ফুলের সংখ্যা একেবারে কম, দু'একটা ল্যাভেন্ডার, কুঁচকানো জেনশন আর সালফার ফুল চোখে পড়ছে। শীত আসছে। আর শীত মানেই গল্প বলার ধুম। আগুনের পাশে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটবে ওদের, অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করবে, বাচ্চাদের যেসব গল্প শোনায় ইন্ডিয়ানরা, ওসব গল্প শুনবে। পরের শীতে হয়তো ওদের বাচ্চাকে গল্প শোনাবে ইশাকোমি। চিন্তাটা অদ্ভুত এক অনুভূতি তৈরি করল উইলের মনে। বাবা হচ্ছে ও, কিন্তু একজন বাবার কী দায়িত্ব, তাই জানা নেই ওর।

এতকিছু থাকার পরও বইয়ের অভাব বোধ করছে ও। কী যেন আনন্দ পেত দু'একটা বই পেলে! মনের কোন নির্দিষ্ট গণ্ডি নেই, অন্তত মুক্ত চিন্তার মানুষের কাছে। কেউ তার মনকে আবদ্ধ করতে চাইলে মনটা একই জায়গায় আটকা পড়ে যায়। মনের

খোরাক–জানার প্রবল ইচ্ছে–মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে উইলের মধ্যে। কৌতূহল মেটাতে পারে, এমন কিছুই আর নেই এখানে। প্রতি রাতে ইশাকোমির সঙ্গে গল্প করে ও, একের পর এক প্রশ্ন করে, ইশাকোমির ধর্ম, দৃষ্টিভঙ্গি বা নাতচিদের সম্পর্কে জানতে চায়; পরস্পরের ধারণা বিনিময় করে ওরা।

অবশেষে একদিন সাংগ্রে ডি ক্রিস্টো থেকে ধেয়ে এল হিমেল বাতাস। হরিণের মাংসের শুরুয়া চড়ানো হলো আগুনে। শিকার থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের কাছে চলে গেল পিয়োটাহ্, ছুরি বের করে মাংসের বড়সড় একটা টুকরো কেটে নিল। খাওয়ার পর ঘোষণা করল: 'এবার লড়াই করব আমরা!'

'কী?'

'চলে এসেছে ওরা। ওদের দেখার পর টানা ছুটে এসেছি। পুরো বিকাল দৌড়েছি খবরটা দেওয়ার জন্য। দুটো দল, তবে আলাদা আলাদা ভাবে আসছে।'

'দুটো দল?'

'হ্যাঁ। একদল ব্যবসা করতে আসছে, অন্যদল আসছে লড়াই করার জন্য।'

পিয়োটাহ্র চারপাশে ভিড় জমে গেল হঠাৎ। বুননের কাজ থামিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পঙ্কা মহিলা।

'বিশটা ঘোড়ায় মালপত্র নিয়ে আসছে ডিয়েগো। ওর সঙ্গে ছয়জন সৈন্য ছাড়াও দু'জন ইন্ডিয়ান রয়েছে। ব্যবসা করতে আসছে ও।'

'ঠিক জানো, ডিয়েগোকে দেখেছ?'

'শুধু দেখিইনি, কথাও বলেছি ওর সঙ্গে। অন্য দলের নেতা হচ্ছে মিগুয়েল। ওর সঙ্গে সৈন্য ছাড়াও বদ কিছু ইন্ডিয়ান আছে।'

'ক'জন?'

'বিশজন। সৈন্য মোটে চারজন।' মাংস চিবানোর ফাঁকে ক্ষণিকের জন্য থামল পিয়োটাহ্। 'মিগুয়েলের কথা জানিয়েছি ডিয়েগোকে। ও জানতই না। শোনার পর গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।'

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। শান্তিতে বেশ কিছুদিন কেটে গেছে ওদের, তবে জানত যে এমন একটা সময় আসবে। চিন্তার কথা একটাই, শত্রুর সংখ্যার তুলনায় ওরা নিতান্তই কম।

ডিয়েগো কি ওদের পক্ষে লড়বে? মনে হয় না, ভাবল উইল। ব্যবসা করতে আসছে সে, সহযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ার কোন পরিকল্পনা নিশ্চই নেই তার। যদিও তাদের কারও সঙ্গেই একমত হবে না ডিয়েগো এবং মিগুয়েলকে শত্রু মনে করে।

ব্যবসার কথা আগেই বলেছিল ডিয়েগো, বুঝেছে যে এদিকে একটা পোস্ট থাকলে কোমাঞ্চিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের সময় অল্প সময়ের মধ্যে সাপ্লাই সংগ্রহ করতে পারবে। সুদূর সান্তা ফে যেতে হবে না। বিশটা প্যাক হর্সে বিস্তর মালামাল নিয়ে আসছে সে, কিন্তু মিগুয়েলের মনে কী আছে?

ইশাকোমিকে চায়, এটা নতুন কিছু নয়, কিন্তু আর কী থাকতে পারে? প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে? যথেষ্ট নয়। সোনা? সামান্য সোনা আছে উইলদের কাছে, কিন্তু মিগুয়েল সেটা জানে না। তবে সোনার লোভেই বছরের পর বছর পশ্চিমে অভিযান চালিয়ে আসছে স্পেনিশরা। মিগুয়েল হয়তো ধারণা করে থাকবে যে ওদের কাছে সোনা রয়েছে। নইলে কী কারণে এমন নিঃসঙ্গ, নির্জন জায়গায় থাকছে উইলরা?

মিগুয়েল অনুমান করে নেবে এতদিনে চলে গেছে পওনিরা। ধরে নেবে একাই রয়েছে উইলরা। তিনজন নাতচি ব্রেভ যোগ দিয়েছে, এটা তার জানার কথা নয়।

তবে তারপরও, সংখ্যাটা যথেষ্ট নয়। উইল বুঝতে পারছে না কীভাবে নিজেদের রক্ষা করবে। সামান্য অ্যামুনিশন। পিস্তলের ভেল্কিতেও কাজ হবে না এবার। নতুন জিনিসে একবারই চমকায় মানুষ।

'উতেদের সাহায্য নিতে পারি আমরা,' বাতলে দিল ইশাকোমি।

আইডিয়াটা মন্দ নয়, কিন্তু বিপদের সম্ভাবনাও রয়েছে। উতেরা এমনকী মিগুয়েলের চেয়েও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, যেহেতু

উতেদের এলাকায় ওদের বাস। উতেরা যে উপত্যকায় আসছে বা রাত কাটিয়েছে, কয়েকবারই চিহ্ন দেখেছে ওরা, তবে সরাসরি কাউকে দেখেনি।

কোমাঞ্চিদের সঙ্গে শত্রুতা রয়েছে উতেদের, তাই প্রথম থেকে উইলের ইচ্ছে ছিল উতেদের সঙ্গে সন্ধি করবে, সম্ভব হলে বন্ধু করে নেবে ওদের। কিন্তু উতেদের অবস্থান জানা নেই ওর কিংবা এও জানে না কীভাবে তাদের খুঁজে পাবে। বরং যে-কোন মুহূর্তে কোনরকম সতর্কীকরণ ছাড়াই দুর্গে আক্রমণ করতে পারে উতেরা।

আগুনে কাঠ পোড়ার পটপট শব্দ হচ্ছে, বাইরে শোঁশোঁ করছে দমকা হাওয়া। কারও দিকে তাকাচ্ছে না কেউ, যার যার নিজস্ব ভাবনা, ভয়, দ্বিধা বা শঙ্কা নিয়ে ব্যস্ত। শত্রু অনেক বেশি, তুলনায় ওরা নিতান্তই কম।

দুর্গের দেয়ালগুলো মজবুত, কিন্তু মিগুয়েল নিশ্চই তৈরি হয়ে এসেছে; কোন একটা পরিকল্পনা রয়েছে তার মনে। যোদ্ধা হিসাবে ধূর্ত, বিপজ্জনক সে। আগেরবার পরাজিত হয়েছে শত্রুকে খাটো করে দেখেছে বলে। পরাজয় থেকে শিক্ষা নেয় মানুষ। মিগুয়েলও ব্যতিক্রম নয়। অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেবে না সে।

ইচ্ছে করলে দুর্গ ছেড়ে চলে যেতে পারে ওরা। পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা হলে দুর্গ আর জমিয়ে রাখা খাবার হিসাবের খাতায় চলে যাবে। তুষারপাতের সময় তা হলে অনাহারে থাকতে হবে। ইশাকোমি এখন অন্তঃসত্ত্বা, ওর অনাহারে থাকা মানে বাচ্চাটার জীবনের আশঙ্কা।

কারও কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা স্রেফ কল্পনা। যা করার নিজেদের করতে হবে। আসলে কিছু করার আছে কি? আগেরবার প্রতিরক্ষার জন্য যে-কয়টা কৌশল ব্যবহার করেছিল, সবই জেনে গেছে মিগুয়েল। ঘোড়ায় চড়ে এবার আক্রমণ করবে না কেউ। প্রথমে হয়তো দুর্গ অবরোধ করবে, ওদের আটক করতে চাইবে, ব্যর্থ হলে আগুন ধরিয়ে দেবে।

আগুন…?

'আমি বাইরে গিয়ে লড়াই করব,' বলল পিয়োটাহ্। 'দেয়ালের মধ্যে বন্দি থাকতে পারব না।'

'বেশ। কিন্তু আগে ডিয়েগোর সঙ্গে দেখা করতে আমার সঙ্গে যাবে তুমি।' ইশাকোমির দিকে ফিরল উইল। 'কোমি, আমাদের অনুপস্থিতিতে তুমি দুর্গের দায়িত্বে রইলে। নাতচিদের সাহায্য নিয়ে দুর্গ রক্ষার চেষ্টা কোরো। কিন্তু একটা কথা, সবার আগে তোমাকে রক্ষা করবে ওরা।'

'তুমি কী করবে?'

'বাইরে থাকব আমি, তবে ফিরে আসব।' মিগুয়েল এখানে পৌঁছার আগেই দলটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ইচ্ছে উইলের, এটাই সবদিক দিয়ে উত্তম পরিকল্পনা। কিন্তু কীভাবে করবে এমন অসম্ভব কাজ? আসলেই কি কিছু করার আছে ওর?

পরম নির্ভরতা আর আবেগ নিয়ে পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরল ওরা, তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। বেশিরভাগ মেয়ে যেটা পছন্দ করে, ভালাবাসার মিষ্টি কথা মুখ ফুটে বলতে জানে না উইল, কিন্তু অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে, ওর মন জুড়ে সারাক্ষণই থাকে ইশাকোমি। এখন, নিজের জন্য নয় বরং ইশাকোমির জন্য শঙ্কিত হয়ে উঠল ও, নিকট ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। শুধু ইশাকোমিই নয়, ওর বংশধরও ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন।

কী করবে ও? এরা নির্ভর করছে ওর উপর, বিশ্বাস আর আস্থা রেখেছে। ওদের কাছে উইল শুধু রহস্যের যাদুকরই নয়, ওদের চীফও, যুদ্ধের সময় দক্ষ সেনাপতি।

গত শীতটা কষ্টে কেটেছে ওদের, এবার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা। যথেষ্ট খাবার আর জ্বালানি আছে। শীতের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এখন গল্প করার সময়, অথচ শত্রু উপস্থিত; বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে মানুষগুলো তাকিয়ে আছে ওর দিকে—তাদের বাঁচাবে উইল, নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

বরাবরই স্বাধীনচেতা ছিল উইল, যখন যেখানে ইচ্ছে চলে গেছে। কিন্তু স্ত্রী এবং সন্তান থাকায় এখন আর সম্ভব নয় সেটা।

সম্পত্তিও মানুষকে দায়ে ফেলে দেয়, সম্পত্তি ভোগ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে সেটাকে রক্ষা করার বা অধিকারে রাখার সামর্থ্য অর্জন করা।

শান্ত, নির্জন এক উপত্যকা। বাড়িতে উষ্ণ ও আরামদায়ক পরিবেশ। আর আছে কয়েকজন বন্ধু। এরা সবাই নির্ভরশীল ওর উপর।

কিন্তু কী করতে পারে ও?

বাইরে গিয়ে স্পেনিশদের মুখোমুখি হতে পারে। দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছার আগেই যদি তাদের আটকে দিতে পারে, সংখ্যাটা কমিয়ে দিতে পারলে আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি পড়বে শত্রুপক্ষের...

পর্যাপ্ত তীর ছাড়াও বাড়তি বর্শা আছে ওদের। তীরের রেঞ্জ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণাও রয়েছে, জানে টার্গেট ঠিক কতদূরে হলে লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হবে। দুর্গের দেয়াল থেকে বেশ কিছুটা খোলা জায়গা, বুদ্ধি করে গাছ আর ঝোপঝাড় কেটেছে ওরা; কেউ আক্রমণ করতে এলে খোলা জায়গাটা পেরোতে হবে, কিংবা তীরের রেঞ্জে পৌঁছতে হলেও খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে, তাকে রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে যাবে ওরা। তবে রাতে এই সুবিধাটা থাকবে না।

ছোট্ট ক্যালট্রপ রয়েছে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে কাজে লাগবে ভেবে গ্রীষ্মের সময় বন থেকে প্রিকলি পিয়ারের কাঁটা, হেজহগ আর স্ট্রবেরি ক্যাকটাস তুলে নিয়ে এসেছিল। কাজটা সহজ হয়নি। কাটার বা উপড়ে তুলে ফেলার পর লম্বা শাখাপ্রশাখাযুক্ত ডাল দিয়ে একত্র করেছে প্রথমে, তারপর চামড়ার উপর জমা করেছে, শেষে কাঁটা গাছের স্তূপ চামড়া সহ টেনে নিয়ে এসেছে দুর্গে।

দুই নাতচি যোদ্ধাকে নিয়ে অন্ধকারে কাজে নেমে পড়ল উইল। ডাল দিয়ে দুর্গের চারপাশে ঘাসের উপর শুকনো কাঁটা ও ক্যাকটাস ছড়িয়ে দিল। আগুয়ান ঘোড়সওয়ারের যাত্রা ব্যাহত করবে ক্যালট্রপ, আর কাঁটা গাছ মোকাসিন পরা ব্রেভদের ঠেকিয়ে রাখবে।

এত বড় দুর্গ রক্ষার জন্য বা অসম লড়াইয়ে কৌশল হিসাবে এমন কিছু নয় এগুলো। তা ছাড়া, আগুন লাগানো তীর ঠেকানোর

কোন উপায় বের করতে পারেনি ওরা। মিগুয়েল যে আগুন লাগানো তীর ব্যবহার করবে, একরকম নিশ্চিতই।

'আপাতত বিশ্রাম নেব আমরা,' শেষে বলল উইল। 'কাল ডিয়েগোর সঙ্গে দেখা করতে যাব আমি আর পিয়োটাহ্। তখন, পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করব।'

পিস্তলগুলো কাজে লাগবে এবার, জানে উইল। দু'বার রিলোড করার মত অ্যামুনিশন আছে, প্রতিটা দিয়ে বারোটা করে গুলি করতে পারবে। মন্দ নয়। হয়তো কাজ হয়ে যাবে।

লড়াইয়ের সময় দক্ষ পিস্তলবাজের গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ওরও হবে। ছুটন্ত শত্রুকে বেঁধানো সহজ নয়। তা ছাড়া, কারও কারও গায়ে হয়তো বর্ম থাকবে। যদি তিনটার মধ্যে অন্তত একটা হারে লক্ষ্যভেদ করতে পারে, ভাগ্য ভাল বলতে হবে ওর।

ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। স্বপ্নে প্রকাণ্ড পাসনুতা তাড়া করল না উইলকে, নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম হলো। ভোরের আলো ফোটার আগেই রোবের নীচ থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল ও, দ্রুত কাপড় পরে নিল।

হাত-মুখ ধুয়ে নিজের অস্ত্রশস্ত্র একত্র করল ও, তারপর দরজার দিকে এগোল। এত সতর্কতা কোন কাজে আসেনি, দরজায় ইশাকোমিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল উইল। পরস্পরের হাত ধরে নীরবে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, শেষে ইশাকোমিকে বুকে টেনে নিল উইল। 'ভয় পেয়ো না। ফিরে আসব আমি।'

'ভয় পাচ্ছি না, উইল। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।'

বাইরে অপেক্ষা করছে পিয়োটাহ্। জোড়াতালি দেওয়া স্যাডলটা পয়সানোর পিঠে চাপিয়ে উঠে পড়ল উইল, ঢিমেতালে গতিতে গেট দিয়ে বেরিয়ে এল ও বেরিয়ে আসার পর পিছনে গেট বন্ধ করে দিল ইশাকোমি।

দক্ষিণে এগোল উইল, পয়সানোর সহজাত প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করছে। এলাকাটা চেনা ওর, তবে নিজের ইচ্ছে মত এগোতে দিয়েছে পয়সানোকে। শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ রাখল উইল, ডিয়েগোর

ক্যাম্প দেখতে না পেলেও হয়তো দূর থেকে ধোঁয়ার গন্ধ পাবে।

পুব আকাশে যখন সূর্য উঠি উঠি করছে, তখন ধোঁয়ার গন্ধ পেল ওরা। নিচু একটা পাহাড় পেরিয়ে এগোতে আগুনের ম্লান আভা চোখে পড়ল। রাশ টেনে পয়সানোকে থামাল উইল, ছোট্ট ক্যাম্পটা জরিপ করল।

বেশিরভাগ লোক ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, নাস্তার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দু'জন। জিনিসপত্র গুছিয়ে যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছে অন্যরা। প্যাক হর্সে মালপত্র তুলছে। দুর্গ থেকে এ-জায়গাটার দূরত্ব চার মাইলের কিছু কম হবে। দূর থেকে দীর্ঘ, ছিপছিপে দেহের ডিয়েগোকে চিনতে পারল উইল, এগিয়ে যাওয়ার সময় নাম ধরে ডাকল তাকে।

'উইল নাকি?' দ্রুত এগিয়ে এল সে, কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। 'আরে, তুমি দেখছি···!'

'এটাই আমার ঘোড়া,' স্মিত হেসে বলল উইল।

স্যাডল ছেড়ে এগিয়ে গেল ও, ওকে অনুসরণ করছে প্রকাণ্ড মোষটা। এখন আর মোটেও বাছুর বলা যাবে না পয়সানোকে, পুরোদস্তুর মোষ বনে গেছে। গলা থেকে পাছা পর্যন্ত প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ, ওজন অন্তত আড়াই হাজার পাউন্ড, তিন হাজারের কাছাকাছি হওয়াও বিচিত্র নয়।

মুখ খিস্তি করল ডিয়েগো, তারপর থোক্ করে থুথু ফেলল। 'এরপর কী করবে? আজব এক লোক তুমি, উইল!'

'কী বেচতে এসেছ, ওগুলো কিনব, যদি সত্যি বিক্রি করতে এসে থাকো,' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল ও। 'লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে না চাইলে মিগুয়েল আসার আগেই কাজ সেরে কেটে পড়ো। বেশি দূরে নেই সে।'

'কিকাপুর কাছে শুনেছি। লড়াই করতে যদি এসে থাকে ও, কেন ওকে নিরাশ করব আমি?' সরাসরি উইলের চোখে চোখ রাখল ডিয়েগো। 'তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারব না, কিন্তু আমাকে যদি আক্রমণ করে মিগুয়েল, ওই মুহূর্তে হামলা করবে তুমি···'

'লড়াই পরে হবে, আগে ব্যবসা করি।'

দুর্গে চলে এল ওরা। মিগুয়েলের চিহ্নও নেই ধারে-কাছে। গেট দিয়ে মালটানা ঘোড়াগুলোকে ভিতরে ঢোকাল ওরা, তবে স্পেনিশদের মধ্যে মাত্র দু'জনকে ভিতরে ঢুকতে দিয়েছে উইল–ডিয়েগো আর আরেকজন।

উঁচু পোর্ট থেকে চারপাশে নজর রাখছে দুই নাতচি ব্রেভ। সঙ্গে আনা মালপত্র দেখাল ডিয়েগো। চারটা কুঠার, চারটা গাঁইতি, একটা করাত, দুই ডজন কুড়ালি, কয়েক বুশেল রঙিন পুঁতির মালা এবং ছুতোরের কাজের জন্য উপযোগি বিশেষ একটা কুড়ালি সহ নানান যন্ত্রপাতি। তিনটা ঘোড়ার পিঠে বিভিন্ন ধরনের কাপড় এনেছে।

'যন্ত্রপাতিগুলো তোমাদের জন্য এনেছি,' বলল ডিয়েগো। 'আর বাকি যা দেখছ, ব্যবসার জন্য।'

বেল্টে দুই ডজন স্পেনিশ স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে উইলের, তবে ওগুলো খরচ করার ইচ্ছে নেই। বাড়ি ছেড়ে আসার ঠিক আগ মুহূর্তে বাবা তুলে দিয়েছিলেন ওর হাতে। এরচেয়ে জরুরি কোন পরিস্থিতিতে কাজে লাগতে পারে ওগুলো। চামড়া, রোব আর কয়েকটা রূপোর পিণ্ড রয়েছে ওদের, পিস্তলের বুলেট তৈরির সময় গলন্ত রূপো ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেছে।

দর কষাকষি চলল, তবে এ-ব্যাপারে খুব একটা সিরিয়াস নয় উইল। চাইছে শুরুটা ভাল হোক ডিয়েগোর, তা হলে ব্যবসার প্রতি আগ্রহ পাবে সে; এবং আবার আসবে। ডিয়েগো না এলে সাপ্লাই পাওয়ার সম্ভাবনা নেই ওদের।

বড়সড়, প্রায় এক পাউন্ড ওজনের ছয়টা পিণ্ড দিয়ে রফা হলো শেষে। 'আবার এসো কিন্তু, ডিয়েগো, বসন্তের সময়। এরচেয়ে বেশি ব্যবসা করব তখন। শুধু তুমি আর আমি।'

উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত এক নাতচি। 'ওরা আসছে!' ভাষান্তর করল ইশাকোমি।

সব ঘোড়া গেটের বাইরে নিয়ে গেল সৈন্যরা, উইলের দিকে ফিরল ডিয়েগো। 'তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি,' বলে ওর

হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল। 'ওরা যদি জানতে পারে এটার কথা, আমাকে ফাঁসিতে লটকে দেবে।'

বলার পর আর দেরি করল না সে, দ্রুত চলে গেল গেটের বাইরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এগোতে শুরু করল ডিয়েগোর কাফেলা।

গেট বন্ধ করে পকেট থেকে প্যাকেটটা বের করল উইল। দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

পাহাড়ের কোথাও রয়েছে পিয়োটাহ্।

টেবিলের উপর প্যাকেট রেখে পিস্তল দুটো পরখ করল উইল, তারপর পোর্টে উঠে এসে চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল। ডিয়েগো বা ওর দলের কারও পাত্তাও নেই, যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। তারমানে পিছনের ক্যানিয়নের দিকে চলে গেছে ওরা।

এসে গেছে মিগুয়েল। গাছের সারির কিনারায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকল সে। 'বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করো, তা হলে যেখানে খুশি চলে যেতে দেব তোমাদের! অস্ত্র ফেলে বেরিয়ে এসো সবাই!'

বহুদিন আগে উইলকে একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন ব্রায়ান ক্যালকিন: 'কখনও নিজের অস্ত্র হাতছাড়া কোরো না। জীবনে অনেক ঘটনা শুনেছি বা দেখেছি, যেখানে অস্ত্র সমর্পণ করার পর মরে গিয়ে বোকামির দণ্ড দিয়েছে বহু লোক।'

টেবিলে রাখা প্যাকেটের দিকে মনোযোগ চলে গেল উইলের, ফিরে এসে খুলল ওটা।

গানপাউডার! প্রায় কয়েক পাউন্ড হবে।

'ধন্যবাদ, দোস্ত, ডিয়েগো!' আনন্দে বিড়বিড় করল উইল। 'গ্রেসিয়াস!'

বিশ

মিগুয়েলের প্রস্তাবের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না উইল। একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ও, আজকের লড়াইয়ের পরিণতি যাই হোক না কেন, মিগুয়েল আর ওর মধ্যে যে-কোন একজন মারা যাবে। শান্তির জন্য এখানে এসেছে উইল, শান্তিপূর্ণ জীবনের সমস্ত উপাদানই রয়েছে এই উপত্যকায়; মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে উতেদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে ও। ওর শান্তিপূর্ণ জীবনের পথে একমাত্র বাধা–মিগুয়েল।

ফের চেঁচাচ্ছে সে, আত্মসমর্পণ করতে বলছে ওদের।

ধূসর হয়ে গেছে আকাশ। পশ্চিমে পাহাড়ের কাছে মেঘ জমেছে। ধূসর আকাশের বিপরীতে গাছগুলোকে বলিষ্ঠ ও জমকাল দেখাচ্ছে। ছায়া নয়, বরং লোকজনের অবয়বই ছায়ার মত মনে হচ্ছে, বনভূমি আর উপত্যকার কিনারে ঘুরঘুর করছে। পিয়োটাহ্‌র গুহায় দেখা ছায়ার কথা মনে পড়ল উইলের, গুহার দেয়ালে নেচে বেড়াচ্ছিল ওগুলো।

চামড়ায় আদ্যোপান্ত মোড়া মমি হয়ে যাওয়া লাশের মুখ থেকে উচ্চারিত অপার্থিব কথাগুলোও মনে পড়ল তৎক্ষণাৎ। অদ্ভুত একটা ঘোরে আক্রান্ত ছিল ও; আবছা অন্ধকার গুহায় উইল জানতে চেয়েছিল কিছু করার আছে কি-না ওর।

এমন বোকামি আর হয়? শত বছর আগের কয়েকটা লাশের সঙ্গে কথা বলে কেউ? ফিরে আসার সময় শুনতে পেয়েছিল কথাগুলো, কিংবা ওর মনে হয়েছিল শুনতে পেয়েছে: *'খুঁজে বের করো!'*

কাদের খুঁজে বের করবে? কোথায় খুঁজবে? কেন খুঁজবে?

দুর্গের পোর্টে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল উইল, শীতল বাতাস ধেয়ে এল পাহাড় থেকে। বৃষ্টি নামবে। ঘোরে আক্রান্ত হয়েছে যেন, মনের একটা অংশ রহস্যময় সেই গুহায় চলে গেছে। কোন কারণ ছাড়াই বিষণ্ন হয়ে গেল ওর মন।

কী অতৃপ্তি নিয়ে মারা গেছে মানুষগুলো? আসলে কি কথা বলেছে, নাকি সবই ওর কল্পনা বা শ্রুতিভ্রম? নাকি সত্যি কোন অপার্থিব যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল ওর সঙ্গে? মৃত্যুর স্তব্ধতা কাটিয়ে কীভাবে কথা বলল লাশগুলো? কতটা মরিয়া বা উন্মুখ হলে মৃত্যুকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে মানুষ?

একটু পরেই হয়তো মারা যাবে ও। কিন্তু তা না ভেবে, গুহার ঘটনা ভাবতে শুরু করল উইল। কতটা আকাঙ্ক্ষা মানুষকে চরম মরিয়া বা উন্মুখ করে তুলতে পারে যে মৃত্যুকেও অতিক্রম করে ফেলা যায়?

বর্তমানে, উইলের জন্য মরিয়া হওয়ার জন্য একটাই কারণ রয়েছে। ইশাকোমি এবং ওর অনাগত সন্তানের নিরাপত্তা। এরচেয়ে বড় কারণ আর কী থাকতে পারে?

গুহার মৃত মানুষগুলোও কি একই পরিস্থিতিতে পড়েছিল?

কিন্তু বহু বছর আগে মারা গেছে তারা—কয়েক শতাব্দী হওয়াও বিচিত্র নয়, এমনকী তাদের উত্তরপুরুষরাও গত হয়ে গেছে এতদিনে। *'খুঁজে বের করো!'* বলতে হয়তো লাশগুলোর কথাই বোঝাতে চেয়েছে, কিন্তু তাও শত বছরের পুরানো হয়ে গেছে।

কাদের খুঁজে বের করবে? কোথায় খুঁজবে? কেন খুঁজবে?

হঠাৎ ইশাকোমিকে পাশে দেখতে পেল উইল। একটা কাপ বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। কফি। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কফিও এনেছে ডিয়েগো।

'নিকঅনা সম্পর্কে কতটা জানো, কোমি? আসলে কে সে?'

'ও হচ্ছে নিকঅনা, রহস্যের যাদুকর। এই তো!'

মাথা নাড়ল উইল। 'কেন যেন ওকে ইন্ডিয়ান মনে হয়নি আমার···ভুলও হতে পারে। কী যেন একটা আছে ওর মধ্যে, ভিন্ন কিছু।'

'তাই?' নীরব হয়ে গেল ইশাকোমি, কাপ তুলে চুমুক দিল। 'একটা কথা শুনেছিলাম···সত্যি-মিথ্যে জানি না···ও নাকি আমাদের লোক নয়। বহু আগে কিছু লোক এসেছিল, আমাদের সঙ্গে থাকত ওরা। নিকঅনা সম্ভবত ওদের বংশধর। শেষ বংশধর।'

'আর কিছু জানো না?'

শ্রাগ করল ইশাকোমি। 'নদী পেরিয়ে এসেছিল ওরা। আমি জানি না নদীর উজান নাকি ভাটির দিক থেকে এসেছিল, তবে ওরা ছিল যাজক। শিক্ষক। জ্ঞানী। কোত্থেকে বা কখন এসেছিল, বলতে পারব না, কিন্তু এটা শুনেছি যে আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে ওরা। সবসময় নাতচিদের নিকঅনা হত ওদের কেউ। শুধু ওদের মধ্যে থেকে কেন হত, তাও জানি না।'

ক্ষণিকের জন্য থামল ও। 'আমার দাদী ছিল ওদের একজন। নিকঅনার সঙ্গে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল দাদীর।'

বাইরে নড়াচড়া টের পেতে পোর্টহোল দিয়ে তাকাল উইল, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না।

'তোমার ব্যাপারে নিকঅনার বিশেষ দুর্বলতা ছিল। পশ্চিমে আসার জন্য তোমাকে বেছে নেওয়া হলো কেন?'

ফের শ্রাগ করল ইশাকোমি। 'কী করে বলব! হয়তো আমি সান বলে। সান হিসাবে আমারই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা গ্রামে থাকব নাকি অন্য কোথাও চলে যাব আমরা। আমার চেয়ে বেশি ক্ষমতা ছিল শুধু গ্রেট সানের, কিন্তু সে তো অসুস্থ ছিল তখন। দায়িত্বটা তাই আমার ঘাড়ে চাপল।'

'কোন্ দিকে আসবে, নিজেই ঠিক করেছিলে তুমি?'

'না, নিকঅনা বলে দিয়েছিল। বলল অনেক পশ্চিমে চেনা একটা জায়গা আছে, নিরাপদে এখানে থাকতে পারব আমরা। নিকঅনা চাইছিল আমিই যেন দেখে যাই জায়গাটা।'

'পাহাড় থেকে নদী বেরিয়ে এসেছে যেখানে, ওই জায়গাটা?'

'উঁহুঁ, আরও ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল। হয়তো এই জায়গার কথা বলেছিল নিকঅনা···কিন্তু আমি···'

ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে উইলের মাথায়। ছোট ছোট অস্পষ্ট রহস্য জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, অশুভ এবং ভীতিকর মনে হচ্ছে ওর কাছে।

বুড়ো হয়ে গিয়েছিল নিকঅনা। ইশাকোমির কথা বাদ দিলে সে-ই শেষ বংশধর। ইশাকোমির সঙ্গে খানিকটা রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তার। নিকঅনা কি ভয়াবহ কোন বিপদ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল ইশাকোমিকে? নাকি চেয়েছিল পশ্চিমে এসে, *কিছু একটা, নির্দিষ্ট একটা জায়গা*–আচমকা চিন্তাটা খেলে গেল উইলের মাথায়–আবিষ্কার করুক ইশাকোমি?

পশ্চিমে ইশাকোমির অভিযানের দিক বা গন্তব্য কি নিকঅনার পূর্ব পরিকল্পিত? পূর্বপুরুষদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে ইশাকোমিকে পাঠাতে চেয়েছিল সে? অবিসম্ভাবী কোন ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল ইশাকোমিকে? বংশের পদযাত্রা শুরু হয়েছিল যেখানে, সেই প্রাচীন স্থানে পাঠাতে চেয়েছিল শেষ বংশধরকে?

সংক্ষেপে ওর ধারণা খুলে বলল উইল। 'চিন্তা করে দেখো, কোমি,' শেষে বলল ও। 'তোমার শিক্ষক ছিল সে, কিন্তু কী শিখিয়েছে তোমাকে? এমন কিছু কি ছিল না যেটা শুধু তোমার জন্য? কোন গল্প বা উপদেশ?'

'খুঁজে বের করো!' সঙ্গে সঙ্গে বলল ইশাকোমি।

মমিকৃত লাশগুলোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল নিকঅনার? উদ্ভট চিন্তা! নিজেকে তিরস্কার করল উইল, কিন্তু পরক্ষণে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল। বারকয়েক অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ও। খুব বেশি আজগুবি ভাবছে। এসব বাদ দিয়ে বরং লড়াইয়ের কথা ভাবা উচিত। ইশাকোমিকে রক্ষা করতে হবে। এই দুর্গটা রক্ষা করতে হবে। পরে হয়তো সময় পাবে, তখন ভেবে দেখা যাবে এসব।

খুঁজে বের করো–কী খুঁজবে? মানুষ? কোন জিনিস? নাকি জায়গা?

কোন কিছু হারিয়ে গিয়েছিল? নাকি গুপ্ত কোন জায়গায় রক্ষিত তথ্যের কথা বলা হয়েছে, যা জানা উচিত? উত্তরপুরুষদের জন্য কোন তথ্য?

বয়স্ক কাউকে আশা করেছিল নিকঅনা, উইলের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় বলেছিল সে। ওর বাবাকে আশা করেছিল? কিন্তু তার নিশ্চই জানা থাকার কথা যে ব্রায়ান ক্যালকিন মারা গেছেন···উঁহুঁ, তার আগেই নাতচি গ্রাম ছেড়ে বের হয়েছিল নিকঅনা···ভাবছে উইল, *বাবার মৃত্যুর আগেই বেরিয়ে পড়েছিল*···

নতুন বসতির খোঁজে ইশাকোমির অভিযান, উইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কিংবা রহস্যময় ওই গুহা সম্পর্কে কৌতূহল···ঘটনাগুলোর কতটা দৈবাৎ আর কতটা পূর্ব পরিকল্পিত বা আগে থেকে অনুমান করা? নিকঅনা কি চেয়েছিল গুহার ওই মমিগুলো খুঁজে বের করুক উইল? ব্যাপারটা অবাস্তব ঠেকছে ওর কাছে।

শেষপর্যন্ত যা ঘটেছে, গুহা থেকে বহু দূরে বসতি গড়েছে ও, এবং ইশাকোমিকে বিয়ে করেছে। ইন্ডিয়ান রীতি অনুযায়ী হয়েছে বিয়েটা, সাদা মানুষের সমাজে গ্রহণযোগ্যতা নাও পেতে পারে। ইংল্যান্ড বা অন্যান্য দেশে কোর্টের বিয়ের মত অনানুষ্ঠানিক। তবে বিয়ের ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানা নেই উইলের, বাড়িতে বিকালে বা সন্ধ্যায় টেবিলে বসে মা-বাবাকে এ-বিষয়ে আলাপ করতে শুনেছে, তবে কোনদিনই মনোযোগ দেয়নি। এখন মনে হচ্ছে, মনোযোগ দিলে ভাল হত। বিয়ে ছাড়াও প্রচলিত রীতি, অনুষ্ঠান বা এমন সামাজিক বিষয়ে আলাপ করতেন ওঁরা।

কিন্তু শুনলেই বা মনে থাকত এখন, তার কী নিশ্চয়তা আছে? কৈশোরে বা বাল্য জীবনে না চাইলেও কত কথা শুনতে হয়, এর বেশিরভাগ পরিণত বয়সে ভুলে যায় সবাই। একেবারে শেষ মুহূর্তে হয়তো উপলব্ধি হয় ভুল করেছে, মনে রাখতে পারলে কাজ হত, কিন্তু তখন আর কিছু করার থাকে না, কারণ চাইলেও অতীতে ফিরে

যেতে পারে না মানুষ।

বাইরে উজ্জ্বল আলো ফুটেছে। আবারও চড়া কণ্ঠে ওদের আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিল মিগুয়েল। ত্যক্ত বোধ করল উইল। 'মিগুয়েল! আমাদের আত্মসমর্পণ করাতে যখন এতই অধীর হয়ে পড়েছ,' শেষে অধৈর্য স্বরে বলল ও। 'এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে লড়লেই পারো! শুধু তুমি আর আমি! এভাবে হয়তো অযথা রক্তপাত এড়ানো সম্ভব, একইসঙ্গে সবকিছুর ফয়সালাও হয়ে যাবে।'

মুহূর্ত খানেকের নীরবতা, তারপর উল্লসিত স্বরে জবাব দিল মিগুয়েল। 'তুমি যেহেতু চ্যালেঞ্জ করেছ, নিয়ম অনুযায়ী অস্ত্র বাছাই করার সুযোগ আমার, তাই না? ভদ্রলোকেরা এভাবেই লড়াই করে।'

'বেশ! কী বাছাই করবে? পেটে-পেটে পিস্তল ঠেকিয়ে লড়বে? নাকি ছুরি দিয়ে? যা ইচ্ছে বেছে নাও। কিন্তু ফয়সালা হয়ে যাক, শুধু তুমি আর আমি লড়ব, যেই জিতুক অন্যরা ফলাফল মেনে নেব।'

'রাজি!' প্রায় তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিল মিগুয়েল। 'অস্ত্র আমি বাছাই করব!'

'আমি যদি জিতি, তা হলে লড়াই শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে তোমার লোকেরা।'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল মিগুয়েল। 'আর যদি হেরে যাও? তা হলে তোমার সবকিছু আমার হবে!'

'আর আমি হব বিচারক!' ডিয়েগোর কণ্ঠ, গাছের আড়াল থেকে কখন খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সে, কেউ খেয়াল করেনি। 'মিগুয়েল, চারটা মাস্কেট স্থির হয়ে আছে তোমার লোকদের উপর। লড়াইয়ের সময় কেউ যদি সামান্য বেতাল কিছু করে, সবক'জন খুন হয়ে যাবে!'

স্যাডল ছেড়ে এগিয়ে এল মিগুয়েল। দারুণ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে তাকে। ধাতব বর্ম পরা, কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল সে,

মুখে মিটিমিটি হাসি খেলা করছে।

'কী নেবে, পিস্তল?' জানতে চাইল উইল।

হাসি ম্লান হলো না তার। 'উঁহুঁ, পিস্তল নয়, দোস্ত। পিস্তলে আমার চেয়ে ঢের চালু তুমি! তলোয়ার নিয়ে লড়ব আমরা। সত্যিকার ডুয়েল হবে সেটা!'

প্রতিবাদ করতে মুখ খুলেছিল ডিয়েগো, কিন্তু বাতাসে হাত নেড়ে তাকে বাতিল করে দিল মিগুয়েল। 'তোমাকে পরে সাইজ করব, ডিয়েগো। তোমার এত পোড়াচ্ছে কেন? আমাকে অস্ত্র বাছাই করার সুযোগ দিয়েছে ক্যালকিন, আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে! তুমি বরং দেখে যাও ভদ্রলোকের অস্ত্র দিয়ে কেমন লড়তে পারে বাকস্কিনের জ্যাকেট পরা রেডস্কিনটা!'

'আমাকে কাভার কোরো,' ফিসফিস করে ইশাকোমিকে বলল উইল, তারপর দ্রুত বেরিয়ে এল গেট দিয়ে। ও বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে গেট বন্ধ করে দিল ইশাকোমি।

'ভদ্রলোকের অস্ত্রের কী বোঝো তুমি?' তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলল উইল। 'তুমি তো ভদ্রলোক নও। তুমি হচ্ছ কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক, দালাল আর কোটনা। অন্যের হয়ে মেয়েমানুষের জন্য দালালি করো তুমি।'

মুখ হাঁ হয়ে গেছে মিগুয়েলের, কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাগে গিলে ফেলল কথাগুলো। মুহূর্ত খানেক পর একেবারে শান্ত হয়ে গেল। 'দেখা যাবে কে কী! তলোয়ার, দোস্ত! দেখব কত হিম্মত আছে তোমার!'

'উইল!' কিছুটা চড়া স্বরে উইলকে সতর্ক করল ডিয়েগো। 'সময় থাকতে আবার ভাবো! তলোয়ার দিয়ে ওর সঙ্গে টিকতে পারবে না তুমি! বুঝতে পারছ না কেন তলোয়ার বেছে নিয়েছে ও?'

হয়তো, কিন্তু এতটুকু উদ্বিগ্ন নয় উইল। শূটিং ক্রীকে বাবা, জেরেমি উইলকক্স আর সাকিমের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তালিম নিয়েছে ও। প্রায় দুই বছর হলো অনুশীলন নেই···তারপরও উইলের ধারণা, ব্রায়ান ক্যালকিন ছাড়া এখনও সবার মধ্যে ও-ই সেরা।

বনভূমির কিনারা থেকে উইলের সামনে চলে এল ডিয়েগো। 'আমার তলোয়ারটা নাও,' বলল সে, তারপর কিছুটা সরে এল উইলের দিকে, নিচু স্বরে বলল: 'আরেকবার ভাবো! তলোয়ারে ওর চেয়ে ভাল কাউকে আজ পর্যন্ত দেখিনি আমি! তোমাকে নিয়ে ইঁদুর-বিড়াল খেলবে ও, বোকা বানিয়ে তবে খুন করবে!'

তলোয়ারের বাঁট শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল উইল। 'দারুণ জিনিস, ব্লেডটা ধারাল আছে, ডিয়েগো। ধন্যবাদ। প্রার্থনা করো এটার মর্যাদা যেন রাখতে পারি।'

'তুমি বরং পালিয়ে যাও, উইল। দৌড়াও! এখনও সময় আছে! ও তোমাকে স্রেফ খুন করে ফেলবে!'

'খুন করবে? অত সহজ হবে না, অ্যামিগো।'

'তুমি তা হলে তৈরি?' অধীর স্বরে জানতে চাইল মিগুয়েল। 'আগে তোমাকে খুন করব, তারপর ওই মেয়েটাকে দখল করব। সান্তা ফেয় নিয়ে গিয়ে চড়া দামে বেচব ওকে!'

তলোয়ার হাতে মিগুয়েলের দিকে এগোল উইল। তলোয়ারে মিগুয়েল হয়তো সত্যি দুর্ধর্ষ, প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু পরোয়া করে না ও। ফেন্সিং করেছে বটে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেরা কয়েকজনের বিরুদ্ধে লড়েছে, তবে এখনকার পরিস্থিতি আলাদা। নিজের জীবনের জন্য লড়াই করতে হবে। ওকে খুন না করলেও পঙ্গু বানাবে মিগুয়েল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ওকে তেমন আমলই দিচ্ছে না সে, বুঝতে পেরেছে সহজ বিজয় অর্জন করবে। প্রথমে হয়তো বোকা বানাবে ওকে, রসিয়ে রসিয়ে লড়বে কিছুক্ষণ, দু'একটা সুযোগ দেবে; দু'জনের দক্ষতার আকাশ-পাতাল ফারাক বুঝিয়ে দেবে হাড়ে হাড়ে, তারপর আসল কাজ সারবে।

গেটের বাইরের লাগোয়া জমি মোটামুটি সমতল। একটু দূরে, খোলা জায়গার পর ঘাসের উপর ক্যাকটাস আর প্রিকলি পিয়ারের কাঁটা বিছানো। যথেষ্ট জায়গা, প্রায় চল্লিশ ফুট প্রশস্ত, যার অর্ধেক কাদায় লেপে দেওয়া।

খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। কীভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না, অস্বস্তির সঙ্গে হঠাৎ উপলব্ধি করল উইল। সহসা আহত পায়ের কথা মনে পড়ল। খুব কি সমস্যা হবে? মনে হয় না। এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। শুরুতে যা করা উচিত, মিগুয়েলের ছন্দ বা প্রবৃত্তি খুঁজে বের করতে হবে, ফেন্সিংয়ের সময় নির্দিষ্ট একটা ঢঙে নড়াচড়া করে সবাই। মুষ্টিযুদ্ধের মতই ফেন্সিং-এ নিখুঁত সময়জ্ঞান আর দূরত্ব বিচার করার দক্ষতার উপর নির্ভর করে জয়-পরাজয়, প্রতিদ্বন্দ্বী কীভাবে নড়াচড়া করে বা কতটা ক্ষিপ্র, চট করে জেনে নিতে হয়। উইলের সুবিধা একটাই, মিগুয়েল জানে না যে আগেও ফেন্সিং করেছে ও। ব্যাপারটা টের পাওয়ার আগেই ক্ষিপ্রবেগে হামলা করতে হবে। একটু আগে ডিয়েগোকে যা বলেছিল, উইলকে ঠিক তাই ভাবছে সে এখন—বাকস্কিন জ্যাকেট পরা রেডস্কিন, যাদের জানা নেই তলোয়ার কী জিনিস।

পরস্পরকে ঘিরে চক্কর কাটছে ওরা, আড়ষ্ট ও আনাড়ি ভঙ্গিতে তলোয়ারটা ধরে রেখেছে উইল। তীক্ষ্ণ চোখে মিগুয়েলকে দেখছে, প্রতিটি নড়াচড়া মগজে গেঁথে নিচ্ছে—কীভাবে সে পিছিয়ে যায়, ঠিক কতটা সময় পরপর।

বিদ্রূপের হাসি মিগুয়েলের মুখে, টিটকারির সুরে বলল, 'ভাবছি বিক্রি করার আগে কয়েকদিন মৌজ করব তোমার মেয়েমানুষের সঙ্গে। এমন খাসা জিনিস না চেখেই বেচে দেব, তা কী করে হয়!'

কৌশলটা নতুন নয় উইলের কাছে। ওকে রাগিয়ে দিতে চাইছে সে, চায় খেপে গিয়ে আগ বাড়িয়ে হামলা করুক উইল। তাই করল ও। ভান করল যেন সত্যি হামলা করছে, কিন্তু মিগুয়েল পাল্টা হামলা করতে আসতে চট করে পিছিয়ে এল। প্রায় অবহেলার সঙ্গে নড়ছে মিগুয়েল, এখনও উইলকে গুরুত্ব দেওয়ার তাগিদ অনুভব করছে না। ক্ষিপ্র বেগে আক্রমণ করল উইল, মিগুয়েলের ব্লেড ঠেকিয়ে পরমুহূর্তে তলোয়ার ঠেলে দিল সামনের দিকে, কিছু বুঝে

ওঠার আগেই বিশালদেহী স্পেনিশ টের পেল তলোয়ারের আলতো ছোঁয়া লেগেছে তার এক কাঁধে।

ঝটিতি পিছিয়ে গেল সে। চক্কর কাটল উইলকে ঘিরে, সামান্য ভুরু কুঁচকে গেছে; চোখে বিদ্রূপাত্মক জিজ্ঞাসা, যেন স্রেফ ভাগ্যের জোরে একটু আগে তাকে স্পর্শ করতে পেরেছে উইল। কিন্তু এই কৌশলে উইলের দক্ষতা প্রায় ঈর্ষণীয়। উইল মনে করেছিল কিছুটা হলেও সতর্ক হয়ে যাবে সে, কিন্তু আদপে তা ঘটল না। আবারও একইভাবে আক্রমণ করল মিগুয়েল–বিদ্যুৎ গতিতে মুহুর্মুহু লম্বা কোপ চালাল। পিছিয়ে এল ও। এদিকে চড়াও হলো মিগুয়েল, হঠাৎ অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

পাল্টা হামলা করল উইল। নিচু, জোরাল, ক্ষিপ্র আঘাত। বর্মের ফোকর দিয়ে কিংবা ফুটো করে, যেভাবেই হোক মিগুয়েলের বুকের চামড়ার স্পর্শ পেল তলোয়ারের সুচাল মাথা। নরম জিনিসে বিঁধেছে, টের পাওয়া মাত্র আরও জোরে তলোয়ার ঠেলে দিল উইল, ভীরে ঢুকে গেল ওটা। চট করে বামে সরে গেল ও, একটানে বের করে ফেলল তলোয়ার, দেখল গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে মিগুয়েলের বুকের ক্ষত থেকে।

রক্তশূন্য, বিকৃত হয়ে গেছে বিশালদেহী স্পেনিশের মুখ। টলে উঠল সে। মরিয়া চেষ্টায় ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার প্রয়াস পেল। আক্রমণে গেল মিগুয়েল, কিন্তু ক্ষিপ্রতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য দুটোই হারিয়ে ফেলেছে। আবারও তাকে বেঁধাল উইল, এবার গলায়। ব্লেড সরিয়ে ডানে-বামে পোঁচ দিল ও, গলাকাটার কাজ সম্পূর্ণ করল সেকেন্ড খানেকের মধ্যে। হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দিল মিগুয়েল, কথা বলার চেষ্টা করছে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে কাটা গলা দিয়ে। দড়াম করে মাটির উপর আছড়ে পড়ল সে।

উল্লসিত চিৎকার আর চেঁচামেচি কানে এল। বহু মানুষের মিলিত কণ্ঠ। চমকে তাকাল উইল, চারপাশে অচেনা ইন্ডিয়ানদের দেখতে পেল। অন্তত পঞ্চাশজন। ঘোড়ায় চড়েছে সবাই, লড়াইটা দেখেছে এতক্ষণ।

'উতে,' গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পিয়োটাহ্। 'কথা বলেছি ওদের সঙ্গে।'

স্যালুটের ভঙ্গিতে উতেদের উদ্দেশে তলোয়ারটা তুলল উইল, তারপর বো করল।

উতেদের দিকে এগিয়ে গেল পিয়োটাহ্, উতে ভাষায় বলছে কী যেন। মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনল তারা, তবে বলার চেয়ে ইশারাই বেশি করছে পিয়োটাহ্।

সবচেয়ে সামনের লোকটা কথা বলল।

'ও বলছে তুমি সত্যি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা,' ভাষান্তর করল পিয়োটাহ্। 'বলেছি ওদের জন্য উপহার রেখেছ তুমি। ওদেরকে বন্ধু ভাবছ। আমরা চাই ব্যবসা করতে এখানে আসবে ওরা। উতেদের জন্য উপহার নিয়ে এখানে এসেছি আমরা, এবং ওদের বিরাট এলাকার এক কোণে, ছোট্ট এই জায়গায় থাকতে চাই। প্রয়োজনে ওদের শত্রু কোমাঞ্চিদের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ব আমরা।'

কথাবার্তা চলল মিনিট কয়েক। 'ও তোমার উপহার দেখতে চাইছে,' শেষে জানাল পিয়োটাহ্। আমার মনে হয় ব্যাটা পটে গেছে। তোমার লড়াই পছন্দ হয়েছে ওর।'

তলোয়ারটা মুছে ডিয়েগোকে ফেরত দিল উইল, তারপর এগিয়ে গেল মিগুয়েলের দিকে। পাশে পড়ে থাকা তলোয়ারটা তুলে নিয়ে পরিষ্কার করল, শেষে উতে চীফের সামনে গিয়ে বাড়িয়ে দিল। বাড়তি একটা ধনুক দিল সঙ্গে। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল মিগুয়েলের সঙ্গে আসা লোকজনের সঙ্গে কথা বলছে ডিয়েগো।

গম্ভীর মুখে তলোয়ারটা গ্রহণ করল উতে চীফ।

'আমি, তোমার বন্ধু, শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য তলোয়ারটা উপহার দিচ্ছি তোমাকে। আজ থেকে তোমার বন্ধু আমার বন্ধু, তোমার শত্রু আমারও শত্রু।' ফের বো করে দুই কদম পিছিয়ে এল উইল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে গেটের দিকে এগোল। এবার দু'একটা ভেল্কি দেখানো দরকার। গেটের ভিতরে অপেক্ষা করছে ইশাকোমি, পাশেই দাঁড়িয়ে আছে পয়সানো।

'জলদি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো, কোমি! ওদের সবাইকে খাওয়াতে হবে, না খাওয়ালে বন্ধুত্ব রক্ষা হবে?'

হেলে-দুলে, ভারিক্কি চালে গেট দিয়ে বেরোল পয়সানো। ওটাকে দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল উতেরা; নিঃশ্বাস আটকে তাকিয়ে থাকল কেউ কেউ। ধীর-স্থিরভাবে, নিতান্ত নির্লিপ্ততার সঙ্গে ওটার স্যাডল-ব্রিডল ঠিক করল উইল, কাদামাটি ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় নিয়ে এল পয়সানোকে। বিস্ফারিত চোখে কাণ্ডটা দেখছে তারা। এমন তাজ্জব ও অসম্ভব ঘটনা চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না। মোষের পিঠেও চড়তে পারে মানুষ? জীবনে কোন ইন্ডিয়ান এমন কথা শোনেনি। সত্যি কথা হচ্ছে, উইল নিজেও শোনেনি। বাস্তবে, ঘোড়া ও মানুষের মধ্যে যতটা অন্তরঙ্গতা, মোষ আর মানুষের মধ্যে ঠিক ততটাই দূরত্ব।

হৈচৈ করছে উতেরা, উত্তেজিত স্বরে আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে। ষাট গজের মত এগিয়ে পয়সানোকে ফিরতি পথে, গেটের সামনে নিয়ে এল উইল। স্যালুট ঠুকল উতেদের উদ্দেশে, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল ট্রে হাতে গেটের বাইরে পা রেখেছে মেয়েরা।

আজকের, প্রথম এই সাক্ষাতের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, জানে উইল। একটা লড়াইয়ে ওকে জিততে দেখেছে তারা, তারপর মোষে রাইড করতে দেখেছে–ঘটনাটা ওদের কাছে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার–বিশাল যাদু! তবে বাস্তবসম্মত ব্যাপার দরকার এখন।

গেটের বাইরে একটা গাছের লম্বা গুঁড়ি দেখিয়ে বসার ইশারা করল উইল, ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা ক্যালট্রপ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিল। তারপর উপহার দেখাল উতেদের–কয়েক প্রস্থ লাল ক্যালিকো, এক ডজন করে ছুরি আর কুড়ালি। উতেদের কাছে এসব লোভনীয় জিনিস, প্রায় রত্নের মত।

প্রাপ্যতার উপর জিনিসের মূল্য নির্ভর করে, এমনও সময় আসবে যখন হয়তো এ-মুহূর্তে লোভনীয় জিনিসগুলোকে সস্তা বা

মূল্যহীন মনে হবে। ওদের কাছে যেটা নেহাত সামান্য, সেটাই উতেদের কাছে হতে পারে পরম কাঙ্ক্ষিত, যেহেতু জিনিসগুলো কোথাও পাবে না তারা।

অতিথিদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে পঙ্কা মহিলা আর অ্যাকো মেয়েটি। গুঁড়ির উপর বসে াতে শুরু করল উতেরা।

হঠাৎ গেট দিয়ে বেরিয়ে এল দু'জন নাতচি যোদ্ধা, হাতে একটা করে মশাল। পরস্পরের মাঝখানে দশ ফুট ব্যবধান রেখে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল তারা, প্রতিটি চোখ স্থির হলো ওদের উপর। তারপর, ধীর লয়ে আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে রাজকীয় চলনে দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ইশাকোমি।

ডানে-বামে কোনদিকে তাকাল না ও, সরাসরি উতে চীফের সামনে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। তখনই উইল খেয়াল করল বাড়ির একটা বেঞ্চ উতেদের সামনে এনে রাখা হয়েছে, কে কখন এনেছে খেয়াল করেনি ও; বেঞ্চটা মোষের রোব দিয়ে ঢাকা।

বেঞ্চে বসল ইশাকোমি। মশাল হাতে দুই নাতচি ওর দু'পাশে, দু'হাত দূরে এসে দাঁড়াল। দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল, কিছু বলছে না কেউ, খাওয়া থামিয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে ইশাকোমিকে দেখছে উতেরা। 'আমি ইশাকোমি ইশিইয়া,' শেষে বলল ইশাকোমি। 'নাতচিদের মহান সানের মেয়ে, পবিত্র আগুনের সাধিকা।' ক্ষণিকের জন্য থামল ও, গুনে গুনে দীর্ঘ পাঁচ সেকেন্ড পেরোল। 'উইল ক্যালকিন আমার স্বামী, সাদাদের নিকঅনা ও, রহস্যের যাদুকর!'

একুশ

আজ, এই মুহূর্তের আগে ইশাকোমিকে নিয়ে কখনও এতটা গর্ববোধ করেনি উইল ক্যালকিন। ইন্ডিয়ানরা আনুষ্ঠানিকতার একনিষ্ঠ ভক্ত, জাঁকাল আড়ম্বর অনুষ্ঠানের অংশীদার হতে পছন্দ করে। এ-মুহূর্তে কারও মনে এতটুকু সন্দেহ নেই যে ইশাকোমি সত্যিই অতিপ্রিয়, নন্দিত এক নারী।

উতে ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে পিয়োটাহ্‌র, ইশাকোমির কথাগুলো ভাষান্তর করে বুঝিয়ে দিল উতেদের।

'ওই যে গুহাটা দেখতে পাচ্ছ,' দুর্গের কাছাকাছি জায়গাটা দেখাল সে। 'পবিত্র আগুন রয়েছে ওখানে। ওই আগুন কখনও নেভে না। ইশাকোমি হচ্ছে ওই আগুনের অভিভাবিকা, সাধিকা।

'আর ও,' উইলের দিকে ইঙ্গিত করল পিয়োটাহ্‌। 'স্বর্গ থেকে আগুনটা নিয়ে এসেছে। সূর্যের উপহার ওই আগুন আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'আমিও দেখেছি!' বলল এক মশাল বাহক।

'আমিও!' সায় জানাল অন্যজন।

উইলের পাশে এসে দাঁড়াল ডিয়েগো। 'কী খেল্‌ই না দেখিয়েছে ও!' ফিসফিস করে বলল সে, কণ্ঠে সমীহ। 'তাক লাগিয়ে দিয়েছে উতেদের।'

সবিস্ময়ে ইশাকোমির দিকে তাকাল উইল। এই অপরূপা মেয়েটি কি সত্যিই ওর অনুরক্ত, কাঙ্ক্ষিত অমূল্য সম্পদ? অপূর্ব সুন্দরী, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু দারুণ বুদ্ধিমতীও। এখানে

আসার জন্য মোক্ষম সময় আর উপলক্ষ্য বেছে নিয়েছে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় ঘটনাটা সহজে ভুলতে পারবে না উতেরা।

সন্তুষ্টির হাসি ফুটল উইলের মুখে। 'এদেরকে তাক লাগাতে মোষের পিঠে চড়তে হয়নি ওকে!' একইরকম নিচু স্বরে ডিয়েগোর উদ্দেশে বলল ও।

উতেরা বিদায় নেওয়ার পরও দৃশ্যটার ছাপ রয়ে গেল উইলের মনে। সম্ভবত আজীবনই থেকে যাবে। পুঁতি বসানো সাদা বাকস্কিনের পোশাকে দুই মশালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল ইশাকোমি···সৌন্দর্য এবং মোহনীয় ভঙ্গিমায় ঠিকরে পড়ছিল নন্দিত, অতি কাঙ্ক্ষিত কিন্তু মর্যাদাসম্পন্ন প্রত্যয়ী এক নারীর আত্মবিশ্বাস।

সার বেঁধে পবিত্র আগুন দেখতে গেল উতেরা, তারপর বিদায় নিল। উইলের স্থিরবিশ্বাস, উতেদের বন্ধুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে ওরা। পয়সানোর চমক লাগানো উপস্থিতি, মিগুয়েলের সঙ্গে উইলের দুর্দান্ত লড়াই বা লোভনীয় উপহার–কোনটারই তেমন কোন ভূমিকা ছিল না, যতটা ভূমিকা রেখেছে ইশাকোমি–চট করে উতেদের বন্ধুত্ব অর্জন করে নিয়েছে।

'ওরা আমাদের বন্ধু হয়ে গেছে,' সন্তুষ্টির সুরে মন্তব্য করল পিয়োটাহ্। 'আর কোন ঝামেলায় পড়ব না আমরা।'

চিন্তিত দৃষ্টিতে অন্ধকার উপত্যকার দিকে তাকাল উইল, পিয়োটাহ্‌র মত অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। হঠাৎ শিউরে উঠল। অবহেলা বা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দুটোই বিপদ ডেকে আনে। অসতর্ক মানুষের একটা পা কবরে থাকে সবসময়।

হয়তো···

সহসা দৈত্যাকার একটা পশুর কাঠামো ভেসে উঠল মানসপটে, ধেয়ে আসছে ওটা, চওড়া বর্শার মত প্রকাণ্ড গজদন্ত, জ্বলজ্বলে রক্তচক্ষুতে হিংস্র দৃষ্টি···বর্শা তুলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল ও, কিন্তু বর্শা নেই! একা···দৈত্যাকার প্রাণীটার মুখোমুখি একা ও···

ফের শিউরে উঠল উইল।

শিগ্‌গিরই তা হলে ঘটনাটা ঘটবে? ভাবছে ও, এত দুর্ভোগ আর কষ্টের পর যখন সমস্ত ঝামেলার অবসান হয়েছে? ব্যাপারটা মানতে পারছে না উইল, প্রায় অবাস্তব মনে হচ্ছে। এমন কোন প্রাণী কি আদৌ আছে? দীর্ঘ লোমঅলা হাতি আছে নাকি দুনিয়ার বুকে?

রাতে নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম হলো ওর, দুঃস্বপ্ন দেখল না।

উতেদের আপ্যায়নে অনেক মাংস খরচ হয়ে গেছে। ঘাটতি পুষিয়ে নিতে হবে, নইলে শীতে অনাহারে কাটাতে হতে পারে। শিকার করে মাংস জমানো দরকার। তা ছাড়া, গন্ধকের খোঁজ করতে হবে। ছোটখাট একটা উৎস পেলে কাজ চালানোর মত গানপাউডার নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারবে।

'কোমি,' সকালে নাস্তার পর প্রস্তাব করল উইল। 'চলো, পাহাড়ে যাব। গুহাগুলোয় ঢুঁ মারতে হবে। শিকারের ফাঁকে গন্ধক খুঁজতে হবে। সঙ্গে খাবার নিয়ো, পিকনিক করব আমরা।'

'পিকনিক?'

'বাবার কাছে শুনেছি ছুটির দিনে পিকনিকে যায় ইংরেজরা। সপরিবারে বাইরে চলে যায়, কখনও একটা পরিবার, কখনও কয়েক পরিবার মিলে। খাবার নিয়ে যায় সঙ্গে। সাগরের সৈকতে, হ্রদের কাছে বা নদীর তীরে। গাছের ছায়ায় বসে একসঙ্গে খায় ওরা। আরাম আর বৈচিত্র্যের মধ্যে কাটিয়ে দেয় অবসরটুকু।

'বাচ্চারা ছোটাছুটি করে, একসঙ্গে খেলে, ঘুরে বেড়ায়। বড়রা মেতে ওঠে নানান গল্পে। গানও গায়। এটাই হচ্ছে পিকনিক। অন্যদিনের চেয়ে ভিন্ন একটা দিন কাটায় ওরা, কাজ না করে অবসর কাটিয়ে দেয় হালকা মেজাজে।'

'দারুণ হবে! খাবার আর বসার জন্য কয়েকটা রোব নেব। পয়সানো যাবে আমাদের সঙ্গে, ওর পিঠে মালামাল নেব।'

সুখী, উৎফুল্ল বাচ্চাদের মত বেরিয়ে পড়ল ওরা। ছোটবেলায় শূটিং ক্রীকে মাঝে মধ্যে বাবা-মার সঙ্গে এভাবে বেরিয়ে পড়ত ওরা, প্রতিবেশী বা বন্ধুরাও থাকত সঙ্গে। দারুণ কাটত দিনটা। যেতে যেতে ইশাকোমিকে কয়েকবারের ঘটনা খুলে বলল উইল।

'আমি বরাবরই চুপচাপ থাকতাম। সবার মত দৌড়ঝাঁপ বা খেলাধুলা না করলেও পিকনিকে যেতে ভাল লাগত। বসে থেকে অন্যদের খেলা দেখতাম। আমাকে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করত ওরা। ওরা আসলে বুঝতেই পারত না যে বসে থেকে ওদের আনন্দ দেখতেই বেশি ভাল লাগত আমার।'

পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্না ক্রীকের রূপ পেয়েছে যে-জায়গায়, দুপুরে সেখানে এসে পৌঁছল ওরা; প্রশস্ত হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে প্রথমে, তারপর তৃণভূমির দিকে চলে গেছে। একপাশে পানির একেবারে কিনারা পর্যন্ত বেড়ে উঠেছে অ্যাসপেনের সারি। ঝিরঝিরে বাতাসে মর্মরধ্বনি উঠেছে অ্যাসপেনের পাতায়, যেন ফিসফিস করছে অনেক লোক। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল উইল। এত সুন্দর, শান্ত ও নিবিড় এই উপত্যকা!

'উইল, আমরা তো এখানেই থাকতে পারি? পাহাড়ে এরচেয়ে সুন্দর জায়গা খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না।'

উপত্যকার সৌন্দর্য ইশাকোমিকেও মোহিত করেছে। কেন নয়? সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল উইল।

হ্রদের তীরে ঘাসের উপর রোব বিছিয়ে দিল ইশাকোমি, কফি তৈরির জন্য একপাশে ছোট্ট করে আগুন জ্বালাল উইল। আগামী ক'দিন বা শীতের সময়ও কফির অভাব হবে না, ডিয়েগো প্রচুর এনেছে।

ধনুক তুলে নিয়ে তৃণভূমির দিকে এগোল উইল। এল্ক বা হরিণ থাকতে পারে এখানে। তবে তৃণভূমিটা শূন্যই দেখতে পেল। দূরে, তৃণভূমির ওপাশে গাছের কাছাকাছি নড়াচড়া চোখে পড়ল। কপালের উপর হাত তুলে রোদ ঠেকাল ও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল, কিন্তু কোন কিছুই ঠাহর করতে পারল না। পিছনে আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়সারি। বেশ কয়েকটা গুহা আছে, পঙ্কা মহিলার কাছে শুনেছে–যৌবনে এসেছিল সে; পাহাড়ী উপত্যকায় আরও কয়েকটা হ্রদ রয়েছে। ইশাকোমিকে নিয়ে কোন একদিন যাবে ওখানে, ঠিক করল উইল।

চারপাশে তাকিয়েও পয়সানোকে দেখতে পেল না উইল। ওদের পিছু পিছু এসেছিল ওটা, কিন্তু অনেকক্ষণ হলো দেখেনি। মৃদু স্বরে ওটাকে ডাকল উইল, ফিরতি পথ ধরল। উজ্জ্বল রোদের কোমল উষ্ণ আঁচ অনুভব করছে পিঠে।

উপত্যকার ওপাশে, যে-দিক থেকে এসেছে ওরা, দীর্ঘ একটা কাঠামো চোখে পড়ল। কেউ আসছে ওদের দিকে, এখনও অনেক দূরে রয়েছে।

আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছে। ইশাকোমিকে কোথাও দেখতে পেল না।

ধনুক নামিয়ে রেখে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ শুরু করল উইল, মাঝে মধ্যে থেমে ডাকল ইশাকোমিকে। অনেকবার ডাকার পরও সাড়া পেল না।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও। সব ডালপালা একত্র করে চারপাশে দৃষ্টি চালাল। তৃণভূমির ওপাশে দীর্ঘ অবয়বটা এখনও যথেষ্ট দূরে রয়েছে, ক্রমশ এগিয়ে আসছে। হাঁটছে লোকটা। যদি ওদের কেউ হয়ে থাকে, তারমানে দুর্গে কোন ঝামেলা বা বিপদ হয়েছে; তবে, সেক্ষেত্রে লোকটা দৌড়ে আসত।

বনভূমির কিনারে নড়াচড়া চোখে পড়ল উইলের। বড়সড় কোন প্রাণী। 'পয়সানো?' ডাকল ও।

এমন তো কখনও হয়নি, আনমনে ভাবল উইল, কী এমন জরুরি কাজ করছে পয়সানো? অন্য সময়ে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে। ইশাকোমিই বা কোথায় গেল? কফির পানি ফুটছে।

হয়তো ফলমূল বা বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ খুঁজতে গেছে। শীতের জন্য মাংসের পাশাপাশি ফলমূলও সংগ্রহ করছে ওরা।

ক্যাম্পে প্রবেশ করল উইল। কফিপটের পাশে ধনুক রেখে বনের দিকে এগোল ও।

'কোমি? কোথায় গেলে? কফি তৈরি হয়ে গেছে!'

এক চিলতে বনভূমি, ঘনও নয় তেমন। ওটা পেরিয়ে ওকের গুল্মে ঢাকা প্রায় খোলা একটা জায়গায় পৌঁছল উইল। আড়াল থেকে

বেরিয়ে এসেছে মাত্র, এসময় ওপাশের বন থেকে ছুটে আসতে দেখতে পেল ইশাকোমিকে, ভয়ে-আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে ওর চোখ।

'কোমি! এদিকে!'

চিৎকার করল ইশাকোমি, উদ্ভ্রান্তের মত হাত নেড়ে চলে যেতে বলল উইলকে। 'পালাও! দৌড়াও!' আতঙ্কে কর্কশ হয়ে গেল ওর কণ্ঠ।

এক ছুটে ইশাকোমির কাছে চলে গেল উইল।

'দৌড়াও! এদিকে এসো না!'

ইশাকোমির একটা বাহু চেপে ধরল ও। 'কী হয়েছে?'

দৌড়াতে গিয়েও থেমে গেল ইশাকোমি, তারপর উইলকে ধরে টানতে শুরু করল। 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? দৌড়াও!'

ইশাকোমির আতঙ্ক ওকেও গ্রাস করল। দৌড়াতে শুরু করল দু'জনেই। পিছনে, হুড়মুড় শব্দে আছড়ে পড়ল কয়েকটা ওক, চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল উইল, দেখতে পেল শব্দ আর ইশাকোমির আতঙ্কের কারণ।

প্রকাণ্ড এক দানব, তালপাতার মত বড় কান দুটো ছড়ানো, দুই গজদন্ত ঝিলিক মারছে রোদে। আচমকা আতঙ্কে গলা বুজে এল ওর। দুঃস্বপ্ন তা হলে সত্যি হলো! যা অবাস্তব মনে হয়েছিল, এখন সেটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে···

ওদের দেখতে পেল প্রাণীটা।

মুহূর্ত কয়েক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওটা, তারপর ট্রাম্পেটের প্রচণ্ড আওয়াজের মত গর্জে উঠে দৌড় শুরু করল। ঘুরে ছুটতে শুরু করল ওরা, কিন্তু হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল ইশাকোমি।

ছুটে এসে চার্জ করল দানব।

ততক্ষণে পিস্তল চলে এসেছে উইলের হাতে। ঝটপট গুলি করল ও। মাজল নিচু করল লোড করার জন্য, তারপর আরও একবার তাড়াহুড়োয় গুলি করল। গুলি দুটো লক্ষ্যভেদ করেছে কি-না, জানা নেই ওর, জানার ফুরসতও নেই, লোমশ হাতির দিকে

সমস্ত মনোযোগ। একেবারে কাছে চলে এসেছে ওটা। ধীর স্থিরভাবে নিশানা করল ওটার মুখে, তারপর ট্রিগার টেনে দিল ঝটপট আবারও লোড করল···

স্বপ্নে কেন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি, এখন বোঝা যাচ্ছে। ইশাকোমি পড়ে আছে ওর পায়ের কাছে, উঠার চেষ্টা করছে। এদিকে ওদের উপর প্রায় চড়াও হয়ে গেছে প্রকাণ্ড ম্যামথ। প্রচণ্ড গর্জন কানে এল, হঠাৎ দৃষ্টিসীমায় বিশাল একটা কাঠামো দেখতে পেল উইল, প্রায় ঢেকে দিয়েছে ওর দৃষ্টিপথ।

পয়সানো!

পিছন থেকে হাতিটাকে আক্রমণ করেছে পয়সানো, এত জোরে যে প্রায় উড়ে গিয়ে ঝোপের উপর পড়ল হাতিটা, অথচ আকারে ওটা পয়সানোর চেয়ে ঢের বড়। ওটা উঠে দাঁড়ানোর আগেই ছুটে কাছে চলে গেল পয়সানো, উন্মত্ত আক্রোশে এক শিং দিয়ে হাতির পেটের চামড়া ফালা করে ফেলল।

টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল হাতিটা, পাশ ফিরে আক্রমণ করল–ছুটে গেল মোষের দিকে। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় পাশ কাটিয়ে পাল্টা হামলা চালাল পয়সানো। হাতির পেট থেকে পাছা পর্যন্ত চামড়ায় গভীর একটা ক্ষত তৈরি করল শিং দিয়ে।

খপ করে ইশাকোমির বাহু চেপে ধরল উইল, একটানে দাঁড় করিয়ে দিল ওকে। 'দৌড়াও! দৌড়ে লুকিয়ে পড়ো কোথাও!'

পয়সানোকে ফেলে যাওয়ার উপায় নেই ওর।

গজদন্তের আঘাতে শরীরের একপাশে ক্ষত তৈরি হয়েছে পয়সানোর, রক্ত গড়াচ্ছে সমানে। কিন্তু আক্রমণে ক্লান্তি নেই ওটার। আবারও প্রচণ্ড গতিতে ধেয়ে এসে উড়িয়ে নিয়ে ঝোপে ফেলল ম্যামথকে। দুর্ঘটনাক্রমে নাকি ইচ্ছাকৃত বলা মুশকিল, প্রতিবারই পাশ থেকে আক্রমণ শানিয়েছে পয়সানো, এড়িয়ে যেতে পেরেছে ভয়ঙ্কর গজদন্ত দুটোকে। শুঁড় দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চেপে ধরার প্রয়াস পেল হাতিটা, শিং সহ আটকে ফেলবে, কিন্তু পরাক্রমশালী ম্যামথকে আবারও আছড়ে ফেলল পয়সানো।

সুস্থির হাতে নিশানা করল উইল। মুখ ঘুরিয়ে তৈরি হলো হাতি–গজদন্ত দিয়ে আক্রমণ শানাবে–ওটার কান লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিল উইল।

মাছিকে ঝাপটা মেরে সরিয়ে দিল যেন, সামান্য মাথা নাড়ল হাতিটা, তারপর পয়সানোর মুখোমুখি হলো।

কী করবে বুঝতে পারছে না উইল। পয়সানোর চেয়ে অন্তত তিন-চার গুণ বড় হাতিটা, কিন্তু সামান্য ভীতিও দেখা যাচ্ছে না মোষটার মধ্যে। হাতিকে ছুটে আসতে দেখে আবারও গর্জে উঠল পয়সানো। গজদন্ত বাগিয়ে ছুটে আসছে প্রকাণ্ড ম্যামথ, ছোট ছোট চোখে আক্রোশ আর বুনো উন্মত্ততা; ধেয়ে গিয়ে চড়াও হলো পয়সানোর উপর। উইল ভেবেছিল এবার আর রক্ষা হবে না, গজদন্ত এড়াতে পারবে না মোষটা; কিন্তু বুদ্ধি করে ঝটিতি বিশাল দেহ একপাশে ঘুরিয়ে ফেলল পয়সানো, গজদন্ত এড়িয়ে তো গেলই, উল্টো একটা শিং গেঁথে ফেলল হাতির কাঁধে, গতির কারণে পিছলে গেল শিং, গভীর ও দীর্ঘ ক্ষত তৈরি হলো।

পিস্তল তৈরি রেখে সুযোগের অপেক্ষায় আছে উইল। পশু দুটোর উন্মত্ত গর্জনে বধির হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আবারও মুখোমুখি হলো দুই অসুর, তবে ম্যামথের সামনে পয়সানোকে স্রেফ বামন মনে হচ্ছে। সন্তর্পণে পাশে সরে গেল উইল, পাশ থেকে পিস্তলের মুখে পেতে চাইছে হাতিটাকে, যাতে নিশ্চিত একটা গুলি করতে পারে। পয়সানো না এলে এতক্ষণে খুন হয়ে যেত ওরা। মোষটাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে ফেলে যাওয়া উচিত হবে না। হঠাৎ ইশাকোমিকে পাশে দেখতে পেল উইল, হাতে একটা বর্শা।

'সরে যাও, কোমি,' দ্রুত বলল ও। 'মরতে চাও নাকি?'

'মরতে হলে তোমার সঙ্গেই মরব! বর্শা চালাতে পারি আমি।'

পয়সানোর নাক দিয়ে টপটপ করে রক্ত ঝরছে। বিশাল মাথা নাড়ল ওটা, সতর্ক পায়ে এগোল সামনে, মোক্ষম আক্রমণ শানাতে যেন প্রতিদ্বন্দ্বীর নাগালে পৌঁছতে চাইছে কোন মুষ্টিযোদ্ধা। পাশ ফিরে মুখোমুখি হলো প্রকাণ্ড হাতি, তখনই যেন উইলকে প্রথম

দেখতে পেল। বাতাস কাঁপিয়ে গর্জে উঠল, তারপর ছুটে এল উইলের দিকে। বাম হাতের উপর পিস্তল-ধরা ডান হাত স্থির রেখে চোখ বরাবর গুলি করল উইল।

এদিকে পয়সানোও দাঁড়িয়ে নেই। ঝটিতি ছুটে এসে পাশ থেকে চার্জ করল ম্যামথকে, পাঁজর বিদীর্ণ করে দিল একটা শিং; টলে উঠল প্রকাণ্ড হাতি, তারপর মাটি কাঁপিয়ে আছড়ে পড়ল।

উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেল ওটা, চক্ষুকোটর থেকে রক্ত ঝরছে। শঙ্কিত মনে তাকিয়ে থাকল উইল, আশঙ্কা করছে ওটা হয়তো সত্যি উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে আসবে; কিন্তু ব্যর্থ হলো হাতি। হুড়মুড় করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। মরিয়া চেষ্টায় আবারও উঠতে চাইল, কিন্তু নির্দয়ভাবে ওটার মাথায় চার্জ করল পয়সানো।

'পয়সানো! আর দরকার নেই!'

কয়েকবার চিৎকার করার পর যেন কথাটা কানে ঢুকল পয়সানোর, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল ওটা। টপটপ করে রক্ত ঝরছে, অপেক্ষা করছে যদি উঠে দাঁড়ায় শত্রু। এগিয়ে গেল উইল। প্রায় বিশ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াল। হাতিটার উন্মত্ত হয়ে ওঠার কারণ দেখতে পেল।

আগেই আহত হয়েছিল ওটা, কাঁধের মাংসে গেঁথে আছে একটা তীর। দগদগে ঘা তৈরি হয়ে গেছে চারপাশে। এজন্যই এত খেপে গিয়েছিল ওটা।

'পয়সানো, এদিকে আয়। বিপদ কেটে গেছে।'

কিন্তু নড়ল না ওটা, মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে ম্যামথের দিকে, হাতিটা উঠলেই আক্রমণ করবে।

এগিয়ে গিয়ে পয়সানোর পিঠে হাত রাখল উইল। 'হয়েছে! ওটা মারা গেছে, পয়সানো। চল্!'

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে, ধীর ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদের অনুসরণ করল পয়সানো। হাঁটার মধ্যে একবার থেমে গেল ওটা, মাথা তুলে পিছন ফিরে তাকাল। নিশ্চল পড়ে আছে ম্যামথ। মরে গেছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না।

ক্যাম্পের দিকে এগোল ওরা। কাছাকাছি যেতে এক লোককে বর্শা হাতে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল। পিস্তলের দিকে চলে গেল উইলের হাত, দেখল একটা হাত তুলে ওদের ডাকছে লোকটা।

লোকটা আর কেউ নয়, উনচিতা।

'তুমি ফিরে এসেছ!'

'বলেছি না ফিরে আসব? চলে এলাম।'

'একা এসেছ?'

'আরও চারজন এসেছে আমার সঙ্গে। সানের মেয়েকে পাহারা দিয়ে রাখতে এসেছে ওরা।'

আরও পাঁচজন যোগ হলো। সব মিলিয়ে দশজন লড়াকু লোক। বাড়তি পাঁচজনের খাবার লাগবে, কিন্তু পাঁচজন শিকারীও বেড়ে গেছে।

ক্রীক থেকে পানি এনে পয়সানোর পাঁজরের ক্ষতটা ধুয়ে ফেলল উইল। তেমন গভীর নয় ওটা। নাকের মাংস ছিঁড়ে গেছে এক জায়গায়। তিন-চার গুণ বড় এবং পরাক্রম শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে বিজয়ী হিসাবে এগুলোকে সামান্য আঘাতই বলা যায়। পয়সানোর কান ডলে দিল উইল, মৃদু স্বরে কথা বলছে। ওর পেটের সঙ্গে মাথা ঘষছে মোষটা।

ম্যামথটাকে দেখে এল উনচিতা। যেখানে ছিল, ওখানেই মারা গেছে ওটা।

প্রকাণ্ড, কিন্তু বুড়িয়ে গিয়েছিল। একাই ছিল ওটা, নাকি ধারে-কাছে কোন সঙ্গী রয়েছে? হাতির পায়ের ছাপ চোখে পড়েনি উইলের। হয়তো অন্য কোথাও থেকে এদিকে এসেছিল ওটা, কোন সঙ্গীর খোঁজ করছিল।

দৈত্যাকার পশুটার জন্য সহানুভূতি অনুভব করল উইল। ধারে-কাছে কোন সঙ্গী না থাকায় নিশ্চই দারুণ নিঃসঙ্গ বোধ করত ওটা?

হয়তো একসময় সংখ্যায় অনেক ছিল এরা, কিন্তু মানুষের শিকারে পরিণত হওয়ায় সংখ্যাটা কমে গেছে, কিংবা অন্য কোথাও

চলে গেছে। মাংসের পরিমাণ প্রচুর বলে শিকার হিসাবে হাতি লোভনীয়, ওদের শিকার করার কৌশল শিখে ফেলেছিল ইন্ডিয়ানরা। কোন একদিন হয়তো এই দানবের গল্প বলবে ও, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে? ঠিকই বলেছে পিয়োটাহ্, খসখসে মোটা দীর্ঘ লোম ওটার। কথাটা বিশ্বাস করেনি উইল। সম্ভবত ঠাণ্ডা কোন এলাকা থেকে এদিকে চলে এসেছিল হাতিটা।

আগের কফি বাষ্প হয়ে যাওয়ায় আবার চড়িয়েছে ইশাকোমি। উইল ক্যাম্পে ঢুকতে একটা কাপ এগিয়ে দিল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে আকাশছোঁয়া পাহাড়ের দিকে তাকাল ওরা। কোন একদিন যাবে ওখানে, সিদ্ধান্ত নিল উইল, কী আছে দেখবে নিজের চোখে। অবচেতন মন থেকে টের পাচ্ছে ওখানে আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে একটা কিছু। শুধু গুহাই নয়, সম্ভবত আরও অনেক কিছুই আছে।

রহস্যময় সেই গুহায় অদ্ভুত একটা নির্দেশ শুনেছিল: *'খুঁজে বের করো!'* উইলের বদ্ধমূল ধারণা, যা খুঁজতে হবে সেটা ধারে-কাছেই রয়েছে।

ইশাকোমির কোমর জড়িয়ে ধরল ও। হয়তো এই রত্নটির কথাই বলেছে অদৃশ্য কণ্ঠের মালিক। হয়তো, হয়তো না, কিন্তু যা পেয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট ও।

'মনে আছে, অনেকদিন আগে একটা স্বপ্নের কথা বলেছিলে আমাকে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল উইল। 'একটা ছেলে ভালুকের সঙ্গে কথা বলত? সাদা ছোপের মত রং করা ছিল ছেলেটার মুখে?'

'মনে আছে।'

'আমি সেই ছেলে।'

'জানি,' মৃদু স্বরে বলল ইশাকোমি।

সূর্যের আলোয় নাচছে অ্যাসপেনের পাতা, হালকা বাতাসে উড়ে গেল ক্যাম্পের আগুনের কিছু ছাই।

'চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে,' বলল উনচিতা। 'এবার যাওয়া উচিত।'

কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না ওদের। এত সুন্দর জায়গা!

ঝলমলে দিন। চারপাশে অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য।

'হলুদ মাটি খুঁজে পেয়েছে পঙ্কা মেয়েটা,' জানাল উনচিতা। 'জায়গাটা তোমাকে দেখিয়ে দেবে ও।'

'কাল এসে হাতির দাঁতগুলো নিয়ে যাব,' তাকে বলল উইল।

উপত্যকা আর বনে ছায়া ঘনাচ্ছে, কিন্তু পাহাড় এখনও সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল। গুপ্ত হ্রদগুলো যেখানে আছে, সেদিকে চলে যাওয়া বুনো একটা ট্রেইল দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল উইল। গুহাগুলো দেখল না হয়, কিন্তু আর কী আছে এখানে?

'খুঁজে বের করো!' বলেছিল কণ্ঠটা।

সেই *জিনিস* কি এখনও আছে? খুঁজে পাবে ও?

পয়সানোকে নিয়ে দুর্গের দিকে ফিরতি পথ ধরল উইল, ওর একটা হাত ধরে আছে ইশাকোমি। পিছনে ক্যাম্পে হাঁটু মুড়ে বসে আছে উনচিতা, কফি শেষ না করে উঠতে নারাজ।

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

মোঃ শাওন হোসেন (রাজু)

বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

প্রথমেই সেবা প্রকাশনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই ধন্যবাদ। 'ঘায়েল' বইটির দাম একটু বেশি হলেও খুব ভাল লেগেছে।

অনেকদিন যাবত কাজি মাহবুব ভাইয়ের কোনও ওয়েস্টার্ন পাচ্ছি না কেন? সায়েম সোলায়মান ভাইকে অনুরোধ দারুণ অ্যাকশন ও রহস্য ভরা কোনও ওয়েস্টার্ন যেন তিনি উপহার দেন।

★ অনুরোধ পৌঁছে দিলাম।

মকবুল হোসেন

পার্ক রোড, বগুড়া।

শুভেচ্ছান্তে নিবেদন, আলোচনা বিভাগে বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা লিখে পাঠাতে বলেছেন। এই ব্যক্তিগত সমস্যা বলতে কী বোঝাচ্ছেন?

★ যে সমস্যায় ভুগছেন, অথচ কোনও সমাধান বের করতে পারছেন না—সেটাকেই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য দুটি: প্রথম, যে-কোনও সমস্যা গুছিয়ে লিখলে মনটা হালকা হয়ে যায়, তখন অনেকসময় সমাধানটা আপনিই বেরিয়ে আসে, নিজেই বোঝা যায় কীভাবে সেটার মোকাবিলা করা উচিত; আর দ্বিতীয়, ওই একই সমস্যায় আপনার মত আরও অনেকে পড়েছেন, তাঁদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই সমাধানের উপায় পেয়ে গেছেন। তিনি ইচ্ছে করলেই এই বিভাগের মাধ্যমে, কিংবা গোপনীয় কিছু হলে সরাসরি আপনাকে চিঠি লিখে সমাধানটা জানিয়ে দিয়ে আপনার উপকার করতে পারেন। তবে অসম্পূর্ণ ঠিকানা, অর্থাৎ 'পার্ক রোড, বগুড়া' লিখলে অবশ্য সে-সাহায্য পাওয়ার উপায় নেই।

মোঃ তমাল সরকার

ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল।

এইমাত্র শেষ করলাম গোলাম মাওলা নঈমের 'আসামী'। বরাবরের মতো এই ওয়েস্টার্ন বইটিও ভাল লেগেছে। নতুন বইয়ের অপেক্ষায় রইলাম। আচ্ছা, কাজীদা, কাজি মাহবুব হোসেন কি অসুখ থেকে ভাল হয়েছেন? যদি ভাল হয়ে থাকেন তা হলে তাঁকে এরফানের বই লিখতে বলবেন।

সেবার সঙ্গে জড়িত সবাইকে সালাম ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

★'আসামী' ভাল লেগেছে জেনে আমরা খুব খুশি হয়েছি। কাজি মাহবুব হোসেন এক অসুখ থেকে ভাল হলে আরেকটায় পড়েন–বয়স হয়েছে তো! আপনার অনুরোধ তাঁকে জানিয়ে দিলাম। আপনিও আমাদের সবার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

মোঃ শোয়েব হাসান অনিক

মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট।

কাজীদা, অবশেষে অনেক দিন পরে আলীমুজ্জামান ও কাজী মাহবুব হোসেন-এর যৌথ এবং অসাধারণ সৃষ্টি এরফানের বই 'ভূমিদস্যু' নামক ওয়েস্টার্ন পড়লাম। খুবই ভাল একটা বই। এজন্য লেখকদ্বয়কে অসীম ধন্যবাদ। সেই কবে আলীমুজ্জামান রচিত বই, মানে ওয়েস্টার্ন 'মরুসৈনিক' পড়েছি অনেক অনেক দিন আগে। উনি কি আর একক কোন ওয়েস্টার্ন, মানে একা নিজে কোন ওয়েস্টার্ন পাঠকদের উপহার দেবেন? কিছু কিছু ওয়েস্টার্ন বই আছে যা খোদ সেবাতেও নেই। ওই বইগুলো কি সেবা পুনরায় রিপ্রিন্ট বের করবে না?

যেমন: কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, ক্যালিবার .৪৫

আলীম আজীজ স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ

শেখ আব্দুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী

খন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, ডাইনী

রওশন জামিল: স্বপ্ননগরী, রক্ত বসনা, কুহকিনী, আতঙ্ক।

★একটা-দুটো করে অনেক ওয়েস্টার্নই রিপ্রিন্ট করা হয়েছে, আরও হবে। আলীমুজ্জামান এমবিবিএস পাশ করে জাপান গিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে। ওখানেই বিয়েথা করে রয়ে গেছেন। 'ভূমিদস্যু'র এই গল্পগুলো বহুদিন আগে ছাপা হয়েছিল রহস্যপাত্রিকায়, সেখান থেকে সংকলিত।

রাইয়ান মাহমুদ মুন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

পড়লাম সেবার নতুন প্রকাশিত ওয়েস্টার্ন 'ভূমিদস্যু'। এরফান জেসাপকে নিয়ে লেখা কাজি মাহবুব হোসেনের উপন্যাসিকা 'ভূমিদস্যু' মোটামুটি লেগেছে।

বেশি ভাল লেগেছে আলীমুজ্জামানের 'এক বর্ষার রাত' ও 'যেতে যেতে'। 'বন্দি' লেগেছে মোটামুটি। লুই লামুর নামক নতুন হিরো উপহার দেবার জন্য লেখককে ধন্যবাদ।

আচ্ছা, এই আলীমুজ্জামান কি 'মরুসৈনিক' লিখেছিলেন?

☆হ্যাঁ।

এ. বি. এম. ফকরুল আলম (রুবেল)

ক্যান্ট পাবলিক কলেজ, ময়মনসিংহ।

সালাম নিবেন। অনেকদিন পর আবার লিখতে বসলাম। এইচএসসির টেস্ট পরীক্ষার কারণে নতুন 'ওয়েস্টার্নগুলো একটু দেরিতে হয়ে গেল পড়তে। নঈমদা'র 'ঘাতক' ও সায়েম ভাইয়ার 'সঙ্কট' যতোটা ভাল লেগেছে, ততোটাই খারাপ লেগেছে সাইফুল্লাহ্ ভাইয়ার 'যমদূত'। কাহিনী বিন্যাসে আমি কোনও পূর্ব পরিকল্পনার ছাপ খুঁজে পাইনি। আর ওটার প্রচ্ছদের জন্যও রনবীর মামুকে ধন্যবাদ দিতে পারছি না। দুঃখিত!!!

☆দুঃখের কিছু নেই। সবার সব লেখা বা প্রচ্ছদ ভাল লাগতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই। কোনও কোনও লেখা তো খারাপ লাগতেই পারে।.

জাহিদ হুসাইন মজুমদার,

ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬।

এই প্রথম লিখতে বসেছি আলোচনা বিভাগে। যতোদূর মনে পড়ে মাহবুব ভাইয়ের 'হার্ডি স্লোন' বইটাকে অনেকে প্রশংসা করেছে, কিন্তু আমার কাছে ততো ভাল লাগেনি। আরেকটা কথা, এক বছর ধরে এরফানকে নিয়ে না লেখায় মাহবুব ভাইকে কিন্তু এরফান খুঁজছে ড্র করার জন্য। অবশেষে নঈম ভাইকে ধন্যবাদ 'দম্ভ' বইটির জন্য। আরও ধন্যবাদ জন ক্যালকিনের মতো চরিত্র সৃষ্টির জন্য।

☆ধন্যবাদ ও হুমকি জানিয়ে দিলাম লেখকদের।

ফারহান নূর,

শাহজাহানপুর, ঢাকা।

'ঘাতক' হাতে পেয়েই পড়ে ফেললাম, চমৎকার লেগেছে। নঈমদাকে এজন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রচ্ছদের জন্য বিপ্লব দা'কেও।

অনেক বই পড়েছি, কিন্তু 'দাবানল'এর সিডনি ব্যারনের মতো কাউকে পাইনি। মাহবুবদা কি তাকে নিয়ে আরও বই লিখবেন?

☆জিজ্ঞেস করে জানাব। ঘাতক ভাল লেগেছে জেনে সুখী হলাম।

বিপ্লব,

পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

নতুন আগন্তুক মানেই কিছু ভয়, কিছু সংশয় আর সেই সাথে নতুনত্ব। কার সম্পর্কে বলছি বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, সায়েম সোলায়মান। তাঁর 'সঙ্কট' বইটি এক কথায় অপূর্ব। সেজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ।

☆ধন্যবাদ পৌঁছে দিলাম।